সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে সামাজিক শক্তি অর্জন

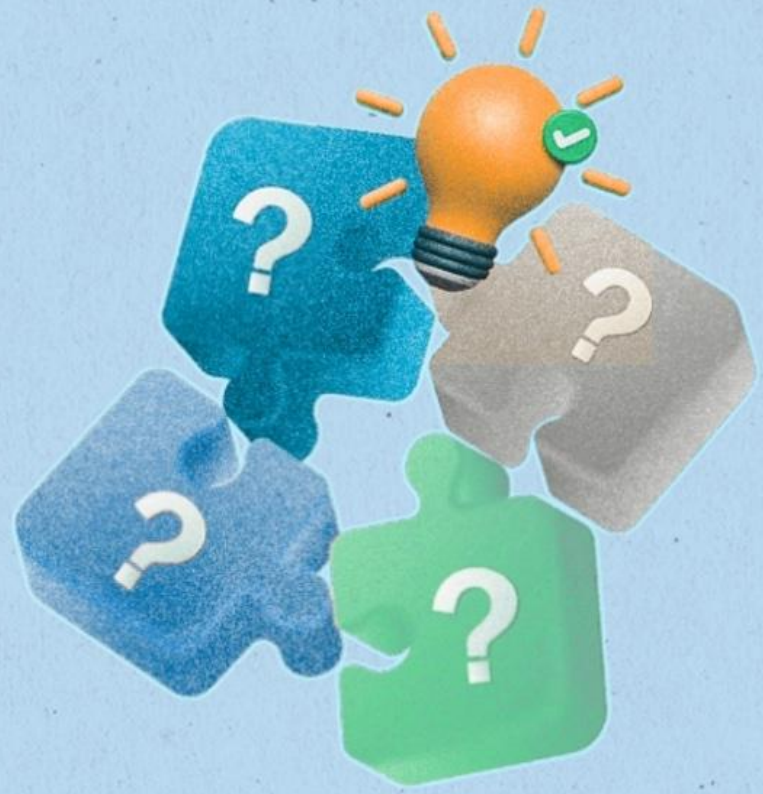

অ্যাক্টিভিসম হ্যান্ডবুক:
প্রশ্নোত্তর

সম্পাদক : এনামুল হোসাইন শাওন

ACTIVISM LAB

…সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা একটি সামষ্টিক দায়িত্ব। আর যেকোনো সামষ্টিক দায়িত্বের মতোই, যদি এই দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত লোক এগিয়ে না আসে, তাহলে যারা এ কাজে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যের পরিমাণ অনুযায়ী গুনাহর অংশীদার হবে। কারণ এই দায়িত্ব যখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন প্রত্যেক মুসলিমের উপর এটি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ হয়ে যায়। [1]

- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ

[১] (Al-Siyasah al-Shar'iyyah, Chapter on Justice & Governance)

সূচিপত্র

মৌলিক ধারণা ৯
সামাজিক শক্তি ও অ্যাক্টিভিসম কী? ৯
১। সামাজিক শক্তি (Social Power) কী? ৯
২। কমিউনিটি সার্ভিস কী? ১০
৩। অ্যাক্টিভিসম (Activism) কী? ১০
৪। অ্যাক্টিভিস্ট (Activist) কী? ১০
৫। অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিট (Activist Unit) কী? ১১
৬। ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম (Islamic Social Activism) কী? ১১
৭। ক্যাম্পেইন (Campaign) কী? ১১
৮। ক্যাম্পেইন ও অ্যাক্টিভিসমের মধ্যে পার্থক্য কী? ১২
৯। দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসম কি এক ? নাকি এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? ১২
লক্ষ্য, যৌক্তিকতা ও শরঈ হুকুম ১৩
১০। কুরআন হাদীস বা সীরাতে কোথায় অ্যাক্টিভিসমের কথা উল্লেখ আছে? ১৩
১১। বিক্ষোভ মিছিলের বিধান কী? এর অনুমোদনের প্রমাণগুলো কী কী? এবং এর নিষেধাজ্ঞার প্রমাণগুলো কী কী? ১৪
১২। অ্যাক্টিভিসম করে কি শরীয়া কায়েম করা যাবে? না গেলে অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী? ১৬
১৩। ভ্যালেন্টাইনের দিন লিফলেট বিতরণ বা পোস্টার টাঙিয়ে বা অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী, তরুণ তরুণীরা তো প্রেম করেই!? ১৯
১৪। অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে বাস্তবে সামাজিক শক্তি অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? ২১
১৫। অ্যাক্টিভিসম করলেও এর ফলাফল অল্প কিছুদিনের জন্য পাওয়া যায়। দীর্ঘ মেয়াদে এটি কতোটুকু টেকসই? ২৩
১৬। ওয়াজ-মাহফিল, তাবলীগের মেহনত থাকতে অ্যাক্টিভিসম কেন করব? ২৫
সাফল্য ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন ২৬
১৭। অ্যাক্টিভিসমে সফলতার মাপকাঠি কী? সামাজিক শক্তি অর্জিত হয়েছে তা কীভাবে বুঝবো? ২৬
১৮। কেন শুধু জনপ্রিয়তাকে মূল্যায়নের মাপকাঠি বানানো যাবেনা? জনপ্রিয়তা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়? ৩০

১৯। বাংলাদেশে অ্যাক্টিভিসম করে কার্যকরী ফলাফল এসেছে এমন কিছুর উদাহরণ আছে কী? ৩০
পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক কাঠামো ৩২
লক্ষ্য ও টার্গেট অডিয়েন্স ৩২
২০। অ্যাক্টিভিসমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী (Mission & Vision)? ৩২
২১। ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের প্রধান টার্গেট ও গৌণ টার্গেট অডিয়েন্স কারা? ৩৩
কাজের ধরণ ও পরিধি ৩৪
২২। অ্যাক্টিভিসমে কি সমাজের সকলকে যুক্ত করা হবে ? ৩৪
২৩। কোন কোন টপিক বা বিষয়ে অ্যাক্টিভিসম করা যায়? ৩৬
টেকসই কাঠামো ও দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ৩৭
২৪। কিভাবে ইউনিটের নামকরণ করা উচিত? ৩৭
২৫। কিভাবে একটি ইউনিটকে টেকসই ও শক্তিশালী করা যায় ? ৩৭
২৬। সময় জনবল সম্পদ সীমিত। কিন্তু কাজের চাপ অনেক বেশী এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়? ৩৭
২৭। ইউনিটের কোনো ভুল ত্রুটি চোখে পড়লে কি করণীয়? ৪০
সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা ৪৪
২৮। শুরুতেই কি একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে? ৪৪
২৯। কমিটি দিয়ে কাজ শুরু করা ভালো নাকি কাজ শুরু করে পরে কমিটি দেওয়া? ৪৬
৩০। কমিটির মৌলিক কাঠামো কেমন হবে? ৪৮
৩১। নেতা নির্বাচন পদ্ধতি কী? ৫০
৩২। নেতা না থাকলে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেব? ৫২
৩৩। ইউনিটের কী রেজিস্ট্রেশন করতে হবে? ৫৩
রাজনৈতিক ও বাহ্যিক সম্পর্ক ৫৫
৩৪। কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সেকুল্যার দল বা মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে কী? ... ৫৫
১। নীতিগত ও আদর্শিক অবস্থান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন ৫৬
২। কৌশলগত চাপ মোকাবিলা করুন ৫৬
৩। বিশেষ ইস্যুতে সীমিত সহযোগিতা ৫৭
৪। নিরপেক্ষতা প্রচার ৫৭
৫। যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে প্রোটোকল মেনে চলুন ৫৮

৩৫। কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল তাদের সাথে যুক্ত হতে চাপ দিলে কী করণীয়? তাদের সাথে কি জোট করা হবে ?..... ৬০

৩৬। অন্য কোনো রাজনৈতিক বা দাওয়াহ সংগঠনের সদস্য হলে এই ইউনিটে যুক্ত হওয়া যাবে? ৬০

৩৭। রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচিতে এসে নেতৃত্ব নিতে বা ক্রেডিট নিতে চাইলে করণীয় কী? ৬১

৩৮। সরাসরি ভাঙচুর ধরণের কাজ করতে চাওয়া ভাইদের নিয়ে করণীয় কী?.....৬৪

৩৯। অ্যাক্টিভিসম বা ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় ইউনিট ও সদস্যদের উপর দমনপীড়ন হলে তা মোকাবিলার জন্য সাংগঠনিক কৌশল ও আইনি সহায়তা প্রদানের কাঠামো কেমন হতে পারে?..... ৬৬

৪০। দ্বীনের খেদমতের অন্যান্য কর্মসূচীর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত? ৬৯

অর্থ ও ফান্ডিং..... ৭০

৪১। ফান্ডের উৎস কী? ফান্ড কিভাবে কালেক্ট করা হবে? কিভাবে বাজেট করা হবে? কিভাবে ক্রাউড ফান্ডিং করা হবে? স্পন্সর জোগাড় হবে কিভাবে ? টাকা পয়সার হিসাব বা ডোনার ধরে রাখা হবে কিভাবে?কিভাবে ডোনারের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে ইত্যাদি সহ ফান্ড সংক্রান্ত যত প্রশ্ন... ..... ৭০

৪২। কেন মসজিদ জাকজমকপূর্ন করার চাইতে অ্যাক্টিভিসম বা দ্বীনের অন্যান্য মেহনতে দান সাদাকাহ করা বেশি জরুরী?..... ৭০

কর্মসূচী ও দৈনন্দিন কার্যক্রম ৭০

৪৩। একনজরে কর্মসূচী কী কী?দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক কাজ কী হবে? ৭০

৪৪। কেন অধারাবাহিক বড় ক্যাম্পেইন না করে ছোটো ছোটো কিন্তু ধারাবাহিক ক্যাম্পেইন/অ্যাক্টিভিসম করতে হবে? ৭০

৪৫। কেন অল্প হলেও নিয়মিত কাজ করতে হবে? ৭১

প্রচারণা ও কৌশল..... ৭১

৪৬। অ্যাক্টিভিসমের বিষয়গুলো কেন ছবি, ভিডিও আকারে প্রচার করতে বলা হয়? আল্লাহর কাছে গোপন আমল কি অধিক প্রিয় নয়?..... ৭১

৪৭। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় নষ্ট হয়। ময়দানের কাজে ফোকাস বাড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে? ৭১

৪৮। কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া পরিচালনা করা হবে ?..... ৭৩

৪৯। কিভাবে প্রজেক্টর শো কেসিং করতে হয়? ৭৩

৫০। কিভাবে কার্যকরভাবে পোস্টারিং করতে হয়? ৯২

৫১। কিভাবে কার্যকরভাবে লিফলেট বিতরণ করতে হয়? ১০৯

৫২। অনলাইনে পাওয়া পোস্টার/লিফলেটে ইউনিটের লোগো ব্যবহার করা যাবে কি? ১১৬

৫৩। কিভাবে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড প্রিন্ট করতে হবে? মিছিলে বা মানববন্ধনে ব্যবহার করতে হবে?.....১১৭

৫৪। ওয়ার্কশপ/সেমিনার: কেন ও কি কি বিষয়ে আয়োজনের দরকার? ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মধ্যে পার্থক্য কী? কিভাবে আয়োজন করা যায়? ১২৪

৫৫। কেন ও কিভাবে পাঠচক্র আয়োজন করা হবে? পাঠচক্রের সিলেবাস কী হবে? ১২৭

৫৬। কিভাবে ষোলো ম্যাগাজিন / নন প্র্যাক্টিসিং তরুণদের নিয়ে পাঠচক্র করা হবে ? ১২৭

৫৭।পাঠচক্রে মানুষের উপস্থিতি কমে গেলে সমাধান কী? ১৩৮

৫৮। কিভাবে মিটিং আয়োজন করতে হয়? ১৪০

৫৯। পোস্টার/লিফলেট/মানববন্ধন/মিছিল/পাঠচক্র করার আগে কি অনুমতি নিতে হবে?.....১৪১

৬০। ক্যাম্পেইন/কর্মসূচীর অনুমতি পাবার সহজ উপায় কী? ১৪২

৬১। নিরাপত্তা বা সুরক্ষার নিয়ম-কানুন কী? ঝামেলা এড়ানোর উপায় সমূহ কী কী ?.....১৫৩

৬২। অ্যাক্টিভিসম করার সময় কিভাবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়? ১৫৭

৬৩। প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা বা দক্ষ সদস্যগণ অনুপস্থিত হলে, অ্যাক্টিভিসমের নীতি, কৌশল এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যেন পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে সুসংগঠিতভাবে প্রবাহিত হয়, তার জন্য সুনির্দিষ্ট কী প্রক্রিয়া রাখা হয়েছে?..... ১৫৯

সদস্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ..... ১৬৪

৬৪। কারা কারা সাথে যুক্ত হতে পারবে? সদস্য, সমর্থক ও সাপোর্টারদের যোগ্যতা কী কী? ১৬৪

৬৫।কীভাবে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস করা হবে ? ১৬৪

৬৬।কীভাবে সম্ভাব্য সদস্য বাছাই করা হবে ?..... ১৬৪

৬৭।প্রান্তিক মানুষদের অ্যাক্টিভিসমে কেন যুক্ত করতে হবে? তাদের হৃদয় জয় করে অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করার পদ্ধতি কী?..... ১৬৪

৬৮। ইউনিটে মানুষের সংখ্যা কম। খুব কম মানুষ নিয়ে কাজ করতে হয়। একারণে হতাশ লাগে। এতো অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে কি কাজ করা সম্ভব? ১৬৫

৬৯। ইসলামের জন্য দুনিয়াবি সবকিছুকে কি একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে?..... ১৬৭

৭০। দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়? ১৬৭

৭১। কোনো সদস্য কি ভালো চাকরি করলে বা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকলে তার দ্বীনি কুরবানি ছোট হয়ে যায়? ১৭১

৭২। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে কি অনেক টাকা কামাতে হবে?.....১৭২

৭৩। ক্যারিয়ার নিয়ে কিছু সংশয়.....১৭৩

৭৪। সবাইকে কি সব ব্যাপারে সমান দক্ষ হতে হবে? ১৭৫

৭৫। কিভাবে সদস্যদের মধ্যে শ্রম বন্টন করা হবে? ১৭৯

৭৬। অ্যাক্টিভিসম করলে সবকিছু শিখে একেবারে নিখুতভাবে করব, না হলে করব না-এমন চিন্তা কেন অ্যাক্টিভিসমকে পিছিয়ে দেয়?.....১৮২

৭৭। ইউনিটের দক্ষ সদস্যরা টিম ওয়ার্ক করতে চান না। নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়?.....১৮২

৭৮। নন-প্র্যাকটিসিংদের জন্য তারবিয়াহ বা পাঠচক্রের সিলেবাস কী? ১৮৫

৭৯। ইউনিটের কোর মেম্বারদের জন্য তারবিয়াহ ও সিলেবাস কী? ১৮৯

৮০। কী কী স্কিল অর্জন করতে হবে?.....১৯৩

৮১। কিভাবে সদস্যদের মনোবল ধরে রাখতে হয়? ঝরে পড়া ঠেকাতে করণীয় কী?.....১৯৮

৮২। অ্যাক্টিভিসমের কাজকে গতিশীল রাখার জন্য মানুষের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। কিন্তু সামনাসামনি প্রশংসা করার ব্যাপারে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা আছে। এক্ষেত্রে করণীয় কী?..... ২০০

৮৩। ইউনিটের সদস্যদের সাথে যেন সম্পর্কে জটিলতা তৈরি না হয় সে জন্য কি করণীয়?.....২০১

৮৪। কোনো সদস্যের দোষ চোখে পড়লে কি করণীয়? ২০১

মানসিক ও আদর্শিক প্রস্তুতি ২০১

তথ্য যাচাই ও আত্ম-পর্যালোচনা.....২০২

ব্যক্তিগত উপদেশের পদ্ধতি.....২০২

ক্ষেত্র বিশেষে অ্যাক্টিভিসম ও পরিস্থিতি সামলানো ২০৫

৮৫। ক্যাম্পাসে কিভাবে একটি ইউনিট শুরু করা হবে এবং ইউনিট করতে না দিলে কাজ করার পদ্ধতি কি হবে? ২০৫

৮৬। ক্যাম্পাসে ফ্রি মিক্সিং কিভাবে এড়ানো যাবে? ২০৫

৮৭। শিক্ষক ক্লাসে ইসলামবিদ্বেষী ধারণা পুশ করলে করণীয় কী?.....২০৯

৮৮। ক্যাম্পাসে ইসলাম বিদ্বেষী ঘটনাগুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করা হবে? ২২৪

৮৯। ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্রদের মন জয় করার পদ্ধতি কি হবে ? ২২৬

৯০। ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিসমে যদি গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী, বামপন্থী বা সেক্যুলার ইউনিট যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব দেয়, তখন কী করণীয়?..... ২২৬

বাহ্যিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব নিরসন ২২৭

৯১। মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা কেন জরুরি? ২২৭

৯২। স্থানীয় মসজিদের ইমাম/খতীব/এলাকার মুরুব্বী/প্রভাবশালী নেতা পছন্দ না করলে করণীয় কী? কিভাবে এলাকার মানুষের মন জয় করা যায়? ২২৭

৯৩। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের রূপরেখা কেমন হবে? ২২৯

৯৪। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সাথে যোগ দিতে চাপ দিলে করণীয় কী? ২৩১

৯৫। ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ মেটাতে হবে? ইউনিটের কোনো সদস্যের নামে অভিযোগ আসলে কিভাবে তদন্ত করতে হবে? ২৩১

৯৬। সমাজের মানুষের সাথে কাজ করতে গিয়ে ইউনিটের কোনো সদস্য ভুল করে ফেললে কী করণীয়? ... ২৩৭

৯৭। কেউ সমালোচনা করলে সেটি কিভাবে মোকাবেলা করা যায়? ২৩৭

৯৮। বাবা-মা অ্যাক্টিভিসমের কাজে বাধা দিলে করণীয় কী? ২৪৬

৯৯। পরিবারের সদস্যদের অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করার পদ্ধতি কী? ২৪৯

১০০। অ্যাক্টিভিসমে সময় দিতে গিয়ে পরিবারের সাথে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। পরিবারের কোনো কোনো সদস্য দ্বীনের ব্যাপারেই বিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়গুলো কিভাবে মোকাবেলা করা হবে? ২৫২

১০১। মা-বোনেরা কিভাবে অ্যাক্টিভিসম করবেন এবং কিভাবে ফ্রি মিক্সিং এড়ানো যাবে? ২৫৬

১০২। পেশাজীবীরা কিভাবে অ্যাক্টিভিসম করবেন? ২৫৮

পরিশিষ্ট ০ বার্নআউট প্রতিরোধ ও ভারসাম্য রক্ষার চেকলিস্ট ২৬৩

পরিশিষ্ট -১ ..... ২৬৬

পরিশিষ্ট-২ ..... ২৭১

মৌলিক ধারণা

এই সেকশনে অ্যাক্টিভিসমের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, মডেল এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর থাকবে ইনশা আল্লাহ।

সামাজিক শক্তি ও অ্যাক্টিভিসম কী?

১। সামাজিক শক্তি (Social Power) কী?

কিছু কথা থাকে, যেগুলো শুনলেই পরিচিত মনে হয়। মনে হয়, আমি তো জানি এর অর্থ কী। সামাজিক শক্তি শব্দটাও এমন। আমরা সবাই নিজের মতো করে এর একটা অর্থ ধরে নেই। কিন্তু এ বইতে আমরা সামাজিক শক্তি একটা নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করছি। রাষ্ট্র এবং সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক শক্তির সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, আছে সংজ্ঞা। সেই অর্থটা কী? একটু বইয়ের ভাষায় বলি।

সামাজিক শক্তি হলো নিজের চারপাশের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটকে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করার সক্ষমতা। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডক্টর জিন শার্প (Gene Sharp)-এর মতে—

> “সামাজিক শক্তি হলো এমন সব ধরনের প্রভাব ও চাপ প্রয়োগের সক্ষমতার সমষ্টি, যা (সমাজের) কোনো এক গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর উপর প্রয়োগ করে। এই শক্তি প্রয়োগ করা হয় অন্যদের আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অথবা সামষ্টিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে।”

সামাজিক প্রভাব, আদর্শিক ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক বয়ান, চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা, জনগণ কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রাস্তায় নামাতে পারা—এ সবই সামাজিক শক্তির অংশ। সামাজিক শক্তির মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠী নিজ উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে, স্বার্থরক্ষা করতে পারে। সামাজিক শক্তির মাধ্যমে প্রতিকূল কোনো গোষ্ঠীর উপর পারে চাপ প্রয়োগ করতে, এমনকি তাদের সিদ্ধান্ত ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এবং এই শক্তির প্রয়োগ হয় সামষ্টিকভাবে (collectively)। একা একা নয়।

নিজস্ব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কিংবা অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রণ—এ দুটি হলো সামাজিক শক্তির মূল শর্ত। অনেক টাকাপয়সা, প্রতিষ্ঠান কিংবা জনসমর্থন থাকার নাম সামাজিক শক্তি না। হতে পারে কোনো জনগোষ্ঠী একটি দেশে সংখ্যাগুরু। এ হিসেবে তাদের হাতেই দেশের অধিকাংশ সম্পদ বিদ্যমান। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে তারা কোণঠাসা হয়ে আছে। তাদের পরিচয়, আদর্শ, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রীয় পরিসরে দুর্বল। এমন ক্ষেত্রে বলা হবে, ঐ জনগোষ্ঠীর যথেষ্ট সামাজিক শক্তি নেই।

তাহলে আমরা দেখলাম সামাজিক শক্তি হলো -

- আমরা যা চাই, তা অন্য কোনো গোষ্ঠীর কাছ থেকে আদায় করে নেবার ক্ষমতা
- চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা
- পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ক্ষমতা
- সমাজে প্রভাব থাকা
- চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা এবং
- এরকম আরো যতো ক্ষমতা আছে, সবগুলোর সমষ্টি

২। কমিউনিটি সার্ভিস কী?

কমিউনিটি সার্ভিস (Community service) এর বাংলা অর্থ হলো 'সমাজসেবা'। এটি এমন কার্যক্রমকে বোঝায়, যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সমাজ বা সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য কাজ করে। যেমন: দুস্থদের সহায়তা করা, ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ানো, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, চোর-ডাকাত ও চাঁদাবাজদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা, ইয়াতীম বা পথশিশুদের বিনা খরচে পড়ানো ইত্যাদি।

৩। অ্যাক্টিভিসম (Activism) কী?

অ্যাক্টিভিসম হলো সমাজ পরিবর্তনের জন্য এবং সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংগঠিত প্রচেষ্টা। কেবল তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানো বা সমস্যার সমাধান অ্যাক্টিভিসমের উদ্দেশ্য না। বরং অ্যাক্টিভিসমের মূল উদ্দেশ্য হলো, বিদ্যমান সিস্টেমের ওপর চাপ প্রয়োগ এবং বিদ্যমান কাঠামোকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা অর্জন। মূলত, অ্যাক্টিভিসম হলো সামাজিক শক্তি অর্জনের পথ। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দাবি আদায়, হক রক্ষা করা এবং সমাজের নানা ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্যেই অ্যাক্টিভিসম।

অ্যাক্টিভিসম সামাজিক ক্ষেত্রে হতে পারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হতে পারে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাদের দলের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে যেসব কাজ করে, সেগুলোকে বলা হয় 'পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিসম' আর যদি সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করা হয়, তাহলে সেটাকে বলা হয় 'সামাজিক অ্যাক্টিভিসম'।

আরো পড়ুন- **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ আলোচিত নিচের প্রবন্ধসমূহ

- অ্যাক্টিভিসম কী এবং কী না?
- কারা হবে আমাদের গণশক্তি?

৪। অ্যাক্টিভিস্ট (Activist) কী?

'Activist' এর বাংলা অর্থ হলো কর্মী বা সক্রিয় কর্মী। অ্যাক্টিভিস্ট হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত ইস্যুতে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সচেতনভাবে ও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। তিনি মতপ্রকাশ, জনমত গঠন, আন্দোলন বা নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সচেষ্ট থাকেন।

৫। অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিট (Activist Unit) কী?

অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিট হলো একটি সংগঠিত দল, যারা নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে কাজ করে। ইউনিটের সদস্যরা একযোগে প্রচারণা, জনমত গঠন এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে।

৬। ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম (Islamic Social Activism) কী?

ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম ইসলামের আদর্শ ও শরীয়াহর নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত অ্যাক্টিভিসম, যার কেন্দ্রবিন্দু হলো—

- পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করা,
- আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার—সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ,
- জনপরিসরে ইসলামের অবস্থানবয়ান ও দাওয়াহকে শক্তিশালী করা, এবং ,
- ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে সামাজিক শক্তি অর্জন ও তার কার্যকর প্রয়োগ

৭। ক্যাম্পেইন (Campaign) কী?

ক্যাম্পেইন হলো কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কার্যক্রমের একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা। অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটগুলোর জন্য ক্যাম্পেইনগুলো সচেতনতা তৈরি, সমর্থন জোগাড় এবং বাস্তব ফলাফল অর্জনের কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ক্যাম্পেইনের উপাদান:

একটি ক্যাম্পেইন তৈরি হয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সংমিশ্রণে:

পরিকল্পনা: ক্যাম্পেইনের সুনির্দিষ্ট, কাজ এবং সময়সীমা থাকতে হবে।

কার্যক্রম: কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য মানুষ, সম্পদ এবং সরঞ্জাম একসাথে কাজে লাগাতে হবে। (Mobilizing people, resources, and tools to implement activities.)

প্রভাব: ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দৃশ্যমান এবং পরিমাপযোগ্য অর্জন থাকতে হবে। এটা হতে পারে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক কোনো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা অথবা নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুকে লাইমলাইটে আনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনোভাবে।

আরও পড়ুন-

- **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-ক্যাম্পেইন টুলকিট"** থেকে
    - ক্যাম্পেইন ট্র্যাকার
    - ক্যাম্পেইন ক্যালেন্ডার

- স্ট্র্যাটেজি

- **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** থেকে
  - ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা

৮। ক্যাম্পেইন ও অ্যাক্টিভিসমের মধ্যে পার্থক্য কী?

উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা যাক। ‘যিনামুক্ত সমাজ গড়া’— এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী আদর্শ ও সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্য। এই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্যাম্পেইন চালানো হয়। যেমন, ‘ভ্যালেন্টাইন প্রতিরোধ ক্যাম্পেইন’, ‘পরিচ্ছন্ন ভালোবাসা সপ্তাহ’ ইত্যাদি। ভ্যালেন্টাইন দিবসের আগে ‘যিনা বর্জন’ ক্যাম্পেইন, যেখানে ১৪ ফেব্রুয়ারির আগ পর্যন্ত সামাজিকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে পোস্টারিং, লিফলেট বিতরণ, প্রজেক্টর শো কেইসিং ইত্যাদি করা হয়। ভ্যালেন্টাইন দিবসকে ঘিরে ‘যিনা বর্জন’ ক্যাম্পেইন যদি হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের সচেতনতামূলক উদ্যোগ, তাহলে এর পেছনের ধারাবাহিক বড় লক্ষ্যের নামই হলো অ্যাক্টিভিসম।

তাই সংক্ষেপে:

- অ্যাক্টিভিসম হলো আদর্শের পক্ষে একটি চলমান আন্দোলন বা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।
- ক্যাম্পেইন হলো সেই আদর্শ বাস্তবায়নের একটি নির্দিষ্ট ও সময়সীমাবদ্ধ উদ্যোগ।

অ্যাক্টিভিসম = দিকনির্দেশনা

ক্যাম্পেইন = সেই দিকনির্দেশনা অনুসারে চালানো নির্দিষ্ট একটি অভিযান

৯। দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসম কি এক ? নাকি এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

আপাতদৃষ্টিতে দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসমের কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন মনে হলেও, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পূর্ণতা পায় না। দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসমের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে কিছু পার্থক্যও আছে। প্রধান পার্থক্য দুইটি।

ক। দাওয়াহ ব্যক্তি পর্যায়ের পরিবর্তন আনে, আর অ্যাক্টিভিসম সামাজিক , রাজনৈতিক ইত্যাদি পর্যায়ে।

খ। দাওয়াহ ব্যক্তি পর্যায়ের কাজ, আর অ্যাক্টিভিসম সামাজিক/ সামষ্টিক কাজ ।

দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসম নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয় অনেক সময়। কেউ কেউ মনে করেন যে কোনো একটি কাজই শুধু করতে হবে। দেখুন দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসম একে অপরের সম্পূরক কাজ। দুইটিই আমাদের জন্য জরুরি। ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত বা কেবল সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের এক সমন্বিত প্রয়াস। এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে 'দাওয়াহ' এবং 'অ্যাক্টিভিসম' দুইটিই জরুরি।

লক্ষ্য, যৌক্তিকতা ও শরঈ হুকুম

১০। কুরআন হাদীস বা সীরাতে কোথায় অ্যাক্টিভিসমের কথা উল্লেখ আছে?

অনেকেই এ প্রশ্ন করেন যে অ্যাক্টিভিসমের কথা কুরআন, হাদীস বা সীরাতের কোথাও উল্লেখ করা নেই। এটা তো নবউদ্ভাবিত কোনো পন্থা, এটা বিদাহ।

আমরা জানি তাওহীদের রয়েছে তিনটি প্রকার তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। কিন্তু সাহাবা আজমাইনের সময়ে এই তিনটি নাম দিয়ে এই তিনভাবে তাওহীদের শ্রেণিবিভাগ করা হয় নি। বর্তমানে আমরা যে তিনটি শ্রেণিবিভাগ দেখি, মূলত তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি শতাব্দিতে এভাবে তাওহীদের শ্রেণিবিভাগ শুরু হয়। ইমাম ইবনু জারির আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ এ তিনটি শ্রেণিবিন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে শায়খ বকর আবু যায়িদ 'আর-রাদ্দু আলাল মুখালিফ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। অন্যদিকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাওহীদকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন: ১. তাওহীদুল মারিফাতি ওয়াল ইসবাত, ২. তাওহীদুল কাসদ ওয়াত তালাব।

ইবনু তাইমিয়্যাহকৃত এ শ্রেণিবিভাগে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত ছিল তাওহীদুল মারিফাহ ওয়াল ইসবাতের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাওহীদের শ্রেণিবিন্যাস করার বিষয়টি শুরু হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি শতাব্দিতে। তাহলে কি আমরা বলব, ইবনু জারির আত-তাবারি ও তার সময়কালের ইমামগণ তাওহীদের এ শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে দীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু উদ্ভাবন করেছিলেন? যেহেতু সাহাবাদের সময়ে এই শ্রেণিবিন্যাস ছিল না? আবার ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাওহীদকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। তাহলে কী আমরা বলব, ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সাহাবাদের মানহাজ থেকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি শতাব্দির সালাফদের অবস্থান থেকেও বিচ্যুত হয়েছেন?

মূলত সাহাবাদের তাওহীদের ব্যাপারে যে 'বুঝ' ছিল, হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দির সালাফগণ এবং ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহল্লাহ তার সাথে কোন কিছু নিজে থেকে যোগ করেন নি। কিন্তু এটাও সত্য যে, সাহাবাদের সময়ে এভাবে তিনভাগে ভাগ করে, এই তিনটি নাম দিয়ে তাওহীদ শেখানো হত না।

ব্যাপারটা হল- ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহল্লাহর সময়ে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিশেষভাবে তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে সংজ্ঞায়িত করার। কারণ সে সময় আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী ও তাহরিফকারীদের ফিতনা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে প্রয়োজনের তাগিদে সাহাবা আজমাইনের তাওহীদের বুঝকেই ইবনু তাইমিয়্যাহ দুটি শ্রেণিতে বিনাস্ত করেছিলেন, তাওহীদুল মারিফাহ ওয়াল ইসবাত নামক শ্রেণির মাধ্যমে বিশেষভাবে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের গুরুত্ব ও এ ব্যাপারে সঠিক অবস্থান তুলে ধরার জন্য। যদি মানুষের মধ্যে তাওহীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সেই বুঝ থাকত, তবে এই শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজন হত না, কিন্তু যেহেতু মানুষের মধ্যে তা ছিল না তাই এরকম শ্রেণিবিন্যাস করাই ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু এ কারণে কেউ বলতে পারবে না যে, ইবনু তাইমিয়্যাহ নতুন কোন জিনিস তাওহীদের

মধ্যে এনেছেন। তেমনিভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি শতাব্দির সালাফগণও দীনের মধ্যে কোন কিছু উদ্ভাবন কারন নি। ভারা শুধু এটুকু বলেছেন যে, রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং আসমা ওয়াস সিফাতে বিশ্বাস, এই তিনটি অংশ নিয়েই গঠিত তাওহীদের পূর্ণ বিশ্বাস।

একইভাবে একইভাবে আমরাও দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু আনছি না। অ্যাক্টিভিসম শব্দটি কুরআন হাদীসে সরাসরি উল্লেখ করা নেই সত্য কিন্তু অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে আমরা যে কাজগুলো করি সবকিছুর মূলনীতি বা ধারণা কুরআন হাদীস বা সীরাহতে রয়েছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ, উসুলুল ফিকহ, উসুলুল হাদিস, আহাদ, মাশহর, উলুমুল কুরআন, উসুলুত তাফসির- এ শব্দগুলো এভাবে কুরআন ও সুন্নাহতে নেই। সাহাবাদের সময় এরকম কোন পরিভাষা প্রচলিত ছিল না, তবে কি আমরা এগুলোকে বিদাহ বলব? স্বয়ং আকিদাহ শব্দটি কুরআনে তো দূরে থাক, কোন জাল হাদিসেও নেই। তাহলে এই সবকিছুই কি বাতিল হয়ে যাবে? শুধু এই শব্দাবলি এভাবে কুরআন-হাদিসে না আসার কারণে এই শব্দাবলির দ্বারা যে ধারণাটি প্রকাশ করা হয় সেটা বিদাহতে পরিণত হয় না, বাতিল হয়ে যায় না।

যদি দীনের মধ্যে নতুন কোন ধারনার উদ্ভব না করা হয় তাহলে দীনের মধ্যে বিদ্যমান কোন বিষয়কে ভালোভাবে উপস্থাপন কিংবা ব্যাখ্যা করার জন্য তার শ্রেণিবিভাগ করা কিংবা কোন নতুন শব্দাবলি ব্যবহার করাতে কারো আপত্তি থাকার কথা না। কারণ শুধু নতুন পরিভাষা বা শ্রেণিবিন্যাস করার কারণে যদি কোন কিছুকে বাদ দিতে হয় তাহলে ইসলামের সমস্ত উসুল-শাস্ত্রও বাদ দিতে হবে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি উসুল বর্ণনা করেছেন যে,

والاصطلاحات لاتاحة منها إذا لم تتضمر مفسدة

“নতুন পরিভাষা বা নতুন শব্দ ব্যবহারে ভুল নেই যদি তাতে মন্দ কিছু না থাকে”[২]।

কাজেই শুধু সরাসরি কুরআন হাদিসে অ্যাক্টিভিসম শব্দটি নেই শুধু এ কারণে অ্যাক্টিভিসম বাতিল হয়ে যায় না। কারণ এর মূল নির্যাস এসেছে কুরআন হাদিস সীরাহ থেকেই ।

আরও দেখুন এই হ্যান্ডবুকের আলোচনা- অ্যাক্টিভিসম করে কি শরীয়া কায়েম করা যাবে? না গেলে অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী?

১১। বিক্ষোভ মিছিলের বিধান কী? এর অনুমোদনের প্রমাণগুলো কী কী? এবং এর নিষেধাজ্ঞার প্রমাণগুলো কী কী?

শাইখ নাসির আল ফাহাদ হাফিজাহুল্লাহর উত্তর:

বিক্ষোভ মিছিলের বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এই বিষয়ে আমার বক্তব্যকে আমি সংক্ষেপে এভাবে পেশ করব:

[২] মাদারিজুস সালিকিন, ৩/৩০৬

কিছু ভাই যারা বিক্ষোভকে জায়েজ বলেছেন, তারা এর পক্ষে সুন্নাহ থেকে দলিল খুঁজেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত প্রতিবেশীর বিখ্যাত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন[৩] , যা আজকাল "জনমত তৈরি করা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই হাদীসটি সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও তারা আব্দুল্লাহ বিন ইয়াস বিন আবি যুবাবার হাদীস ব্যবহার করেন যেখানে নারীরা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে (নবীর সামনে) অভিযোগ করেছিলেন (অর্থাৎ একটি মহিলা বিক্ষোভ)[৪] । এটিও সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু বিক্ষোভের বৈধতা প্রমাণের জন্য এই সব দলিল আনা জরুরি নয়, কারণ মৌলিক নীতি হলো: "এই দ্বীনের মধ্যে আল্লাহ যা শরীয়তভুক্ত করেছেন, তার বাইরে কিছুই শরীয়তভুক্ত নয়, এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তার বাইরে কিছুই হারাম নয়।" সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো 'তাওকিফ' (অর্থাৎ এর সীমা অতিক্রম করা জায়েজ নয়), তাই এর জন্য অবশ্যই দলিল পেশ করতে হবে।আর জাগতিক বিষয়াদি ('আদাত) এর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যে এগুলো সাধারণভাবে বৈধ। যদি কেউ কোনো কিছুকে হারাম বলে, তাকে তার জন্য দলিল পেশ করতে বলা হবে। এটিই এই বিষয়ে মৌলিক নীতি ('আসল)।

সুতরাং যারা বিক্ষোভকে বৈধ বলেন এবং এই মৌলিক নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের কোনো দলিল পেশ করার প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তার বাইরে কিছুই হারাম নয়। আর যদি কেউ এর বৈধতা প্রমাণ করার জন্য দলিল পেশ করে, তাহলে তো ভালোই। তবে তা হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই এখন আমাদের দেখতে হবে যারা বিক্ষোভকে নিষেধ করেন তাদের কী দলিল রয়েছে, তারপর আমরা সেগুলোর উত্তর দিতে পারি এবং বিষয়টি শেষ করতে পারি।

তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত দলিল তিনটি:

১) এটি একটি বিদআত,

২) এটি কাফেরদের অনুকরণ,

৩) এটি ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) এর দিকে ধাবিত হওয়ার কারণে একটি অকল্যাণ প্রতিরোধের উপায় (সাদ আয-যারাই') হিসেবে হারাম।

—

[৩] সম্পূর্ণ হাদীস: আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে আমাকে কষ্ট দেয়।' তিনি বললেন, 'যাও এবং তোমার জিনিসপত্র রাস্তায় বের করে রাখো।' সে তার জিনিসপত্র রাস্তায় বের করে রাখল। লোকেরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী?' সে জবাব দিল, 'আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমি তা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে উল্লেখ করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার জিনিসপত্র রাস্তায় বের করে রাখো।" তারা বলতে শুরু করল, 'হে আল্লাহ, তাকে অভিশাপ দাও! হে আল্লাহ, তাকে লাঞ্ছিত করো!' যখন লোকটি তা শুনল, সে তার কাছে বেরিয়ে এসে বলল, 'তোমার বাড়িতে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আর কষ্ট দেব না।'" -আল-আদাবুল মুফরাদ (ইমাম বুখারী রহ.), হাদিস নং: ৬৩, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৫১৫৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং: ৫২০।

[৪] সম্পূর্ণ হাদীস: ইয়াস বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দী (নারীদের) মারবে না।" যখন উমার (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন যে, "নারীরা তাদের স্বামীদের প্রতি খুব দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে," তখন তিনি তাদের মারার অনুমতি দিলেন। এরপর অনেক মহিলা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর পরিবারের (স্ত্রীগণের) কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলেন, এবং তিনি (নবী) বললেন, "অনেক মহিলা মুহাম্মদের পরিবারের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছে। যারা এমন করে, অর্থাৎ যারা তাদের স্ত্রীদের মারধর করে, তারা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়।"
-সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ২১৪৬,সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ১৯৮৫, সুনানে দারেমী: হাদিস নং ২২২৬, রিয়াদুস সালেহীন: হাদিস নং ৬৮৫।

১) তাদের এই যুক্তি যে এটি একটি বিদআত, তা বাতিল। কারণ বিদআত হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে, জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং এই যুক্তি যে ভিত্তিহীন তা দেখানোর জন্য বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই।

২) তাদের এই যুক্তি যে এটি কাফেরদের অনুকরণ, এটিও বাতিল। কারণ ইতিহাস এমন ঘটনা দিয়ে ভরে আছে যেখানে লোকরা একত্রিত হয়েছে এবং মিছিল করেছে এবং কিছু দাবি করেছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইতিহাসের দিকে তাকান এবং প্রথম শতাব্দীর (হিজরি) দ্বিতীয়ার্ধে বসরার এবং কুফার ইতিহাসের দিকে তাকান, এবং দেখুন এই ধরনের বিক্ষোভ কত বেশি ছিল। এটি আমরা শরীয়তসম্মত বা বৈধ কিছু প্রমাণ করতে বলছি না, বরং এটি প্রমাণ করতে বলছি যে এটি কাফেরদের অনুকরণের মত বিষয় নয়।

৩) এবং তাদের এই যুক্তি যে এটি ফাসাদের দিকে ধাবিত করে, এটিও সঠিক নয়। কারণ আমরা এটিকে সর্বত্র ঘটতে দেখছি এবং তারা যে ধরনের ফাসাদ ঘটার দাবি করে তেমন কোনো ফাসাদ সেখানে ঘটে না। বরং এর মাধ্যমে অনেক বড় উপকার ('মাসালিহ আযিমাহ) অর্জিত হয়েছে, যেমন মিশরীয় তাগুতকে (অর্থাৎ মোবারককে) উৎখাত করা। যদিও এর মাধ্যমে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা হয় নি, তবুও তাকে উৎখাতের মাধ্যমে অন্যায় ও অত্যাচার কিছুটা কমে এসেছে এবং তার (অর্থাৎ মোবারকের) শাসনামলে যে ন্যায়বিচার ছিল না তা কিছুটা হলেও ফিরিয়ে এনেছে। এটি এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ। এবং আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

ফতোয়াটির উৎস : ফাতাওয়া আল-হাইরিয়্যাহ, যা শাইখের ফতোয়া সমূহের একটি সংকলন।

১২। অ্যাক্টিভিসম করে কি শরীয়া কায়েম করা যাবে? না গেলে অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী?

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

"আর স্মরণ করো, যখন তাদের একদল বললো, 'তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছো এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন?' তারা বললো, 'তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আশা করা যায়, তারা সাবধান হবে'।"[৫]

অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে শরীয়াহ কায়েম করা যাবে না। অ্যাক্টিভিসমের উদ্দেশ্য সামাজিক শক্তি অর্জন যেটা শরীয়াহ কায়েমের পুরো কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে কোনোভাবেই একমাত্র উপাদান নয়। দেখুন শরীয়াহ কায়েম করা একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র সামাজিক শক্তি বা অহিংস আন্দোলনের ওপর নির্ভর করে না। এটি একটি রাজনৈতিক, সামরিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, যা আল্লাহর নূসরাহ্ (ঐশী সাহায্য) ছাড়া সম্ভব নয়। চূড়ান্তভাবে শরীয়া কায়েমের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার কাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। অ্যাক্টিভিসম সেই নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য সামাজিক শক্তি (Social Power) তৈরি করে, কিন্তু এটি স্বয়ং চূড়ান্ত ক্ষমতা নয়।

[৫] সূরা আ'রাফ, ৭: ১৬৪

তাহলে যদি শুধু অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে শরীয়া কায়েম করতে না পারি, তাহলে অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী? অ্যাক্টিভিসমের প্রধান লাভ বা উদ্দেশ্য কী? অ্যাক্টিভিসমের তিনটি প্রধান অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে:

ক. ফরয পালন ও দায়মুক্তি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে।"[৬]

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, সে যেন তার হাত দ্বারা তা পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয়, তবে মুখ দ্বারা; যদি সে এতেও সক্ষম না হয়, তবে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"[৮]

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, যখন সে যুলুম করে এবং যখন সে নির্যাতিত হয়। এক ব্যক্তি বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল, যখন সে নির্যাতিত হবে তখন তো তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু বলুন তো, যখন সে অত্যাচারী হবে তখন তাকে কীভাবে সাহায্য করবো? তিনি বললেন, 'তাকে যুলুম করতে বাধা দেবে। এটাই তাকে সাহায্য করা।"[৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যিনি মানুষের উপকারে সবচেয়ে বেশি আসে।"[১০]

---

[৬] সূরা আলে-ইমরান, ৩:১০৪
[৭] সূরা আলে-ইমরান,৩: ১১০
[৮] সহীহ মুসলিম,হাদীস নং-৪৯
[৯] বুখারী, হাদীস নং ৬৯৫২
[১০] সিলসিলা আল-সহিহা, আলবানী, হাদীস নং-৮৯৪

"যে কোনো মুমিনের দুনিয়ার একটি কষ্ট দূর করবে—আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করবেন।"[১১]

"রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনো কিছু সরানো.. এটাও সদকা।"[১২]

"আমি আমার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন পূরণে তার সাথে চলি—এটা আমার কাছে এই মসজিদে এক মাস ইতিকাফ করার চেয়েও প্রিয়।"[১৩]

"রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ঈমানের একটি শাখা।"[১৪]

"আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার (মুসলিম) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"[১৫]

অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের উপর আমল করা যায়।। সমাজে বিদ্যমান জুলুমকে হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করার পাশাপাশি সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ করা যায়। পাশাপাশি উপরে বর্ণিত কুরআন হাদীসের নির্দেশনাসমূহের মতো দ্বীনের আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর অসংখ্য নির্দেশনা মেনে চলা হয়। এটি আল্লাহর কাছে আমাদের দায়মুক্তির একটি প্রচেষ্টা।

খ. সামাজিক শক্তি অর্জন

জুলুমের প্রতিরোধ: অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে সামাজিক শক্তি অর্জিত হয়, যা দিয়ে রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোগত জুলুম, অন্যায় আইন ও ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার বিরুদ্ধে কার্যকর চাপ সৃষ্টি করা যায়।

সক্ষমতা তৈরি: এই শক্তি মুসলিম সমাজকে এমন ক্ষমতা (Capacity) দেয়, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। এটি হলো সেই 'গণশক্তি' যা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[১৬]

গ. দাওয়াতের পথ প্রশস্ত করা

মানুষকে সক্রিয় করা (Activation): বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে যে হতাশা, অনিশ্চয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা কাজ করে, অ্যাক্টিভিসম তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। এটি ছন্নছাড়া মানুষকে একটি সুনির্দিষ্ট মিশন ও ভিশনের দিশা দিতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের একটি বাস্তব রোডম্যাপের দিকে আগানোর পূর্বশর্ত বা ক্ষেত্র তৈরি করার মাধ্যমে এটি মানুষকে

---

[১১] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৯৯
[১২] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং- ১০০৯
[১৩] আল-মুআ'জাম আল-আওসাত, তাবরানি,হাদীস নং- ৫৭৬৭ (শাইখ আলবানী: হাসান)
[১৪] সহিহ মুসলিম,হাদীস নং- ৩৫
[১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭১২৮ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ অনুযায়ী), সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৪৪৯২
[১৬] সূরা আর-রা'দ ১৩: ১১

'হতাশা' থেকে 'সক্রিয়তায়' রূপান্তর করতে পারে । এবং বিশৃঙ্খল জনতাকে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে সংগঠিত করার পথ প্রশস্ত করে।

তাওহীদের প্রধান শত্রুকে চিহ্নিতকরণ: বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় তাওহীদের প্রধান শত্রু সেকুল্যারিজম এবং এ ব্যাপারে সমাজে যথেষ্ট গাফেলতি রয়েছে। অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে এই প্রধান শত্রুকে সহজেই চিনহিত করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যায়। এবং ইসলাম বনাম সেকুল্যারিজম- এই প্রধান দ্বন্দের ভিত্তিতে সমাজে মেরুকরণ করা যায়। হক ও বাতিলের তাবুকে আলাদা করা যায়

আস্থার নির্মাণ: যখন মানুষ দেখে যে আপনার দল তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ সমস্যা নিয়ে কাজ করছে, তখন তারা আপনার আদর্শের প্রতি আস্থা স্থাপন করে। এই আস্থা অর্জিত হওয়ার পরই আপনি সফলভাবে তাদের কাছে তাওহীদের চূড়ান্ত দাওয়াত পৌঁছে দিতে পারবেন।

দেখুন মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেও তো শরীয়া কায়েম করা যায় না, তাই বলে কি আমরা মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করব না? অ্যাক্টিভিসম হলো একটি নৌকা যা আপনাকে শরীয়া কায়েমের তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। যদি কোনো সমাজে গণশক্তি, নৈতিক ভিত্তি ও ইনসাফের দাবি মজবুত না থাকে, তবে উপর থেকে হঠাৎ শরীয়া কায়েম হলেও তা টিকিয়ে রাখা কঠিন। অ্যাক্টিভিসম সেই টেকসই ভিত্তি তৈরি করে, যাতে আল্লাহর নূসরাহ্ এলে, সেই বিজয় সহজে হারিয়ে না যায়।

আরো দেখুন এই হ্যান্ডবুক থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর-

- ভ্যালেন্টাইনের দিন লিফলেট বিতরণ বা পোস্টার টাঙিয়ে বা অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী, তরুণ তরুণীরা তো প্রেম করেই!”?
- অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে বাস্তবে সামাজিক শক্তি অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?

১৩। ভ্যালেন্টাইনের দিন লিফলেট বিতরণ বা পোস্টার টাঙিয়ে বা অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী, তরুণ তরুণীরা তো প্রেম করেই!?

এই ধরনের প্রশ্নের পেছনে আছে হতাশা এবং কখনো কখনো দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা। চলুন, আমরা এই প্রশ্নের উত্তর কয়েকটি স্তরে খুঁজি।

প্রথমত, এই কাজের সবচেয়ে বড় লাভ আপনার নিজের। আল্লাহ যদি আপনাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করেন: “যখন চারপাশে ব্যভিচার-অশ্লীলতার উৎসব চলছিল, তখন তুমি কী করেছিলে?” তখন অন্তত আপনি বলতে পারবেন, “হে আল্লাহ, আমি চুপ করে ছিলাম না। চেষ্টা করেছিলাম, সামর্থ্য অনুযায়ী আওয়াজ তুলেছিলাম।” এই সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগটাই তো সবচেয়ে বড় লাভ।

দ্বিতীয়ত, সৎ কাজে আদেশ করা আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা প্রত্যেক ঈমানদারেরই দায়িত্ব, যেটা আল্লাহ কুরআনে বারবার বলেছেন। ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাতের ধর্ম নয়, বরং সামাজিক ইনসাফের রক্ষাকবচ। কারো হিদায়াত আমাদের হাতে নয়। তা একমাত্র আল্লাহর হাতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তাঁর চাচা আবু তালিবকে হিদায়াত দিতে পারেননি,

যদিও সারাজীবন দাওয়াত দিয়ে গেছেন। চাচা হিদায়াতের রাস্তায় আসছেন না দেখে তিনি দাওয়াত দেওয়া কখনো থামিয়ে দেননি।

তৃতীয়ত, অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে সমাজে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়। আপনি হয়তো ভাবছেন, কোনোকিছু বদলাবে না। কিন্তু আপনি জানেন না আপনার একটি লিফলেট, একটি কথা, একটি ছোট আয়োজন হয়তো একজনের অন্তরে আলো জ্বালিয়ে দেবে। একজন মানুষ বদলালে, সেই পরিবর্তন একদিন সমাজে ঢেউ তুলতেও পারে। আপনি হয়তো জানবেন না, কিন্তু আপনার আমলনামায় সেই কাজের সাওয়াব জমা হতে থাকবে। আর যদি আপনার সামাজিক শক্তি গড়ে ওঠে, আপনি আপনার এলাকার রাস্তায়, পার্কে কিছুটা হলেও অশ্লীলতা ঠেকাতে পারবেন। হয়তো ১০০% পারবেন না, কিন্তু ৫০% তো পারবেন। ওয়ায, মসজিদ, মাদরাসা থেকেও তো সবাই ভালো হয়ে যায় না, তাই বলে কি আমরা সেগুলো বন্ধ করে দেই?

চতুর্থত, এই কাজের মাধ্যমে সমাজে সত্য ও মিথ্যার বিভাজন স্পষ্ট হয়। এই মেরুকরণ অত্যন্ত জরুরি।নবীদের দাওয়াহর ফলেও সবাই ঈমান আনেনি। কিন্তু তাঁদের কাজের মাধ্যমে সমাজে হক্ব আর বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কারা সত্যের পক্ষে আর কারা মিথ্যার পক্ষে, তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই মেরুকরণই সমাজকে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। হক্বের তাঁবু আর বাতিলের তাঁবু আলাদা হয়ে গেলে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। তখনই পরিবর্তনের পথ তৈরি হয়।

পঞ্চমত, সামাজিক শক্তি অর্জন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। ব্যায়াম শুরু করলে যেমন এক সপ্তাহ পরই শরীরে পরিবর্তন দেখা যায় না, তেমনি দাওয়াহ বা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাৎক্ষণিক ফল আশা করা ভুল। পরিবর্তন আসে ধাপে ধাপে, ধৈর্য আর ধারাবাহিকতার মাধ্যমে। অনেক সময় আপনি কাজ করছেন, ফল দেখছেন না, তবুও কাজ করে যেতে হবে। ধীরে ধীরে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি হয়তো পুরো সমাজ বদলে ফেলেননি, কিন্তু একজন মানুষ বদলে গেছে, একটি চিন্তা তৈরি হয়েছে, একটি দ্বীনদার প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে। নবী-রাসূলগণও বছরের পর বছর কাজ করেছেন ধৈর্যের সঙ্গে, তবেই এসেছে বিজয়। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম।

ষষ্ঠত, অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে আসলেই যে সমাজে পরিবর্তন আসে তার বাস্তব উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। অ্যাক্টিভিসম, সামাজিক শক্তি, ঐক্যবদ্ধ থাকার কী শক্তি তা জুলাই আন্দোলনে আমরা দেখেছি। কোনো রাজনৈতিক শক্তি নয়, বরং সামাজিক ঐক্য, সচেতনতা এবং অ্যাক্টিভিসমের শক্তিতেই আওয়ামী জাহিলিয়াতের সময় গণহত্যাকারী হাসিনা সরকার পাঠ্যপুস্তক থেকে বিকৃত ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে দেয়, সত্যিকারের দ্বীনি মেহনত কখনো একেবারে নিষ্ফল হয় না।

ব্যক্তিপর্যায়েও ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম অনেকের দ্বীনে ফেরার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। লস্ট মডেস্টির মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রকাশিত অসংখ্য তরুণ-তরুণীদের দ্বীনে ফিরে আসার গল্প এ দাবির পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে।

আরো দেখুন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর-

- অ্যাক্টিভিসম করে কি শরীয়া কায়েম করা যাবে? না গেলে অ্যাক্টিভিসম করে লাভ কী?
- অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে বাস্তবে সামাজিক শক্তি অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

"আর স্মরণ করো, যখন তাদের একদল বললো, 'তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছো এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন?' তারা বললো, 'তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আশা করা যায়, তারা সাবধান হবে'।"[১৭]

১৪। অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে বাস্তবে সামাজিক শক্তি অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?

জ্বি আছে। দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে আলোচনার পূর্বে চলুন মৌলিক কিছু কথার উপরে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম ইসলামের আদর্শ ও শরীয়াহর নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত অ্যাক্টিভিসম, যার কেন্দ্রবিন্দু হলো—

- পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করা,
- আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার—সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ,
- জনপরিসরে ইসলামের অবস্থানবয়ান ও দাওয়াহকে শক্তিশালী করা, এবং ,
- ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে সামাজিক শক্তি অর্জন ও তার কার্যকর প্রয়োগ

এর লক্ষ্য এমন সমাজ গড়ে তোলা যেখানে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আদল, ইনসাফ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। উত্তর-উপনিবেশিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে এটি মুসলিম সমাজে এমন সক্ষমতা তৈরি করতে চায়, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের চারপাশের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারবে।

আমরা অ্যাক্টিভিসম করি –

- সামাজিক শক্তি অর্জনের জন্য, যাতে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে চাপ প্রয়োগ, দাবি আদায়, সমস্যা সমাধান ও কওমের হক্ব রক্ষা করা যায়।
- সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের লক্ষ্যে।
- মাজলুমকে সাহায্য এবং যুলুমের প্রতিবাদ করার জন্য
- রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোগত জুলুম এবং না-ইনসাফীকে চিহ্নিত ও চ্যালেঞ্জ করার জন্য।
- কেবল উপসর্গ না, বরং বিভিন্ন সমস্যার পেছনের মূল কারণগুলো দূর করার জন্য।
- সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও ইস্যু নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামকে বাস্তবায়নের দাওয়াহ সমাজের মানুষের কাছে কার্যকরীভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্যে।
- ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমাজ পরিবর্তনের জন্যে।

মনে রাখবেন অ্যাক্টিভিসম হলো সেই হাতিয়ার, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অসাধারণ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

[১৭] সূরা আ'রাফ, ৭: ১৬৪

দেখুন এটা একদমই বুনিয়াদি বিষয় যে এই প্রাথমিক বিষয়গুলো না থাকলে কোনো কাজই করা যাবে না। যেকোনো সামষ্টিক কাজ করতে হলে শুরুতে আপনার এতোটুকু লাগবেই। সামাজিক শক্তি হলো একেবারে বিল্ডিং ব্লক যেটা না থাকলে পরের অন্য কোনো ধাপে যাওয়া যাবে না।

এবার দৃষ্টান্তগুলো দেখা যাক-

হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন(১৮১৯ – ১৮৬০)

- শুনুন - What is to be done?Asif Adnan- https://tinyurl.com/forayeji
- বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন ফরায়েজী আন্দোলন : একটি আদর্শিক লড়াই, ড. মুহাম্মাদ আহসানউল্লাহ,সন্দীপন প্রকাশন

মন্টগোমারি বাস বয়কট (Montgomery Bus Boycott, ১৯৫৫-৫৬)

আমেরিকার মন্টগোমারি শহরে বাসে কৃষ্ণাঙ্গদের পেছনের আসনে বসতে হতো এবং শ্বেতাঙ্গদের জন্য আসন ছেড়ে দিতে হতো। এই জাতিগত বৈষম্য ছিল চরম অসম্মানজনক।১৯৫৫ সালে রোজা পার্কস নামক একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী বাসে আসন ছাড়তে অস্বীকৃতি জানালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে ৪০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী গণহারে বাসে চড়া বর্জন করে। কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী হেঁটে, বাইসাইকেলে বা সুসংগঠিত 'কার পুলিং' (গাড়ি ভাগ করে নেওয়া) ব্যবস্থার মাধ্যমে চলাচল করত। তাদের এই অক্লান্ত শৃঙ্খলা আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।মন্টগোমারি বাস পরিবহন ব্যবস্থার আয়ের প্রায় ৭০% আসতো কৃষ্ণাঙ্গ যাত্রীদের কাছ থেকে। বয়কটের ফলে বাস কোম্পানি চরম অর্থনৈতিক লোকসানের মুখে পড়ে। দীর্ঘ অর্থনৈতিক চাপের মুখে বাস কোম্পানি এবং শহর কর্তৃপক্ষ অসহায় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত, ১৯৫৬ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে বাসে জাতিগত বিভাজন অসাংবিধানিক। এই বিজয় শুধু বাসে বসার অধিকারই নিশ্চিত করেনি। বরং আফ্রিকান আমেরিকানদের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির অনুভূতি তৈরি করে, যা পরবর্তী আন্দোলনগুলোর ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই আন্দোলনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ।

পোল্যান্ডের সলিডারিটি মুভমেন্ট (Solidarity Movement, ১৯৮০-৮৯)

এই আন্দোলনটি ছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের একটি প্রতিরোধ। এটি সামাজিক শক্তিকে সরাসরি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করে।পোল্যান্ডে তখন ছিল কঠোর কমিউনিস্ট শাসন, যেখানে শ্রমিকদের নিজস্ব ইউনিয়ন গড়ার স্বাধীনতা ছিল না।১৯৮০ সালে ড্যানজিগ শিপইয়ার্ডের কিছু ধর্মঘট থেকে 'সলিডারিটি' (SolidarnoŚĆ) নামে একটি স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন জন্ম নেয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন লেচ ওয়ালেসা।সলিডারিটি শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী—সকলকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসে। একসময় এর সদস্য সংখ্যা ১ কোটিরও বেশি হয়, যা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। সলিডারিটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও প্রশাসনে ব্যাপক অসহযোগ ও ধর্মঘট সৃষ্টি করে। এর মূল শক্তি ছিল এই বিশাল গণশক্তির চাপ (Mass Pressure)।কমিউনিস্ট সরকার সামরিক আইন জারি

করেও সলিডারিটিকে দমন করতে পারেনি। কারণ, সলিডারিটি পোল্যান্ডের প্রায় সকল মানুষের সমর্থন পেয়েছিল। বিশাল সামাজিক ভিত্তির কারণে সরকার আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন (Anti-Apartheid Movement, 1950s-1990s)

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ (Apartheid) নীতি চালু ছিল। যেখানে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর চরম বৈষম্য ও জুলুম চাপিয়েছিল। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC) এবং অন্যান্য সংগঠন শ্রমিক অসহযোগ ও স্থানীয় বাজার বর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে অচল করার চেষ্টা করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক বয়কট এবং বিনিয়োগ প্রত্যাহার (Disinvestment) শুরু করে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলা ও সংস্কৃতি থেকেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্জন করা হয়। ফলস্বরূপ, শ্বেতাঙ্গ সরকার অর্থনৈতিকভাবে চরম অসহায় ও বিশ্ববাসীর কাছে নৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই সম্মিলিত চাপের মুখে, সরকার ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দিতে এবং বর্ণবাদ নীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

সার্বিয়ার ওটপোর মুভমেন্ট (Otpor! Movement, 1998-2000)

সার্বিয়ায় তখন প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোশেভিচের একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলছিল, যিনি সামরিক শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন। ওটপোর!' (অর্থ: প্রতিরোধ) নামে ছাত্রদের একটি দল সামরিক শক্তিকে উপেক্ষা করার জন্য হাস্যরস ও প্রতীকী প্রতিরোধের কৌশল বেছে নেয়। তারা প্রেসিডেন্ট মিলোশেভিচকে নিয়ে কার্টুন তৈরি, পাবলিক প্লেসে হাস্যকর প্রতিবাদ বা 'প্র্যাঙ্ক' আয়োজন করত। এর ফলে দমনকারী শক্তির মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ভেঙে যায়। মানুষ দেখল যে, একনায়ককে ভয় না পেয়ে ঠাট্টা করা যায়। তারা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে শিক্ষার্থী, শ্রমিক এবং পেশাজীবীদের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'মিলোশেভিচের শাসনের অবসান '। চূড়ান্তভাবে, তারা নিরবচ্ছিন্ন অসহযোগ ও ব্যাপক গণসমাবেশের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। তাদের সফলতা বিশ্বজুড়ে অন্যান্য গণঅভ্যুত্থানের (যেমন: জর্জিয়া, ইউক্রেন) জন্য একটি প্রশিক্ষণ-মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৫। অ্যাক্টিভিসম করলেও এর ফলাফল অল্প কিছুদিনের জন্য পাওয়া যায়। দীর্ঘ মেয়াদে এটি কতোটুকু টেকসই?

অ্যাক্টিভিসমের ফলাফল অল্প সময়ের জন্য পাওয়া যায়- এই অভিযোগটি প্রায়শই ওঠে। তবে এটি নির্ভর করে আপনি অ্যাক্টিভিসমকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন এবং কত গভীর পরিবর্তন চাইছেন তার ওপর। যদি অ্যাক্টিভিসমকে শুধু ইস্যু ভিত্তিক হরতাল বা মিছিল হিসেবে করেন, তবে এর ফল স্বল্পমেয়াদী হবে। কিন্তু যদি একে কাঠামোগত পরিবর্তন ও সামাজিক শক্তি অর্জনের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন , তবে এটি দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই হবে ইনশা আল্লাহ ।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা অংশে। সেই সাথে ৪০ হাদীস:সামাজিক শক্তি অর্জন গ্রন্থেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পড়ে নেবার বিনীত অনুরোধ রইল।

দেখুন টেকসই অ্যাক্টিভিসম নিশ্চিত করতে হলে এটিকে অবশ্যই শুধুমাত্র **প্রতিক্রিয়াশীলতা** (Reactive) থেকে বেরিয়ে এসে **সংগঠন নির্মাণে** মনোযোগ দিতে হবে। করতে হবে নিচের কাজগুলো-

অভ্যন্তরীণ দাওয়াহ ও তারবিয়াহ জারি রাখা

- **নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি:** সদস্যদের মধ্যে **তাওহীদ, ইখলাস ও আখলাকের** গভীর প্রশিক্ষণ (তারবিয়াহ) চালিয়ে যেতে হবে।
- **বার্নআউট প্রতিরোধ:** দীর্ঘ সংগ্রামের ক্লান্তি (Burnout) এড়াতে সদস্যদের নিয়মিত বিশ্রাম, রিফ্রেশমেন্ট ও মানসিক সুস্থতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রতিষ্ঠানিকীকরণ

- **নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা:** নেতৃত্বের জন্য শুধু একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতার ওপর নির্ভর না করে, **কোর টিমের** হাতে নেতৃত্বকে বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে (যেমন: শূরার মাধ্যমে)। ফলে নেতার অনুপস্থিতিতেও অ্যাক্টিভিসম চলবে।
- **দক্ষতা ও জ্ঞান সংরক্ষণ:** অ্যাক্টিভিসমের কৌশল, অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং আইনি জ্ঞানকে ডকুমেন্টেশন ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে নতুন সদস্যরা দ্রুত অভিজ্ঞদের জ্ঞান লাভ করতে পারে। সিলসিলা বজায় থাকবে ইনশা আল্লাহ।

ফোকাসকে উপসর্গ (Symptoms) থেকে মূল কারণের (Root Cause) দিকে নিতে হবে

ফোকাসের ক্ষেত্র	ক্ষণস্থায়ী অ্যাক্টিভিসম	টেকসই অ্যাক্টিভিসম
সমস্যার ধরন	কেবল উপসর্গ নিয়ে কাজ করা (যেমন: একটি নির্দিষ্ট জুলুমের প্রতিবাদ)।	মূল কারণ চিহ্নিত করা—যে কাঠামোগত সমস্যা বারবার কোনো না কোনো সুরতে নতুন জুলুমের জন্ম দিচ্ছে।
বিজয়	কোনো দাবি আদায় হলেই সন্তুষ্ট হওয়া।	দাবি আদায়ের পাশাপাশি সামাজিক শক্তি (Social Power) অর্জন ও ইউনিটকে শক্তিশালী করা।
লক্ষ্য	শুধু সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া।	জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং সমান্তরাল নৈতিক সামাজিক কাঠামো তৈরি করা (যেমন ফরায়েজি আন্দোলন করেছিল)।

টেকসই অ্যাক্টিভিসমের অনেক উদাহরণ আমরা **"অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে বাস্তবে সামাজিক শক্তি অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?"** প্রশ্নের উত্তরে দিয়েছি। দেখুন অ্যাক্টিভিসম তখনই স্বল্পমেয়াদী হয়, যখন তা শুধুমাত্র মিছিল ও প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন অ্যাক্টিভিসমকে দাওয়াহ দ্বারা সমর্থিত, সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী এবং কাঠামোগত জুলুমকে চ্যালেঞ্জ করার কৌশল হিসেবে দেখা হয়, তখন এর ফল দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই হয়। এটি সামাজিক শক্তিকে এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে প্রতিপক্ষ চাইলেও অর্জিত পরিবর্তনকে সহজে ফিরিয়ে নিতে পারে না।

আরও পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ১০২-১০৩, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ৯, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৯, , প্রাসঙ্গিক কথা ২-৩, হাদীস ১৭, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

১৬। ওয়াজ-মাহফিল, তাবলীগের মেহনত থাকতে অ্যাক্টিভিসম কেন করব?

ইসলামী সমাজে নসিহত, দাওয়াহ এবং আত্মশুদ্ধির কাজ সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়। ওয়াজ-মাহফিল, খুতবা, বা দাওয়াতি মেহনত মানুষের ঈমান, আখলাক, তাকওয়া ও ব্যক্তিগত আমলের উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব কাজের পাশাপাশি "অ্যাক্টিভিসম" করা কেন জরুরি?

শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। অ্যাক্টিভিসম সবাইকেই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দ্বীনের জন্য শরীয়াহসম্মত সবগুলো কাজই করা জরুরি। অ্যাক্টিভিসম অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের প্রতিদ্বন্দী নয়। কারও কাছে যদি মনে হয় অ্যাক্টিভিসম না করে দ্বীনি অন্যান্য মেহনত করবেন তাহলে তিনি সে মতের উপর আমল করতে পারেন ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্নের বাকি উত্তর পাওয়া যাবে- **দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসম কি এক ? নাকি এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?**- এই অংশের উত্তরে।

সাফল্য ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন

১৭। অ্যাক্টিভিসমে সফলতার মাপকাঠি কী? সামাজিক শক্তি অর্জিত হয়েছে তা কীভাবে বুঝবো?

অ্যাক্টিভিসমের সফলতা শুধু জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা নির্ভর করে টেকসই, পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন এবং সামাজিক শক্তি তৈরি হচ্ছে কিনা তার উপর। ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং আধুনিক কৌশলগত মুভমেন্ট-বিল্ডিং উভয় — দিক থেকেই সফলতা পরিমাপের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক এই দ্বৈত মাপকাঠি অনুসরণ করা আবশ্যক।

অভ্যন্তরীণ ও আদর্শিক সফলতা

এটি আপনার ইউনিটের ইখলাস ও তাওহীদি ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। এবং দীর্ঘমেয়াদী বিজয়ের জন্য অপরিহার্য।

ক. ইখলাস ও আখলাক

সদস্যদের নিয়ত জাগতিক খ্যাতি বা ক্ষমতা থেকে সরে না গিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে স্থির রয়েছে? চরম জুলুম বা ব্যর্থতার মুখেও সদস্যদের আদর্শিকভাবে অটল থাকা থাকা সফলতার প্রধান মাপকাঠি।

খ. তারবিয়াহর কার্যকরিতা

অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে নতুন রিক্রুটরা নিয়মিত তারবিয়াহ ও পাঠচক্রে যোগ দিচ্ছে এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইবাদত ও আখলাকের উন্নতি হচ্ছে ? এটি নিশ্চিত করে যে আপনার ইউনিট কেবল সদস্য নয়, বরং সৎ চরিত্রবান মানুষ তৈরি করছে।

গ. আত্মবিশ্বাস তৈরি

অ্যাক্টিভিস্টরা সাহস ও ঈমানের দৃঢ়তা নিয়ে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করছে এবং তাদের নিজেদের হৃদয়ের ভয়কে জয় করতে পেরেছে ? চাপ, সমালোচনা, হুমকি ও ব্যর্থতা সহ্য করে ইউনিট টিকে থাকা পরিণত আদর্শিক শক্তির প্রমাণ।

ঘ. আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন

অ্যাক্টিভিসমের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে সদস্যরা আখলাক ও লেনদেনে কি অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করছে? মানুষ যখন দেখে যে আপনি যে ইনসাফের কথা বলেন, তা ব্যক্তিগত জীবনেও প্রয়োগ করেন, তখন আপনার নৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঙ. আদর্শিক অগ্রগতি

অ্যাক্টিভিসমের ভাষা ও কৌশল নন-প্র্যাকটিসিং তরুণদের মাঝে ইসলামের যৌক্তিক ও মানবিক দিক তুলে ধরতে সফল হচ্ছে কিনা? তারা সব সমস্যার মূল হিসেবে সেকুল্যার বিশ্বব্যস্থা এবং ইসলামকে সমস্যা সমাধানের উৎস হিসেবে দেখছে কিনা? তারবিয়াহ/পাঠচক্রে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা?

কৌশলগত ও পরিমাপযোগ্য সফলতা

প্রচার ও সচেতনতা: আপনার ন্যারেটিভ সফলভাবে সমাজের বৃহৎ অংশের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং জনগণের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে কিনা ?

দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য বিজয়: সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক দাবি পূরণ করতে শাসকগোষ্ঠী/ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে কিনা। ছোট বা বড় আকারের হলেও এমন অর্জন আপনার আছে কিনা যা স্পষ্টভাবে জনগণের সামনে দৃশ্যমান হয় এবং যার সুফল পরিমাপ করা যায়? বিজয়ের মাধ্যমে জনগণের জীবনমানের প্রত্যক্ষ উন্নতি ঘটে এবং অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটের সক্ষমতা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত হয়। এটি আপনার কাজের প্রাথমিক প্রেরণা ও বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে।

মানসিক ও আত্মবিশ্বাসগত শক্তি অর্জন: অর্জিত সাফল্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে নিজের শক্তি ও সক্ষমতা সম্পর্কে একটি গভীর অনুভূতি জন্ম নিয়েছে কিনা? তাদের আত্মবিশ্বাস কি বৃদ্ধি পেয়েছে? জনগণ কি অনুভব করে যে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তন আনা সম্ভব?

সংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি: নতুন রিক্রুট যোগ হওয়া, প্রশিক্ষিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের পাইপলাইন তৈরি হওয়া, নতুন ইউনিট তৈরি, দ্রুত ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেবার সক্ষমতা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে ?

স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ধারাবাহিকতা: অর্থ, সময়, দক্ষতা—ইউনিট কি নিজে ম্যানেজ করতে পারছে? সবকিছুই কি নেতা বা কয়েকজনের ওপর নির্ভর করে, নাকি সিস্টেম তৈরি হয়েছে?একই লক্ষ্যে ধরে রেখে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিকতা আছে কিনা (যেমন: ৬ মাস, ১ বছর ধরে)।

শক্তি উৎসের বহুমুখীকরণ: অ্যাক্টিভিসমের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন (অর্থ, মিডিয়া কভারেজ) কেবল একজন বা দু'জনের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আসছে কিনা?

চেকলিস্ট আকারে যদি দেখি

১। **উদ্দেশ্য ও ফলাফলে সামঞ্জস্য**: যে লক্ষ্যে অ্যাক্টিভিসম শুরু হয়েছিল তা পূরণ হয়েছে।

২। সমাজের আত্মবিশ্বাস

২। সংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি

৩। নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পাওয়া

৪। জনমতকে প্রভাবিত করতে পারা

- ক্যাম্পাসে বা এলাকায় মানুষ আপনাদের কাজ করাকে বৈধ মনে করে কি না

- আপনারা যে ইস্যু নিয়ে আলাপ তুলেছেন তা এখন আলোচনায় আছে কি না
- শিক্ষক/সিভিল সোসাইটি কি সেটিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে
- সাধারণ মানুষ আপনাকে "সমাধানদাতা" হিসেবে দেখছে কি না

৫। সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি: আপনার ইউনিট কি দক্ষ হচ্ছে?

যেমন:

- আলোচনার ও দর–কষাকষির দক্ষতা
- কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- মিডিয়া ক্যাম্পেইন
- গবেষণা ও বিশ্লেষণ

৬। **সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি**: সমাজের মানুষেরা কি আপনাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য, ভদ্র, দায়িত্বশীল, এবং উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন মনে করে?

৭। **ঝুঁকি নেবার মানসিকতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস অর্জন:** ইউনিট কি চাপ, সমালোচনা, হুমকি, ব্যর্থতা... এসব সহ্য করে সামনে এগুতে পারে?

৮। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

৯। বিরোধী পক্ষের প্রতিক্রিয়া

- উপেক্ষা– যখন আপনারা দুর্বল।
- সমালোচনা– যখন আপনারা প্রভাব ফেলতে শুরু করেন।
- কাজ অনুকরণ করা / জোটবদ্ধ হতে চাওয়া– যখন আপনারা শক্তিশালী হন।
- বাধা বা দমন– যখন আপনাদের ভয় পায়।

১০। ধারাবাহিকতা (Consistency)

১১। **কৌশলগত স্বচ্ছতা:** ইউনিটের সদস্যরা কি জানে-

- আমরা কী অর্জন করতে চাই
- কেন করতে চাই
- কীভাবে করতে চাই
- কোন পথে যাবো না

যেকোনো সদস্যকে জিজ্ঞেস করলেও ইউনিটের লক্ষ্য একইভাবে বলতে পারে?

১২। সদস্যরা কি নিজেদেরকে "একটি দল" হিসেবে অনুভব করে যাদের একটি মিশন আছে?

১৩। **নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব:** ১ বছরের মধ্যে নতুন নেতা তৈরি না হলে আপনার ইউনিট স্থবির হয়ে আছে হিসেবে বিবেচিত হবে

১৪। **ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রণ:** আপনারা কি নিজেদের গল্প নিজেরা বলতে পারছেন? আপনাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা হলে আপনারা কি ন্যারেটিভ নিজেদের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারছেন? আপনারা যেভাবে বিষয়টি বলছেন, জনমত কি সেভাবেই গড়ে উঠছে ?

১৫। প্রতিপক্ষের স্ট্রাকচার দুর্বল হয়ে যাওয়া

- আপনার কাজের কারণে তারা ন্যারেটিভের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে
- তারা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে যাচ্ছে
- তাদের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ বাড়ছে

যে লক্ষণগুলো দেখলে বুঝবেন সামাজিক শক্তি অর্জিত হয়েছে(KPIs for Social Power)

সামাজিক শক্তি অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত সূচকগুলো পর্যবেক্ষণ করা জরুরি:

আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ

সামাজিক শক্তি অর্জনের প্রধান প্রমাণ হলো, আপনি অন্য পক্ষের আচরণ বা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারছেন কিনা।

জুলুমকারীর প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন: আপনার প্রতিবাদ বা চাপের মুখে প্রতিপক্ষ আগের চেয়ে কম বা ভিন্নভাবে জুলুম করছে কিনা। যেমন: আগে যেখানে নির্যাতন করত, সেখানে এখন আইনি প্রক্রিয়ায় সীমিত থাকছে, জুলুমকারী কর্তৃপক্ষ আপনার দাবি মানতে বা তাদের বক্তব্য পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছে

আলোচনায় বাধ্য হওয়া: শাসক বা কর্তৃপক্ষ এখন আপনার নেতৃত্ব বা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হচ্ছে কিনা, যা আগে তারা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করত।

গণমাধ্যমের ব্যবহার: সমাজের মূলধারার গণমাধ্যমগুলো আপনার আদর্শিক বয়ান বা আপনার উত্থাপিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে কিনা। আপনার ইস্যুটি জনমত বা গণমাধ্যমের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে কিনা?

মেরুকরণ: আপনার ঠিক করে দেওয়া প্রধান দ্বন্দের ভিত্তিতে (ইসলাম বনাম সেকুল্যারিজম) সমাজে মেরুকরণ হচ্ছে কিনা? নিরপেক্ষ,উদাসীন জনতা একদিকে অবস্থান নিতে বাধ্য হচ্ছে কিনা? তাদের সিদ্ধান্তহীনতা দূর হচ্ছে কিনা?

বিরোধী পক্ষের প্রতিক্রিয়া: বিরোধীদের আচরণ থেকে বোঝা যায় আপনার শক্তি কতটুকু অর্জিত হয়েছে। তারা উপেক্ষা না করে সমালোচনা বা দমন করার চেষ্টা করছে কিনা।

সমীহ আদায়: অন্য কোনো গোষ্ঠী, দল বা কোনো মানুষ কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনাদের কথা চিন্তা করছে কিনা। আপনারা কি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, আপনাদের মতামত কি এসব বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে?

সংহতি ও অসহযোগিতার সক্ষমতা (Capacity to Act)

আপনার ইউনিট স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে সক্ষম কিনা?

অর্থনৈতিক প্রভাব: আপনি যখন কোনো বয়কট ঘোষণা করেন, তখন তা বাজার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিমাপযোগ্য অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারছে কিনা।

সংগঠন ক্ষমতা (Mobilization Index): আপনি কত কম সময়ে এবং কত কম অর্থ খরচ করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে (বা টার্গেট অডিয়েন্সকে) একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংগঠিত করতে পারছেন।

আনুগত্য প্রত্যাহার: আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ (ছাত্র, পেশাজীবী, শ্রমিক) জালেম ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা প্রত্যাহার করছে কিনা।

ভয় অপসারণ ও আত্মবিশ্বাস তৈরি: আপনার টার্গেট অডিয়েন্স বা সমর্থকরা এখন আর প্রতিপক্ষের দমন-পীড়নকে ভয় পাচ্ছে না, বরং তারা সাহস ও ঈমানের দৃঢ়তা নিয়ে আপনার কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে।

নেতৃত্বের বৈধতা

আস্থাভাজন হওয়া : আপনার টার্গেট অডিয়েন্সরা যখন কোনো সমস্যায় পড়ে, তখন তারা সরকার বা ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের চেয়েও আপনার ইউনিটের কাছে সমাধান ও পরামর্শের জন্য আসছে কিনা। সাধারণ মানুষ আপনাকে "সমাধানদাতা" হিসেবে দেখছে কি?

মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা: শিক্ষকমণ্ডলী বা কমিউনিটির সিনিয়ররা আপনাদেরকে সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যস্থতা করতে আহ্বান জানাচ্ছে? এটি সামাজিক শক্তির সর্বোচ্চ চিহ্নগুলোর একটি ।

১৮। কেন শুধু জনপ্রিয়তাকে মূল্যায়নের মাপকাঠি বানানো যাবেনা? জনপ্রিয়তা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়?

পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ৪৯-৫১, প্রাসঙ্গিক কথা ১-২, হাদীস ২
- পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬, প্রাসঙ্গিক কথা , হাদীস ২৬,

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন, ইল্মহাউস পাব্লিকেশন

১৯। বাংলাদেশে অ্যাক্টিভিসম করে কার্যকরী ফলাফল এসেছে এমন কিছুর উদাহরণ আছে কী?

জি আছে।

- প্রবল পরাক্রমশালী আওয়ামীলীগের আমলেই কোনো রাজনৈতিক দলের সাহায্য সমর্থন ছাড়াই অ্যাক্টিভিসমের কারণে গনহত্যাকারী হাসিনা সরকার বাধ্য হয় পাঠ্যপুস্তক থেকে ট্রান্সজেন্ডারের পাঠ শরীফ-শরীফার গল্প বাদ দিতে।
- ইসরায়েলকে সমর্থন ও সাহায্যকারী পন্যগুলোর বয়কট ক্যাম্পেইনের কারণে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে তাদের বিক্রি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমে যায় [১৮]।
- সংঘবদ্ধ অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটগুলোর সদস্যরা জুলাই আন্দোলনের সময়েও রাজপথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়, জুলাই আন্দোলনের পরে এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা, দুঃস্থদের সাহায্য,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে।
- অসংখ্য তরুণ-তরূনী বিভিন্ন ধরণের আসক্তি, হারাম রিলেশন ছেড়ে দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে।
- আওয়ামী জাহেলিয়্যার সময় দাড়ি টুপি মানেই ছিল জামাত শিবির রাজাকার অথবা জঙ্গি। হিসনুল মুসলিমিন বা হায়াতুস সাহাবার মতো বইদের কারণে মুসলিমদের জংগি ট্যাগ দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো, আয়নাঘরে পাঠানো হতো, মিডিয়াতে শেখানো হতো পাশের বাসার ভাবীদের দিকে না তাকানো জংগীবাদের লক্ষণ।। এমন সময়েও সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে মুসলিমরা সংঘবদ্ধ হতে পেরেছে, সমাজের মূলধারার মানুষের সাথে ইসলামী আদর্শের জায়গা থেকে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, ইসলাম ও সেকুল্যারিজমের মেরুকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেখুন 'জুলাই আন্দোলন' আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত অ্যাক্টিভিসমের ফলাফল কী হতে পারে।জুলাই আন্দোলনে যারা সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা রাতারাতি নেতা হননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে গত কয়েক বছর ধরে তাদের ধারাবাহিক পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিসমই তাদের এই সক্ষমতা তৈরি করে দিয়েছে। রাজপথে দাবি আদায়, ঝুঁকি নেওয়া এবং প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার যে অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছিলেন, সেটিই ছিল এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি।পুরো দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সমন্বয় আমরা দেখেছি, তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। অ্যাক্টিভিসম করার কারণেই তারা জানতেন—কীভাবে মানুষকে সংগঠিত করতে হয় এবং কীভাবে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়।আমরা এখন যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের কথা বলছি, তার ধরণ হয়তো রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিসম থেকে কিছুটা ভিন্ন; কিন্তু মোটা দাগে তো অ্যাক্টিভিসমই। এর মূল কাঠামো ও লক্ষ্য একই। তা হলো—মানুষকে সচেতন করা, একটি আদর্শিক প্লাটফর্মে সংগঠিত করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

আরো পড়ুন এই হ্যান্ডবুক থেকে "অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে বাস্তবে সামাজিক শক্তি অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?" প্রশ্নের উত্তর

[১৮] গাজা যুদ্ধ কেন্দ্র করে বাংলাদেশে কোমল পানীয়র বাজারে যে 'কোল্ড ওয়ার' চলছে, বিবিসি নিউজ বাংলা,১২ জুন ২০২৪- https://tinyurl.com/ys৭৩৭zmx

পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক কাঠামো

ইউনিটের পরিচয়, লক্ষ্য, কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশ্ন।

লক্ষ্য ও টার্গেট অডিয়েন্স

২০। অ্যাক্টিভিসমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী (Mission & Vision)?

ইসলামি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের লক্ষ্য এমন সমাজ গড়ে তোলা যেখানে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আদল, ইনসাফ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। উত্তর-উপনিবেশিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে এটি মুসলিম সমাজে এমন সক্ষমতা তৈরি করতে চায়, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের চারপাশের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারবে।

কীভাবে?

ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম সামাজিক পর্যায়ে সামষ্টিক দাওয়াহ পরিচালনা করে, কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে মানুষকে সচেতন করে এবং জনপরিসরে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এটি ইসলামবিরোধী প্রচারণার মোকাবেলা করে, ইসলামবিদ্বেষী বৈষম্যের প্রতিরোধ করে এবং আধুনিক কুফরের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে। একইসাথে এটি বয়ান নির্মাণ, দাবি আদায়, হক রক্ষা এবং যুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় কাজ করে।

মাকসাদ

সর্বোপরি, ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টরা সমাজকে আহ্বান জানায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে—যাতে নৈতিক, আইনি, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যতাগত সব স্তরে ইসলামী নিযাম বাস্তবায়িত হয়। এই লক্ষ্য পূরণে সামাজিক শক্তিকে সংগঠিত করা এবং সমাজকে প্রস্তুত করাই ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের অভিপ্রায় ও মাকসাদ।

আমরা কেন অ্যাক্টিভিসম করি?

আমরা অ্যাক্টিভিসম করি –

- সামাজিক শক্তি অর্জনের জন্য, যাতে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে চাপ প্রয়োগ, দাবি আদায়, সমস্যা সমাধান ও কওমের হক রক্ষা করা যায়।

- সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের লক্ষ্যে।
- মাজলুমকে সাহায্য এবং যুলুমের প্রতিবাদ করার জন্য
- রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোগত জুলুম এবং না-ইনসাফীকে চিহ্নিত ও চ্যালেঞ্জ করার জন্য।
- কেবল উপসর্গ না, বরং বিভিন্ন সমস্যার পেছনের মূল কারণগুলো দূর করার জন্য।
- সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও ইস্যু নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামকে বাস্তবায়নের দাওয়াহ সমাজের মানুষের কাছে কার্যকরীভাবে পৌছে দেয়ার জন্যে।
- ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমাজ পরিবর্তনের জন্যে।

মনে রাখবেন অ্যাক্টিভিসম হলো সেই হাতিয়ার, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অসাধারণ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

২১। ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের প্রধান টার্গেট ও গৌণ টার্গেট অডিয়েন্স কারা?

আমাদের অর্থ, জনবল, সময় এবং সামর্থ্য সীমিত। তাই এই সীমিত সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এমন জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে অ্যাক্টিভিসম পরিচালনা করতে হবে, যারা সমাজে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় এবং সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে এধরণের জনগোষ্ঠী কারা ?

আমাদের দেশে তিন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ক। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা

খ। ন্যাশনাল কারিকুলাম

গ। ইংলিশ মিডিয়াম।

অধিকাংশ মানুষ ন্যাশনাল কারিকুলাম এবং ইংলিশ মিডিয়াম কারিকুলামে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।এরাই সমাজের মূলধারা হিসেবে পরিচিত। বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে এই মূলধারার মধ্যে নন-প্র্যাকটিসিং মধ্যবিত্ত বিশেষ করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পায়। এরাই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখে বা সমাজ এদেরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয। এরাই আমাদের প্রধান টার্গেট। আর গৌন টার্গেট হলো সমাজের মূলধারার মধ্যবিত্তসহ সর্বস্তরের মানুষ।

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর "কারা হবে আমাদের গনশক্তি" অংশে।

কাজের ধরণ ও পরিধি

২২। অ্যাক্টিভিসমে কি সমাজের সকলকে যুক্ত করা হবে ?

ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমে সমাজের সকল মানুষকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সার্বজনীনতা থাকলেও, কৌশলগতভাবে একটি নির্দিষ্ট গণশক্তির ওপর মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। সফল অ্যাক্টিভিসমের জন্য এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি অনুসারে, অ্যাক্টিভিসমের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে:

- আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।[১৯]" এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, সমাজের কোনো অংশকে বাদ দেওয়া শরীয়াহসম্মত নয়; বরং প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী নেক কাজে অংশ নেবে।
- মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হলো "সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই" কাজ করা [২০]। এই বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরের (নারী, পুরুষ, ধনী, গরীব, আলেম, পেশাজীবী) অংশগ্রহণ জরুরি।

নীতিগতভাবে সকলের অংশগ্রহণ কাম্য হলেও সীমিত সম্পদ ও সর্বোচ্চ প্রভাবের জন্য **লক্ষ্য নির্ধারণ (Targeting)** বাধ্যতামূলক।

সীমিত সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ফল পেতে, অ্যাক্টিভিসমের শ্রম, সময় ও মনোযোগের সিংহভাগ ব্যয় করতে হবে নন-প্র্যাকটিসিং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর ওপর, বিশেষ করে মূলধারার শিক্ষিত ছাত্রসমাজ । কারণ বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত এরাই সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। এই মূল টার্গেটের আস্থা অর্জনের জন্য শুধু তাত্ত্বিক দ্বীনী বিষয় নয়, বরং বাস্তব, জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা (যেমন: ছাত্রাবাসের আবাসন সমস্যা, হতাশা, আত্মহত্যা, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করতে হবে।

এ সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** এর ‘কারা হবে আমাদের গনশক্তি’ প্রবন্ধে।

অংশগ্রহণের কাঠামো ও ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা

অ্যাক্টিভিসমে সমাজের সকল অংশ যুক্ত হবেন, তবে প্রত্যেকের ভূমিকা ও যুক্ত হওয়ার পদ্ধতি হবে ভিন্ন—যা কৌশলগতভাবে নির্দিষ্ট করা থাকবে।

[১৯] সূরা মায়েদাহ ৫:২
[২০] সূরা আলে ইমরান ৩:১১০

সমাজের অংশ	ভূমিকা ও কাজ	কৌশলগত ফোকাস
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত/শিক্ষার্থী	মূল গণশক্তি ও আন্দোলনকারী। মাঠ পর্যায়ে সামনে থেকে কাজ করা, জনসমর্থন তৈরি করা।	এদের আস্থা অর্জন এবং সংগঠিত করা।
প্র্যাকটিসিং মুসলিম	কোর টিম ও দিকনির্দেশক, ইউনিটের নেতৃত্ব থাকবে এদের হাতে	অ্যাক্টিভিসমের নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি নিশ্চিত করা।
শ্রমিক, কৃষক, বস্তিবাসী ও সাধারণ জনগণ	গণশক্তি ও বৃহত্তর সমর্থন প্রদান করা। মাঠ পর্যায়ের কাজ ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	তাদের জীবনযাত্রা ও অধিকার নিয়ে কথা বলা এবং তারা সরাসরি উপকৃত হয় এমন সেবামূলক কাজে যুক্ত করা।
পেশাজীবী (শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি)	পেশাগত ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান। ইউনিটের জন্য আর্থিক, আইনি, স্বাস্থ্যগত এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া।	তাদের পেশাগত দক্ষতা অ্যাক্টিভিসমে ব্যবহার করা।
নারী সমাজ	শিশুদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, তাওহীদ,আল ওয়ালা ওয়ালা বারাহ শিশু নৈতিকতা, পারিবারিক সংস্কার, ও নারী বিষয়ক কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেওয়া।	নারীদের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। বিশেষত পারিবারিক ও শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা। শিশুদের ইসলামী জ্ঞান (আক্বীদা, ইবাদত) প্রদানের জন্য আলাদা কোর্স বা পাঠচক্র তৈরি করা, যেখানে নারীরা শিক্ষক বা সংগঠক হবেন। প্যারেন্টিং এবং ইসলামী মনোবিজ্ঞান বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ঘরের শান্তি (দারুস সালাম) বজায় রাখার কৌশল শেখানো।

তাহলে প্রশ্নের উত্তরে যা দাঁড়ালো নীতিগতভাবে ইসলামী অ্যাক্টিভিসমে সমাজের সকল অংশই যুক্ত হবে। তবে কার্যকরী ফলাফল অর্জনের কৌশলগত প্রয়োজনে, অ্যাক্টিভিসমকে অবশ্যই মূলধারার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কেন্দ্র করে পরিচালিত হতে হবে, যাতে তাদের মাধ্যমে বৃহত্তর গণশক্তি তৈরি হয় এবং সমাজের অন্যান্য অংশ ধাপে ধাপে সমর্থন নিয়ে যুক্ত হয়। আর এই পুরো প্রক্রিয়ার নেতৃত্বের আসনে থাকবেন প্র্যাক্টিসিং মুসলিমগন।

২৩। কোন কোন টপিক বা বিষয়ে অ্যাক্টিভিসম করা যায়?

সামাজিক অবক্ষয়	বৃহত্তর কওম/ উম্মাহ ইস্যু	ছাত্রসংশ্লিষ্ট ইস্যু
পর্নোগ্রাফি	ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের মতো কর্মসূচী	বেকারত্ব
হারাম রিলেশন	শাতিম ইস্যু	শিক্ষার খরচ
বিয়ে কঠিন করে ফেলা	সমকামিতা ইস্যু	ক্যারিয়ার
জিনা ব্যভিচার,বিকৃতি	ভারতের আগ্রাসন	হল,ক্যাম্পাসম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সমস্যা
ইসলাম বিদ্বেষ	জুলাই গনআন্দোলনের স্পিরিট,গনহত্যার বিচার	
গর্ভপাত	ইসলাম ও সেকুল্যারিজনের দ্বন্দ	
বৃদ্ধাশ্রম	পরিবেশ দূষণ, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি	
হতাশা	দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ন্যায্য মুজুরি ইত্যাদি	
আত্মহত্যা	কলকাতাকেন্দ্রিক কালচারাল হেজেমনি	
স্ক্রিন আসক্তি		
সমকামিতা		

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে-

- **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** এর “কারা হবে আমাদের গণশক্তি” প্রবন্ধে।
- **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-ক্যাম্পেইন টুলকিট”** এর “কিভাবে একটি আদর্শ ইস্যু নির্বাচন করতে হয়” প্রবন্ধে।

টেকসই কাঠামো ও দক্ষতা ব্যবস্থাপনা

২৪। কিভাবে ইউনিটের নামকরণ করা উচিত?

পড়ুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"**-এ আলোচিত "ইউনিটের নামকরণ" প্রবন্ধটি

২৫। কিভাবে একটি ইউনিটকে টেকসই ও শক্তিশালী করা যায় ?

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা অংশে।

আরও পড়ুন-

৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন বই। বিশেষ করে...

- পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৯, , প্রাসঙ্গিক কথা ২-৩, হাদীস ১৭, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- পৃষ্ঠা ১০২-১০৩, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ৯, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- অ্যাক্টিভিসম করলেও এর ফলাফল অল্প কিছুদিনের জন্য পাওয়া যায়। দীর্ঘমেয়াদে এটা কতটুকু টেকসই?- এই হ্যান্ডবুক থেকে এই প্রশ্নের উত্তর

২৬। সময় জনবল সম্পদ সীমিত। কিন্তু কাজের চাপ অনেক বেশী এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়?

সামগ্রিক ধারণা লাভের জন্য প্রথমে পড়ুন- পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ১৪, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ৪টি প্রধান কৌশলগত ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে, যা ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউনিটের কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে।

আদর্শিক ভিত্তি ও ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা

কাজের চাপ মোকাবিলার প্রথম ধাপ হলো ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি ও সময়ের বরকত নিশ্চিত করা। কোর মেম্বারদের অবশ্যই এই মানদণ্ড বজায় রাখতে হবে।

কৌশল	ফলাফল
প্রতিটি কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করুন। কাজের শুরু, মাঝে ও শেষে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে দুয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করুন।	কাজে বরকত আসবে, ইবাদতের মর্যাদা লাভ হবে এবং মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকবে।
কাজের দিনগুলোতে ফজরের সালাতের পর না ঘুমানো। এই সময়টি কুরআন তেলাওয়াত, দু'আ এবং দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিকল্পনায় ব্যয় করা। এটি সময়ে বরকত নিশ্চিত করবে ইনশা আল্লাহ।	দিনের শুরুতে অতিরিক্ত সময় কাজে লাগানো যাবে, যা কাজের চাপ কমাতে সাহায্য করবে।
ক্যাম্পেইন বা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় স্ক্রিন আসক্তি কমানো। অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ও সামাজিক মাধ্যম পরিহার করে কাজে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।	মনোযোগের অপচয় কমবে, কাজের গতি ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বন্টন

সম্পদ সীমিত থাকলে, সবচেয়ে বেশি ফল দেবে এমন কাজগুলো বেছে নেওয়া এবং সেগুলোকে দক্ষতার সাথে ভাগ করে দেওয়া প্রথম কাজ।

ক. অগ্রাধিকারের মূলনীতি

- **আইজেনহাওয়ার ম্যাট্রিক্স (Eisenhower Matrix):** প্রতিটি কাজকে দুটি মানদণ্ডে বিচার করে সময় বরাদ্দ করুন:
  - **গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী:** এই কাজগুলো অবশ্যই প্রথমে করুন (যেমন: কোর তারবিয়াহ সেশন, আসন্ন ক্যাম্পেইনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি)।
  - **গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরী নয়:** এই কাজগুলোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করুন (যেমন: দীর্ঘমেয়াদী রিসার্চ প্রজেক্ট, নতুন সদস্যের প্রাথমিক ফলোআপ)।
  - **জরুরী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়:** এই কাজগুলো অন্য কাউকে দিয়ে করান (Delegation) (যেমন: মিটিং-এর মিনিট তৈরি, সাধারণ লিফলেট বিতরণ)।
  - **জরুরীও নয়, গুরুত্বপূর্ণও নয়:** এই কাজগুলো বাদ দিন বা স্থগিত করুন।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন The ৭ Habits of Highly Effective People, Stephen Covey। বাংলা অনুবাদ খুবই সহজলভ্য।

- **৮০/২০ সূত্র (Pareto Principle):** আপনার মোট কাজের মধ্যে ২০% কাজ চিহ্নিত করুন, যা ৮০% ফলাফল এনে দেয়। আপনার সীমিত জনবল শুধুমাত্র সেই ২০% কাজে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে।

খ. কৌশলগত দায়িত্ব অর্পণ

- **দক্ষতা ভিত্তিক বন্টন:** প্রতিটি কাজ সেই সদস্যকে দিন, যার সেই কাজে সহজাত দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ আছে।
- **নন-কোর সদস্যদের ব্যবহার:** আপনার নন-প্র্যাকটিসিংদের বা নতুন সদস্যদের কোর টিমের কাজের চাপ কমাতে ব্যবহার করুন।লিফলেট বিতরণের জন্য ভাঁজ করা, সাধারণ ডাটা এন্ট্রি, পোস্টারিং ইত্যাদি।
- **'না' বলতে শিখুন:** এমন কোনো কাজ বা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না যা আপনার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে মেলে না। বিনয়ের সঙ্গে 'না' বলতে শেখা কোর মেম্বারদের জন্য অপরিহার্য।

সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার

জনবল ও সময় একই রেখেও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকে উন্নত করে আউটপুট বাড়ানো সম্ভব।

- **প্রক্রিয়াকে মানসম্মত করুন:** লিফলেটিং-এর মতো নিয়মিত কাজগুলোর জন্য তৈরি করা **SOP (Standard Operating Procedure)** কঠোরভাবে অনুসরণ করুন। এতে প্রতিবার নতুন করে পরিকল্পনা করার সময় বাঁচবে।
- কাজের বন্টন ও অগ্রগতি ট্র্যাক করুন ভালোভাবে।
- অপ্রয়োজনীয় মিটিং কমিয়ে দিন। দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য শুধু হোয়াটসঅ্যাপ/টেলিগ্রাম গ্রুপ বা সংক্ষিপ্ত মেসেজ ব্যবহার করুন।
- একই ধরনের কাজগুলো (যেমন: সব ইমেইল দেখা, সব ফোন কল করা, সব রিপোর্ট তৈরি করা) দিনের নির্দিষ্ট একটি সময়ে একসঙ্গে শেষ করুন।

দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা বৃদ্ধি

কাজের চাপ চিরতরে কমানোর একমাত্র স্থায়ী উপায় হলো জনবল বৃদ্ধি করা এবং তাদের দক্ষতা বাড়ানো।

- নিয়মিত ও রিক্রুটমেন্ট:
  - কোর মেম্বারদের তারবিয়াহতে রিক্রুটমেন্ট এবং ফলোআপের গুরুত্বকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিন।
  - অ্যাক্টিভিস্ট সদস্যদের তারবিয়াহ দ্রুত শেষ করে তাদেরকে **কোর মেম্বার** হিসেবে উন্নীত করুন, যাতে তারা দায়িত্ব নিতে পারে।
- মেন্টরশিপের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি:
  - কোর মেম্বারদের উচিত জুনিয়র সদস্যদের দ্রুত দক্ষ করে তোলা।
  - একবার ট্রেনিং হয়ে গেলে, কোর মেম্বাররা শুধু পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে এবং বাস্তবায়নের ভার জুনিয়রদের ওপর ছেড়ে দেবে।
- **মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা:** কাজের চাপের কারণে যেন সদস্যরা বার্নআউট না হয়ে যায়, সেজন্য মুহাসাবা (আত্ম-পর্যালোচনা) ও রুহানিয়াত-এর ওপর জোর দিন। মানসিক শান্তি ও সুস্থতা কাজের চাপ মোকাবিলার মূল ভিত্তি। পড়ুন অধ্যায় ৭, ৪০ হাদীস:সামাজিক শক্তি অর্জন, ইলমহাউস পাব্লিকেশন ।

আরও পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২, প্রাসঙ্গিক কথা , হাদীস ১৩
- পৃষ্ঠা ২৯০-২৯২, প্রাসঙ্গিক কথা ২-৩, হাদীস ৩৭

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

২৭। ইউনিটের কোনো ভুল ত্রুটি চোখে পড়লে কি করণীয়?

পড়ুন- পৃষ্ঠা ২৭৬, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ৩৫, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

ইউনিটের কোনো ভুল বা ত্রুটি চোখে পড়লে তা মোকাবিলা করা একজন দায়িত্বশীল সদস্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর পদ্ধতি ব্যক্তিগত দোষ সংশোধনের চেয়ে ভিন্ন এবং আরও সংবেদনশীল। কারণ, ইউনিটের ভুলত্রুটি জনসমক্ষে আলোচনা হলে তা ইউনিটের প্রতি সদস্যদের এবং সমাজের মানুষের আস্থাকে নস্যাৎ করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত আদর্শিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক স্তরগুলো অনুসরণ করা উচিত:

প্রাথমিক বিশ্লেষণ ও মানসিক প্রস্তুতি

ইউনিটের ভুল চোখে পড়লে প্রথমেই আবেগপ্রবণ না হয়ে নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করুন এবং সঠিক মানসিকতা তৈরি করুন:

- **ভুল ও উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ:** ভুলটি কি নীতিগত/আদর্শিক (শরীয়তের কোনো স্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন) নাকি কার্যগত/কৌশলগত (পরিকল্পনা বা বাজেট ভুল হওয়া)? নীতিগত ভুল হলে এর গুরুত্ব সর্বোচ্চ।
- **ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার:** এটি কি আসলেই ইউনিটের ভুল, নাকি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ বা কৌশলগত অগ্রাধিকারের সঙ্গে মিলছে না?
- **ভালো ধারণা (হুসনুল জন):** ধরে নিন, ইউনিট প্রধান বা তদারককারীরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নিয়েছেন। তাদের ওপর রাগ বা বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন।
- **ক্ষমা ও উপেক্ষা:** যদি ভুলটি সামান্য এবং ব্যক্তিগত হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তা উপেক্ষা করা এবং আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দেওয়া ভ্রাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তথ্য যাচাই ও সমাধানকেন্দ্রিক প্রস্তুতি

- শুধু শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং সুনির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করুন। ইউনিটের সেই সিদ্ধান্ত বা ভুলের নেপথ্যের কারণ ও প্রেক্ষাপট বোঝার চেষ্টা করুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন, এই ভুলটি ধরার ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত রাগ বা কোনো পক্ষপাতিত্ব কাজ করছে কিনা।
- শুধু সমস্যা তুলে ধরবেন না। ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সময় তার সঙ্গে একটি বা দুটি গঠনমূলক ও কার্যকর সমাধান প্রস্তাব তৈরি করে নিয়ে যান। আপনার উদ্দেশ্য হবে শুধু সমালোচনা নয়, বরং সংশোধন।

- আপনার সমালোচনা যেন অভিযোগ না হয়ে যথাযথ বিশ্লেষণ হয়। ভাষা হতে হবে বিনয়ী, যেমন: "আমার মনে হচ্ছে, এই পথে গেলে হয়তো আরও ভালো ফল আসতে পারে..."

সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ (রিপোর্টিং ক্রম)

ইউনিটের ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা (Chain of Command) কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে:

- ইউনিটের ভুলত্রুটি জনসমক্ষে, সাধারণ সদস্য বা অন্য ইউনিটের কাছে আলোচনা করবেন না। এতে বিশৃঙ্খলা বা গ্রুপিং তৈরি হয় এবং ঐক্যের ক্ষতি হয়।
- আপনি যার কাছে সরাসরি রিপোর্ট করেন (সাধারণত টিম লিডার বা আপনার তৎকালীন তদারককারী), তার কাছেই বিষয়টি একান্তে উপস্থাপন করুন।

পরিস্থিতি	করণীয় পদক্ষেপ
ভুলটি আপনার টিমের বা টিমের কার্যক্রমের	আপনার টিম লিডারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট করুন এবং সমাধান প্রস্তাব দিন।
ভুলটি টিম লিডার বা প্রধান সমন্বয়কের সিদ্ধান্তের	আপনার ঊর্ধ্বতন ভাই(প্রধান সমন্বয়ক/ইউনিট প্রধান) এর কাছে বিনম্রভাবে রিপোর্ট করুন। এ ব্যাপারে -**কোনো ভাইয়ের দোষ চোখে পড়লে কি করব?**- এ প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
ভুলটি ইউনিটের মৌলিক নীতি বা কাঠামোর	আপনার ইউনিট প্রধান বা সর্বোচ্চ তদারককারীদের কাছে যথাযথ চ্যানেল অনুসরণ করে বিষয়টি বিনয়ের সাথে উত্থাপন করুন।

- যদি কোনো ভুল বা দোষ পুনরাবৃত্তিমূলক হয়, তবে আপনার নসিহত ও প্রচেষ্টার তারিখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ (দোষের নয়, বরং আপনার প্রচেষ্টার) গোপনে নথিভুক্ত রাখা জরুরি। এটি পরবর্তীতে যখন বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বন্দ্ব নিরসন SOP-এর স্তর ২ এ যাবে, তখন সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

গোপনীয়তা রক্ষার পরিসীমা ও হকের অগ্রাধিকার

ইউনিটের শৃঙ্খলা রক্ষায় গোপনীয়তা বজায় রাখা জরুরি, তবে এর একটি সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে:

- **সাংগঠনিক হক (গোপনীয়তার ক্ষেত্র):** যদি ভুলটি কেবল ইউনিটের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বা সাংগঠনিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়, তবে সংগঠনের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে তা একান্তে সংশোধন করতে হবে এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে (ওভারলুক বা ধৈর্য ধারণ করা শ্রেয়)।

- **বান্দার হক (প্রকাশের ক্ষেত্র):** যদি কোনো ভুলের কারণে **সাধারণ মানুষের অধিকার (হক)** ক্ষুণ্ণ হয়, উম্মাহর দেওয়া অর্থের অনিয়ম ঘটে বা অন্যের ওপর জুলুম হয়, তবে তা গোপন রাখা যাবে না। আমানতদারি ও ইনসাফের খাতিরে বিষয়টি দ্রুত যথাযথ ফোরামে তুলে ধরতে হবে।

মূলনীতি: ইউনিটের সম্মান রক্ষায় আমরা ধৈর্যশীল হব, কিন্তু উম্মাহর অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আমরা আপসহীন থাকব।

ভুল থেকে শিক্ষা ও নৈতিক পুনর্গঠন

ইউনিট-এর কোনো ভুল সংশোধনের পর, নেতৃত্বের জন্য জরুরি হলো সেই ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সদস্যদের মনোবল ধরে রাখা।

- ভুলটি সংশোধনের পর, প্রধান সমন্বয়কের নেতৃত্বে একটি অ-দোষারোপমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করুন।
- আলোচনার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে দোষারোপ করা নয়, বরং ভুলটি কোন প্রক্রিয়ার কারণে হয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং SOP- আপডেট করা।
- সদস্যদের মধ্যে হতাশা দূর করতে ধৈর্য ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিন।

আপনি আপনার নসিহতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদি আপনার মতের বিরুদ্ধেও যায়, কিন্তু তা শরীয়তের কোনো সীমা লঙ্ঘন না করে বা উম্মাহর আমানত বিনষ্ট না করে, তবে আপনার আনুগত্য বজায় রাখুন এবং ইউনিটকে সহযোগিতা করুন। ব্যক্তিগত মতপার্থক্যকে আনুগত্যের পথে বাধা হতে দেবেন না।

*****

যদি ইউনিটের কোনো ভুল এমন হয় যে, তা উম্মাহর সম্পদ বিনষ্ট করছে বা শরীয়তের স্পষ্ট সীমা লঙ্ঘন করছে- তবে ...

আনুগত্য বর্জন

ইসলামের নীতি হলো:

"আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য নেই।" (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)

- যদি আপনার নসিহতের পরেও নেতা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেন যা কোরআন ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট বিধানের লঙ্ঘন করে, তবে সেই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য দেখানো যাবে না।
- যদি নেতার সিদ্ধান্তটি এমন হয় যে, তা ইউনিটের আমানত (উম্মাহর অর্থ, সময়, সুনাম বা মানবসম্পদ) ধ্বংস করছে বা নষ্ট করছে, তবে সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে।

আনুগত্য বর্জনের অর্থ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়, বরং সর্বোচ্চ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধান করা:

- **সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকা:** যেহেতু সিদ্ধান্তটি শরীয়ত বা আমানতের পরিপন্থী, তাই ব্যক্তিগতভাবে আপনি সেই অন্যায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সসম্মানে সরিয়ে নেবেন।

- **ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট:** আপনি আপনার নসিহত ও সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য বর্জনের কারণ লিখিত বা মৌখিক আকারে নেতার ঊর্ধ্বতনের (প্রধান সমন্বয়ক/ইউনিট প্রধানের ঊর্ধ্বতন) কাছে উত্থাপন করুন।
- **গোপনীয়তা রক্ষা:** অন্য সদস্যদের মধ্যে গ্রুপিং বা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা যাবে না। আপনার এই চূড়ান্ত পদক্ষেপটিও হতে হবে ইউনিটের নিয়ম মেনে, গোপনীয়তার সঙ্গে এবং কেবল নেতার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। যদি কোনো ভুলের কারণে **সাধারণ মানুষের অধিকার (হক)** ক্ষুণ্ণ হয়, উম্মাহর দেওয়া অর্থের অনিয়ম ঘটে বা অন্যের ওপর জুলুম হয়, তবে তা গোপন রাখা যাবে না। আমানতদারি ও ইনসাফের খাতিরে বিষয়টি দ্রুত যথাযথ ফোরামে তুলে ধরতে হবে।

যদি আপনি নেতার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট সম্পন্ন করার পরও দেখেন যে, বারবার একই গুরুতর ভুল (শরীয়ত লঙ্ঘন বা আমানত বিনষ্ট) করা হচ্ছে, তবে পদত্যাগ করাই হবে আদর্শিক কর্তব্য।

পদত্যাগের কারণ

- যখন ইউনিট বারবার গুরুতর ভুল করে এবং আপনি তা থামাতে ব্যর্থ হন, তখন ইউনিটে থাকা মানে হলো সেই পাপের বা অন্যায়ের সঙ্গে নিঃশব্দে সহাবস্থান করা, যা সমর্থন না করলেও এক প্রকার নীরব অনুমোদন হিসেবে গণ্য হতে পারে।
- পদত্যাগ হলো একটি নীতিগত অবস্থান । এর মাধ্যমে আপনি স্পষ্ট করেন যে, ইউনিটের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু সেই আদর্শের লঙ্ঘন আপনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন।
- পদত্যাগ করার মাধ্যমে আপনি ঐ ইউনিটের করা পাপ বা সম্পদের ক্ষতির জন্য আল্লাহর কাছে আপনার ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন।

পদত্যাগের পদ্ধতি

পদত্যাগ অবশ্যই হতে হবে শান্তিপূর্ণ ও সসম্মানে:

- পদত্যাগ করার আগে আপনার সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আপনার সিদ্ধান্তের কারণ এবং বারবার ভুলগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি বিনম্র ও সুস্পষ্ট লিখিত পত্র দিন। এটিই হবে আপনার অন্তিম নসিহত।
- আপনার কাছে থাকা ইউনিটের সকল আমানত (অর্থ, নথি, উপকরণ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করুন।

সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

২৮। শুরুতেই কি একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে?

না, শুরুতেই একটি বিস্তারিত ও অনমনীয় (Rigid) গঠনতন্ত্র তৈরি করা উচিত নয়। তবে, 'আদর্শিক মূলনীতি ও কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক' (Core Principles Document) অবশ্যই তৈরি করতে হবে।আপনার ইউনিটের জন্য এটি একটি ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া হওয়া উচিত।

আদর্শিক মূলনীতি দিয়ে শুরু করুন

গঠনতন্ত্র তৈরি করার আগে আপনার ইউনিটকে অবশ্যই একটি সংক্ষিপ্ত 'আদর্শিক মূলনীতি ও কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক' চূড়ান্ত করতে হবে। এটিই আপনার ইউনিটের জন্য প্রাথমিক গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। এখানে থাকবে-

১। **লক্ষ্য:** ইউনিটের মূল লক্ষ্য (সামাজিক শক্তি অর্জন) স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা।

২। আদর্শিক সীমারেখা: কুরআন সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ, উত্তম আখলাক, এবং প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আপোসহীনতা—এই মৌলিক নীতিগুলো নিশ্চিত করা।

৩। সদস্যপদের ভিত্তি: সদস্য নির্বাচনের মৌলিক মানদণ্ড (ইখলাস, আমানত, নিবেদন) নির্ধারণ করা।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: শুরুতে টাস্ক ফোর্সগুলো কীভাবে জরুরি সিদ্ধান্ত নেবে, তার একটি সরল প্রক্রিয়া স্থির করা।

শুরুতেই কেন বিস্তারিত গঠনতন্ত্র নয়?

প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র তৈরি না করার পেছনের কারণগুলো পূর্বে আলোচিত 'কাজ থেকে কাঠামোর দিকে' নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

- **কাজের প্রকৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন:** গঠনতন্ত্র হলো দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতার ফল। কাজ শুরু না করলে আপনি জানতে পারবেন না আপনার ঠিক কতটি কমিটি, কী ধরনের আর্থিক নীতি এবং কোন ধরনের নেতৃত্বের বিন্যাস প্রয়োজন।
- **নমনীয়তা বজায় রাখা (Agility):** শুরুর দিকে কঠোর নিয়মনীতি বা গঠনতন্ত্র তৈরি করলে তা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ও নতুন উদ্ভাবনী কৌশলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। গঠনতন্ত্রের কারণে ইউনিটের গতি কমে যেতে পারে।

- **পদবি-সর্বস্বতা পরিহার:** পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্রে প্রায়শই পদ-পদবি ও দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত ধারা থাকে। এটি শুরুতেই সদস্যদের মধ্যে পদবি-সর্বস্বতা ও ক্ষমতার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে, যা ইখলাসের বিপরীত।
- **বিকেন্দ্রীকরণকে সমর্থন:** যদি শুরুতেই কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কঠোর গঠনতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা স্থানীয় ইউনিটের স্বাধীনতা (Decentralization) ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সীমিত করে দেবে।

তাহলে কখন গঠনতন্ত্র তৈরি হবে?

নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করতে পারেন:

১। কাজ শুরু: 'আদর্শিক মূলনীতি ও কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক' (Core Principles) তৈরি করে কাজ শুরু করুন।

২। পরীক্ষামূলক কাজ: ৬ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত কাজ করুন (Pilot Phase)। এই সময়ে আপনার ইউনিটের কাঠামো, নেতৃত্ব, এবং আর্থিক পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা তৈরি হবে।

৩। পর্যালোচনা ও গঠন: অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, একটি ছোট ও অভিজ্ঞ দল এই বাস্তব কাজের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করবে। এই গঠনতন্ত্র হবে কাজের ফল, আলোচনার ফল নয়। এই পদ্ধতি নিশ্চিত করবে যে আপনার গঠনতন্ত্রটি কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আপনার সফল অ্যাক্টিভিসমের একটি শক্তিশালী দলিল হিসেবে কাজ করবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১। যদিও আপনারা এখনই আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন বা কেন্দ্রীয় কাঠামো তৈরি করছেন না, তবুও **স্থানীয় আইনের সাধারণ সীমা** সম্পর্কে অবগত থাকা জরুরি।

২। একদম শুরু থেকেই আর্থিক বিষয়ে কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করা অপরিহার্য। এটি আদর্শিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

- একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র না থাকলেও, আদর্শিক মূলনীতি দলিলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে যে ইউনিটের আর্থিক লেনদেন হবে সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ (Transparent)। সস্যদের ছোট দল বা টাস্ক ফোর্সগুলোর জন্যও একটি স্বল্পমেয়াদী আর্থিক জবাবদিহিতার প্রোটোকল তৈরি করতে হবে।
- সদস্যদের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, তহবিলের উৎস যেন সর্বদা হালাল ও শরিয়াহ-সম্মত হয়। অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি যেন সদস্যের ইখলাস ও আদর্শিক অবস্থানকে দুর্বল না করে।
- শুরুতেই একজনকে 'কোষাধ্যক্ষ' (Treasurer) না করে, আর্থিক তদারকি ও ব্যয় অনুমোদনের দায়িত্ব কমপক্ষে দুজন আমানতদার ও নির্ভরযোগ্য সদস্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। এটি একক ব্যক্তির ওপর অতিরিক্ত ক্ষমতা বা ঝুঁকি চাপানো থেকে বিরত রাখবে।

২৯। কমিটি দিয়ে কাজ শুরু করা ভালো নাকি কাজ শুরু করে পরে কমিটি দেওয়া?

কমিটি দিয়ে কাজ শুরু করা ভালো নয়, বরং কাজ শুরু করে, কাজের প্রকৃতির ভিত্তিতে, অভিজ্ঞতার আলোকে ধাপে ধাপে কমিটি বা কাঠামো দেওয়া উচিত।এই পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার ইউনিট সৃজনশীলতা, গতি এবং কার্যকারিতা বজায় রাখতে পারবে।

শুরুতেই সুনির্দিষ্ট কমিটি বা কাঠামো তৈরি করলে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে:

- **গতি হারানো (Loss of Momentum):** শুরুর দিকে কর্মীদের মধ্যে উদ্যম ও আবেগ বেশি থাকে। আনুষ্ঠানিক কমিটি গঠন করতে গেলে তা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা, পদ-পদবি নিয়ে বিতর্ক এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি করে।
- **অনমনীয়তা (Inflexibility):** আপনার ইউনিট যেহেতু নতুন, তাই কোন কৌশলগুলো কাজ করবে তা শুরুতে স্পষ্ট নয়। পূর্ব-নির্ধারিত কমিটি কাজের গতি বা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নাও নিতে পারে ।
- **অপ্রয়োজনীয়তা:** কাজ শুরুর আগে আপনি জানেন না ঠিক কোন ধরনের দক্ষতা বা নিবেদেন আপনার প্রয়োজন। ফলে এমন কমিটি গঠিত হতে পারে যা বাস্তবে কোনো কাজই করছে না।
- **পদবি-সর্বস্বতা:** পদবি পাওয়ার লোভে সদস্যদের মধ্যে ইখলাস এবং দায়িত্ববোধের চেয়ে ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে।

কার্যকর পদ্ধতি হলো আগে কিছু কাজ করে নিন। এরপর কাঠামোর দিকে আগান। আপনার ইউনিটের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে পারেন:

ধাপ	কাজের প্রকৃতি	লক্ষ্য
ধাপ ১: সূচনা (Pilot Phase)	স্বেচ্ছাসেবী দল (Ad-hoc Teams): ১-২টি ছোট, কার্যকর ইস্যুতে কাজ শুরু করুন। সদস্যদের কমিটমেন্ট, দক্ষতা ও ইখলাস পর্যবেক্ষণ করুন।	সদস্যদের দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা। কাজের গতি ও সফলতার প্রমাণ তৈরি করা।
ধাপ ২: পরীক্ষামূলক দল (Task Forces)	৩-৪টি ভিন্ন ধরনের কাজের (যেমন: মিডিয়া, প্রচারনা, যোগাযোগ, ক্যাম্পেইন,ফান্ড) জন্য সাময়িক টাস্ক ফোর্স তৈরি করুন, যেখানে কোনো স্থায়ী পদবি থাকবে না।	কাজের প্রয়োজনীয়তা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা। নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠতে দেওয়া।
ধাপ ৩: কাঠামো দান (Structuring)	অন্তত ৬ মাস কাজ করার পর, যেই টাস্ক ফোর্সগুলো নিয়মিতভাবে সফল হচ্ছে এবং যাদের নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে, সেগুলোকে কমিটির রূপ দিন।	স্থায়িত্ব ও দক্ষতা আনা। কাজের চাপ ভাগ করে দেওয়া।

ধাপ ৪: নিয়মিত পর্যালোচনা	কমিটি গঠনের পরও, সেই কমিটিগুলো কতটুকু কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সেগুলোকে পুনর্গঠন করা। কাঠামোর স্থায়িত্বের চেয়ে আদর্শিক কার্যকারিতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।	সাংগঠনিক আলস্য বা আমলাতান্ত্রিকতা এড়ানো।

এই পদ্ধতিটি ইসলামী সাংগঠনিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

- **ইখলাস ও জবাবদিহিতা:** যেহেতু সদস্যরা আগে কাজ করে নিজেদের প্রমাণ করেছে, তাই কমিটিতে আসা সদস্যরা নিজেদের পদের চেয়ে কাজকে বেশি গুরুত্ব দেবে।
- **যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন:** পদবি দেওয়ার আগে আপনি সদস্যদের বাস্তব দক্ষতা, ধৈর্য এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্য যাচাই করার সুযোগ পাবেন।
- **নেতৃত্বের বিকাশ:** নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবে, চাপিয়ে দেওয়া হবে না। যারা মাঠে কাজ করেছে, তারাই নেতৃত্বে আসবে।

গঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন এবং কাঠামো দেওয়ার পরেও নেতৃত্বের ভূমিকা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হবে সেবামূলক, ক্ষমতার কেন্দ্র নয়। সদস্যদের মধ্যে এই ধারণা প্রোথিত করতে হবে যে নেতৃত্ব বা পদবি হলো একটি আমানত এবং খেদমতের সুযোগ, কোনো ক্ষমতা বা সুবিধা নয়। পদবি-সর্বস্বতা বা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা (যা প্রাথমিক কমিটি গঠনের অন্যতম ঝুঁকি) যেন নেতৃত্বের মধ্যেও না আসে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পদাধিকারীরাও সরাসরি মাঠে কাজ করবে এবং পদাধিকার বলে কোনো অতিরিক্ত সুবিধা বা সম্মান দাবি করবে না। সেই সাথে কমিটি গঠনের পর সাংগঠনিক আলস্য এড়াতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- কমিটি বা টাস্ক ফোর্সের সফলতা শুধুমাত্র সময় ব্যয় বা মিটিংয়ের সংখ্যার ভিত্তিতে বিচার না করে, বরং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজের ফলাফলের মাধ্যমে বিচার করতে হবে। *উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-* ক্যাম্পেইন কমিটির সফলতা বিচার করা হবে - '৬ মাসে কতগুলো ক্যাম্পেইন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ও লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে। ইউনিটগুলোর সাধারণত সম্পদ সীমিত থাকে, তাই তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।কাজের শুরুতে, সদস্যদের কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সময়সাপেক্ষ (Time-Consuming) কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। মূল ফোকাস থাকবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ প্রভাব সৃষ্টিকারী (High-Impact) কাজগুলোর ওপর।
- কমিটিগুলোর কাজের সাথে সাথে তাদের ব্যক্তিগত ও দলগত আদর্শিক অগ্রগতি এবং নৈতিক অবস্থান নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে সদস্যরা যেন কেবল কৌশলগতভাবে সফল হওয়ার জন্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করুন-

কার্যকরী ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের জন্য, নেতৃত্ব পরিবর্তন হলেও যেন আদর্শিক ও কৌশলগত জ্ঞান নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

- প্রতিটি সফল ও ব্যর্থ অ্যাক্টিভিসম, নেগোসিয়েশনের অভিজ্ঞতা, এবং কৌশলগত পরিবর্তনগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নথিভুক্ত করে একটি কেন্দ্রীয়, সুরক্ষিত ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা। নতুন সদস্যরা যেন এই পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাগুলো থেকে শিক্ষা নিতে পারে।
- ইউনিটের অভিজ্ঞ ও আদর্শিকভাবে দৃঢ় সদস্যদের নতুন টাস্ক ফোর্স বা কমিটির তদারককারীদের মেন্টর (Mentor) হিসেবে যুক্ত করুন। এটি নিশ্চিত করবে যে আদর্শিক চেতনা, আখলাক এবং কৌশলগত প্রজ্ঞা যেন সরাসরি পরের প্রজন্মের কাছে সঞ্চালিত হয় এবং নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।

৩০। কমিটির মৌলিক কাঠামো কেমন হবে?

আগেও যেমন আলোচনা করা হয়েছে শুরুতেই বিস্তারিত এবং জটিল কাঠামো তৈরির দরকার নেই। একেবারে বুনিয়াদি বা মৌলিক কাঠামো দাড় করিয়ে এরপর কাজ করতে করতে বিস্তারিত চূড়ান্ত কাঠামোর দিকে অগ্রসর হতে হবে।

শুরুতেই ইউনিটের একক আমীর বা ইউনিট প্রধান নির্ধারণ করতে হবে এটা জরুরি নয়। একটি মজলিশে শুরা তৈরি করে মজলিশে শুরার একজন ফায়সাল নির্ধারণ করে ইউনিট পরিচালনা করা যেতে পারে। বরং কোনো ইউনিটের শুরুতে এভাবেই কাজ করাটা বেশি কার্যকরী। ইউনিট প্রধান নির্ধারণ করতে পারলেও অবশ্যই তার একটি শুরা থাকতে হবে। নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া, বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইউনিট প্রধান শুরাতে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি শুরার মাশোয়ারার সিদ্ধান্ত অনুসারে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন বা সম্পূর্ণ নিজের মতো করেও সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

মজলিশে শুরার নিচের স্তরে আসবে এক্সিকিউটিভ কমিটি। “কমিটি দিয়ে কাজ শুরু করা ভালো নাকি কাজ শুরু করে পরে কমিটি দেওয়া?”- এই প্রশ্নের উত্তরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে শুরুতে শুধু অতি প্রয়োজনীয় কিছু কমিটি করে নেওয়া হবে ইউনিটের কার্যক্রম শুরু করার জন্য। এক্সিকিউটিভ কমিটিতে থাকবে এই কমিটিগুলোর প্রধান, আমীরে ফয়সাল/আমীর/আমীরের কোনো প্রতিনিধি (সাধারণ সম্পাদক জাতীয় কেউ)। মজলিশে শুরায় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হবে এক্সিকিউটিভ কমিটির মাধ্যমে। প্রত্যেকটি কমিটিতে কমিটির প্রধান তার সহকারী (২IC)এবং কিছু সাধারণ সদস্য থাকবেন। বাস্তব ময়দানে তারাই আসলে কাজগুলো বাস্তবায়ন করবেন। এক্সিকিউটিভ কমিটির পুরো কাজ সমন্বয় ও জবাবদিহিতার কাঠামো পরিচালনা করবেন সাধারণ সম্পাদক। অর্থাৎ বিভিন্ন কমিটির প্রধানরা সাধারণ সম্পাদকের কাছে কাজের রিপোর্ট করবেন।

চেইন অফ কমান্ড নিচের চিত্রে যেভাবে দেওয়া হয়েছে উপর থেকে নিচে নামবে। বিভিন্ন কমিটির প্রধানগন একে অপরের সাথে সমন্বয় ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবেন। কিন্তু তারা কেউ কাউকে কমান্ড দিতে পারবেন না। সেই সাথে এক কমিটির প্রধান অন্য কমিটির কোনো সদস্যকে সরাসরি কাজ দিতে পারবেন না। কমিটি প্রধানকে অবহিত করে তার

মাধ্যমে দিতে হবে। যেমন মিডিয়া কমিটির কোনো সদস্যকে যদি ক্যাম্পেইন কমিটি কাজ দিতে চায় তাহলে শুরুতে মিডিয়া কমিটির প্রধানকে অবহিত করতে হবে। মিডিয়া কমিটির প্রধান তার কমিটির উক্ত সদস্যকে সেই কাজটি নির্ধারণ করে দেবেন।

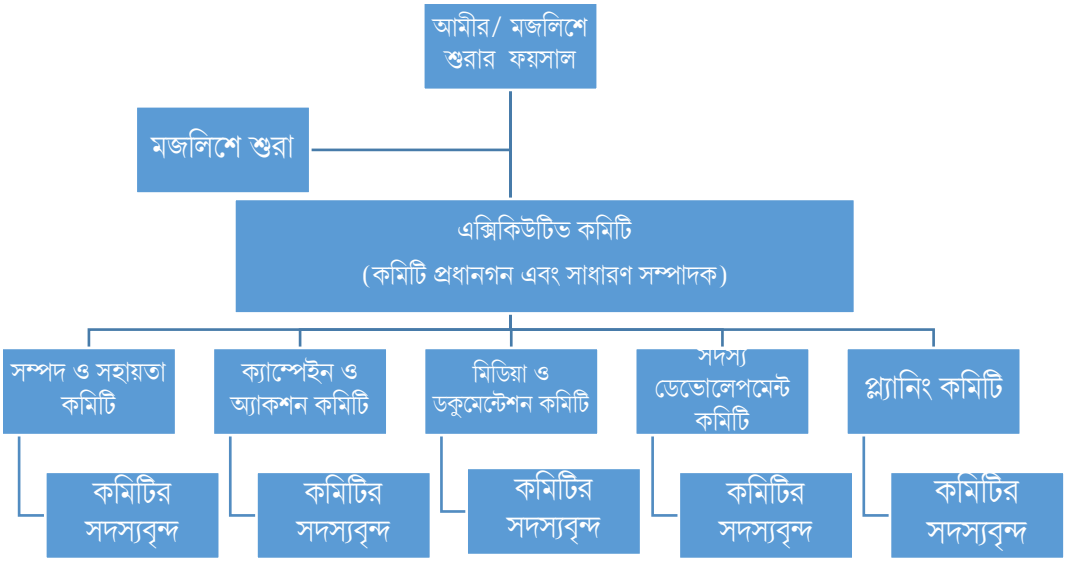

কমিটির নাম	প্রধান দায়িত্ব ও ফোকাস	জনবলের প্রকৃতি
মিডিয়া ও ডকুমেন্টেশন কমিটি	**অনলাইন অ্যাক্টিভিসম ও প্রচার:** ছবি, ভিডিও, প্রমাণ সংগ্রহ, এডিটিং, সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তার গতি ও মান নিয়ন্ত্রণ, মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, ন্যারেটিভ নির্মান।	প্রযুক্তি ও সৃজনশীল দক্ষতাসম্পন্ন, শান্ত ও দ্রুত অ্যাকশনে সক্ষম সদস্য।
ক্যাম্পেইন ও অ্যাকশন কমিটি	**অফলাইন অ্যাক্টিভিসম:** লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং, অবস্থান কর্মসূচি (Sit-in), ঘেরাও, গণহারে বয়কট, প্রতীকী প্রতিবাদ ইত্যাদি কর্মসূচির পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।	মাঠে কাজ করতে আগ্রহী, শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়, শৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত সদস্য।
সদস্য ডেভোলেপমেন্ট কমিটি	সদস্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণ, আদর্শিক পাঠচক্র পরিচালনা, জনসমক্ষে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং দাওয়াহ উপকরণ তৈরি।	ইসলামী জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, আদর্শের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্য।

প্ল্যানিং কমিটি	দীর্ঘমেয়াদী ভিশন, সোসিও-পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, রিস্ক অ্যানালাইসিস এবং ক্যাম্পেইন স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা।	
সম্পদ ও সহায়তা কমিটি	**লজিস্টিক ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা,তহবিল সংগ্রহ, সাইবার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও আইনি সহায়তার সমন্বয়, কর্মসূচিগুলোর জন্য লজিস্টিক সহায়তা নিশ্চিত করা।	আমানতদার, বিশ্বাসী, ইউনিটে ও বাইরে নেটওয়ার্কিং-এ দক্ষ সদস্য ।

একটি বিষয় খেয়াল করুন-

৬ মাস পর পর চেক করে দেখুন আপনাদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো কি কাজের গতি বাড়াচ্ছে, নাকি অপ্রয়োজনীয় জটিলতা তৈরি করে গতি কমাচ্ছে?" যদি উত্তর হয়- জটিলতা তৈরি করছে, তবে নেতৃত্ব টিমকে তাৎক্ষণিকভাবে কাঠামোটিকে সরল করে ফেলতে হবে।

৩১। নেতা নির্বাচন পদ্ধতি কী?

ইউনিট একেবারে শুরুর সময়েই একক আমীর নির্বাচন করা জরুরি নয়। শুরুতেই একক আমীর নির্বাচন করতে গেলে কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে। যেহেতু আপনারা আগে একসাথে কাজ করেননি, দ্বীনের বুঝ, লক্ষ্যের বুঝ সবার একইরকম নাও থাকতে পারে। কাজ করতে করতে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো ঠিক হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া তৈরি হয়। কিন্তু এগুলো তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগবে।

ইউনিটের প্রতিষ্ঠাকালীন নিবেদিত সদস্যরা মিলে একটি শুরা তৈরি করে নেবেন। সেখানে একটি নির্ধারিত সময়কালের জন্য শুরার মতামতের ভিত্তিতে একজনকে মাশোয়ারার ফয়সাল ঠিক করে দেওয়া হবে। শুরাতে আলোচনা করে ইউনিট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে। নির্ধারিত সময়কাল শেষে প্রয়োজনে ফয়সাল পরিবর্তন করা যেতে পারে।

এভাবে ৬-১২ মাস যাবার পরে ইউনিট সমন্বয়ক/আমীর নির্বাচিত হতে পারে। বা প্রয়োজনে আরো সময় নেওয়া যেতে পারে। এই সময় সদস্যদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এরপর ইউনিটের ফাউন্ডিং মেম্বার, শুরার সদস্য, প্রয়োজনে উপদেষ্টামন্ডলীর ১/২ জন সদস্য সবার মতামতের ভিত্তিতে ইউনিট আমীর বা সমন্বয়ক নির্বাচিত হতে পারেন।

নেতা নির্বাচনের আগে প্রার্থীর মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি অপরিহার্য গুণাবলী অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে:

- **ইখলাস ও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার:** আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার আন্তরিকতা এবং ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য থাকতে হবে। এটিই নেতৃত্বের মূল ভিত্তি।

- **আখলাক ও ধৈর্য:** অ্যাক্টিভিসমের দক্ষতা, প্রমাণিত নেতৃত্বগুন চাপ সামলানোর ক্ষমতা, আক্রমণের মুখেও ধৈর্য, নেতৃত্বের ব্যাপারে নির্লোভ মানসিকতা, খাদেমসুলভ মানসিকতা, নম্রতা ও উত্তম চরিত্র (আখলাক) বজায় রাখার বাস্তব প্রমাণ থাকতে হবে।
- **আমানতদারিতা ও শৃঙ্খলা:** সাংগঠনিক তথ্য, সম্পদ এবং গোপনীয়তা সুরক্ষায় নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা মেনে চলার দৃষ্টান্ত থাকতে হবে।

বিভিন্ন কমিটি বা টাস্কফোর্সের প্রধানকেও এভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। নিচে একটু গুছিয়ে দায়িত্বশীল বা তদারককারী নির্বাচনের প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হলো-

ধাপ	প্রক্রিয়া	লক্ষ্য
ধাপ ১: পর্যবেক্ষণ (৬ মাস)	ইউনিট প্রধান বা সিনিয়র মেন্টররা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন যে কোন সদস্যরা কাজের প্রতি সবচেয়ে বেশি নিবেদিত, কারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নেন এবং কারা অন্যদের নেতৃত্ব দিতে পারেন।	সহজাত নেতৃত্ব চিহ্নিত করা, চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্ব এড়ানো।
ধাপ ২: পরামর্শ (শুরা)	ইউনিট প্রধান, মেন্টর এবং টাস্ক ফোর্সের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সদস্যরা মিলে পরামর্শ সভা (শুরা) করবেন। এই সভায়, আদর্শিক মানদণ্ড ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে নেতৃত্বের জন্য ১-২ জন যোগ্য প্রার্থীর নাম নিয়ে আলোচনা হবে।	ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করা
ধাপ ৩: মনোনয়ন ও ঘোষণা	শুরার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে মনোনীত ব্যক্তিকে কমিটির প্রধান (বা সমন্বয়ক) হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এই প্রধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হবে যে এটি খেদমতের দায়িত্ব, ক্ষমতা নয়।	দায়িত্বের প্রতি বিনয় ও ইখলাস নিশ্চিত করা।
ধাপ ৪: কার্যকাল ও পর্যালোচনা	কমিটি প্রধানের কার্যকাল সীমিত সময়ের (যেমন, ৬ মাস বা ১ বছর) জন্য নির্ধারণ করা। কার্যকাল শেষে তার কাজের ফল পর্যালোচনা করা হবে।	জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সাংগঠনিক আলস্য এড়ানো।

এই পদ্ধতি নিশ্চিত করবে:

- নেতা হবেন একজন পরীক্ষিত সদস্য, যিনি পদবির অহংকার নয়, বরং কাজ ও আমানত দ্বারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন।
- নেতৃত্ব আরোপিত হবে না, বরং যারা মাঠে কাজ করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন, তারাই নেতৃত্বে আসবেন।

- যেহেতু পদবি পাওয়ার জন্য শুরুতে প্রতিযোগিতা নেই, তাই সদস্যদের মধ্যে ইখলাস ও আন্তরিকতা ধরে রাখা সহজ হবে ইনশা আল্লাহ ।

৩২। নেতা না থাকলে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেব?

নেতা না থাকলে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই প্রশ্নের কয়েকটি সুরত আছে। সবগুলো ধারাবাহিকভাবে নিচে আলোচনা করা হলো ইনশা আল্লাহ

ইউনিট শুরুর মুহূর্তে

আগেও যেমন আলোচনা করা হয়েছে ইউনিটের শুরুতেই একক আমীর নির্বাচন করে কাজ করা জরুরি নয়। ইউনিটের প্রতিষ্ঠাকালীন নিবেদিত সদস্যরা মিলে একটি শুরা তৈরি করে নেবেন। সেখানে একটি নির্ধারিত সময়কালের জন্য ফয়সাল ঠিক করে দেওয়া হবে। শুরাতে আলোচনা করে ইউনিট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে। নির্ধারিত সময়কাল শেষে প্রয়োজনে ফয়সাল পরিবর্তন করা যেতে পারে।

এভাবে ৬-১২ মাস যাবার পরে আগের প্রশ্নগুলোর উত্তরে দেওয়া পদ্ধতি অনুসারে ইউনিট সমন্বয়ক/আমীর নির্বাচিত হবার পরে আসে পরের ধাপের প্রশ্নগুলো।

নেতার সাময়িক অনুপস্থিতি

নেতা (ইউনিট সমন্বয়ক/আমীর) যদি অস্থায়ীভাবে অনুপস্থিত থাকেন (যেমন: অসুস্থতা বা ভ্রমণ), তবে কাজ পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করা হবে:

ক. পূর্ব-নির্ধারিত উত্তরাধিকারী

নেতার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো তার কার্যকালের জন্য একজন সহকারী বা উত্তরসূরী (Successor) নির্বাচন করে রাখা।নেতার অনুপস্থিতিতে এই উত্তরসূরী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাময়িক সমন্বয়কের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং নেতার কাজ চালিয়ে যাবেন। উত্তরসূরী অবশ্যই শুরার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারেন, যিনি আদর্শিকভাবে দৃঢ়, আমানতদার এবং সকল কমিটির কাজে অভিজ্ঞ।

খ. যৌথ কমিটি সমন্বয়

যদি কোনো কারণে উত্তরসূরীও অনুপস্থিত থাকেন বা তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব না হয় তাহলে সকল কমিটির প্রধানগণ একসাথে বসে একটি কার্যকরী শুরা গঠন করবেন। এবং শুরার একজন ফায়সাল থাকবে। প্রত্যেকে নিজেদের কাজের ক্ষেত্র সংক্রান্ত জরুরি সিদ্ধান্তগুলো শুরায় আলোচনার ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন। যে কোনো সিদ্ধান্ত অবশ্যই ইউনিটের আদর্শিক মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করুন - নেতার অনুপস্থিতিতে কমিটিগুলোর কাজ থেমে যাবে না।স্থানীয় টাস্ক ফোর্সগুলো তাদের দৈনন্দিন রুটিন কাজ এবং আগে থেকে অনুমোদিত কৌশল অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাবে। নেতার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় ছোটখাটো সমস্যার জন্য কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে, টাস্ক ফোর্স প্রধানরা নিজেদের সীমিত পরিসরে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে অবশ্যই সেই সিদ্ধান্তগুলো ইসলামী শরীয়াহ এবং ইউনিটের আদর্শিক মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

যদি নেতার পদ স্থায়ীভাবে শূন্য হয় (যেমন: পদত্যাগ, দীর্ঘমেয়াদী অক্ষমতা বা অন্য কোনো কারণে), তবে একটি দ্রুত ও আদর্শিক প্রক্রিয়ায় নতুন নেতা নির্বাচন করতে হবে।

ধাপ	প্রক্রিয়া	লক্ষ্য
ধাপ ১: জরুরি শুরা	ইউনিটের সকল কমিটি প্রধান এবং সিনিয়র মেন্টররা অবিলম্বে একটি জরুরি পরামর্শ সভা (শুরা) আহ্বান করবেন।	সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং শূন্যতা দূর করা।
ধাপ ২: প্রার্থীর মানদণ্ড	পূর্ব-নির্ধারিত আদর্শিক ভিত্তি (ইখলাস, আমানত, আখলাক) এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন নেতার জন্য ১-৩ জন যোগ্য প্রার্থীর নাম নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।	ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, বরং **যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন** নিশ্চিত করা।
ধাপ ৩: ঐক্যমত	শুরার সদস্যরা আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একজন প্রার্থীকে চূড়ান্ত করবেন। যদি ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়, তবে সিনিয়র মেন্টরদের মতামতের গুরুত্ব বাড়ানো যেতে পারে।	বিতর্কমুক্ত ও আদর্শসম্মত নির্বাচন নিশ্চিত করা।
ধাপ ৪: দায়িত্বের ঘোষণা	চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিকে খেদমতের দায়িত্ব বা আমানত বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার নাম ঘোষণা করা হবে।	নতুন নেতৃত্বকে দ্রুত কার্যকর করা।

মূলকথা নেতার অনুপস্থিতিতে যেন ইউনিটের কাজ বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৩৩। ইউনিটের কী রেজিস্ট্রেশন করতে হবে?

রেজিস্ট্রেশন না করেও আপনার অ্যাক্টিভিসম ইউনিট সুন্দরভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম ইনশা আল্লাহ।যদি আর্থিক লেনদেন বা আইনি সহায়তার মতো কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য বৈধ কাঠামো প্রয়োজন হয়, তবে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা একটি ছোট ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশন তৈরি করা যেতে পারে, যা অ্যাক্টিভিসম ইউনিট থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকবে।

দেখুন, নিজ নিজ এলাকায় আপনারা অ্যাক্টিভিসম করছেন স্থানীয় মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ ইস্যু নিয়ে। স্থানীয় পর্যায়ে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে, স্থানীয় অর্থায়নে সমাজের কল্যাণের জন্য আপনারা কাজ করছেন। আপনারা স্বেচ্ছায় সমবেত হয়েছেন,

স্বেচ্ছায় কাজ করছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছেন। এখানে তেমন জটিল কোনো কিছু নেই, কোনো বিশাল কর্মযজ্ঞ নেই, কোনো জোরাজুরি নেই। সমাজের একজন মানুষ হিসেবে এগুলো করার সম্পূর্ণ অধিকার আপনাদের আছে। আমাদের সমাজে অনেক আগে থেকেই এ ধরনের কার্যক্রম রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চলে আসছে। ৯০-এর দশকেও বা শূন্য দশকের শুরুর দিকেও পাড়ায় পাড়ায় এমন সমাজসেবামূলক সংঘ ও ক্লাব ছিল। কাজেই কাজের মাত্রা, পরিধি ও প্রকৃতি বিবেচনায় আপনাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা জরুরি নয়। তবে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করলে রেজিস্ট্রেশন করে নিন।

রাজনৈতিক ও বাহ্যিক সম্পর্ক

রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, অন্যান্য গোষ্ঠী এবং ফান্ডের উৎস নিয়ে প্রশ্ন।

রাজনৈতিক অবস্থান ও সহযোগিতা

৩৪। কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সেকুল্যার দল বা মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে কী?

শুরুতে পড়ে নিন পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৪, প্রাসঙ্গিক কথা ১-২, হাদীস ৩২, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বা আদর্শিক সেকুল্যারদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। যারা আদর্শিকভাবে সেকুল্যার যেমন বামপন্থী তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকা উচিত। তারা আপনাদের অধিকাংশ বিষয়েই একমত হবে না।যেমন ধরুন ভ্যালেন্টাইনে যেনা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আপনার অ্যাক্টিভিসম। কাজেই দল হিসেবে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হিসেবে অবস্থান ভিন্ন হতে পারে। যেমন ধরুন আপনার একজন বন্ধু আছে, সে সেকুল্যার। কিন্তু আপনি জানেন তার মধ্যে কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি তার ব্যাপারে আশাবাদী যে সে ইসলামের বিষয়গুলো বুঝবে। আপনি তার সাথে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। তাকে দাওয়াহ করবেন। কিন্তু দল হিসেবে সেকুল্যারদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া বা তাদের সাথে যুক্ত হয়ে একসাথে কাজ করা উচিত নয়।

কিন্তু তারা যদি বারবার তাদের সাহায্য নিতে বলে বা তাদের সাথে যুক্ত হতে বলে সেক্ষেত্রে কি করণীয়?

এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হয়েছে এই হ্যান্ডবুক- এর - ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিসমে যদি গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী, বামপন্থী বা সেক্যুলার ইউনিট যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব দেয়, তখন কী করণীয়? **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** এর বিশ্ববিদ্যালয়: নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং কারা হবে আমাদের গণশক্তি অংশে। মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেবার অনুরোধ রইল। পাশাপাশি নিচেও এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু আলোচনা করা হলো-

আপনার ইউনিটের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা বজায় রেখে ক্যাম্পাস এবং এলাকা উভয় ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

১। নীতিগত ও আদর্শিক অবস্থান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন

গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল বা সেকুল্যার রাজনৈতিক দলের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত হওয়ার চাপকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করুন। এই নীতি ক্যাম্পাস ও এলাকা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে-

- আপনার ইউনিট একটি সমাজ বা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিসম ইউনিট। আপনাদের লক্ষ্য সমাজের মানুষ ও বৃহত্তর ছাত্রসমাজের আদর্শিক কল্যাণ ও সমস্যা সমাধান নিয়ে কাজ করা যা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী লক্ষ্যের চেয়ে ভিন্ন। আপনি কোনো ধরণের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করতে আগ্রহী নন। রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হলে আপনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন না। তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবেন। ২০২৩ সালের শেষভাগে যখন প্যালেস্টাইনে ইতিহাসের বর্বরতম আগ্রাসন চলছিল এবং বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ (যেমন: হোচিমিন ইসলাম ইস্যু) নিয়ে তৌহিদী জনতা ও শিক্ষার্থীরা উত্তাল ছিল, তখন দেখা গেছে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো রহস্যজনকভাবে নীরব বা দায়সারা অবস্থানে ছিল। এর মূল কারণ ছিল ২০২৪ সালের ৭ই জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন। পরাশক্তিদের সমর্থন হারানো বা ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে পিছিয়ে পড়ার ভয়ে তারা জনগণের তীব্র আবেগের ইস্যুগুলোতেও শক্ত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে।
- আপনার আদর্শিক লক্ষ্য (ইসলামের ভিত্তিতে সামাজিক শক্তি অর্জন) কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যের চেয়ে ভিন্ন। তাই স্থায়ীভাবে যুক্ত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।তাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের স্থায়ী জোট বা চুক্তির প্রস্তাব এলে তা পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করুন। আপনার ইউনিটের লক্ষ্য কোনো নির্বাচনী জয় বা ক্ষণস্থায়ী প্রতিবাদ নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক পরিবর্তন ও ইসলামী নেতৃত্বের বিকাশ। এটি বারবার প্রচার করুন, যাতে ছাত্ররা বোঝে কেন প্রচলিত দলগুলোর শর্টকাট রাজনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না।
- প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রায়শই অবিশ্বাস বা বিরক্তি থাকে । রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই অর্থনৈতিক দুর্নীতি, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত থাকে। আপনারা তাদের সাথে যুক্ত হলে এই রাজনৈতিক কলুষতা ও দায়ও মাথা পেতে নিতে হবে। তাই যুক্ত হতে চাচ্ছেন না।
- সরাসরি কোনো বড় রাজনৈতিক দলের অংশ হলে আপনার ইউনিট প্রশাসন বা প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সরাসরি টার্গেটে পরিণত হবার ঝুঁকিতে থাকে। আপনাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হবে।
- ক্যাম্পাসের বা সমাজের সাধারণ ইস্যুতে (যেমন আবাসন সংকট, ক্যান্টিনের খাবারের মান) আপনার ইউনিট নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি দিয়েই কাজ করতে সক্ষম। বাইরের সাহায্য নিলে ইউনিটের স্বাধীন কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

২। কৌশলগত চাপ মোকাবিলা করুন

রাজনৈতিক চাপ বাধার সৃষ্টি করলে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে, ছাত্র ও এলাকার মানুষদের আস্থা অর্জনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করুন।

- **সংঘাত পরিহার করুন।** ইউনিট ছোট হলে তাদের সাথে সরাসরি শারীরিক বা রাজনৈতিক সংঘাতে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। অযথা সংঘাতে জড়ালে আপনার আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যখন রাজনৈতিক বা আদর্শিক

সেকুল্যার দলগুলো সংঘাতের মাধ্যমে আপনার কাজকে হাইজ্যাক করতে চায়, তখন দ্রুততম সময়ে নিজেদের কর্মসূচি গুটিয়ে নিন বা অন্য স্থানে সরিয়ে নিন।

- **অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করুন।** আপনার অভ্যন্তরীণ কাজগুলো (পাঠচক্র, শিক্ষামূলক আড্ডা, ছোটো ছোটো ক্যাম্পেইন) জোরদার করুন। রাজনৈতিক দলগুলোর নজরদারি এড়াতে দৃশ্যমান কাজের পরিধি কমিয়ে আনুন। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। যেমন ১০০ জন ছাত্র নিয়ে ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনার আয়োজন না করে , ৩/৪ জন ছাত্র নিয়ে রুমে, লাইব্রেরির বারন্দায়, খেলার মাঠে, পুকুর পাড়ে ছোটো ছোটো ১০/১২ টি পাঠচক্র পরিচালনা করুন। এই পদ্ধতিটি আপনার কাজকে রাজনৈতিক টার্গেটিং থেকে মুক্ত রাখে এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে। পাশাপাশি সেকুল্যার বা প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোকে নেতৃত্ব বা ক্রেডিট নেওয়ার সুযোগ দেয় না। তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের কাজ যেন কোনো গোপন সংগঠনের মতো মনে না হয়। **আমাদের পদ্ধতি হবে ঘরোয়া কিন্তু পরিচয় হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ,** যাতে কোনো ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ না থাকে।
- তাদের চাপের মুখেও সমাজ, হল বা হোস্টেলের জীবনঘনিষ্ঠ ইস্যুতে (আবাসন, ক্যান্টিন, নিরাপত্তা, স্ক্রিন আসক্তি, হতাশা ,আত্মহত্যা) মনোযোগ দিন। সাধারণ ছাত্রদের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়ে তাদের আস্থা অর্জন করুন। এটি আপনার নৈতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। সাধারণ ছাত্ররা আপনার পক্ষে থাকলে তাদের রাজনৈতিক চাপ কাজ করবে না।
- যদি তারা আপনার কাজে সরাসরি বাধা দেয়, তবে ইসলামী শালীনতা ও ভাতৃত্ব বজায় রেখে নৈতিক ও যৌক্তিক বক্তব্য ব্যবহার করে সাধারণ ছাত্র ও সমাজের মানুশদের মাঝে তাদের কাজের অনৈতিকতা তুলে ধরুন। কেউ যদি অন্যায়ভাবে বারবার হামলা করে বা কাজ একেবারে বন্ধ করে দিতে চায়, তবে কেবল কর্মসূচি গুটিয়ে নেওয়া সমাধান নয়। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক চাপ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে জনমত গঠন করে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৩। বিশেষ ইস্যুতে সীমিত সহযোগিতা

যদি ইস্যুটি ইসলাম, কওমের স্বার্থ, মানবীয় অধিকার বা ইনসাফ সংশ্লিষ্ট হয় এবং এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব না হয়, তবে কঠোর শর্তে সহযোগিতা বিবেচনা করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে এই হ্যান্ডবুক-এর - ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিসমে যদি গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী, বামপন্থী বা সেক্যুলার ইউনিট যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব দেয়, তখন কী করণীয়? – অংশে।

৪। নিরপেক্ষতা প্রচার

রাজনৈতিক চাপ এড়াতে আপনার অবস্থান সর্বদা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখুন।

- আপনার সকল প্রচারণা, ব্যানার ও প্রকাশনায় ইউনিটের স্বতন্ত্র পরিচয় ও লক্ষ্য ফুটিয়ে তুলুন। কোনো রাজনৈতিক দলের নাম বা প্রতীক যেন আপনাদের কাজের সঙ্গে না যুক্ত হয়, তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করুন।

- রাজনৈতিক দলগুলোর চাপের প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে, বরং আপনার ছাত্রকল্যাণমূলক উদ্যোগ (ক্যাম্পাস) এবং সমাজসেবামূলক উদ্যোগ (এলাকা) এই দুই ক্ষেত্রের কার্যক্রমে মনোযোগ দিন।এতে প্রমাণ হবে যে, আপনি প্রচলিত রাজনীতি নয়, ছাত্রসমাজ এবং বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণে নিবেদিত।
- রাজনৈতিক দলগুলো ক্রেডিট নিতে চাইলে, প্রেস রিলিজ বা মিডিয়াতে 'এই বিজয় ছাত্র জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল'—এই বার্তাটি দৃঢ়ভাবে বারবার তুলে ধরুন। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে এককভাবে ধন্যবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর বিশ্ববিদ্যালয়: নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত নির্দেশিকাতে

৫। যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে প্রোটোকল মেনে চলুন

রাজনৈতিক দল বা সেক্যুলার গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য।

- আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র নির্ধারণ:
  - প্রচলিত রাজনৈতিক দল বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে যেকোনো যোগাযোগ বা আলোচনার জন্য শুধুমাত্র একজন বা সর্বোচ্চ দুজন নির্ধারিত মুখপাত্র (Official Spokesperson) থাকবে।
  - অন্য কোনো সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে কোনো রাজনৈতিক বা কৌশলগত আলোচনা না করে সে ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন। এতে বার্তা বিকৃতি এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।
- দাওয়াহর ক্ষেত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুরক্ষা
  - ব্যক্তিগত দাওয়াহর জন্য সেক্যুলার বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যেতে পারে। তবে সেই সম্পর্ক যেন কোনোভাবেই ইউনিটের কৌশল বা নীতির ওপর প্রভাব না ফেলে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এবং এ কাজে কেবল আদর্শিকভাবে মজবুত সদস্যরাই লিয়াজোঁ করবেন, যাতে তারা নিজেরাই আবার সেক্যুলারিজম দ্বারা প্রভাবিত (Reverse Dawah) না হয়ে পড়েন।
  - ব্যক্তিগত দাওয়াহর সময় ইউনিটের গোপন তথ্য বা কৌশল প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন।
- কথোপকথন নথিবদ্ধ রাখুন
  - প্রচলিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে হওয়া যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক আলোচনা বা প্রস্তাবকে **নথিবদ্ধ** (যেমন: মিটিং মিনিটস বা ইমেল) করে রাখুন। এটি ভবিষ্যতে তাদের কোনো **অস্বচ্ছ দাবি বা চাপ** মোকাবিলায় প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।
  - মৌখিক আশ্বাস বা 'ক্লোজ ডোর' আলোচনার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে **পরিহার** করুন।

আপনার ইউনিটের কিছু সদস্যের মনে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে বৃহত্তর রাজনৈতিক বা সেকুল্যার দলগুলোর শক্তি, জনবল ও কাঠামোগত ক্ষমতাকে কাজে লাগালে ইসলামের বৃহত্তর খেদমত করা সম্ভব হবে। এই চিন্তা আপাতদৃষ্টিতে কৌশলগত মনে হলেও, তা ইউনিটের মৌলিক আদর্শিক ভিত্তি ও ইসলামী নীতিমালার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। তাই এই প্রবণতার মোকাবিলা এবং ইউনিটের আদর্শিক শুদ্ধতা রক্ষা করতে কয়েকটি মৌলিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা জরুরি।

১. ইখলাস

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড কাজের পরিমাণ নয়, বরং নিয়তের খাঁটি পবিত্রতা। নবী করিম ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, *"সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"* অর্থাৎ, প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দৃশ্যত বিপুল কার্যসম্পাদনের সুযোগ তৈরি হয় সত্য। কিন্তু সেই কাজের মধ্যে আদর্শিক আপোষ, কাজের পদ্ধতি বা উদ্দেশ্যে হারাম বা কুফরের উপস্থিতি, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মানবকেন্দ্রিক (dunya-centric) উদ্দেশ্য প্রবেশ করে আল্লাহর নিকট তার মূল্য সম্পূর্ণ শূন্য হতে পারে।

এই কারণে আপনার ইউনিটকে পরিমাণগত প্রভাবের চেয়ে গুণগত বিশুদ্ধতায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। আদর্শিক আপোষের ভিত্তিতে করা বহু কাজের চেয়ে আদর্শিক পবিত্রতা বজায় রেখে করা অল্প কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম। এখানেই ইখলাসের আসল পরীক্ষার স্থান—আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা।

২. বিজয়ের প্রকৃত উৎস ও তাওয়াক্কুল

সদস্যের মাঝে একটি সাধারণ ধারণা কাজ করতে পারে যে সংখ্যাগত শক্তি, বৃহৎ সংগঠন, অথবা রাজনৈতিক জোটই বিজয়ের ভিত্তি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস এই ধারণাকে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ- বদর, খন্দক, ইয়র্মুক-কখনোই সংখ্যার শ্রেষ্ঠতার ওপর দাঁড়ায়নি। বরং এই বিজয় এসেছে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, আনুগত্য, কুরবানি ও সবরের মাধ্যমে। মুমিনের শক্তির মূল উৎস হলো আল্লাহর সাহায্য (নাসর), মানবিক সংখ্যা বা বাহ্যিক শক্তি নয়।

এখানে তাওয়াক্কুলের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ইউনিট প্রচলিত রাজনৈতিক শক্তির ওপর নির্ভরতার মনোভাব গড়ে তোলে, তবে তা ধীরে ধীরে সদস্যদের অন্তরে আল্লাহর ওপর নির্ভরতাকে দুর্বল করে দেবে। ফলে তাদের আত্মিক শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙে পড়তে পারে। ইউনিটের দায়িত্ব হলো সদস্যদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া সফলতা বা ব্যর্থতা কোনো মানবিক শক্তির হাতে নয়; তা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরুন। দমনপীড়ন, হয়রানি বা সেকুল্যার বা রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার মুহূর্তে শুধু মানবিক শক্তি কিছু করতে পারে না। সবর, তাওয়াক্কুল ও দু'আর মাধ্যমেই আল্লাহ মুমিনদের হৃদয়কে স্থির রাখেন।

...وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে—আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন[১১]"...

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ... لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

[১১] সূরা আন-নূর,২৪:৫৫

“জানো—আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না পৃথিবীতেও এবং আখিরাতেও তাদের জন্য ...
”সুসংবাদ রয়েছে।[২২]

৩৫। কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল তাদের সাথে যুক্ত হতে চাপ দিলে কী করণীয়? তাদের সাথে কি জোট করা হবে ?

পড়ুন এই হ্যান্ডবুক থেকে- কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সেকুল্যার দল বা মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে কী? এই প্রশ্নের উত্তর।

৩৬। অন্য কোনো রাজনৈতিক বা দাওয়াহ সংগঠনের সদস্য হলে এই ইউনিটে যুক্ত হওয়া যাবে?

সাধারণভাবে, অন্য কোনো রাজনৈতিক বা দাওয়াহ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য বা পদধারী ব্যক্তিরা এই ইউনিটের আনুষ্ঠানিক সদস্য হতে পারবেন না। তবে, এটি অন্য কোনো মেহনতকে ছোট করার জন্য নয়, বরং ইউনিটের কাজের স্বাতন্ত্র্য (Uniqueness) এবং কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক নীতি।

এই নীতির মূল কারণগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

একক মনোযোগ ও সাংগঠনিক আনুগত্য (Single Allegiance)

অ্যাক্টিভিসম ইউনিটের কাজের ধরন অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং কৌশলগত। একজন সদস্যের সময়, মেধা এবং শারীরিক শ্রম দুই জায়গায় বিভক্ত হলে কোনো কাজেই পূর্ণ ইনসাফ করা সম্ভব হয় না। ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ মনোযোগ ও একক আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়।

সাংগঠনিক নিরাপত্তা

প্রতিটি ইউনিটের নিজস্ব কিছু মাঠপর্যায়ের কৌশল, অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা এবং তথ্য থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের চেইন-অব-কমান্ডে থাকা ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃতভাবেও সাংগঠনিক গোপনীয়তা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কর্মপদ্ধতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এই পৃথকীকরণ জরুরি।

---

[২২] সূরা ইউনুস,১০:৬২–৬৪

ময়দান বড় করা: গণশক্তি তৈরির লক্ষ্য

আমাদের মূল লক্ষ্য হলো সমাজের সেই বিশাল অংশকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা, যারা বর্তমানে কোনো দ্বীনি মেহনতে যুক্ত নয় (নন-প্র্যাকটিসিং)।

- যারা অলরেডি শরীয়াহসম্মত কোনো দ্বীনি মেহনতে বা দাওয়াহ কার্যক্রমে যুক্ত আছেন, আমরা তাদের কাজকে শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি উম্মাহর জন্য সব মেহনতই জরুরি।
- আমরা ময়দান বড় করতে চাই; তাই অন্যের ময়দান থেকে জনশক্তি আনার চেয়ে নতুন ময়দান থেকে 'গণশক্তি' তৈরি করাকে আমরা অগ্রাধিকার দিই। এ বিষয়ে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর "কারা হবে আমাদের গনশক্তি" প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ব্যতিক্রম ও বিশেষ বিবেচ্য বিষয়

যদি অন্য কোনো ইউনিটের (প্রচলিত গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল নয়) সাবেক সদস্য বা বর্তমানে সাধারণ সমর্থক (যাদের কোনো সক্রিয় সাংগঠনিক জিম্মাদারি নেই) যুক্ত হতে চান, তবে নিচের শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে:

- **আদর্শিক একাত্মতা:** তাকে এই ইউনিটের আদর্শ, নীতি এবং কৌশলের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।
- **নতুন জিম্মাদারি গ্রহণ:** তিনি যখন এই ইউনিটে কাজ করবেন, তখন অন্য কোনো সংগঠনের হয়ে কাজ করা বা ইউনিটের সময় ও সম্পদ অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন না।আদর্শিক সংঘাত এড়াতে এবং পূর্ণ মনোযোগ নিশ্চিত করতে পূর্বের ইউনিটের সক্রিয় সদস্যপদ ত্যাগ করে এই নতুন জিম্মাদারিতে মনোনিবেশ করাই কাম্য। এর মাধ্যমে তিনি তার মেধা ও শ্রমকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবেদিত করতে পারবেন।

আমরা শরীয়াহসম্মত অন্য সব দ্বীনি মেহনতকে আমাদের সহযোগী মনে করি। কিন্তু আমাদের কাজের বিশেষ প্রকৃতি ও কৌশলের স্বার্থে আমরা এমন একটি জনশক্তি তৈরি করতে চাই, যারা কেবল এই ইউনিটের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত করবে।

৩৭। রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচিতে এসে নেতৃত্ব নিতে বা ক্রেডিট নিতে চাইলে করণীয় কী?

ক্যাম্পাস অ্যাক্টিভিসমে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রেডিট নেওয়ার প্রবণতা একটি স্বাভাবিক চ্যালেঞ্জ। ইউনিটের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের আস্থা ধরে রাখতে নিচের **'সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল' (Proactive Control Strategy)** অনুসরণ করুন:

কর্মসূচির শুরুতেই মালিকানা স্পষ্ট করা

রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত তখনই ক্রেডিট নিতে পারে যখন কর্মসূচির আয়োজক কে, তা অস্পষ্ট থাকে।

- **স্বতন্ত্র ব্র্যান্ডিং:** ব্যানারে, প্লাকার্ডে এবং প্রেস রিলিজে ইউনিটের নাম এবং লোগো স্পষ্টভাবে ব্যবহার করুন। কর্মসূচির একটি নির্দিষ্ট 'হ্যাশট্যাগ' ব্যবহার করতে পারেন যা কেবল আপনাদের ইউনিটের সাথে যায়।
- **ঘোষণা:** কর্মসূচি শুরুর আগেই হ্যান্ডমাইকে বা বক্তব্যের শুরুতে স্পষ্ট করে দিন যে— *"এটি একটি* 'দলীয় লেজুড়বৃত্তি মুক্ত স্বতন্ত্র ছাত্র উদ্যোগ' *উদ্যোগ এবং এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের হয়ে কাজ করছি না।"*

যৌথ নেতৃত্বের ফাঁদ এড়িয়ে চলা

রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই প্রস্তাব দেয়- "আমরাও আপনাদের সাথে আছি, চলেন একসাথে প্রেস ব্রিফিং করি।"

- **কৌশলগত দূরত্ব:** তাদের সাথে যৌথভাবে মিডিয়ার সামনে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। তাদের বিনয়ের সাথে বলুন, "আপনারা সংহতি প্রকাশ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আলাদাভাবে আমাদের বক্তব্য পেশ করব।"
- **মিডিয়া হ্যান্ডলিং:** সাংবাদিকদের আগেই ব্রিফ করে রাখুন যে এটি আপনাদের একক কর্মসূচি। যদি কোনো রাজনৈতিক নেতা জোর করে কথা বলতে চান, তবে আপনাদের মুখপাত্রের বক্তব্য যেন আলাদাভাবে এবং জোরালোভাবে প্রচারিত হয় তা নিশ্চিত করুন।

আর্থিক স্বনির্ভরতা

নেতৃত্ব ধরে রাখার প্রথম শর্ত হলো কারো ওপর লজিস্টিক্যালি নির্ভরশীল না হওয়া।

- **নীতি:** বড় কর্মসূচিতে রাজনৈতিক দলের দেওয়া মাইক, স্টেজ বা পানি ব্যবহার করা যাবে না।
- **কৌশল:** কর্মসূচীর সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে 'স্পট কালেকশন' বা অল্প অল্প চাঁদা সংগ্রহ করুন। এতে দুটি লাভ: প্রথমত, খরচের টাকা উঠে আসবে; দ্বিতীয়ত, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মসূচীর প্রতি 'মালিকানা' (Ownership) তৈরি হবে। ফলে কোনো রাজনৈতিক দল ক্রেডিট দাবি করলে সাধারণ ছাত্ররাই তার প্রতিবাদ করবে।

লিয়াজোঁ ও মাইক্রোফোন প্রোটোকল

নেতৃত্বের প্রতীক হলো মাইক্রোফোন। এটি হাতছাড়া হওয়া মানেই আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ হারানো।

- **লিয়াজোঁ টিম:** কর্মসূচি শুরুর অন্তত ৩০ মিনিট আগে একটি ছোট 'লিয়াজোঁ টিম' উপস্থিত রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবে। তাদের বিনয়ের সাথে আগেভাগেই জানানো হবে- *"এটি সাধারণ ছাত্রদের প্রোগ্রাম, এখানে কোনো দলীয় ভাষণ বা রাজনৈতিক স্লোগানের সুযোগ নেই। আপনারা সংহতি জানাতে এসেছেন, এতে আমরা উৎসাহিত।"*
- **বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ:** রাজনৈতিক নেতাদের মাইক্রোফোন দেওয়ার পরিবর্তে তাদের থেকে 'লিখিত সংহতি বার্তা' গ্রহণ করুন এবং মুখপাত্র তা পাঠ করবেন। যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে কোনো সিনিয়র নেতাকে সুযোগ দিতেই হবে, তবে

মূল সাউন্ড সিস্টেমের বদলে একটি ব্যাকআপ পোর্টেবল হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করুন। এতে মূল প্রোগ্রামের প্রবাহ ও সাউন্ড কন্ট্রোল আপনাদের হাতেই থাকবে।

মাঠ ব্যবস্থাপনা ও স্লোগান

- **সফট কর্ডন (Soft Cordon):** বক্তার চারপাশে ভলান্টিয়াররা শৃঙ্খলা রক্ষার ছলে একটি বেষ্টনী রাখবে। রাজনৈতিক নেতাদের 'সম্মানিত অতিথি' হিসেবে পাশে বসার জায়গা দিন, কিন্তু ব্যানারের সামনে বা ফোকাস পয়েন্টে কেবল ছাত্রদেরই রাখুন।
- **স্মার্ট স্লোগান স্লট:** রাজনৈতিক দলগুলো যখন দলীয় স্লোগান দিয়ে পরিবেশ দখল করতে চাইবে, তখন তাদের সাথে চিল্লাপাল্লা বা স্লোগান যুদ্ধে না জড়িয়ে আপনাদের মুখপাত্রকে বলুন সমস্বরে কোনো ইসলামী নাশিদ বা কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতে। এটি উগ্র পরিবেশকে শান্ত করবে এবং আপনাদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে উজ্জ্বল করবে।

অফলাইন ডিজিটাল ব্যাকআপ ও বিজয় ঘোষণা

দাবি আদায়ের বিজয় যেন কেবল আপনাদের নামেই আসে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

- **আগাম যোগাযোগ:** কর্মসূচি শুরুর আগেই প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখুন। তাদের স্পষ্ট করুন যে— *"আমরা ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে এই দাবি নিয়ে এসেছি।"*
- **যৌথ ঘোষণা:** দাবি আদায়ের ঘোষণা যেন প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তা আপনাদের মুখপাত্রের উপস্থিতিতেই দেন, তা নিশ্চিত করুন। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে একক ক্রেডিট দাবি করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যদি প্রশাসন রাজনৈতিক চাপের কারণে নেতাদের মাধ্যমে ঘোষণা দেয়, তবে আপনাদের মুখপাত্র যেন সাথে সাথেই মাইক্রোফোন নিয়ে একটি সমাপনী ও বিজয়ী বক্তব্য দেন। সমাবেশের শেষ কথাটি যেন আপনাদের ইউনিটেরই হয়।
- **অফলাইন ব্যাকআপ:** সমাবেশের মূল এলাকায় অনেক সময় নেটওয়ার্ক জ্যাম থাকে। তাই অন্তত ২ জন সদস্যকে সমাবেশের এলাকার কিছুটা দূরে (যেখানে ইন্টারনেট সচল) রাখুন। তারা মূল মাঠ থেকে মেসেজ পাওয়া মাত্রই পেজে আপডেট বা বিজয় বার্তা পোস্ট করবে।

হাইজ্যাকিং ও উসকানি মোকাবিলা

যদি কোনো গোষ্ঠী পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করে:

- **তাৎক্ষণিক ক্লারিফিকেশন:** উসকানিমূলক স্লোগান শুরু হলে মুখপাত্র ঘোষণা করবেন-"অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু কর্মকাণ্ড বা স্লোগানের সাথে আমাদের এই ছাত্র উদ্যোগের কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই।"
- **কৌশলগত সমাপ্তি:** পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে মাঠ ত্যাগ করার আগে মুখপাত্র ঘোষণা করবেন- *"আমাদের আজকের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে/আমরা সফলভাবে দাবি জানিয়েছি। বিশৃঙ্খলা এড়াতে আমরা আজকের কর্মসূচি এখানেই শেষ করছি।"* এতে ময়দান ছাড়লেও নৈতিক বিজয় আপনাদের হাতে থাকবে।

এই লেখায় বর্ণিত কৌশলগুলো একটি আদর্শ গাইডলাইন বা ধারণা মাত্র। মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকে না। তাই পরিস্থিতির গুরুত্ব, উপস্থিত জনবল এবং প্রতিপক্ষের অবস্থান বিবেচনা করে জিম্মাদারদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা রাখতে হবে। ইউনিটের মূল আদর্শ বিসর্জন না দিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশলে নমনীয় হওয়া বা কঠোর হওয়া—পুরোটাই উপস্থিত বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।

৩৮। সরাসরি ভাঙচুর ধরণের কাজ করতে চাওয়া ভাইদের নিয়ে করণীয় কী?

এই ধরণের ভাইরা ইউনিটের জন্য একটি 'দুধারী তলোয়ার'। তাদের মধ্যে ইখলাস (আন্তরিকতা) এবং জাযবা (আবেগ) প্রচুর থাকে, যা যেকোনো আন্দোলনের প্রাণশক্তি। কিন্তু এই শক্তি যদি সঠিক পথে এবং নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে তা পুরো ইউনিটকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

হাই-এনার্জি ও আবেগপ্রবণ ভাইদের সামলানোর কৌশল

আবেগপ্রবণ ভাইদের সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে তাদের 'জাযবা'কে প্রজ্ঞা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

যাচাইকরণ ও নিরাপত্তা সচেতনতা

যেকোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, এই আবেগ কি প্রকৃত 'ইখলাস' থেকে আসছে, নাকি এটি কোনো **'এজেন্ট প্রোভোকেটর' (Agent Provocateur)** বা অনুপ্রবেশকারীর চাল।

- **আচরণ পর্যবেক্ষণ:** যদি কোনো সদস্য বারবার শরঈ বা সাংগঠনিক যুক্তির বাইরে গিয়ে সহিংস কাজের উসকানি দেয়, তবে তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
- **তথ্য নিয়ন্ত্রণ:** আবেগপ্রবণ বা নতুন সদস্যদের কখনোই ইউনিটের প্রধান ডেটাবেজ, আর্থিক হিসাব বা নীতিনির্ধারণী গোপন আলোচনার ধারেকাছে রাখা যাবে না। তাদের শুধু ততটুকুই জানান, যতটুকু তার কাজের জন্য প্রয়োজন।
- **অতীত অনুসন্ধান:** সন্দেহভাজন সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড গোপনে যাচাই করুন।

মানসিকতা পরিবর্তন ও তারবিয়াহ

তাদের জন্য বিশেষ 'ওয়ান-টু-ওয়ান' তারবিয়াহ সেশন প্রয়োজন।অ্যাক্টিভিসমের ময়দানে আবেগ একটি বড় চালিকাশক্তি, কিন্তু সেই আবেগ যদি হঠকারিতায় রূপ নেয়, তবে তা আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপই বেশি বয়ে আনে। প্রতিটি সদস্যকে নিচের বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে:

১. আবেগের বশবর্তী হয়ে নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্ত বা কাজ সাময়িকভাবে খুব বীরত্বপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু কোনো সুদূরপ্রসারী চিন্তা বা পরিকল্পনা ছাড়া করা এমন কাজ পরবর্তীতে পুরো ইউনিটের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনে। একটি

ভুল কথার বা কাজের দায়ভার কেবল আপনার একার নয়, বরং পুরো কাফেলার ওপর এসে পড়ে—যার জন্য পরবর্তীতে সবাইকে পস্তাতে হতে পারে।

২. আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ হতে হবে অত্যন্ত সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ। মনে রাখবেন, একটি ভুল পা যেমন পাহাড় থেকে নামিয়ে দিতে পারে, তেমনি ইউনিটের একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিনের কষ্টার্জিত অর্জনকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে।

৩. আমাদের লক্ষ্য কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা হুজুগ সৃষ্টি করা নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই পরিবর্তন। হঠকারী কোনো কাজের ফলে যদি আমাদের মূল লক্ষ্য বা গন্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেই কাজ বা কথা বর্জন করাই হলো প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা ও আমানতদারি। হঠকারী হওয়ার চেয়ে ধৈর্যশীল হওয়া অনেক বেশি সাহসের কাজ।

উচ্চ-সাহসী বিকল্প কাজ দিন

এই ভাইদের অলস বসিয়ে রাখা যাবে না, বরং তাদের সাহসী মানসিকতাকে নিচের নিরাপদ কাজে ব্যবহার করুন:

- **ফিল্ড রিসার্চ ও তথ্য সংগ্রহ:** মাঠে ঘাটে দৌড়াদৌড়ি করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ বা জনমত জরিপ করার দায়িত্ব দিন।
- **রিসোর্স প্রোটেকশন:** কর্মসূচিতে গোলযোগ বা অনুপ্রবেশকারী ঠেকাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। মিছিল বা মানববন্ধনের ব্যানার বহন, মাইক সেটআপ বা পাহারার মতো শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলো তাদের দিন।
- **সাহসী দাওয়াহ মিশন:** অপরিচিত বা কঠিন এলাকায় গিয়ে লিফলেট বিতরণ বা মানুষকে ব্যক্তিগত দাওয়াহ দেওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং কাজে তাদের যুক্ত করুন।

কৌশলগত স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস রক্ষা (Strategic Transparency)

তাদের সাথে ম্যানিপুলেশন না করে সরাসরি সত্য বলুন। এতে নেতৃত্বের প্রতি তাদের আস্থা বাড়বে:

- **বাস্তবতা বিশ্লেষণ:** তাদের বোঝান যে, একটি অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মানে শত শত ভাইকে কষ্টের মুখে ফেলে দেওয়া এবং দীর্ঘদিনের কাজের সমাপ্তি।
- **অংশগ্রহণ:** তাদের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে তারা নিজেদের গুরুত্বহীন মনে না করে।

নেতৃত্বের আনুগত্য

এই ভাইদের জন্য **শোনা ও মানা** নীতিটি অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে:

- **সীমারেখা (Red Line):** তাদের স্পষ্ট বলে দিতে হবে যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়া যেকোনো 'অ্যাকশন' চরম শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।
- **জবাবদিহিতা:** যদি কোনো সদস্য আবেগবশত কোনো ছোটোখাটো ভুল করেই ফেলে, তবে সাথে সাথে ঘোষণা করা যে এটি ইউনিটের সিদ্ধান্ত নয় এবং এটি ওই ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত কাজ। ভুল করলেও সে যেহেতু আমাদের

ভাই, তাই তাকে একেবারে পরিত্যাগ না করা। তাকে সরাসরি বহিষ্কার না করে সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে মেন্টরশিপের অধীনে নিয়ে আসতে হবে।

ঘনিষ্ঠ মেন্টরশিপ

- এই ভাইদের কখনোই একা ছাড়বেন না। তাদের সাথে এমন মেন্টর নিযুক্ত করুন যিনি নিজে ধীরস্থির কিন্তু সাহসী।
- মেন্টর তাদের সাথে নিয়মিত দ্বীনি আলোচনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক রাখবেন, যাতে তারা তাদের মনের অস্থিরতা মেন্টরের কাছে শেয়ার করতে পারে।

কোর মেম্বারদের মনে রাখতে হবে- আমাদের লড়াই দীর্ঘমেয়াদী। আবেগপ্রবণ ভাইরা আমাদের জ্বালানি, কিন্তু নেতৃত্ব হলো স্টিয়ারিং। জ্বালানি যদি স্টিয়ারিংয়ের নিয়ন্ত্রণ মানে, তবেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাব। ভাঙচুর করতে চাওয়া ভাইদের 'শত্রু' বা 'বিপদ' মনে না করে তাদের 'সম্পদ' হিসেবে দেখুন। একজন মুখলিস ভাইয়ের সাহসকে ধ্বংস করা যাবে না, বরং তাকে 'ইমোশনাল অ্যাক্টিভিস্ট' থেকে 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যাক্টিভিস্ট'-এ রূপান্তর করতে হবে। তাদের এই অফুরন্ত সাহসকে যদি আমরা সুশৃঙ্খল অ্যাকশনে রূপান্তর করতে পারি, তবে তারাই একদিন ইউনিটের বড় রক্ষক হবে।

আরও পড়ুন- এই হ্যান্ডবুক থেকে:

- অ্যাক্টিভিসম বা ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় ইউনিট ও সদস্যদের উপর দমনপীড়ন হলে তা মোকাবিলার জন্য সাংগঠনিক কৌশল ও আইনি সহায়তা প্রদানের কাঠামো কেমন হতে পারে?
- নিরাপত্তা বা সুরক্ষার নিয়ম-কানুন কী? ঝামেলা এড়ানোর উপায় সমূহ কী কী ?
- স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের রুপরেখা কেমন হবে?

৩৯। অ্যাক্টিভিসম বা ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় ইউনিট ও সদস্যদের উপর দমনপীড়ন হলে তা মোকাবিলার জন্য সাংগঠনিক কৌশল ও আইনি সহায়তা প্রদানের কাঠামো কেমন হতে পারে?

সামাজিক পর্যায়ে কাজ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের কাজগুলো জনকল্যাণমুখী।

১. কাজের ধরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা সমাজের জীবনঘনিষ্ঠ ইস্যু এবং মানুষের সমস্যার সমাধান নিয়ে কাজ করছি। এটি কোনো গোপন কাজ নয়। যেহেতু আমাদের কাজের ভিত্তি জনকল্যাণ, তাই প্রাথমিক অবস্থায় দমনপীড়ন বা আইনি জটিলতা তৈরির সুযোগ অত্যন্ত কম। প্রশাসন সাধারণত জনকল্যাণমূলক কাজে সরাসরি বাধা দেয় না।

২. প্রশাসনের রুটিন কাজকে সহজভাবে নিন

মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় স্থানীয় প্রশাসন বা গোয়েন্দা সংস্থা আপনাদের ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর করতে পারে। এটি তাদের দাপ্তরিক 'রুটিন কাজ'। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তারা খোঁজ নিতে এলে স্বাভাবিক আচরণ করুন এবং আপনাদের সেবামূলক কাজের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরুন। অহেতুক সন্দেহ তৈরি করবেন না।

৩. বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সুরক্ষা

আমাদের কাজের অন্যতম সুরক্ষা হলো জনগণ। আমরা '**"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"**' অনুযায়ী বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় মানুষদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছি। যখন সমাজের সাধারণ মানুষ আমাদের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং তারা আমাদের থেকে উপকৃত হয়, তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাধা আসার সম্ভাবনা কমে যায়। কারণ, জনসমর্থন থাকা কাজে হস্তক্ষেপ করা প্রশাসনের জন্য কঠিন।

৪. বাধা এলেও তা মোকাবিলার সক্ষমতা

যদি কোনো বিশেষ কারণে বা ভুল বোঝাবুঝির ফলে কোনো প্রতিকূলতা আসে, তবে তা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে, ইনশাআল্লাহ। কারণ:

- আমাদের প্রতিটি কাজের ডকুমেন্টেশন স্বচ্ছ।
- আমাদের পেছনে সামাজিক জনমত ও আইনি ব্যাকআপ রয়েছে।

সদস্যদের জন্য বিশেষ বার্তা

"আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ আমরা অন্ধকারের কোনো কাজ করছি না। আমাদের সততা এবং মানুষের সেবা আমাদের ঢাল। আপনারা শুধু 'হ্যান্ডবুক' অনুযায়ী স্থানীয় মুরব্বি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করে যান।"

******

একটি পেশাদার ও দূরদর্শী ইউনিটের জন্য এর মোকাবিলায় একটি 'লিগ্যাল অ্যান্ড ক্রাইসিস রেসপন্স ফ্রেমওয়ার্ক' (Legal & Crisis Response Framework) থাকা জরুরি। আপনার ইউনিটের জন্য এই কাঠামোটি তিনটি ধাপে সাজানো যেতে পারে: **প্রস্তুতি (প্রাক-সংকট), মোকাবিলা (সংকটকালীন) এবং পুনর্বাসন (সংকট-পরবর্তী)**।

দমনপীড়ন মোকাবিলায় সাংগঠনিক কাঠামো

এই কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো: ইউনিটের অস্তিত্ব রক্ষা করা, সদস্যদের মনোবল ধরে রাখা এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

লিগ্যাল সেল (Legal Cell) গঠন ও প্রস্তুতি

সংকট আসার আগেই একটি শক্তিশালী আইনি ভিত্তি তৈরি রাখতে হবে।

- **আইনজীবী প্যানেল:** আদর্শিক সংহতি আছে এমন বিশ্বস্ত আইনজীবীদের একটি প্যানেল তৈরি করা। (একাধিক স্তরে: জুনিয়র যারা দৌড়ঝাঁপ করবে এবং সিনিয়র যারা কৌশল ঠিক করবে)।
- **আইনি প্রশিক্ষণ (Legal Literacy):** সদস্যদের বেসিক আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। যেমন: সামাজিক কাজ করার অধিকার, গ্রেফতারের সময় করণীয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারাগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ইত্যাদি।

সংকটকালীন রেসপন্স প্রোটোকল (Emergency Response)

যখন কোনো সদস্য বা ইউনিটের ওপর চাপ আসবে, তখন নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে হবে:

পদক্ষেপ	কার্যক্রম	উদ্দেশ্য
সেন্ট্রাল কমান্ড	একটি নির্দিষ্ট 'ক্রাইসিস টিম' গঠন করা যারা সকল সিদ্ধান্ত নেবে।	ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত রোধ করা।
একক বয়ান (Single Narrative)	মিডিয়া বা বাইরে কথা বলার জন্য একজন মুখপাত্র নির্দিষ্ট করা।	তথ্যের বৈপরীত্য বা বিভ্রান্তি এড়ানো।
ডকুমেন্টেশন	ঘটনার প্রতিটি ধাপ (গ্রেফতারের সময়, স্থান, কর্মকর্তাদের আচরণ) সুনিপুণভাবে রেকর্ড করা।	পরবর্তীতে আদালতে আইনি লড়াই ও মানবাধিকারের প্রশ্নে সুবিধা পাওয়া।

আইনি ও আর্থিক সহায়তা কাঠামো

সদস্যরা যেন নিজেকে একা মনে না করেন, সেজন্য এই সাপোর্ট সিস্টেমটি সবচেয়ে জরুরি।

- **জরুরি তহবিল (Emergency Fund):** জামিন নামা, আইনজীবীর ফি এবং আইনি যাতায়াত খরচের জন্য একটি স্থায়ী 'ডিফেন্স ফান্ড' রাখা। এটি সদস্য চাঁদা বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদান থেকে হতে পারে।
- **পারিবারিক সুরক্ষা উইং:** আক্রান্ত সদস্যের পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, তাদের বাজার-সদাই বা সন্তানদের পড়ালেখার খোঁজ নেওয়া। এটি সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ আনুগত্য (Loyalty) তৈরি করে।

- **মিডিয়া ও অ্যাডভোকেসি:** যদি অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে মানবাধিকার সংস্থা বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি জনমত তৈরি করা (যদি পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে)।

দমনপীড়ন মোকাবিলার কৌশলগত অবস্থান

- প্রচলিত আইনের সীমানার মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ কৌশল প্রয়োগ করা।
- অন্যায় দমনপীড়নের মুখে পড়লে কিভাবে থান্ডা মাথায় তার মোকাবেলা করতে হবে তা সদস্যদের শিখিয়ে দিন ।
- যদি চাপ মাত্রাতিরিক্ত হয়, তবে সাময়িকভাবে প্রকাশ্য অ্যাক্টিভিসম (Strategic Retreat) কমিয়ে দিয়ে ডিজিটাল কাজগুলোতে মনোনিবেশ করুন।

পড়ুন- এই হ্যান্ডবুক থেকে

- সরাসরি ভাঙচুর ধরণের কাজ করতে চাওয়া ভাইদের নিয়ে করণীয় কী?
- নিরাপত্তা বা সুরক্ষার নিয়ম-কানুন কী? ঝামেলা এড়ানোর উপায় সমূহ কী কী ?
- স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের রূপরেখা কেমন হবে?

৪০। দ্বীনের খেদমতের অন্যান্য কর্মসূচীর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

দ্বীনের খেদমতের অন্যান্য কর্মসূচীগুলোর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সহযোগিতামূলক (Cooperative), অ-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক (Non-Competitive), এবং আদর্শিকভাবে শর্তযুক্ত (Principled and Conditional)।

- এটা মনে করা যাবে না যে অ্যাক্টিভিসম দ্বীনের অন্যান্য কাজগুলোর (যেমন: দাওয়াহ, শিক্ষা, তাযকিয়া বা অন্য কোনো শরিয়াহসম্মত খেদমত) প্রতিদ্বন্দ্বী। বরং, শরিয়াহসম্মত দ্বীনের সব কাজগুলো একে অপরের পরিপূরক (Complementary) এবং গুরুত্বপূর্ণ।
- যদিও সব কাজই জরুরি, তবুও সময়, প্রেক্ষাপট ও উদ্ভূত পরিস্থিতির ভিত্তিতে কোনো কাজের ওপর অন্য কাজের কৌশলগত অগ্রাধিকার থাকতে পারে। যেমন: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামবিদ্বেষী আক্রমণের সময় অ্যাক্টিভিসমকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- একটি ইউনিটকে, সকল মুসলিম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কল্যাণকর ও শরিয়াহসম্মত কাজগুলোকে সমর্থন করতে হবে ।
- কৌশল ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনাই হবে সম্পর্কের মূল ভিত্তি। এই ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা নৈতিক দায়িত্ব।
- প্রয়োজন অনুসারে, শরিয়াহসম্মত ও ইনসাফ-ভিত্তিক ইস্যুতে অন্যান্য ইসলামী বা মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে সীমিত ও শর্তযুক্ত সহযোগিতা বজায় রাখা যেতে পারে। তবে ইউনিট এমন কোনো কাজকে সমর্থন করবে না বা তাতে সহযোগী হবে না যা শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা ইসলামের জন্য অলাভজনক ও ক্ষতিকর (যেমন: অনৈতিক আপোষ বা শির্ক কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজ)।কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি ইসলামের মূলনীতি বা নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো কাজ করে, তবে কৌশলগত কারণে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং তাদের সেই অনৈসলামিক বিষয়ে সহযোগী হওয়া যাবে না।

অর্থ ও ফান্ডিং

৪১। ফান্ডের উৎস কী? ফান্ড কিভাবে কালেক্ট করা হবে? কিভাবে বাজেট করা হবে? কিভাবে ক্রাউড ফান্ডিং করা হবে? স্পন্সর জোগাড় হবে কিভাবে ? টাকা পয়সার হিসাব বা ডোনার ধরে রাখা হবে কিভাবে?কিভাবে ডোনারের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে ইত্যাদি সহ ফান্ড সংক্রান্ত যত প্রশ্ন...

বিস্তারিত উত্তর পাওয়া যাবে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর "ফান্ড ম্যানেজমেন্ট" অংশে।

৪২। কেন মসজিদ জাকজমকপূর্ন করার চাইতে অ্যাক্টিভিসম বা দ্বীনের অন্যান্য মেহনতে দান সাদাকাহ করা বেশি জরুরী?

পড়ুন- পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ৪, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

কর্মসূচী ও দৈনন্দিন কার্যক্রম

ইউনিটের ছোট থেকে বড় আকারের কর্মসূচী এবং প্ল্যানিং সংক্রান্ত প্রশ্ন।

কর্মসূচী কাঠামো ও ধারাবাহিকতা

৪৩। একনজরে কর্মসূচী কী কী?দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক কাজ কী হবে?

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর কর্মসূচী অংশে।

৪৪। কেন অধারাবাহিক বড় ক্যাম্পেইন না করে ছোটো ছোটো কিন্তু ধারাবাহিক ক্যাম্পেইন/অ্যাক্টিভিসম করতে হবে?

পৃষ্ঠা ৩১০, প্রাসঙ্গিক কথা ১-৪, হাদীস ৪০, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৪৫। কেন অল্প হলেও নিয়মিত কাজ করতে হবে?

পৃষ্ঠা ৩১০, প্রাসঙ্গিক কথা ১-৪, হাদীস ৪০, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

প্রচারণা ও কৌশল

৪৬। অ্যাক্টিভিসমের বিষয়গুলো কেন ছবি, ভিডিও আকারে প্রচার করতে বলা হয়? আল্লাহর কাছে গোপন আমল কি অধিক প্রিয় নয়?

পড়ুন- পৃষ্ঠা ৫২-৫৩, প্রাসঙ্গিক কথা ৪, হাদীস ২, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৪৭। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় নষ্ট হয়। ময়দানের কাজে ফোকাস বাড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে?

পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫, প্রাসঙ্গিক কথা ১-২, হাদীস ১৫,
- পৃষ্ঠা ২১০-২১১, প্রাসঙ্গিক কথা ৬, হাদীস ২৫

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট হওয়া বর্তমান সময়ের একটি বড় ফিতনা। তবে ময়দানের কাজে ফোকাস বাড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া **একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া** সবসময় একমাত্র বা সেরা সমাধান নয়। বিষয়টিকে নিচের কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন:

সোশ্যাল মিডিয়া কি লক্ষ্য নাকি হাতিয়ার?

অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোনো বিনোদনের জায়গা নয়, বরং এটি একটি হাতিয়ার (Tool)।

- আপনি যদি শুধু অন্যের পোস্ট স্ক্রল করেন, তবে আপনি সময়ের অপচয় করছেন।
- কিন্তু আপনি যদি নিজের কাজ প্রচার করতে, জনমত গড়তে বা মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে এটি ব্যবহার করেন, তবে এটি আপনার 'ময়দানের কাজের' ই অংশ।

সমাধান: কনজ্যুমার (উপভোগকারী) হওয়া বন্ধ করে ক্রিয়েটর (প্রদানকারী) হোন।

ডিজিটাল ডিটক্স (Digital Detox)

একেবারেই বন্ধ না করে আপনি নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের অভ্যাস করতে পারেন:

- **নির্দিষ্ট সময়:** দিনে মাত্র ১ বা ২ ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বরাদ্দ রাখুন (যেমন মাগরিবের পর বা এশার পর)। বাকি সময় অ্যাপগুলো 'Force Stop' বা 'Disable' করে রাখুন।
- **ফিড পরিষ্কার করা:** এমন সব পেজ বা গ্রুপ আনফলো করে দিন যা আপনাকে অনর্থক বিনোদন বা বিতর্কে টেনে নেয়। শুধু গঠনমূলক এবং ময়দানের কাজের সাথে যুক্ত আইডিগুলো রাখুন।

মনে রাখবেন, ময়দানের ১ ঘণ্টা কাজের যে প্রভাব, অনলাইনে ১০ ঘণ্টা কাটানোর প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।

- ময়দানে আপনি সরাসরি মানুষের সাথে মিশছেন, কাজ করছেন। এটি আপনার ধৈর্য ও অভিজ্ঞতা বাড়ায়।
- অনলাইনে সময় কাটালে অনেক সময় 'ভার্চুয়াল সওয়াব' বা 'লাইক-কমেন্টের' মোহে পড়ে মানুষ অলস হয়ে যায়। একে বলা হয় **'স্ল্যাক্টিভিজম' (Slacktivism)**—অর্থাৎ কাজ না করে শুধু অনলাইনে সমর্থন দিয়ে মনে করা যে আমি অনেক বড় কাজ করে ফেলেছি।

কখন পুরোপুরি বন্ধ করা উচিত?

যদি দেখেন যে:

- সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আপনার নিয়মিত ইবাদত (সালাত, তিলাওয়াত) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- আপনার পড়াশোনা বা ক্যারিয়ার ধ্বংস হচ্ছে।
- আপনি চাইলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না এবং এটি নেশায় পরিণত হয়েছে।

সেক্ষেত্রে: অন্তত ১ মাস বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরতি নেওয়া (Deactivate করা) আপনার মানসিক ও আত্মিক শক্তির জন্য অপরিহার্য।

একটি টিপ

আপনি যদি বড় দায়িত্বশীল বা অ্যাক্টিভিস্ট হন, তবে আপনার প্রোফাইল বা পেজ চালানোর জন্য অন্য কাউকে (অ্যাডমিন) দায়িত্ব দিতে পারেন। আপনি নিজে শুধু বিশেষ প্রয়োজনে লগ-ইন করবেন। এতে আপনার কাজও চলবে, আবার আপনার ব্যক্তিগত সময়ও বাঁচবে।

সোশ্যাল মিডিয়া একটি আগুনের মতো; এটি দিয়ে রান্নাও করা যায়, আবার ঘরও পোড়ানো যায়। ময়দানের কাজের জন্য একে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করুন, এর গোলাম হবেন না। ময়দানে আপনার উপস্থিতি যত বাড়বে, অনলাইনের আসক্তি তত কমবে ইনশা আল্লাহ।

৪৮। কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া পরিচালনা করা হবে ?

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর "ক্যাম্পেইন ও সোশ্যাল মিডিয়া মেইন্টেইন করার বিষয়ে সাধারন কিছু নীতিমালা" প্রবন্ধে। আরও আলোচনা পাবেন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর "কিছু বিশেষ বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা" প্রবন্ধের "সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট" অংশে।

৪৯। কিভাবে প্রজেক্টর শো কেসিং করতে হয়?

উদ্দেশ্য

জনগণের সামনে ইসলামী, সামাজিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহী ভিডিও ও ডকুমেন্টারি উপস্থাপনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি, চিন্তার উদ্রেক এবং বয়ানগত প্রভাব বিস্তার করা। প্রজেক্টরের মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল মেসেজ পৌঁছে দিয়ে সহজ ভাষায় জটিল ইস্যু বোঝানো, তরুণদের সম্পৃক্ত করা এবং মাঠপর্যায়ে ইউনিটের পরিচিতি ও প্রভাব বাড়ানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রস্তুতি পর্ব

ইভেন্ট পূর্ব প্রস্তুতি :

- গ্রুপ তৈরি (হোয়াটসঅ্যাপ):
    - সকল দায়িত্বশীলদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলুন।
    - গ্রুপে বিভিন্ন কাজের জন্য একাধিক টপিক খুলুন
    - গুরুত্বপূর্ণ আপডেট, রিমাইন্ডার ও সমন্বয়ের জন্য এই গ্রুপ ব্যবহার করতে হবে

এরপর ১ টি টিম মিটিং করতে হবে। এই প্রস্তুতি মিটিংয়ে:

- লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হবে
- SOP ব্যাখ্যা করা হবে
- টিম গঠন করা হবে এবং প্রতিটি টিমের লিডার ঠিক করা হবে
- ইভেন্ট টাইমলাইন ও ওয়ার্কফ্লো আলোচনা করা হবে

- প্রস্তুতি মিটিং শেষে মিনিট মিনিটস ও চেকলিস্ট গ্রুপে দিয়ে দিন

টিমের কাঠামো ও দায়িত্ব বণ্টন

- প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা:
    - ক্যাম্পেইন প্রধান হিসেবে কাজ করবেন

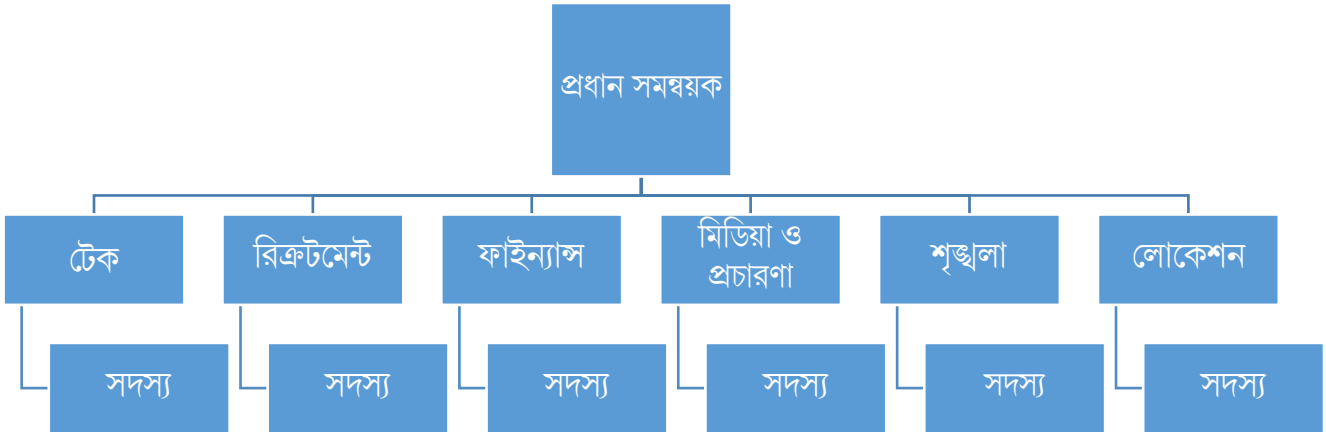

- কোন নির্দিষ্ট কাজে জড়িত না থেকে পুরো ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবেন
- সব টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।
- সিদ্ধান্ত দেবেন, ঝুঁকি মোকাবেলা করবেন।
- প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ পরিকল্পনা, ফার্স্ট-এইড ও গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বার রাখবেন।

- প্রত্যেক টিমে থাকবে:
  - ১ জন টিম লিডার: যে সকল কাজ তদারকি করবে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিবে, প্রধান সমন্বয়কের কাছে রিপোর্ট জমা দিবে।
  - ২-৩ জন সদস্য: যারা নির্দিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করবে
- সদস্য সংখ্যা ক্যাম্পেইনের আকারের ভিত্তিতে কমবেশি হতে পারে।
- কমান্ড চেইন
  - টিমের সদস্য → টিম লিডার → প্রধান সমন্বয়ক
  - সদস্যরা রিপোর্ট করবে নিজের টিম লিডারকে
  - টিম লিডারগণ রিপোর্ট করবেন প্রধান সমন্বয়কের কাছে
  - টিম লিডারগণ একে অপরকে নির্দেশনা দিবেন না, সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন
  - হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হবে প্রধান যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম

টিমের নাম	দায়িত্বসমূহ (সংক্ষিপ্ত)
প্রধান সমন্বয়ক	ক্যাম্পেইনের প্রাথমিক প্রস্তুতি মিটিং আয়োজন, দায়িত্ব বণ্টন, টিম গঠন ও পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত প্রদান, সকল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, নির্দেশনা দেয়া, ফলোআপ
টেক টিম	সব সরঞ্জাম সেটআপ, ব্যাকআপ রাখা, স্ক্রিনিং মনিটরিং

রিক্রুটমেন্ট টিম	সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের রিক্রুটমেন্ট, তথ্য সংগ্রহ
ফাইন্যান্স টিম	খরচের হিসাব রাখা, বাজেট ম্যানেজমেন্ট
লোকেশন টিম	স্থান নির্বাচন, অনুমতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইভেন্ট শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
শৃঙ্খলা টিম	দর্শক ব্যবস্থাপনা, ডিস্টার্বেন্স নিয়ন্ত্রণ
মিডিয়া ও প্রচারণা টিম টিম	ব্যনার ডিজাইন ও প্রিন্ট, সাংবাদিক ম্যানেজমেন্ট, ছবি-ভিডিও তোলা, সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট, পোস্ট, প্রচারণা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

বিস্তারিত দলগত দায়িত্ব ও বিভাজন

কাজের প্রয়োজনে ইউনিটকে নিম্নোক্ত টিম গুলোতে ভাগ করে নিন

টেক টিম (Technical Team)

মূল দায়িত্ব:

- প্রজেক্টর ও স্ক্রিন সংগ্রহ ও সেটআপ
- সাউন্ড সিস্টেম ও পাওয়ার কানেকশন নিশ্চিত করা
- প্রজেক্টর এসিস্ট্যান্ট/ টেকনিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও ইভেন্টে নিয়ে আসা
- ল্যাপটপে ডকুমেন্টারি ডাউনলোড ও প্রস্তুত রাখা
- ইভেন্টের সময় ডকুমেন্টারি চালানো ও প্রয়োজনে বন্ধ করা (যেমন আযানের সময়)

প্রজেক্টর:

- $\geq$ ৩০০০ lumens, ৭২০p রেজোলিউশন, HDMI/USB/AV সাপোর্ট
- সন্ধ্যায় দেখার উপযোগী মান নিশ্চিত করা
- ভাড়া পাওয়ার স্থান আগেই ঠিক করা (ডেকরেটর/পরিচিত)
- টেকনিশিয়ানসহ প্রজেক্টর নিয়ে আসা
- খরচ: ২৫০০–৩০০০ টাকা (ঢাকায়)
- ব্যাকআপ অপশন: কোচিং/টিচার/পরিচিতদের প্রজেক্টর খোঁজা

স্ক্রিন/পর্দা:

- পর্দা প্রজেক্টর সাপ্লায়ারের কাছ থেকেই জোগাড় করার চেষ্টা করা
- পাওয়া না গেলে-
    - সাদা মোটা কাপড় বা PVC স্ক্রিন (সাইজ $\geq$ ৫x৭ ফুট)
    - বাঁশ/স্ট্যান্ড দিয়ে ঝোলানোর ব্যবস্থা
    - নড়াচড়ায় দোলাদুলি ঠেকাতে নিচে ওজন যুক্ত করা

পাওয়ার সাপ্লাই:

- প্রথম পছন্দ: লোকেশনের আশপাশের পরিচিত দোকান/বাসা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া
- ২০–৩০ মিটার এক্সটেনশন মাল্টিপ্লাগ সাথে রাখা
- ব্যাকআপ: ১০০Ah ব্যাটারি + ইনভার্টার (১.৫–২ ঘণ্টা সক্ষমতা)
- পাওয়ার ব্যাংক ও ল্যাপটপ ফুল চার্জে রাখা
- দুটি ব্যাটারি/ ল্যাপটপ প্রস্তুত রাখা (যদি একাধিক স্ক্রিনিং হয়)

সাউন্ড সিস্টেম:

- মাঝারি স্পিকার বা কনসার্টে ব্যবহারের স্পিকার
- ৩.৫mm AUX/USB পোর্টসহ স্পিকার হলে ভালো
- সম্ভব হলে স্থানীয় দোকান বা পরিচিতদের কাছ থেকে জোগাড়
- আগেই টেস্ট করে সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা যাচাই করা

বিশেষ নির্দেশনা:

- ইভেন্টের আগের দিন অন্তত একবার পুরো সেটআপ করে প্র্যাকটিস করা বাধ্যতামূলক
- টেকনিক্যাল সেটআপ (প্র্যাকটিস ও প্রস্তুতি): ইভেন্টের আগের দিন ২–৩ বার চেক করে নিন
    - প্রজেক্টর ও স্ক্রিনের অবস্থান ও ফোকাস
    - ব্যাটারি/ইনভার্টার কানেকশন ঠিক আছে কিনা
    - সাউন্ড স্পষ্ট ও পর্যাপ্ত ভলিউমে আছে কিনা

লোকেশন টিম

মূল দায়িত্বসমূহ:

- উপযুক্ত স্থান নির্বাচন
    - সন্ধ্যা ও রাতের বেলা লোক চলাচল বেশি এমন স্থান নির্বাচন (বাজার, মোড়, পার্ক গেট, স্টেশন প্রাঙ্গণ ইত্যাদি)
    - অপ্রয়োজনীয় আলো/স্ট্রিটলাইট না থাকা
    - পর্দা ঝোলানোর উপযুক্ত কাঠামো থাকা (দেয়াল, গেট, গাছ ইত্যাদি)
    - পাশেই বিদ্যুৎ সংযোগের সুযোগ থাকা
    - রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ ও নিরপেক্ষ এলাকা হওয়া
- স্থানীয় সমন্বয় ও অনুমতি সংগ্রহ
    - স্থানীয় প্রভাবশালী , বাড়ির মালিক বা দোকানদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুমতি ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা
    - প্রয়োজন হলে লিখিত সম্মতি নেওয়া , ভিডিওর ট্রান্সক্রিপ্ট বা মূল ভিডিও ফাইল দেখানো
    - স্থানীয় ক্লাব/মসজিদ/সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে পূর্ব সমন্বয় করা
- সময় নির্বাচন
    - লোকজনের উপস্থিতি নিশ্চিত হয় এমন সময় বেছে নেওয়া
    - নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিবেচনায় সময় নির্ধারণ
    - সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাদ মাগরিব থেকে ঈশা হতে পারে
- বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা
    - স্থানীয় দোকান, বাসা বা অন্য কোনো উৎস থেকে বিদ্যুৎ নেওয়ার ব্যবস্থা করা
- সময়মতো লোকেশনে পৌঁছানো
    - ইভেন্টের দিন নির্ধারিত সময়ের আগেই লোকেশনে উপস্থিত হওয়া
    - অন্যান্য টিমকে সহযোগিতা করে দ্রুত সেটআপ নিশ্চিত করা

পরামর্শ:

লোকেশন টিমের একজন সদস্য অন্য টিমগুলোর সাথে রেগুলার যোগাযোগ রাখবে, যাতে প্রদর্শনস্থান নিয়ে কোনো জটিলতা তৈরি না হয়। ইভেন্টের আগের দিন অন্তত একবার গিয়ে জায়গা পরিদর্শন করে নেয়া বাধ্যতামূলক।

মিডিয়া টিম

মিডিয়া ইউনিটের ৪টি শাখা থাকবে:

- ডিজাইন ও প্রিন্টিং টিম
- ডকুমেন্টেশন টিম
- মিডিয়া রিলেশনস টিম
- প্রচারণা টিম

প্রতিটি টিমের আলাদা আলাদা দায়িত্ব থাকবে, তবে তারা পারস্পরিক সমন্বয় করে কাজ করবে।

ডিজাইন ও প্রিন্টিং টিম

মূল দায়িত্ব:

- ইভেন্টের থিম ও বার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আকর্ষণীয় ব্যানার ডিজাইন করা (সাধারণ ও স্ট্যান্ডি উভয় ধরনের ব্যানার)
    - সাইজ: ৫×২ ফিট স্ট্যান্ডি/এক্স ব্যানার, ৪×৮ ফিট সাধারণ ব্যানার
    - ব্যানারে থাকবে: ইভেন্ট নাম, সময়, স্থান, ইউনিট নাম
    - ইভেন্টের ১–২ দিন আগে প্রিন্ট ও সংগ্রহ
    - *ব্যানার প্রিন্টিং সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* - কিভাবে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড প্রিন্ট করতে হবে? মিছিলে বা মানববন্ধনে ব্যবহার করতে হবে?- এই প্রশ্নের উত্তর
- ডিজাইন ফাইল (AI/EPS/Pdf/PNG ফরম্যাটে) প্রিন্টিং প্রেসে বুঝিয়ে দেওয়া
- প্রিন্ট শেষে প্রেস থেকে ব্যানার ও স্ট্যান্ড সংগ্রহ
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ও প্রিন্টিং এর কাজ:
    - দাওয়াতনামা
    - তথ্যচিত্রের ব্যাকড্রপ
    - ফিডব্যাক বোর্ড/দেয়ালে লাগানোর পোস্টার ও স্টিকি নোটস

ডকুমেন্টেশন টিম

মূল দায়িত্ব:

- ইভেন্ট চলাকালে ছবি ও ভিডিও ধারণ
- ছোট ছোট সাক্ষাৎকার নেওয়া (উৎসুক দর্শক, অংশগ্রহণকারী)
- ইউনিটের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ফেসবুক লাইভ

- ইভেন্ট শেষে ছবি-ভিডিও সংরক্ষণ ও ব্যবহারযোগ্যভাবে আর্কাইভ করা

মিডিয়া রিলেশনস টিম

ইভেন্টের প্রভাব ও বার্তা যেন অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে এবং মূলধারার মিডিয়াতেও যথাযথ কাভারেজ পায়–তা নিশ্চিত করাই মিডিয়া রিলেশনস টিমের প্রধান কাজ।

মূল দায়িত্ব

- সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা
    - ইভেন্ট চলাকালীন ফেসবুকে ছবি, ভিডিও ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো দ্রুত পোস্ট করা
    - ইভেন্টের জন্য প্রোমোশনাল পোস্টার, ব্যানার, কভার ফটো, রিল ও শর্ট ভিডিও ডিজাইন ও পোস্ট করা
    - ইভেন্টের আগে ও পরে রিচ বাড়াতে শেয়ার ও বুস্ট কার্যক্রম (আলোচনা সাপেক্ষে) পরিচালনা করা
- মিডিয়া কাভারেজ নিশ্চিতকরণ
    - জাতীয় ও স্থানীয় সাংবাদিকদের একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করা
    - টিভি, পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল – সব সাংবাদিককে ফোন/মেসেজ দিয়ে ইভেন্ট সম্পর্কে জানানো ও আমন্ত্রণ জানানো
    - সম্ভব হলে পরিচিত লিংকের মাধ্যমে সাংবাদিকদের এপ্রোচ করা (বিশেষত স্থানীয় সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে)
- ইভেন্টের দিন সাংবাদিক ব্যবস্থাপনা
    - ইভেন্টের দিন সাংবাদিকদের লোকেশন বুঝিয়ে দিয়ে নিয়ে আসা, অভ্যর্থনা জানানো এবং অন্যান্য সাপোর্ট দেওয়া
    - প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত প্রেস রিলিজ, নোট ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা যাতে ইভেন্টের মূল বার্তা সহজে তুলে ধরা যায়
- মুখপাত্র (Spokesperson) প্রস্তুত করা
    - সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য একজন মুখপাত্র নির্ধারণ করা। সে মিডিয়া টিমের সদস্য হতে পারে বা ইউনিটের মূল নেতৃত্বে থাকা কেউ।
    - মুখপাত্র কী কী পয়েন্টে কথা বলবেন, তা আগেই প্রস্তুত করে দেওয়া। যেমন: ইভেন্টের উদ্দেশ্য, ইউনিটের কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি।
- মুখপাত্রকে সংক্ষেপে, প্রাঞ্জলভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রস্তুত করে রাখতে হবে

এক্সট্রা টিপস :

- মিডিয়া টিমের একজনকে সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগের জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব দিতে পারেন
- ইভেন্ট শেষে মিডিয়া কাভারেজগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এবং ইউনিটের আর্কাইভে রাখা

প্রচারণা টিম

১. অনলাইন প্রচারণা (স্ক্রিনিংয়ের আগে, চলাকালীন ও পরবর্তী)

- ক্যাম্পেইনের আগে হাইপ তৈরি করার জন্য 'নতুন কিছু আসছে', 'আলাদা কিছু আসছে' – এমন ক্যাপশন ব্যবহার করা। ক্যাম্পেইনের ব্যানারের সোশ্যাল মিডিয়া ভার্শন পোস্ট করা। ক্যাম্পেইনের ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুত করার সময় ছবি তুলে তা পোস্ট করা। কবে কোন এলাকায় ক্যাম্পেইন হবে তা আগের দিন পোস্ট করে জানিয়ে দেয়া।
- স্ক্রিনিংয়ের ২ দিন আগে থেকে ফেসবুক/ইনস্টাগ্রামে টিজার পোস্ট দেয়া। ভিজ্যুয়াল/কনটেন্ট আকর্ষণীয় ও কৌতুহল উদ্দীপক রাখা।
- ক্যাম্পেইনের দিন কাজ শুরু করার সময় ছবি পোস্ট করে বলা 'প্রোজেক্টর শোকেসিং চলছে অমুক এলাকায়'। কাজ চলাকালীন পুরো টিমের ছবি পোস্ট করে বলা 'কাজ চলছে'। ক্যাম্পেইন শেষে ঐদিনই (সম্ভব হলে) পুরো ক্যাম্পেইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিগুলো ক্রমান্বয়ে একটা ভিজুয়াল স্টোরিটেলিং আকারে পোস্ট করা এবং পুরো ক্যাম্পেইনটা একটা গল্পের মতো করে বর্ণনা করা, কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকলে তা গল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে মানুষের আগ্রহ বাড়বে, যারা আসেনি তারাও আগামিতে আসতে উৎসাহিত হবে।
- ক্যাম্পেইন চলাকালীন দর্শকদের সংক্ষিপ্ত ভিডিও সাক্ষাৎকার নেয়া। প্রোগ্রাম কেমন লেগেছে, প্রোজেক্টরে ডক্যুমেন্টারি দেখে তার অনুভূতি কী, এমন প্রোগ্রাম তারা আরও চান কিনা, এগুলোর ফলে সমাজে কেমন প্রভাব পড়বে - এধরনের প্রশ্ন করা। ক্যাম্পেইনের পরে সাক্ষাৎকারগুলো পোস্ট করা। ডোনেশন কালেক্ট করা ও প্রচারণার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইনের টিজার ভিডিও পাবলিশ করা।
- সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্যাম্পেইনের নিউজ করানোর চেষ্ট করা। কোনো গণমাধ্যমে ক্যাম্পেইনের নিউজ আসলে তা পেজ থেকে শেয়ার করা।
- প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার, মানুষের প্রশংসা, আগের অবস্থা ও পরের অবস্থা তুলনা, ক্যাম্পেইনের পজেটিভ ইমপ্যাক্টগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা।
- পুরো ক্যাম্পেইনের কাজ, ইমপ্যাক্ট ইত্যাদি নিয়ে শর্ট ভিডিও/ডকুমেন্ট তৈরি করে তা ডোনেশন সংগ্রহ, ইউনিটের প্রচার ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা।
- রিচ বাড়ানোর কৌশল:
    - অ্যাক্টিভিস্টদের মাধ্যমে শেয়ার করিয়ে রিচ অর্গানিকভাবে বাড়ানো
    - পরিচিত ইনফ্লুয়েন্সারদের মধ্যে যারা আগ্রহী, তাদের দিয়ে কনটেন্ট শেয়ার করানো
    - সম্ভব হলে পোস্ট বুস্ট করা

২. অফলাইন প্রচারণা (ইভেন্ট পূর্ববর্তী ও চলাকালীন)

- ইভেন্টের দিন কয়েক ঘণ্টা আগে হ্যান্ড মাইক বা রিকশায় লাগানো মাইক দিয়ে এলাকা ঘুরে প্রচার করা। বার্তা সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও উজ্জীবনী হওয়া উচিত

- স্থানীয় মসজিদগুলোতে নামাজের আগে ও পরে ইভেন্টের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম/খতিব/মুয়াজ্জিনের সাহায্য নেয়া।
- লোকেশনের আশেপাশের স্কুল-কলেজ ও কোচিং সেন্টারে গিয়ে সরাসরি আমন্ত্রণ জানানো। প্রয়োজনে আমন্ত্রণ পত্র, ছোট ফ্লায়ার বা কার্ড ব্যবহার করা।
- ব্যানার/ফেস্টুন টাঙানো:
    - ইভেন্টের ২/৩ দিন আগে থেকেই ব্যানার/ফেস্টুন মসজিদ, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জনবহুল জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে
    - এতে জনসাধারণ আগেই ইভেন্ট সম্পর্কে অবগত হবে এবং আগ্রহ তৈরি হবে
    - একাধিক ব্যানার/ফেস্টুন বানিয়ে বিভিন্ন লোকেশনে স্থাপন করলে আরও বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব
- আমন্ত্রিতদের তালিকা ও ফলোআপ:
    - ইভেন্টের আগে একটি লিস্ট প্রস্তুত করা হবে, যেখানে আমন্ত্রিতদের নাম ও ফোন নম্বর থাকবে
    - ইভেন্টের একদিন আগে এবং ইভেন্টের দিন কল দিয়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
    - প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক বা টিম মেম্বারদের বলা হবে যেন তারা সাথে করে নিজেদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসে
- পুরো প্রচারণা কার্যক্রমে মানুষের আগমন নিশ্চিত করার জন্য একজনকে 'দাওয়াত ও উপস্থিতি সমন্বয়কারী' হিসেবে দায়িত্ব দেয়া। এই ব্যক্তি আমন্ত্রিতদের সাথে যোগাযোগ, দাওয়াতনামা বিতরণ, অনলাইন-অফলাইন প্রচারণার বিষয়ে নির্দেশনা দিবে ও ফলোআপ করবে।
- দাওয়াতনামা বিতরণ:
    - ডকুমেন্টারির বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বার্তা ও ইভেন্ট ডিটেইলস সহ প্রিন্টেড দাওয়াতনামা তৈরি
    - ইভেন্ট শুরুর আগে আশেপাশে ঘুরে মানুষকে হাতে হাতে দাওয়াতনামা দিয়ে ইভেন্টে আনার কাজ করা
    - যারা আগ্রহ দেখায়, তাদেরকে লোকেশনে নিয়ে আসা নিশ্চিত করা

সংক্ষিপ্ত কাঠামো

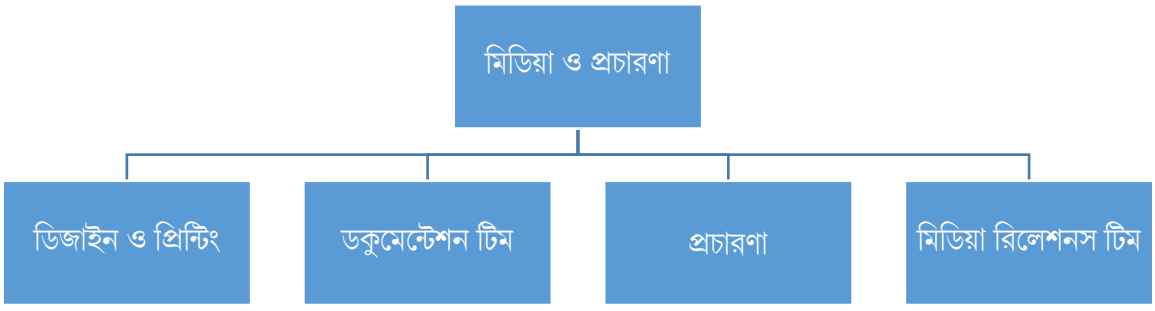

- চারটি টিম পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করবে
- মিডিয়া টিমের লিডার মূল সমন্বয়কের কাছে রিপোর্ট করবে

শৃঙ্খলা টিম

মূল দায়িত্ব

- দর্শক ব্যবস্থাপনা:
    - দর্শকদের নিয়ন্ত্রণ ও সারিবদ্ধ রাখা
        - সবাই যেন নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকে
        - অপ্রয়োজনে কেউ মঞ্চ বা স্ক্রিনের কাছাকাছি আসলে বিনয়ের সঙ্গে দূরে সরিয়ে দেওয়া
    - অপ্রত্যাশিত ঝামেলা হলে তা কন্ট্রোল করা
        - মারামারি/বাকবিতণ্ডা হলে দ্রুত হস্তক্ষেপ, শান্তভাবে মিটিয়ে নেওয়া
        - অবুঝ শিশু বা কৌতূহলী লোকজন যেন বিশৃঙ্খলা না করে তা নিশ্চিত করা
- প্রশাসনিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়া
    - যদি প্রশাসনের কেউ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হন এবং কথা বলতে চান, তা হলে ভদ্রভাবে মুখপাত্র বা দায়িত্বশীল কারও কাছে নিয়ে যাওয়া
    - অনুমতি সংক্রান্ত প্রশ্ন এলে সংশ্লিষ্ট অনুমতিপত্র দেখানো বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া
- সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষা
    - ইভেন্টজুড়ে শ্রোতা ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা
    - ইভেন্ট শুরু ও শেষের সময় মানুষ যাতে হুট করে ভিড় না করে বা বিশৃঙ্খলা না হয়, সেদিকে নজর রাখা

কাজ বণ্টন :

- ১–২ জন মুখ্য দায়িত্বে থাকবে (মঞ্চের পাশে/গেটের কাছে)
- ২–৩ জন ভেতরের অবস্থা মনিটর করবে
- ১-২ জন থাকবে বাইরের দিকটা নজরদারিতে (যারা প্রোগ্রামে আসছেন তাদের দিকটা)

দর্শক সংখ্যার উপর নির্ভর করে শৃংখলা টিমের সদস্য সংখ্যার তারতাম্য হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ আচরণবিধি

- শান্ত থাকা
- হাসিমুখে ও ভদ্রভাবে কথা বলা
- কেউ উত্তেজিত হলে নিজে উত্তেজিত না হয়ে সহনশীলভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া
- অপ্রয়োজনে কারো সাথে তর্কে না জড়ানো

সম্ভাব্য পরিস্থিতি ও করণীয়

পরিস্থিতি	করণীয়
কোনো দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে পড়লে	তাকে বিনয়ের সাথে বসতে বলা
কোনো দর্শক ভিডিও করছে	যদি নিষেধ থাকে তবে তা বুঝিয়ে বলা যেন ভিডিও না করে
প্রশাসনের লোক আসলে	মুখপাত্রকে খবর দেওয়া
দর্শকদের মধ্যে বিতণ্ডা	দ্রুত গিয়ে তাদের আলাদা করা, শান্ত করা
কেউ যদি জিজ্ঞেস করে “অনুমতি আছে?”	অনুমতিপত্র দেখানো/দায়িত্বশীল ডেকে আনা

শৃঙ্খলা টিমের সদস্যদের সঙ্গে থাকবে :

- অনুমতিপত্রের কপি (প্রিন্ট/মোবাইলে)
- মোবাইলে ইন্টারনেট কানেকশন
- কিছু পিন/টেপ (ব্যানার বা চেয়ার ফিক্স করার জন্য)
- ভেস্ট, বাশি, (প্রয়োজন হলে)

রিক্রুটমেন্ট টিম

মূল দায়িত্বসমূহ:

- টার্গেট সেট করা
    - ইভেন্ট শুরুর আগেই নির্ধারণ করে নিতে হবে, আমরা কমপক্ষে *[সংখ্যা]* জনকে নতুনভাবে রিক্রুট করতে চাই।
    - টার্গেটেড সংখ্যাটি টিম মেম্বারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া (যেমন: ৩ জন সদস্য × ৫ জন = ১৫ জন টার্গেট)
- ইভেন্ট চলাকালীন সরাসরি যোগাযোগ
    - মানুষকে আপনাদের কাজে যুক্ত হবার আহ্বান জানানো

- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আগ্রহী, কৌতূহলী ও আগ্রহ প্রকাশকারী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে সরাসরি কথা বলা।
- কারা 'ইউনিট', 'কর্মসূচি', বা 'কীভাবে যুক্ত হতে পারি' - এ ধরনের প্রশ্ন করছে, তাদের সঙ্গে সময় নিয়ে কথা বলা।

- তথ্য সংগ্রহ করা
  - আগ্রহীদের কাছ থেকে নিচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে:
    ১. নাম
    ২. ঠিকানা
    ৩. মোবাইল নম্বর (হোয়াটসএপ)
    ৪. পেশা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
    ৫. ফেসবুক আইডি লিংক
    ৬. তারা কী হিসেবে যুক্ত হতে চায়: সদস্য/স্বেচ্ছাসেবক/সমর্থক/ডোনার ইত্যাদি
- সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত হওয়া
  - তাৎক্ষণিক ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠানো বা গ্রুপে অ্যাড করে নেওয়া
  - ইভেন্ট শেষে যেন সহজে ও দ্রুত follow-up করা যায়, এমন প্লাটফর্মগুলোতে যুক্ত থাকাই সবচেয়ে কার্যকর
- পরিচিতি ও আন্তরিকতা তৈরি
  - যেন তারা মনে করে, "এরা ভালো একটা কাজ করছে, আমি যুক্ত হতে চাই।"
  - সুন্দর ব্যবহার, আন্তরিকতা এবং অনুপ্রেরণা—এগুলোই হবে রিক্রুটমেন্ট টিমের হাতিয়ার

বিশেষ নির্দেশনা

- যাদের থেকে তথ্য নেওয়া হলো তাদের সাথে দ্রুত ফলোয়াপ করতে হবে
- রিক্রুটমেন্টের প্রক্রিয়া, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকা জরুরী।

ফাইন্যান্স টিম

মূল দায়িত্বসমূহ:

- ফান্ড হস্তান্তর ও নিরাপত্তা
  - ক্যাম্পেইনের জন্য সংগৃহীত/বরাদ্দকৃত মোট ফান্ড ফাইন্যান্স টিমের নিয়ন্ত্রণে থাকবে
  - ক্যাশ অথবা বিকাশ/নগদ অ্যাকাউন্ট – কোন মাধ্যমে কত ফান্ড আছে তা হিসাব করে লিখে রাখা
  - নির্ভরযোগ্য একজন বা দুজন সদস্য দায়িত্বে থাকবে (একজন ফান্ড লেনদেন করবে, অন্যজন ট্র্যাক/হিসাব রাখবে)
- প্রত্যেক খরচের ট্র্যাক রাখা

    - প্রতিটি টিম প্রয়োজন অনুযায়ী ফান্ড চাইবে
    - অনুমোদিত খরচ বুঝে দিয়ে সেটির প্রমাণ (বিল/ছবি/নোট) গ্রহণ করতে হবে
    - প্রতিটি খরচের জন্য নিচের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে:
        ১. খরচের তারিখ
        ২. খরচের উদ্দেশ্য
        ৩. খরচের পরিমাণ
        ৪. কোন টিম/কোন ব্যক্তি নিয়েছে
        ৫. প্রমাণ (বিল/রসিদ, ছবি, খরচকারীর স্বাক্ষর/নাম)
- খরচের রেজিস্টার বা ফাইন্যান্স শীট তৈরি করা
    - Excel/Google Sheets বা হাতে লেখা রেজিস্টার (যদি অনলাইনে সম্ভব না হয়) তৈরি করা
    - প্রয়োজন হলে ক্যাশ ইন ও ক্যাশ আউটের হিসাব আলাদা কলামে রাখা
- ক্যাম্পেইন শেষে ফাইন্যান্স রিপোর্ট তৈরি
    - মোট ফান্ড কত ছিল
    - মোট খরচ হয়েছে কত
    - কোন খাতে কত খরচ হয়েছে (খাবার, প্রিন্টিং, সাউন্ড, স্টেশনারি ইত্যাদি আলাদা আলাদা)
    - অবশিষ্ট কত আছে (বা অতিরিক্ত খরচ হলে কতটা)
    - ভবিষ্যতের জন্য পরামর্শ (যেমন: কোথায় খরচ বেশি হয়েছে, কীভাবে কমানো যায় ইত্যাদি)

বাজেট ম্যানেজমেন্টে কিছু কৌশল:

- সব টিমকে আগে থেকেই বাজেট লিমিট জানিয়ে দেওয়া
- খরচ সংক্রান্ত সবকিছুর ছবি/বিল রাখা (মোবাইলে বা হার্ড কপি)
- কাউকে ফান্ড দেওয়ার সময় মৌখিকভাবে হলেও জেনে রাখা – কী খাতে, কখন লাগবে, রসিদ/রিপোর্ট কখন দেবে

ফাইন্যান্স টিম স্ট্রাকচার:

- ১ জন টিম লিডার – বাজেট সিদ্ধান্ত, টিম ম্যানেজমেন্ট
- ১ জন ক্যাশ হ্যান্ডলার – টাকা সংগ্রহ ও বিতরণ
- ১ জন হিসাব রক্ষক – ট্র্যাকিং, ডকুমেন্টেশন, রিপোর্ট লেখা

ইভেন্ট ডে টাইমলাইন ও ওয়ার্কফ্লো

সময়	কাজ	দায়িত্বশীল
সন্ধ্যা ৬:০০	লোকেশন টিম পৌঁছাবে, জায়গা পরিষ্কার ও ব্যানার সেট করবে	লোকেশন টিম
সন্ধ্যা ৬:৩০	টেক টিম প্রজেক্টর ও ব্যাটারি আনবে, কানেকশন চেক করবে	টেক টিম
সন্ধ্যা ৬:৪৫	সেটআপ শেষ, স্ক্রিনিং স্থান প্রস্তুত	টেক + লোকেশন টিম
সন্ধ্যা ৭:০০	ভিডিও টেস্ট রান (ল্যাপটপ+প্রজেক্টর)	টেক টিম
সন্ধ্যা ৭:১৫	অনলাইন পোস্ট বা লাইভে ঘোষণা	মিডিয়া টিম
সন্ধ্যা ৭:২০	শৃঙ্খলা টিম পজিশনে যাবে, ভিড় ও পরিবেশ নজরদারি শুরু	শৃঙ্খলা টিম
সন্ধ্যা ৭:৩০	স্ক্রিনিং শুরু	সবাই
স্ক্রিনিং চলাকালে	⟶ ছবি/ভিডিও তোলা ⟶ দর্শকদের পরিচিতি ও নেটওয়ার্কিং ⟶ নীরবতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা	মিডিয়া + রিক্রুটমেন্ট + শৃঙ্খলা টিম
শেষে (প্রায় ৮:১৫)	⟶ দর্শকদের ফিডব্যাক নেয়া ⟶ দ্রুত ম্যাটেরিয়ালস গুছিয়ে ফেলা ⟶ জায়গা পরিষ্কার করা	রিক্রুটমেন্ট + সবাই

ঝুঁকি ও বিকল্প পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ঝুঁকি:

- **সমস্যা:** নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ না থাকলে স্ক্রিনিং বাধাগ্রস্ত হতে পারে
- বিকল্প পরিকল্পনা:
    - পর্যাপ্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ (UPS/পাওয়ার ব্যাংক/ইনভার্টার) নিশ্চিত করা
    - প্রয়োজনে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা (খরচ ও শব্দ বিবেচনায়)

বৃষ্টি বা আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি:

- **সমস্যা:** স্ক্রিনিং শুরু হওয়ার সময় বৃষ্টি হলে অনুষ্ঠান ব্যাহত হতে পারে
- বিকল্প পরিকল্পনা:
    - আগেভাগে কাছাকাছি ছাউনিযুক্ত বা ইনডোর স্থান নির্ধারণ করে রাখা
    - প্রয়োজনে দ্রুত স্থান পরিবর্তনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা
    - ইকুইপমেন্ট ও ব্যানার বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার উপকরণ (প্লাস্টিক শিট, ছাতা) প্রস্তুত রাখা

স্থানীয় আপত্তি বা অভিযোগ:

- **সমস্যা:** এলাকার কেউ আপত্তি তুললে অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হতে পারে
- বিকল্প পরিকল্পনা:
    - লোকেশন টিম আগেই আশেপাশের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ করবে
    - আপত্তির মুখে শান্তভাবে আলোচনা ও সমঝোতা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের প্রস্তুত রাখা
    - প্রয়োজনে স্থান পরিবর্তনের বা আলোচনা করে কিছু সময় বন্ধ রাখার মানসিক ও টেকনিক্যাল প্রস্তুতি রাখা

ইভেন্ট হঠাৎ বন্ধের প্রয়োজনীয়তা:

- **সমস্যা:** প্রশাসনিক বাধা, নিরাপত্তা ইস্যু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ইভেন্ট বন্ধ করতে হতে পারে
- বিকল্প পরিকল্পনা:
    - সকল ইকুইপমেন্ট দ্রুত গুছিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট টিম ও চেকলিস্ট প্রস্তুত রাখা
    - একটি সংকেত বা ইনফরমাল কোড রাখলে দ্রুত সবাই বুঝতে পারবে ইভেন্ট গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে

ফাইনাল ইভেন্ট চেকলিস্ট

ইভেন্ট পূর্ব প্রস্তুতি (Pre-Event)

দায়িত্ব	টাস্কসমূহ	সম্পন্ন হয়েছে কি?	দায়িত্বশীল
টিম ও প্রস্তুতি	▪ SOP ▪ Strategy chart ▪ টিম গ্রুপ খোলা (Whatsapp)	☐	প্রধান সমন্বয়ক
	কাজ ভাগ করে দেওয়া	☐	
	ওয়ার্কফ্লো ও টাইমলাইন তৈরি	☐	
	রিক্রুটমেন্ট টার্গেট নির্ধারণ	☐	রিক্রুটমেন্ট টিম
অনুমতি ও যোগাযোগ	স্থানীয় অনুমতি সংগ্রহ	☐	লোকেশন টিম
	মসজিদে ঘোষণা ব্যবস্থা	☐	প্রচারণা টিম
	সাংবাদিক আমন্ত্রণ	☐	প্রচারণা টিম
	কারেন্ট সংযোগ অনুমতি	☐	লোকেশন টিম
প্রচারণা (অনলাইন/অফলাইন)	টিজার পোস্ট	☐	প্রচারণা টিম
	ইনফ্লুয়েন্সার রিচ	☐	
	স্ক্রিনিং হাইলাইটস পরিকল্পনা	☐	
	অফলাইন মাইকিং	☐	
	স্কুল/কোচিং প্রচার	☐	
	ব্যানার টানানো	☐	
	দাওয়াতনামা বিতরণ	☐	
	দাওয়াত লিস্ট ও কল নিশ্চিতকরণ	☐	

ইভেন্টের দিনে (Event Day)

দায়িত্ব	টাস্কসমূহ	সম্পন্ন হয়েছে কি?	দায়িত্বশীল
প্রযুক্তি ও মিডিয়া	প্রজেক্টর ও সংযোগ	☐	টেক টিম
	স্ক্রিন ও কাঠামো	☐	
	ব্যাটারি ও ইনভার্টার	☐	
	স্পিকার ও কেবল	☐	
	মাল্টিপ্লাগ	☐	
	ডকুমেন্টারি কপি (পেনড্রাইভ)	☐	
	ল্যাপটপ + ব্যাকআপ	☐	
	হেড টর্চ	☐	
	টেস্ট রান	☐	
	ক্যামেরা/স্মার্টফোন	☐	
টেকনিক্যাল সুরক্ষা	USB/চার্জার ব্যাকআপ	☐	
	ল্যাপটপ চার্জার	☐	
	ফরম্যাট চেক (.mp৪)	☐	
	সরঞ্জাম প্লাস্টিকে ঢেকে রাখা	☐	
আয়োজন ও যোগাযোগ	ব্যানার ইনস্টল	☐	প্রচারণা টিম
	পানির বোতল, হালকা খাবার	☐	শৃঙ্খলা টিম
	উপস্থাপক	☐	মিডিয়া টিম
	সমন্বয়কের ফোন চার্জড	☐	সমন্বয়ক
	টিম কন্টাক্ট লিস্ট	☐	সমন্বয়ক
বিকল্প পরিকল্পনা	ব্যাটারি ব্যাকআপ	☐	টেক টিম
	বৃষ্টি হলে বিকল্প স্থান	☐	লোকেশন টিম
	আপত্তি সমাধান	☐	শৃঙ্খলা টিম
	দ্রুত গুছিয়ে নেওয়ার টিম	☐	শৃঙ্খলা টিম
	ফার্স্ট-এইড কিট	☐	শৃঙ্খলা টিম

ইভেন্ট পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (Post-Event)

দায়িত্ব	টাস্কসমূহ	সম্পন্ন হয়েছে কি?	দায়িত্বশীল
পরিস্কার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পরিষ্কার টিম প্রস্তুত	☐	শৃঙ্খলা টিম
	ডাস্টবিন/ঝাড়ু	☐	
	বর্জ্য ফেলার স্থান ঠিক করা	☐	
অংশগ্রহণ ও ডকুমেন্টেশন	ফিডব্যাক ফর্ম সংগ্রহ	☐	রিক্রুটমেন্ট টিম
	ছবি/ভিডিও সংরক্ষণ ও পোস্ট	☐	মিডিয়া টিম
	রিক্রুটমেন্ট ফলোআপ	☐	রিক্রুটমেন্ট টিম
	ফাইন্যান্স রিপোর্ট তৈরি	☐	ফাইন্যান্স টিম
	পরবর্তী মিটিং: ভুল/উন্নয়ন আলোচনা	☐	প্রধান সমন্বয়ক

অনুমতির আবেদনপত্র, অনুমতিপত্র, দাওয়াতনামার (সাধারণ ও সাংবাদিক) নমুনা পরিশিষ্ট-১ এ যুক্ত করা হলো

আরও পড়ুন-এই হ্যান্ডবুক থেকে “ক্যাম্পেইন/কর্মসূচীর অনুমতি পাবার সহজ উপায় কী?” এই প্রশ্নের উত্তর।

লক্ষ্য করুন

এই নির্দেশিকায় একটি আদর্শ ও শক্তিশালী ইউনিটের জন্য বিস্তারিত দলগত দায়িত্ব ও বিভাজন আলোচনা করা হয়েছে। তবে মনে রাখবেন, বাস্তব পরিস্থিতি সব সময় একরকম থাকে না। যদি আপনার ইউনিটে সদস্য সংখ্যা কম হয় কিংবা আপনার কাছে এই কাঠামোটি জটিল মনে হয়, তবে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনি নিচের সরল পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন:

- **সরলভাবে কাজ শুরু করুন:** শুরুতেই অনেক বড় টিম বা জটিল কর্মযজ্ঞের কথা চিন্তা না করে খুব সাধারণ ও বাস্তবমুখীভাবে এগোতে হবে।

- **কাজ ভাগ করে নিন:** যদি আলাদা আলাদা টিমের জন্য একাধিক মেম্বার দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে কাজগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী কয়েকভাগে ভাগ করে নিন।
- **একাধিক দায়িত্ব পালন:** একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো মানে এই নয় যে একজনকে একটিই কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে একজন একনিষ্ঠ সদস্য একাধিক টিমের দায়িত্ব (যেমন: টেক টিম ও লোকেশন টিম) একসাথে পালন করতে পারেন।
- **একাকীত্বের শক্তি:** যদি একান্তই বড় দল গঠন করা সম্ভব না হয়, তবে ২-৩ জন মিলেও একটি সফল স্ক্রিনিং করা সম্ভব। এখানে সদস্য সংখ্যার চেয়েও কাজের ধারাবাহিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সারকথা হলো: এই নির্দেশিকাটি আপনাকে একটি সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে একে নিজের মতো করে সহজ ও নমনীয় করে নিন। সমাজ সংস্কারের এই যাত্রায় আপনার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

ইভেন্ট ডে কুইক চেকলিস্ট (প্রজেক্টর স্ক্রিনিং)

১. ইভেন্ট পূর্ববর্তী প্রস্তুতি (বিকেল ৫:০০ - ৬:০০)

- ল্যাপটপে ডকুমেন্টারি ডাউনলোড আছে এবং ফুল চার্জ দেওয়া।
- প্রজেক্টর, স্ক্রিন ও সাউন্ড সিস্টেমের সকল ক্যাবল সাথে নেওয়া হয়েছে।
- ব্যাকআপ পাওয়ার (ইনভার্টার/ব্যাটারি) চেক করা হয়েছে।
- লোকেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ ও পর্দা ঝোলানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত।
- ব্যানার ও স্ট্যান্ডি সাথে নেওয়া হয়েছে।

২. সেটআপ ও রান (সন্ধ্যা ৬:০০ - ৭:১৫)

• স্ক্রিন টানানো ও ফোকাস অ্যাডজাস্ট করা।

• সাউন্ড টেস্ট (পেছনের দর্শক পর্যন্ত স্পষ্ট কিনা)।

• অনলাইন প্রচারণা ও লাইভ শুরু।

• শৃঙ্খলা টিমের সদস্যরা নিজ নিজ পজিশনে।

• রিক্রুটমেন্ট টিমের কাছে তথ্য সংগ্রহের ডায়েরি/লিঙ্ক প্রস্তুত।

৩. স্ক্রিনিং চলাকালীন (সন্ধ্যা ৭:৩০ - ৮:১৫)

• আযানের সময় ভিডিও পজ করা।

• দর্শকদের ছবি ও ছোট ভিডিও ক্লিপ নেওয়া।

- কৌতূহলী দর্শকদের সাথে কথা বলা ও তথ্য সংগ্রহ।
- আশেপাশে কোনো বিশৃঙ্খলা বা প্রশাসনিক জিজ্ঞাসা আছে কিনা নজর রাখা।

৪. ইভেন্ট সমাপ্তি (রাত ৮:১৫+)

- দর্শকদের থেকে ফিডব্যাক নেওয়া।
- দ্রুত সরঞ্জাম গুছিয়ে ফেলা (টেক টিম)।
- লোকেশন পরিষ্কার করা (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)।
- ফাইন্যান্স টিমের কাছে খরচের হিসাব ও বিল জমা দেওয়া।
- গ্রুপে 'মিনিট অফ মিটিং' বা ইভেন্ট আপডেট দেওয়া।

৫০। কিভাবে কার্যকরভাবে পোস্টারিং করতে হয়?

উদ্দেশ্য

জনসচেতনতা তৈরি, গুরুত্বপূর্ণ কোনো বার্তা ছড়িয়ে দেয়া, ইউনিটের প্রচারণা, নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে জনমত তৈরি করা।

প্রাথমিক প্রস্তুতি

- হোয়াটসঅ্যাপে একটি টিমভিত্তিক কমিউনিকেশন গ্রুপ খুলুন ।
- গ্রুপে প্রত্যেক টিমের জন্য টপিক খুলে দায়িত্ব ভাগ করে দিন ।
- প্রস্তুতি মিটিংয়ে:
    - লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হবে
    - SOP ব্যাখ্যা করা হবে
    - টিম গঠন করা হবে এবং প্রতিটি টিমের লিডার ঠিক করা হবে
    - ইভেন্ট টাইমলাইন ও ওয়ার্কফ্লো আলোচনা করা হবে
- প্রস্তুতি মিটিং শেষে মিনিট মিনিটস ও চেকলিস্ট গ্রুপে দিয়ে দিন

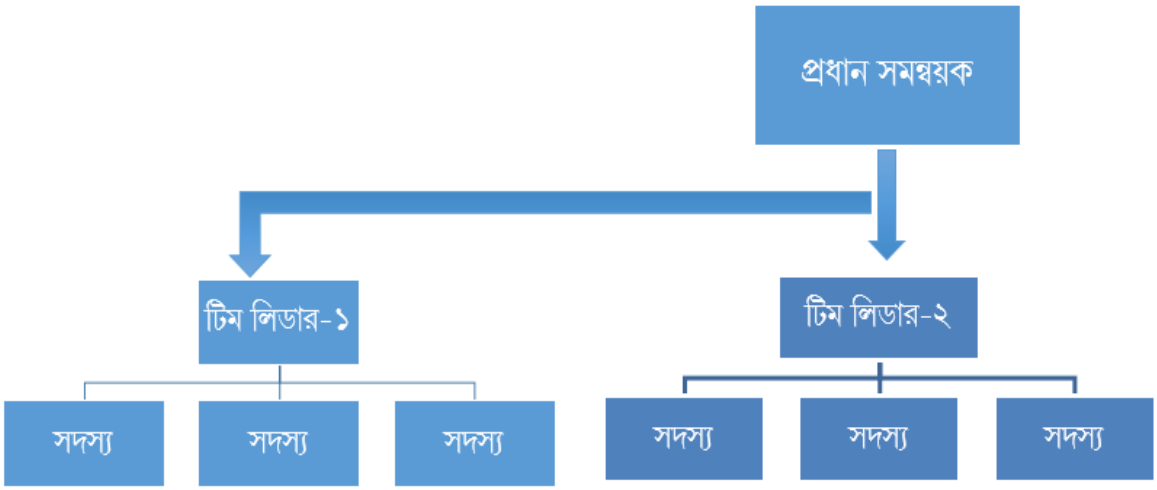

টিমের কাঠামো ও দায়িত্ব বণ্টন

- প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা:
    - ক্যাম্পেইন প্রধান হিসেবে কাজ করবেন
    - কোন নির্দিষ্ট কাজে জড়িত না থেকে পুরো ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবেন
    - সব টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন
    - সিদ্ধান্ত দেবেন, ঝুঁকি মোকাবেলা করবেন
    - প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ পরিকল্পনা, ফার্স্ট-এইড ও গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বার রাখবেন।
- প্রত্যেক টিমে থাকবে:
    - ১ জন টিম লিডার – যে সকল কাজ তদারকি করবে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিবে, প্রধান সমন্বয়কের কাছে রিপোর্ট জমা দিবে।
    - ২-৩ জন সদস্য – যারা নির্দিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করবে
- সদস্য সংখ্যা ক্যাম্পেইনের আকারের ভিত্তিতে কমবেশি হতে পারে।
- কমান্ড চেইন
    - টিমের সদস্য → টিম লিডার → প্রধান সমন্বয়ক
    - সদস্যরা রিপোর্ট করবে নিজের টিম লিডারকে
    - টিম লিডারগণ রিপোর্ট করবেন প্রধান সমন্বয়কের কাছে
    - টিম লিডারগণ একে অপরকে নির্দেশনা দিবেন না, সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন
    - হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হবে প্রধান যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম

প্রশিক্ষণ (প্রধান সমন্বয়ক)

নতুন সদস্যদের জন্য সংক্ষিপ্ত পোস্টারিং ও আচরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা

টিম	দায়িত্ব
প্রধান সমন্বয়ক	ক্যাম্পেইনের প্রাথমিক প্রস্তুতি মিটিং আয়োজন, দায়িত্ব বণ্টন, টিম গঠন ও পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত প্রদান, সকল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, নির্দেশনা দেয়া, ফলোআপ
কনটেন্ট ও ডিজাইন টিম	বার্তা নির্বাচন (বাংলা ও ইংরেজি), ভাষা ও বানান যাচাই, ইস্যু অনুযায়ী স্লোগান তৈরি, ডিজাইন, ফরম্যাটিং, ফন্ট-টাইপোগ্রাফি, কালার কম্বিনেশন, ফাইনাল ডিজাইন ফাইল তৈরি
প্রিন্টিং টিম	প্রেস ম্যানেজমেন্ট, প্রিন্ট অর্ডার, কোয়ালিটি চেক, সংগ্রহ
লজিস্টিক্স টিম	প্রিন্টিং টিমের কাছে থেকে পোস্টার সংগ্রহ, আঠা প্রস্তুতি, সংরক্ষণ ও ফিল্ড টিমগুলোর মধ্যে সরঞ্জাম বিতরণ।
ফিল্ড টিম	পোস্টারিংয়ের কৌশল নির্ধারণ, স্থান-সময় বাছাই, ডকুমেন্টেশন ও রিপোর্টিং এবং দায়িত্বশীলভাবে ময়দানে কার্যক্রম সম্পন্ন করা । মিডিয়া টিমকে দ্রুত ফিডব্যাক সরবরাহ করা।
মিডিয়া টিম	পোস্টারিং-এর ক্যান্ডিড ছবি-ভিডিও এডিট করে প্রাসঙ্গিক ক্যাপশন দিয়ে ইউনিটের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা। পোস্টারিংয়ের আগেও সচেতনভাবে অনলাইন হাইপ তৈরি করতে হবে—একটি বার্তাকে আন্দোলনে রূপ দিতে হলে ডিজিটাল আগুন জ্বালানো জরুরি। ক্যাম্পেইনের গুরুত্ব ও অবস্থা বুঝে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা ও তাদের দিয়ে সংবাদ করানো ।
ফাইন্যান্স টিম	ক্যাম্পেইনের বাজেট নির্ধারণ করা, প্রত্যেক টিমের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রয়োজনীয় খরচ দেয়া ও খরচের রসিদ সংগ্রহ করা, প্রতিটি খাতে খরচের বিস্তারিত হিসেব রাখা, ক্যাম্পেইন শেষে বাজেটের সাথে খরচ তুলনা করে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা

বার্তা/ম্যাসেজ (কনটেন্ট ও ডিজাইন টিম)

- **বার্তা নির্বাচন:** পোস্টারের বার্তা যেন মুহূর্তেই চেতনাকে নাড়া দেয়—সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক এবং প্রতিবাদী হওয়া জরুরী। পোস্টার মূলত এমন হতে হবে যাতে চোখে পড়ে ও চিন্তায় আঘাত করে। ইস্যু অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক বার্তা নির্বাচন করতে হবে। অত্যাধিক তথ্য দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।
- **বার্তার টার্গেট অডিয়েন্স বিবেচনা:** যে শ্রেণিকে টার্গেট করা হচ্ছে (যেমন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, খেঁটে খাওয়া মানুষ), তাদের চিন্তা-চেতনা ও বাচন ভঙ্গি বুঝে বার্তা/বয়ান নির্মাণ করতে হবে।
- **সাংস্কৃতিক সচেতনতা:** স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বুঝে বার্তা ও ছবি বাছাই করতে হবে; সৌজন্য ও শালীনতা বজায় রাখতে হবে, যাতে করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না আসে। শরিয়াহর বিধান ও মেজেজের সাথে বেমানান এমন ডিজাইন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

ডিজাইন ও কন্টেন্ট তৈরি (কনটেন্ট ও ডিজাইন টিম)

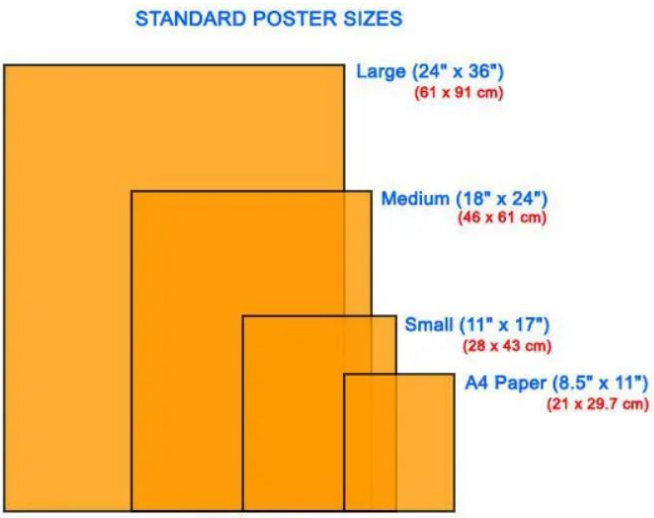

- **সাইজ:** ১৮×২৪ inch বা ২৪×৩৬ inch এই দু'টি পোস্টারের স্ট্যান্ডার্ড সাইজ।
- ফন্ট ও টাইপোগ্রাফি:
    - হেডিং: মোটা, স্পষ্ট ও দূর থেকে পড়ার উপযোগী (যেমন: Hind Siliguri, Anek Bangla)
    - বডি: সহজপাঠ্য ও ব্যালেন্সড হতে হবে (যেমন: Kalpurush, Noto Sans Bengali)
    - হাই কনট্রাস্ট কালার: সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো বা গাঢ় রঙের লেখা, বা এর উল্টোটাও করা যেতে পারে। কালার হুইলের মাধ্যমে সম্পূরক রং ও বিভিন্ন শেড নির্ধারণ করা যায়। বিস্তারিত জানতে -

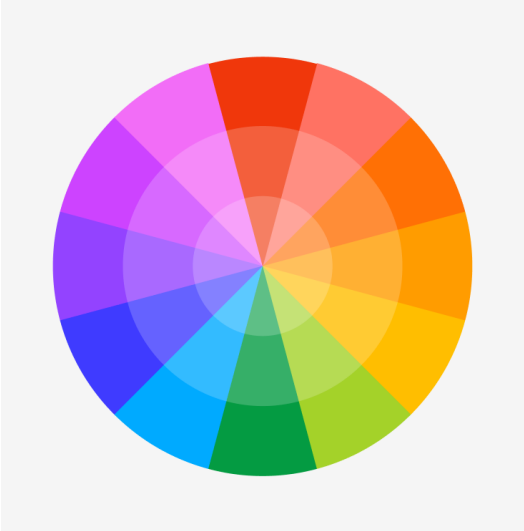

https://www.canva.com/colors/color-wheel/

    - ৩০% টেক্সট, ৭০% ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট - এই রুল অনুসরণ করতে পারলে ভালো।
    - শক্তিশালী, চোখে পড়ার মতো ডিজাইন-টাইপোগ্রাফি হতে হবে। কালার কম্বিনেশন ও ফন্ট সিলেকশন এমন হতে হবে যেন দূর থেকেও মূল বার্তা চোখে পড়ে ও বোঝা যায়।
- **ভিজ্যুয়াল হায়ারার্কি:** পোস্টারের মধ্যে কোন তথ্যটা আগে চোখে পড়বে, কোনটা পরে—এই হায়ারার্কি যেন পরিকল্পিত হয়। বড় হেডলাইন, মিড-সাইজ সাব-হেডিং, ছোট সাইজ তথ্য/ডিটেইল।
- ডিজাইন উদাহরণ:

কাছে আসার আরেক গল্প
প্রেমে ব্যর্থ হয়ে তাবি শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা
কথিত ভালোবাসার উৎসবের
বেদিতে আর কতো প্রাণ বলি দেবে
এই সমাজ?
Islamic Revival Front-IRF

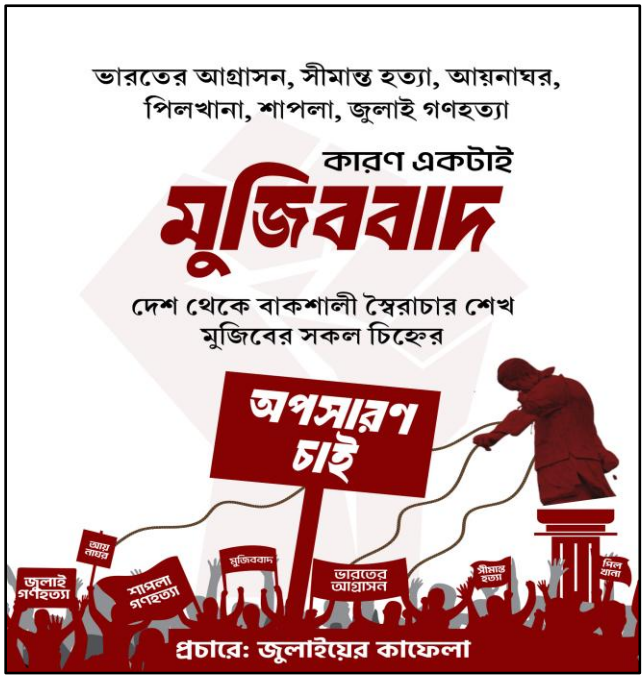
ভারতের আগ্রাসন, সীমান্ত হত্যা, আয়নাঘর,
পিলখানা, শাপলা, জুলাই গণহত্যা
কারণ একটাই
মুজিববাদ
দেশ থেকে বাকশালী স্বৈরাচার শেখ
মুজিবের সকল চিহ্নের
অপসারণ চাই
প্রচারে: জুলাইয়ের কাফেলা

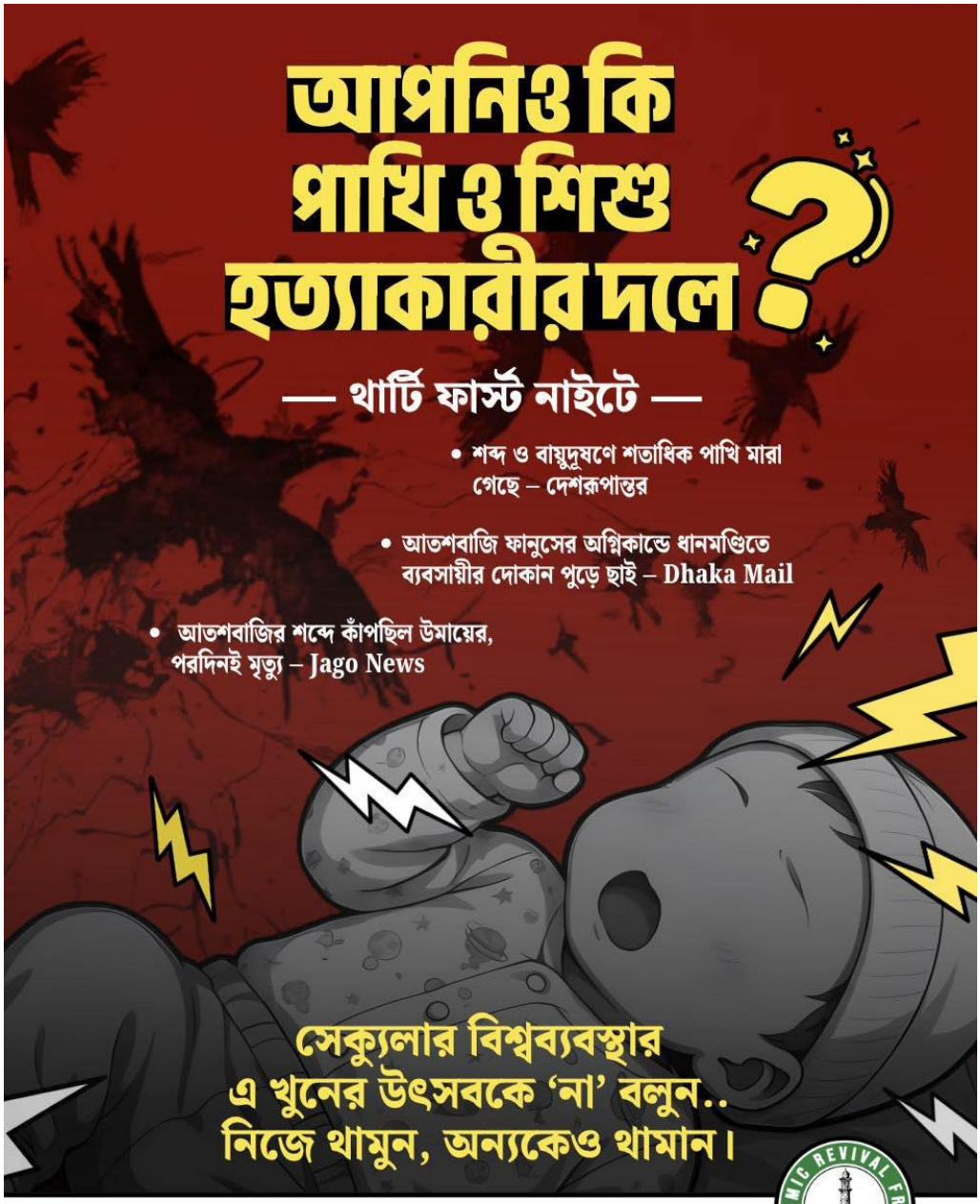
আপনিও কি
পাখি ও শিশু
হত্যাকারীর দলে?
— থার্টি ফার্স্ট নাইটে —
• শব্দ ও বায়ুদূষণে শতাধিক পাখি মারা গেছে – দেশরূপান্তর
• আতশবাজি ফানুসের অগ্নিকান্ডে ধানমণ্ডিতে ব্যবসায়ীর দোকান পুড়ে ছাই – Dhaka Mail
• আতশবাজির শব্দে কাঁপছিল উমায়ের, পরদিনই মৃত্যু – Jago News
সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থার
এ খুনের উৎসবকে 'না' বলুন..
নিজে থামুন, অন্যকেও থামান।
ISLAMIC REVIVAL FRONT - IRF
ISLAMIC REVIVAL FRONT
I.R.F

- **ডিজাইন টিম:** একজন গ্রাফিক ডিজাইনারকে দায়িত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক ড্রাফট একজন অভিজ্ঞ ডিজাইনার ও একাধিক অভিজ্ঞ সংগঠককে দেখিয়ে ন্যূনতম দুই ধাপে রিভিউ নিশ্চিত করুন । কোথাও ভুল বানান যেন না থাকে তা নিশ্চিতকরণে প্রুফ রিড করিয়ে নিন। পরিমার্জন শেষে ফাইনাল ডিজাইন দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ সংগঠক এপ্রুভাল দিবেন।
- **ফাইল ফরম্যাট:** Ai, PNG, PDF ইত্যাদি ফরম্যাটে ডিজাইন করতে হবে। প্রিন্টিং এর জন্য সর্বোত্তম Ai ফরম্যাট। প্রেসের সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী ফরম্যাট বেছে নিন। তবে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার জন্য বেশ কয়েকটি ফরম্যাট প্রস্তুত করে রাখুন।
- **লোগো ও সোশ্যাল মিডিয়া লিংক যুক্ত করা:** ইউনিটের নাম ও লোগো ডিজাইনে থাকতে হবে। ইউনিটের প্রচারণার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ইউনিটের সোশ্যাল মিডিয়া পেজের নাম ও লিংক QR কোড আকারে ডিজাইনে যুক্ত করতে পারেন। পাশাপাশি QR কোডের মাধ্যমে ভিডিও মেসেজ, ওয়েবসাইট বা ইভেন্ট লিংক সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- আজকাল অনেক সময় ডিজিটাল পোস্টারই মূলত বেশি ছড়ায়; সেক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য পোস্টারের ডিজিটাল ভার্সন অপটিমাইজ/প্রস্তুত করতে হবে বিভিন্ন বিষয় (Facebook ratio, story format, ট্রেন্ড ইত্যাদি) মাথায় রেখে ।

প্রিন্টিং ও ম্যাটেরিয়ালস (প্রিন্টিং টিম)

- **প্রিন্টিং:** এলাকার প্রিন্টিং প্রেস সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে রাখতে হবে। খরচ কেমন পড়বে তা হিসেব করে নিন। পরিমাণে বেশি পোস্টার প্রিন্ট করলে খরচ তুলনামূলক কম পড়ে। তাই সম্ভব হলে বেশি পরিমাণে প্রিন্ট করাতে হবে।
- প্রাপ্তিস্থান:
    - মিরপুর: তাজ প্রেস, মুক্তিযোদ্ধা কো-অপারেটিভ মার্কেটের পেছন দিকে, মিরপুর-১, মিরপুর-১০। নির্ধারিত প্রেসে (যেমন: তাজ প্রেস, মিরপুর) কমপক্ষে ২ দিন আগে অর্ডার কনফার্ম করতে হবে।
    - উত্তরা: ক্রিয়েটিভ ডিজিটাল সাইন, রাজউক কমার্শিয়াল কম্পলেক্স (৩য় তলা), আজমপুর
    - টঙ্গী বাজার
    - পল্টন: আজাদ প্রোডাক্টস-এর গলি দিয়ে ঢুকে কিছুদূর গেলেই বেশ কিছু প্রিন্টিং এর দোকান আছে।
    - এছাড়াও বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতে প্রিন্টের দোকান আছে।
- **পরিমাণ নির্ধারণ:** বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ক্ষেত্রে ৫০০–১০০০ কপি বা এর বেশিও লাগতে পারে। অতিরিক্ত কিছু কপি রাখতে হবে প্রয়োজনে। পরিমাণে অধিক প্রিন্ট করালে কিছু পোস্টার টাকার বিনিময়ে বা বিনামূল্যে অন্য কোনো ইউনিটকে সরবরাহ করতে পারেন।
- **প্রিন্টিং কোয়ালিটি চেক:** প্রিন্টিংয়ের পর অন্তত একটি কপি রিভিউ করে নিন। ভুল থাকলে সাথে সাথে প্রেসে জানান। সমস্যা এড়ানোর জন্য হাতে কিছুদিন সময় রেখে প্রিন্টিংয়ে দিন।

খরচ: পোস্টারের পরিমান যত বাড়বে পোস্টার প্রতি খরচ তত কমবে। ১০০০ কপি প্রিন্ট করালে সাধারণত পোস্টার প্রতি খরচ ৫/৬ টাকা পড়ে। আরও বেশি পরিমাণে করালে খরচ আরও কিছুটা কমতে পারে। নিজেরা প্রেসে গিয়ে প্রিন্ট করিয়ে

নেবার সুযোগ না থাকলে অনলাইনেও অর্ডার করা যায়। সেক্ষেত্রে এক্সট্রা ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। অনলাইনে অর্ডার করা যাবে এই পেইজগুলোয়

- Mashhadah Fragrance- https://www.facebook.com/MashhadahFragrance
- MuwahhidaH - https://www.facebook.com/MuwahhidaH.Bookshop.BD

পোস্টার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (লজিস্টিক্স টিম)

- পোস্টার সংগ্রহের স্থান:
    - প্রিন্টিং টিমের কাছ থেকে পোস্টার সংগ্রহ করবে লজিস্টিক্স টিম। একজন নির্ধারিত দায়িত্বশীলের কাছ থেকে বাকীরা বিভিন্ন স্থানে পোস্টার সাটানোর জন্য সংগ্রহ করবেন।
- সংরক্ষণ কৌশল:
    - পোস্টার রোল করে একটি শক্ত কাগজের বক্স বা টিউবে রাখা; ইলাস্টিক দিয়ে বেঁধেও রাখা যেতে পারে।
    - ভাঁজ না করা; ভেজা স্থান বা রোদ থেকে দূরে রাখা।

আঠা তৈরি ও সংরক্ষণ (লজিস্টিক্স টিম)

- উপকরণ:
    - ময়দা ১ কাপ
    - পানি ৪ কাপ
    - একটু লবণ
    - চাইলে সামান্য ভিনেগার (সংরক্ষণের জন্য)
    - বেশি আঠা প্রয়োজন হলে এই অনুপাতে উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে আঠা প্রস্তুত করে নিতে হবে।
- প্রস্তুত প্রণালি:
    - একটি হাঁড়িতে পানি গরম করতে থাকুন। অন্য পাত্রে ময়দা ও ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন।
    - ধীরে ধীরে তা গরম পানিতে ঢেলে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না ঘন হয়ে আসে।
    - ঠাণ্ডা হলে বোতলে সংরক্ষণ করুন। এভাবে প্রস্তুতকৃত আঠা ৩-৫ দিন ভালো থাকে।
- সংরক্ষণের নিয়ম:
    - কাঁচ/প্লাস্টিকের বোতলে রাখুন।
    - সরাসরি রোদ বা তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে।
    - ব্যবহারের পর ঢাকনা ভালোভাবে লাগিয়ে রাখুন ।

- এভাবে আঠা বানানোর সুযোগ না থাকলে বাজার থেকে আইকা গাম কিনে ব্যবহার করা যাবে। Fevicol SH ৫০০gm – ২০০/২৫০ টাকা, Fast Synthetic Resin Adhesive (FA-২৭) ৫০০ gm – ১৭০/২০০ টাকা।

পোস্টারিং কার্যক্রম (ফিল্ড টিম)

ফিল্ড টিম গঠন:

স্ট্রাকচার:

- একাধিক স্থানে একসাথে পোস্টারিং এর জন্য একাধিক সাবটিম বানানো লাগতে পারে
- প্রতি সাবটিমে সদস্য সংখ্যা হবে ৩–৫ জন বা প্রয়োজনভেদে কম/বেশী (কমপক্ষে দুইজন অভিজ্ঞ সদস্য থাকা আবশ্যক।)
- একজন থাকবে পোস্টার ক্যারিয়ার ও গাম ইনচার্জ একজন পোস্টার সাটাবে
- একজন জনসাধারণের সাথে কথোপকথন ও ফিডব্যাক নেবার দায়িত্বে (অভিজ্ঞ সদস্য)
- একজন থাকবে ছবি/ভিডিও তোলার জন্য
- প্রতিটি সাবটিমের নির্দিষ্ট একজন লিডার থাকবে যার দায়িত্ব থাকবে টিমের কার্যক্রম মনিটর, সমন্বয়, রিপোর্টিং ও সমস্যা সমাধান করা (অভিজ্ঞ সদস্য হওয়া আবশ্যক)

- স্থান নির্বাচন:
  - ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, টার্গেট অডিয়েন্স ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে স্থান নির্বাচন করুন।
  - বিশ্ববিদ্যালয়/স্কুল/কলেজের আশপাশ, মসজিদের বাইরে, বাজার/মার্কেট – যেখানে মানুষের চলাফেরা বেশি এমন জায়গায় রাস্তার মোড়ে খুঁটি, বৈদ্যুতিক খাম্বা, দেয়াল, বন্ধ দোকানের শাটারে পোস্টারিং করা যেতে পারে।
  - পোস্টার এমন জায়গায় লাগাতে হবে যাতে বার্তা চোখে পড়ে এবং আইনগত বা প্রশাসনিক ঝামেলা না হয়।
  - যেগুলো এড়ানো উচিত:
  - – বাসার গেট, বাড়ির দেয়াল (যদি অনুমতি না থাকে)
  - – সরকারি অফিস বা আদালত প্রাঙ্গণ
  - রুট প্ল্যান:

– আগেই এলাকায় পোস্টারিং এর জন্য নির্দিষ্ট পয়েন্ট ঠিক করে নিতে হবে।

– একটি লোকেশন ম্যাপ তৈরি করা যেতে পারে যেখানে কোথায় কোথায় পোস্টার লাগানো হবে তা চিহ্নিত থাকবে। এতে পোস্টারিং/ফিল্ড টিমের কাজ দ্রুত ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে।

- ব্যাকআপ লোকেশন প্ল্যান: যদি কোনো এলাকায় পোস্টারিং সম্ভব না হয়, তাহলে বিকল্প স্থান আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখতে হবে ।

- **সময়:** জনসমাগম বেশি হয় এমন সময় পোস্টারিং করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করলে বা দিনে পোস্টারিং করার সুযোগ না থাকলে রাত অথবা ফজরের আগ মুহূর্তে পোস্টারিং করুন। তবে বিশেষ কোনো সমস্যা না থাকলে সবসময় চেষ্টা করুন দিনের বেলা পোস্টারিং করতে। জনসমাগম বেশি এমন সময় পোস্টারিং করলে আপনার মেসেজ সহজে ও অধিক কার্যকরভাবে ছড়িয়ে পড়বে ইনশা আল্লাহ। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে সবসময় মানুষের আনাগোনা থাকে এমন স্থানে দুপুর বা বিকেলের দিকে পোস্টারিং করলেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।
- **টিম ব্রিফিং:** পোস্টারিংয়ের আগে একটি ছোট ব্রিফিং সেশন রাখা উচিত, যাতে সবাই জানে কী করণীয়, কোথায় কাজ করা হবে, কে কাকে রিপোর্ট করবে, কীভাবে পোস্টার লাগাতে হয়, কোথায় লাগানো নিরাপদ, ছবি তোলার নিয়ম, জনসাধারণের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, ন্যারেটিভ কি হবে ইত্যাদি
- নিরাপত্তা নির্দেশনা:
    - রাতের বেলায় ৩ জনের নিচে একা বের না হওয়া।
    - পরিচিত রুট ব্যবহার করা।
    - অপ্রয়োজনীয় বিশৃঙ্খলা করা থেকে বিরত থাকুন।
    - প্রয়োজনে টিম মেম্বারদের পরিচয়পত্র বা অনুমতি পত্রের কপি সঙ্গে রাখা যেতে পারে। বাকবিতন্ডায় না জড়ানো, অনর্থক শত্রু তৈরি না করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকুন।
    - কোনো সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ টিম লিডার বা দায়িত্বশীলকে জানান।
    - পুলিশি বাধার সম্মুখীন হলে নম্রভাবে জায়গা পরিবর্তন করুন ও দায়িত্বশীলদেরকে জানান।

- **চেকলিস্ট তৈরি:** পোস্টারিংয়ের আগের ও পরের জন্য একটি চেকলিস্ট রাখা যেতে পারে (যেমন: পোস্টার, গাম, ব্রাশ, ক্যামেরা, রুট প্ল্যান ঠিক আছে কি না)।
- **পূর্বের পোস্টার অপসারণ বা কভারিং নীতিমালা:** যদি ঐ এলাকায় পূর্বে পোস্টার লাগানো থাকে, সেটা ঢেকে ফেলা হবে নাকি নতুন পোস্টার আলাদা জায়গায় লাগানো হবে—তা নির্ধারিত থাকা। অন্য কোনো ইউনিটের পোস্টার বা ধর্মীয় দেয়ালচিত্রের উপর পোস্টার না লাগানো। অপ্রয়োজনীয় শত্রু বানানো বা বাকবিতন্ডায় জড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পরিবেশ ভাবনা:
    - পোস্টারে এমন কোন কাগজ বা আঠা ব্যবহার না করা যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।
    - পোস্টারিংয়ের সময় আশেপাশে নোংরা না করা। কাজ শেষে পোস্টারিং স্থল পরিষ্কার করে রাখা।
- পোস্টারিং শেষ করার পর করণীয়
    - ব্যবহৃত জিনিস গুছিয়ে রাখা
    - আঠার বোতল ভালোভাবে বন্ধ করে রাখা
    - ছবি/ভিডিও গুলো নির্দিষ্ট গুগল ড্রাইভ/ফোল্ডারে আপলোড

- প্রধান সমন্বয়কের কাছে ফিডব্যাক/রিপোর্ট জমা দেয়া (একটি ডক ফাইল বা ম্যাসেজের মাধ্যমে হতে পারে)
- টিমের সদস্যদের সাথে নাস্তা করা। তাদের কাজকে সাধুবাদ জানানো, কাজে অনুপ্রেরণা দেয়া।

কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট (ফিল্ড টিম)

- **স্থানীয় দোকানি বা পথচারীদের যুক্ত করা:** স্থানীয় লোকদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে পোস্টারিং-এর সময় ইস্যু সম্পর্কে কথা বলা বা লিফলেট দেওয়া। ইউনিট সম্পর্কেও জানানো, পোস্টারিং বা ইউনিটের কাজে যুক্ত হবার আহব্বান জানানো। তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে মার্জিত ভাষায় সেগুলোর উত্তর দেয়া। এতে করে আস্থা অর্জন ও ইউনিটের প্রচারণার সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া অনেকে ইউনিটের কাজ দেখে সরাসরি বা আর্থিকভাবে সংযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে। এজন্য তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য (নাম, ফোন নম্বর ইত্যাদি) সংগ্রহ করে রাখতে হবে। ইউনিটের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতেও তাদের যুক্ত করে নিতে হবে। তাদের সাথে দ্রুত ফলোয়াপ করতে হবে।
- **কমিউনিটি ফিডব্যাকের ব্যবস্থা:** কেউ চাইলে পোস্টারিং নিয়ে ফিডব্যাক দিতে পারে এমন একটি সহজ মাধ্যম (QR কোড, Facebook পেইজ লিঙ্ক) সংযুক্ত করা। এছাড়া পোস্টারিং-এর সময় কাজের ইমপ্যাক্ট নিয়ে (পোস্টারিং সমাজে কিভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, আপনাদের কেমন লাগছে, প্রয়োজনীয় মনে করেন কিনা ইত্যাদি) প্রত্যক্ষদর্শী বা আগ্রহী পথচারীদের সংক্ষিপ্ত ভিডিও সাক্ষাৎকার নেয়া। এই সাক্ষাৎকারগুলো মিডিয়া টিম সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারণার জন্য ব্যবহার করবে। তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক নেয়ার জন্য ফরম/খাতা-কলম নিয়ে যেতে পারেন।

ডক্যুমেন্টেশন ও রিপোর্টিং (ফিল্ড টিম)

- ছবি/ভিডিও তোলার নির্দেশনা:
  - পোস্টারের ক্লোজ-আপ
  - একাধিক স্পটে পোস্টারিং করা অবস্থায় পুরো টিমের ছবি
  - এলাকার উল্লেখযোগ্য কোনো স্থান/স্থাপনার সাথে পোস্টারের ছবি
  - 'Before-After' শট: কিছু এলাকায় আগে (পোস্টার ছাড়াই) ও পরে (পোস্টারসহ) ছবি তোলা যেতে পারে যাতে প্রভাব বোঝানো যায়।
  - ক্যাম্পেইনের গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় অংশগুলোর বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে ভিডিও ধারণ করা। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারগুলোর ভিডিও করা। পরবর্তীতে ভিডিওগুলো ব্যবহার করে প্রচারণার জন্য ক্যাম্পেইনের টিজার ভিডিও পোস্ট করা।
- রিপোর্টিং:
  - দিনশেষে নির্দিষ্ট ফোল্ডারে ছবি আপলোড ও মিডিয়া টিমকে নোটিফাই করা। মিডিয়া বিভাগে পাঠানোর সময় ডেটা সিস্টেমেটিক রাখা (দিন-স্থান অনুযায়ী ফোল্ডার করা)।
  - দায়িত্বশীলের কাছে রিপোর্ট জমা দেয়া।রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে:
    - তারিখ

- জায়গার নাম
- টিম সদস্যদের নাম
- মোট কতটি পোস্টার লাগানো হয়েছে
- কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা মিডিয়া প্রচারণার জন্য ব্যবহার করতে পারবে

মিডিয়া প্রচারণা (মিডিয়া টিম)

- ক্যাম্পেইনের আগে হাইপ তৈরি করার জন্য 'নতুন কিছু আসছে', 'আলাদা কিছু আসছে' – এমন ক্যাপশন ব্যবহার করা। পোস্টারের সোশ্যাল মিডিয়া ভার্শন পোস্ট করা। ক্যাম্পেইনের ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুত করার সময় ছবি তুলে তা পোস্ট করা। কবে কোন এলাকায় কাজ করা হবে তা আগের দিন পোস্ট করে জানিয়ে দেয়া।
- ক্যাম্পেইনের দিন কাজ শুরুর সময় ছবি পোস্ট করে বলা 'পোস্টারিং চলছে অমুক এলাকায়'। কাজ চলাকালীন পুরো টিমের ছবি পোস্ট করে বলা 'কাজ চলছে'। ক্যাম্পেইন শেষে ঐদিনই (সম্ভব হলে) পুরো ক্যাম্পেইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিগুলো ক্রমান্বয়ে একটা ভিজুয়াল স্টোরিটেলিং আকারে পোস্ট করা এবং পুরো ক্যাম্পেইনটা একটা গল্পের মতো করে বর্ণনা করা, কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকলে তা গল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ক্যাম্পেইনের পরে সাক্ষাৎকার গুলো পোস্ট করা। ডোনেশন কালেক্ট করা ও প্রচারণার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইনের টিজার ভিডিও পাবলিশ করা।
- সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্যাম্পেইনের নিউজ করানোর চেষ্ট করা। কোনো গণমাধ্যমে ক্যাম্পেইনের নিউজ আসলে তা পেজ থেকে শেয়ার করা।
- প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার, মানুষের প্রশংসা, আগের অবস্থা ও পরের অবস্থা তুলনা – যেমন থার্টি ফার্স্ট নাইট বিরোধী ক্যাম্পেইনের পর ৩১ ডিসেম্বর উপলক্ষে এলাকায় ডিজে পার্টি, গান-বাজনা ইত্যাদি কমেছে কিনা, অ্যান্টি ভ্যালেন্টাইন ক্যাম্পেইনের পর ভ্যালেন্টাইন ডে'তে এলাকার পার্ক, মাঠ, ঘোরার মত জায়গাগুলোয় ছেলে-মেয়েদের আনাগোনা কমেছে কিনা। ক্যাম্পেইনের পজেটিভ ইমপ্যাক্টগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা।
- পুরো ক্যাম্পেইনের কাজ, ইমপ্যাক্ট ইত্যাদি নিয়ে শর্ট ভিডিও/ডক্যুমেন্ট তৈরি করে তা ডোনেশন সংগ্রহ, ইউনিটের প্রচার ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করুন

বিশেষ নির্দেশনা

- প্রোগ্রামের অন্তত ২ দিন আগে প্রিন্টিং সংক্রান্ত কাজ কনফার্ম করে রাখুন।
- সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস প্রোগ্রামের আগের দিন রাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
- বিকল্প প্রচার কৌশল (backup): যদি পোস্টারিং কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় (বৃষ্টির কারণে, কারও আপত্তিতে), তাহলে কি হবে তার বিকল্প চিন্তা করে রাখুন। যেমন:
    - গুরুত্বপূর্ণ স্থান, রাস্তার মোড় বা মসজিদের বাইরে লিফলেট বিতরণ
    - ডিজিটাল পোস্টার প্রচারণা - Facebook পোস্ট, স্টোরি ইত্যাদি

- ক্যাম্পেইনের যাবতীয় খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা, ক্যাম্পেইন শেষে অডিট করে সকল হিসাব মিলিয়ে নেয়া, বাজেট ক্রস করল কিনা তা যাচাই করা এবং পরবর্তী ক্যাম্পেইনের বাজেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ইস্যু কীভাবে এড়ানো যায় তা নির্ধারণ করা।
- পোস্টারিংয়ের পরে টিম মিটিং ও ইনকুয়েস্ট করুন। ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ হলো কি না, কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে, কোন কাজটা কীভাবে করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যেত, কোন জায়গায় পোস্টার বেশি টিকে থাকল, কোথায় খুলে ফেলা হলো—এসব তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী পোস্টারিং কৌশলে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইনকুয়েস্ট কী, কেন, কীভাবে সে সম্পর্কে জানতে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ আলোচিত ইনকুয়েস্ট প্রবন্ধটি পড়ুন।
- সমন্বয় ও স্কেল-আপ প্ল্যানিং (প্রধান সমন্বয়ক)
    - **বড় ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে আন্তঃ-ইউনিট সমন্বয়:** যদি একাধিক ইউনিট সমন্বয় করার মাধ্যমে পোস্টারিং করা হয়, তাহলে একজন জোনাল/ডিভিশনাল সমন্বয়কারী নির্ধারণ করতে হবে। প্রতি ইউনিটে যেমন একজন প্রধান সমন্বয়কারী থাকে, ঠিক সেভাবে ১০টি ইউনিট একত্রে কাজ করলে সবগুলো ইউনিটের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন প্রধান সমন্বয়কারী থাকবে। সে সকল ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়, ফলোআপ ও রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। ইউনিটের সমন্বয়কারীরা জোনাল সমন্বয়কারীকে রিপোর্ট করবে।
    - **ডেডিকেটেড সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ/কমিউনিকেশন চ্যানেল:** এক্ষেত্রেও তড়িৎ সমন্বয়, নির্দেশনা ও মিডিয়া/ফাইল শেয়ারিংয়ের জন্য একটি আলাদা কমিউনিকেশন চ্যানেল ব্যবহার করা যেতে পারে। সেটা হতে পারে টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ।

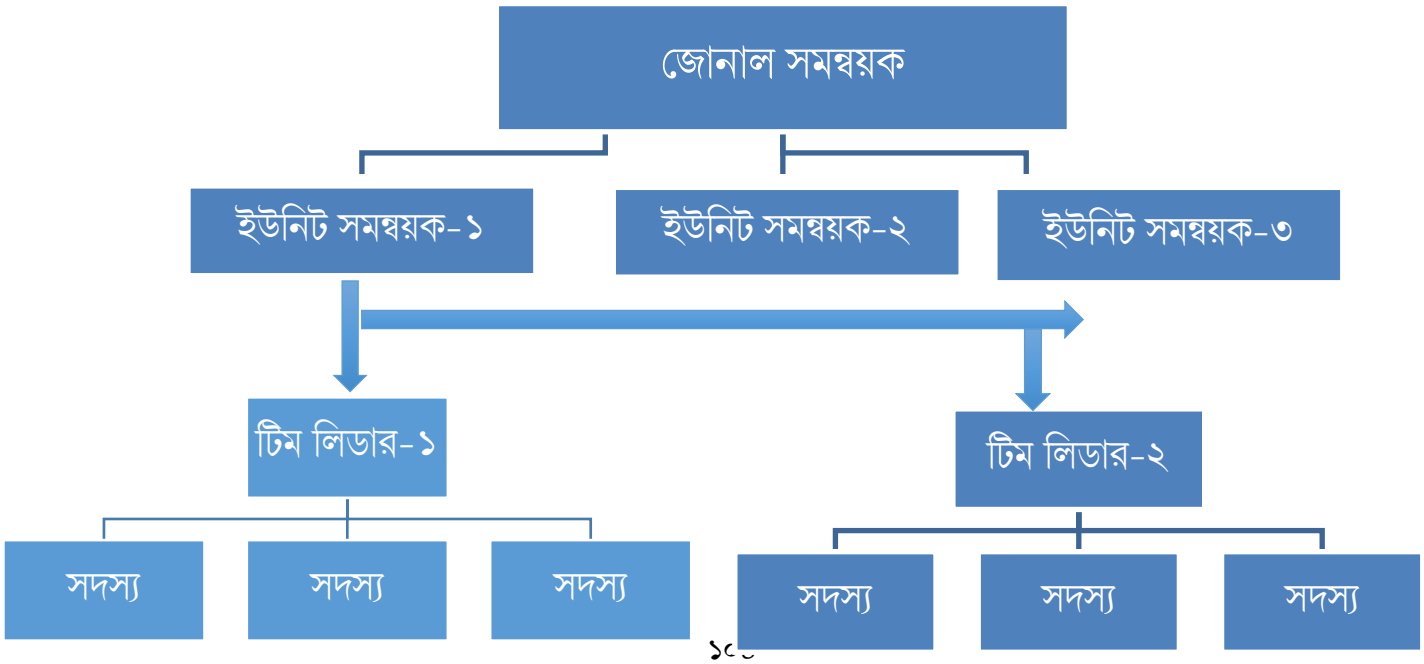

চেকলিস্ট

কাজ	সম্পন্ন হয়েছে	নির্ধারিত তারিখ	দায়িত্বপ্রাপ্ত
প্রাথমিক প্রস্তুতি			
প্রধান সমন্বয়ক নির্বাচন	☐		
টেলিগ্রাম গ্রুপ তৈরি	☐		
প্রত্যেক টিমের জন্য আলাদা টপিক তৈরি	☐		
প্রস্তুতি মিটিং আয়োজন	☐		
লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ	☐		
টিম কাঠামো ও দায়িত্ব বণ্টনের চেকলিস্ট			
দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া	☐		
নতুন সদস্যদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ	☐		
কমান্ড চেইন নিশ্চিতকরণ	☐		
কন্টেন্ট ও ডিজাইন			
বার্তা নির্বাচন ও টার্গেট অডিয়েন্স নির্ধারণ	☐		

ডিজাইন প্রস্তুতকরণ	☐		
অন্তত ২ ধাপে রিভিউ ও প্রুফরিডিং	☐		
ফাইল ফরম্যাট (Ai, PNG, PDF) প্রস্তুত	☐		
লোগো ও QR কোড যুক্ত করা	☐		
প্রিন্টিং			
প্রিন্টিং প্রেস নির্বাচন ও খরচ যাচাই	☐		
অর্ডার কনফার্ম (কমপক্ষে ২ দিন আগে)	☐		
প্রিন্ট কোয়ালিটি চেক	☐		
পোস্টার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (টিউবে/বক্সে)	☐		
অতিরিক্ত কপি ব্যাকআপ রাখা	☐		
পোস্টারিং পরিকল্পনা			
লোকেশন ও রুট প্ল্যান তৈরি	☐		
ব্যাকআপ লোকেশন নির্ধারণ	☐		
সময় নির্ধারণ (রাত/সকাল/জনসমাগমকালীন)	☐		

দল গঠন (৩-৫ জন, ভূমিকা নির্ধারণ, ব্রিফিং)	☐		
আঠা তৈরি ও সংরক্ষণ	☐		
মেটেরিয়ালস: ব্রাশ, গাম, ব্যাগ, মাস্ক প্রস্তুত	☐		
পোস্টারিং			
পোস্টার লাগানো এবং ছবি/ভিডিও তোলা	☐		
স্থানীয় দোকানি বা পথচারীদের সাথে কথোপকথন	☐		
স্থানীয়দের পোস্টারিং কার্যক্রমে যুক্ত করা	☐		
রিক্রুটমেন্ট, ডোনর জোগাড়	☐		
পোস্টারিং স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা	☐		
পূর্বের পোস্টার ঢেকে ফেলা বা পাশ কাটানো	☐		
ডকুমেন্টেশন ও রিপোর্টিং			
ছবি ক্লোজআপ, Before-After, লোকেশনসহ	☐		
নির্দিষ্ট ফোল্ডারে আপলোড	☐		
টিম রিপোর্ট জমা (তারিখ, জায়গা, টিম মেম্বার, সংখ্যা, বিশেষ ঘটনা)	☐		

প্রচারণা,ইনকুয়েস্ট ও অডিট			
মিডিয়া পোস্ট ও ডিজিটাল প্রচারণা	☐		
সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রচারণা	☐		
ইনকুয়েস্ট/ফলোআপ মিটিং	☐		
ইমপ্যাক্ট যাচাই	☐		
পোস্টারিং বাজেট ও অর্থ ব্যয় অডিট রিপোর্ট	☐		
ইউনিট প্রচারণা, ফান্ড কালেকশনের জন্য ক্যাম্পেইন ইমপ্যাক্ট সংক্রান্ত ভিডিও, পিডিএফ ডিজাইন ও প্রচার	☐		
নিরাপত্তা ও সমন্বয়			
নতুন সদস্যদের সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং	☐		
প্রশাসনিক অনুমতি (যদি প্রয়োজন হয়)	☐		
নিরাপত্তা গাইডলাইন মেনে চলা (নম্রতা, পিছু হটা, পরিচয়পত্র)	☐		
বিকল্প প্রচার কৌশল প্রস্তুত রাখা (লিফলেট/ডিজিটাল)	☐		

৫১। কিভাবে কার্যকরভাবে লিফলেট বিতরণ করতে হয়?

লিফলেটিং এর ক্ষেত্রেও পোস্টারিং বা প্রজেক্টর শোকেসিং এর SOP তে আলোচিত পদ্ধতিতে কাজভাগ করে দিতে হবে। সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে বরং আলোচনা করা যাক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে-

লিফলেট নির্ধারণ

প্রথমত যেই বিষয়কে কেন্দ্র করে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে সেই সংক্রান্ত লিফলেট গুলোর সফটকপি সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে একই টপিকের উপর একাধিক লিফলেট থাকতে পারে। টার্গেট অডিয়েন্স অনুযায়ী লিফলেট নির্ধারণ করতে হবে। যেমন যদি টার্গেট অডিয়েন্স হয় অভিভাবক রা তাহলে অভিভাবকদের জন্য বানানো লিফলেট এর সফটকপি নির্ধারণ করতে হবে। আবার যদি শিক্ষার্থীরা টার্গেট অডিয়েন্স হয় তাহলে তাদের জন্য মানানসই লিফলেট নির্ধারণ করতে হবে।

ম্যাটেরিয়ালস প্রিন্টিং

- লিফলেট নির্ধারণ এর পর লিফলেট গুলোকে নিজেরা প্রিন্ট করার ব্যবস্থা করতে হবে অথবা অন্য কারো মাধ্যম প্রিন্ট করিয়ে সেটা কিনে নিতে হবে।
- ইউনিটকে তার নির্ধারিত এলাকা অনুযায়ী লিফলেট এর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইউনিট এর সক্ষমতা,সদস্য সংখ্যা এবং ইউনিট যেই এলাকাতে বিদ্যমান তার পরিধি অনুযায়ী লিফলেট এর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।
- লিফলেট এর সংখ্যা নির্ধারণ হওয়ার পর ইউনিট যদি নিজ উদ্দ্যোগে লিফলেট প্রিন্ট করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আশে পাশে পরিচিত প্রিন্টিং-প্রেস এর কাজ করে এমন ভাই দের সাহায্য নিতে হবে।তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।যদি পরিচিত কেউ না থাকে তাহলে শহরে অথবা ইউনিট যেই এলাকাতে বিদ্যমান সেখানে প্রিন্টিং প্রেস এর দোকান গুলোতে খোজ নিন।
- ইউনিট থেকে একজন/ দুইজন ব্যক্তিকে প্রিন্টিং এর দায়িত্ব দিয়ে দিন। তারা প্রিন্টিং প্রেসে গিয়ে লিফলেট প্রিন্ট করে সেগুলোকে আবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে এবং ইউনিটের জন্য সুবিধা হবে এমন কোনো স্থানে জমা রাখবে।
- যদি ইউনিট নিজ দায়িত্বে লিফলেট প্রিন্ট করার দায়িত্ব না নেয় তাহলে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম (যারা নিজেরা লিফলেট গুলোকে প্রিন্ট করে বিক্রি করছে) থেকে প্রিন্ট করা লিফলেট অর্ডার করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নে দেয়া প্রাপ্তিস্থান গুলো থেকে অর্ডার করা যেতে পারে।
    - Mashhadah Fragrance- https://www.facebook.com/MashhadahFragrance
    - MuwahhidaH - https://www.facebook.com/MuwahhidaH.Bookshop.BD

ম্যাটেরিয়ালস প্রাপ্তিস্থান

লিফলেটের সফটকপি ডাউনলোড করে নিজেরা প্রিন্ট করতে চাইলে। এজন্য দেখুন-

- **অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক -ক্যাম্পেইন টুলকিট** - https://activismlab.info/blog/Activism-handbook-৩
- ক্যাম্পেইনের প্রয়োজনীয় সকল ম্যাটেরিয়ালস- https://activismlab.info/blog/necessary-materials-for-campaign

লিঙ্কে গেলে PDF, EPS দুই ধরনের ফরম্যাট পাওয়া যাবে। দোকানে প্রিন্ট করতে নিয়ে গেলে সাধারণত EPS ফরম্যাট চায়। দুটোই নিয়ে যাওয়া ভালো। যেটা চাওয়া হবে দিয়ে দিতে পারবেন। ফটোকপি অথবা প্রেস থেকে যদি অনেক কপি করানোর টার্গেট (৫০০+)থাকে তাহলে প্রেস থেকে করালে ভালো। ফটোকপির দোকানগুলো থেকেও করানো যেতে পারে। লিফলেট প্রিন্ট করলে খরচ একটু বেশী হয়ে যায়। প্রতি পিস ৫ টাকা থেকে শুরু করে ১০ টাকা। এজন্য প্রেস থেকে একেবারে ৪/৫ হাজার ছাপিয়ে নেওয়া ভালো অপশান। এক্ষেত্রে খরচ অনেক কমে আসে।

ঢাকার মধ্যে লিফলেট প্রিন্টিং এর জন্য যে সকল এলাকায় যাওয়া যেতে পারে

- **মিরপুর:** তাজ প্রেস, মুক্তিযোদ্ধা কো-অপারেটিভ মার্কেটের পেছন দিকে, মিরপুর-১, মিরপুর-১০। নির্ধারিত প্রেসে (যেমন: তাজ প্রেস, মিরপুর) কমপক্ষে ২ দিন আগে অর্ডার কনফার্ম করতে হবে।
- **উত্তরা:** ক্রিয়েটিভ ডিজিটাল সাইন, রাজউক কমার্শিয়াল কম্পলেক্স (৩য় তলা), আজমপুর
- টঙ্গী বাজার
- **পল্টন:** আজাদ প্রোডাক্টস-এর গলি দিয়ে ঢুকে কিছুদূর গেলেই বেশ কিছু প্রিন্টিং এর দোকান আছে।
- এছাড়াও বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতে প্রিন্টের দোকান আছে।

ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুতকরণ

লিফলেটগুলো প্রিন্ট থেকে আসার পর সেগুলোকে ভাজ করতে হয়। এই কারণে লিফলেটিং এর আগে ইউনিটের সদস্যদের কে নিয়ে লিফলেটগুলো নিয়ম অনুযায়ী ভাজ করে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে সবাই এক সাথে বসেও ভাজ করা যেতে পারে অথবা লিফলেটগুলোকে ভাগ করে ইউনিটের সদস্যদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে।

লিফলেটিং এর স্থান নির্বাচন ও বিতরণের কৌশল

স্থানঃ বিভিন্ন স্কুল,কলেজ ও কোচিং সেন্টার এর ভিতর ও বাহিরে

টার্গেট অডিয়েন্সঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা

- স্কুল-কলেজ কে কেন্দ্র করে লিফলেট বিতরণ।এক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে স্কুল বা কলেজের কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে ক্লাস রুমগুলো পর্যন্ত যাওয়ার।ক্লাস রুমে গিয়ে ছোট একটি বক্তব্যের মাধ্যমে পুরো বিষয়টির সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে দিয়ে হাতে হাতে লিফলেট গুলো দিয়ে দিতে হবে।
- যদি ক্লাসরুম পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে স্কুল বা কলেজের গেইটের বাইরে ছুটির আগে অপেক্ষারত অভিভাবকদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে। তাঁদেরকে ভদ্র ভাবে সামাজিক অবক্ষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক করুন। এবং কথা শেষে লিফলেটগুলো পড়ার অনুরোধ করুন।
- ছুটির পর শিক্ষার্থীদেরকে লিফলেট দেয়া যেতে পারে। বেশি বেশি লিফলেট দেওয়ার চেষ্টা না করে যেন ক্যাম্পেইন টা ফলপ্রসূ হয় সেই উদ্দেশ্যে লিফলেট দিতে হবে।
- কোচিং সেন্টারগুলোকে কেন্দ্র করেও ঠিক একই ভাবে কাজ করতে হবে। সম্ভব হলে কোচিং এর ভেতরে যেতে হবে আর তা না হলে গেইটের বাইরে কাজ করতে হবে।
- এসএসসি, এইচসি বা ভর্তি পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরে অনেক অভিবাবক অলস সময় কাটান। এই সুযোগে তাদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে।
    -

স্থানঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশের জমজমাট স্থান , জনপ্রিয় আড্ডাস্থল, ভার্সিটির হল রুম

টার্গেট অডিয়েন্সঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

- ভার্সিটির বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময়ে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা এবং অবক্ষয় নিয়ে কথা বলা যেতে পারে এবং এই ধরনের আড্ডা স্থল গুলোতে গেলে সব সময় সাথে লিফলেট রাখা যেতে পারে। সুযোগ পেলে তাদেরকে লিফলেট দেয়া যাবে।
- ভার্সিটির হলে বা হোস্টেলে থাকলে রুমে রুমে গিয়ে এক কপি করে দেওয়া যেতে পারে। নিজে যেতে না পারলে সকালবেলা রুমে রুমে যিনি পত্রিকা দেন, তাঁকে বলার চেষ্টা করুন। উনার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। উনি পত্রিকার সাথে সাথে সবার রুমে লিফলেটের একটা কপি পৌঁছিয়ে দিবেন।
    -

স্থানঃ এলাকার মাসজিদ ,বিকেলে খেলার মাঠ,এলাকার সেইসকল স্থান যেখানে কিশোর ও তরুণদের আনাগোনা বেশি।

টার্গেট অডিয়েন্সঃ এলাকার তরুণ ও কিশোরেরা

- বিকাল বেলা খেলার মাঠে গিয়ে গিয়ে তরুণদেরকে জড়ো করে ছোট একটি বক্তব্যের মাধ্যমে সচেতনা তৈরি করার পর তাদেরকে একজন একজন করে লিফলেট দেয়া।
- কিশোরদের মাঝে লিফলেট বিতরণ এর সময় সম্ভব হলে তাদের ছোট একটি উপহার দেয়া। সেটা হতে পারে একটি চকলেট অথবা কলম।

- সচেতনতার তৈরির উদ্দেশ্যে মাসজিদভিত্তিক হালাকাহ এর আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে এলাকার তরুণ ও কিশোরদেরকে দাওয়াত দেয়া এবং সামাজিক বিভিন্ন অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক বক্তব্য দেয়া। হালাকাহ শেষে সবাইকে একটি করে লিফলেট দিয়ে দেয়া।

স্থানঃ মাসজিদ

টার্গেট অডিয়েন্সঃ মুসল্লীগণ

- জুম'আর দিন খুতবার আগে খতিব সাহেবকে এপ্রোচ করতে হবে। ক্যাম্পেইন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাদেরকে অবগত করুন। তারা যেনো খুতবায় সামাজিক অবক্ষয় গুলো সম্পর্কে সতেচনতা তৈরি করে সেজন্যে অনুরোধ করতে হবে। খুতবা শেষে মুসল্লীদের লিফলেট দিন। এতে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে।

স্থানঃ কিশোরদের আড্ডাস্থল

টার্গেট অডিয়েন্সঃ কিশোরদের গ্রুপ

- এলাকার পরিচিত কিশোরদের গ্রুপগুলোকে এপ্রোচ করুন। তারা যেসকল স্থানে আড্ডা দেয় সেখানে ইউনিটের কয়েকজন সদস্যকে সাথে নিয়ে যান। তাদের সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি করুন। কথায় কথায় তাদেরকে সমাজে বিদ্যমান ফাহেশাগুলো সম্পর্কে বুঝাতে হবে। এভাবে সম্পর্ক একটি পর্যায়ে গেলে তাদেরকে লিফলেট দেয়া যেতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাদেরকে সাথে নিয়ে লিফলেট গুলো পড়ে শোনাতে হবে।

স্থানঃ পার্ক,ব্যস্ততম মোড়, এলাকার জনবহুল জায়গা,বাজার এলাকা,রেইলস্টেশন ,চা এর দোকান , জীম, বইয়ের দোকান, ফুচকা বা ঝালমুড়ির দোকান,স্টেশনারি,ফটোকপি ফ্লেক্সিলোডের দোকান ইত্যাদি।

টার্গেট অডিয়েন্সঃ সর্বস্তরের জনগণ

- দূরপাল্লার ট্রেনগুলো লিফলেট বিতরণের আরেকটি আদর্শ জায়গা। মানুষজনের করার কিছু থাকে না। বসে বসে ঘুমায়, মোবাইল টিপে, গল্প করে। উনাদের হাতে লিফলেট ধরিয়ে দেওয়া। এই সময়গুলোতে লিফলেট হাতে পেলে মানুষ পড়ার চেষ্টা করে।
- বাজারের প্রত্যেক দোকানীকে এক কপি করে লিফলেট দেওয়া। ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে পড়ার অনুরোধ করা । চায়ের স্টলে অলস আড্ডা দেওয়া মানুষগুলোর হাতে লিফলেট ধরিয়ে দেওয়া। ফুসকা, ঝালমুড়ির দোকানে, ফাস্টফুড আর রেস্টুরেন্টগুলোতে, জীমে,বইয়ের দোকানগুলোতে, স্টেশনারির দোকানগুলোতে, ফটোকপি, ফ্লেক্সিলোডের দোকান, দর্জির দোকানগুলোতে বেশ কয়েককপি লিফলেট দিয়ে রাখা । এই জায়গাগুলোতে তরুন,যুবকদের অনেক আনাগোনা। সহজেই তাদের হাতে পৌঁছে যাবে লিফলেট।

- দৈনিক পত্রিকা বিতরণ অফিসগুলোর মাধ্যমে ঘরে ঘরে পত্রিকার সাথে লিফলেটগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। এতে অভিভাবকরাও জানবেন, তরুণরাও সচেতন হবেন।
- ছুটির দিনগুলোতে বিভিন্ন পার্কগুলোতে মানুষের উপস্থিতি অনেক বেশি থাকে। এই জায়গায়গুলোতে বিকেলের দিকে পুরো ইউনিট সহ গিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং লিফলেটিং করলে তা ফলপ্রসূ হবে।

সর্বোপরি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে হবে। এমন সময় এমন জায়গায় গিয়ে লিফলেট বিতরণ করতে হবে, যখন মানুষের ব্যস্ততা কম থাকে এবং লিফলেট মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময় পাবে। যেমন, ফজরের পর পর মানুষের ব্যস্ততা কম থাকে। তাই ফজরের সালাতের পর মাসজিদের সামনে লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে। এতে করে অভিভাবক শ্রেণির মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। এভাবে সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে আরও বেশি প্রভাবশালী স্থান ও সময় বের করতে হবে।

মার্কেটিং

- ক্যাম্পেইনের প্রতিটি ধাপ এর ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে হবে
- বিশেষ মুহূর্ত গুলোর ছবি ও ভিডিও তে জোর দিতে হবে। যেমন লিফলেট বিতরণের সময় ও বিশেষত ইউনিট এর সদস্যরা যখন মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে।
- ছবি ও ভিডিও গুলো নিজেদের ফেইসবুক আইডি বা ইউনিটের পেইজে আপলোড করতে হবে
- সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পোস্টে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের ইতিবাচক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করুন
- লিফলেট বিতরণকালীন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে মাইক ব্যবহার করার মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারেন।

বক্তব্য

- লিফলেট বিতরণের সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও জনসচেতনা তৈরি উদ্দেশ্যে ছোট ছোট বক্তব্য দিতে হবে। লিফলেট বিতরণ স্থলে যাওয়ার আগেই নির্ধারিত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে।

দায়িত্ববন্টন

- **প্রিন্টিং বিভাগঃ** প্রিন্টিং প্রেসে যোগাযোগ করা এবং তাদেরকে লিফলেট ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া , রেগুলার আপডেট রাখা এবং প্রিন্টিং শেষে তা সংগ্রহ করার জন্য একটি টিম বরাদ্দ রাখতে হবে।
- লিফলেট হাতে পাওয়ার পর লিফলেট ভাজ করার জন্য একটি টিম বরাদ্দ করতে হবে।তারা সবগুলো লিফলেটকে নিয়ম অনুযায়ী ভাজ করবে।

- স্কুল/কলেজ/কোচিং সেন্টার এ লিফলেটিং এর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নেয়ার জন্য কয়েকজন সদস্যকে দায়িত্ব দিতে হবে।
- **লিফলেটিং বিভাগঃ** লিফলেটিং করার জন্য পুরো ইউনিটকে কয়েকটি উপদলে ভাগ করে বিভিন্ন আলাদা লোকেশনে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে সময় ও স্থান অনুযায়ী উপদলগুলোকে ভাগ করতে হবে। যদি এমন কোনো জায়গায় যেতে হয় যেখানে জনবল বেশি প্রয়োজন তাহলে সেখানে পুরো ইউনিট এক সাথেও যাওয়া যেতে পারে। উপদলগুলো ভাগ করার সময় এটি ঠিক করে দিতে হবে যে কোন সদস্যটি কথা বলবে আর কোন সদস্যটি লিফলেট দিবে।
- লিফলেট বিতরণের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেয়ার জন্য ইউনিটের সদস্যদের দায়িত্ব দিতে হবে।
- লিফলেট দেয়ার সময় ছবি ও ভিডিও করার জন্য নির্ধারিত সদস্যদের দায়িত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে যেসকল সদস্যদের স্মার্টফোন এর ক্যামেরা ভালো অথবা কারো যদি ডিএসএলআর ক্যামেরা থাকে তাহলে সেইসকল সদস্যদেরকে ছবি ও ভিডিও এর দায়িত্ব দিতে হবে
- লিফলেটিং এর ছবি ও ভিডিও ফেইসবুকে পোস্ট করার জন্য একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে।

বোনদের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা

বোনদের জন্য পরামর্শ হলো, তারা যেন শরীয়তের বিধান মনে রেখে দাওয়াহ করেন। এক্ষেত্রে তারা কিছু বিষয় অনুসরণ করতে পারেন। যেমন, শুধু মাহরামদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করতে পারেন। বান্ধবী ও আত্মীয়দের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। তাদের অতিরিক্ত লিফলেট দিতে পারেন, যাতে তারা অন্যদের সাথেও তা শেয়ার করতে পারে। এছাড়া, তাদের ভালো বই ও ম্যাগাজিন পড়তে উৎসাহিত করতে পারেন এবং নিজেরাও তা পড়তে পারেন। দাওয়াহ দেয়ার ক্ষেত্রে কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন, যাদের সাথে কথা বলছেন, তাদের নিয়মিত মনে করিয়ে দিন,রিমাইন্ডার দিন। তবে, দাওয়াহ দেয়ার সময় অবশ্যই শরীয়তের নিয়ম মেনে চলতে হবে। কোনভাবেই যেন এমন কিছু করা না হয়, যা শরীয়তের বিরুদ্ধে যায়। বিস্তারিত পড়ুন এই হ্যান্ডবুক-এ আলোচিত - মা-বোনেরা কিভাবে অ্যাক্টিভিসম করবেন এবং কিভাবে ফ্রি মিক্সিং এড়ানো যাবে?- এই প্রশ্নের উত্তর।

বিশেষ নির্দেশনা

- প্রোগ্রামের অন্তত ২ দিন আগে সব প্রিন্টিং কনফার্ম করে রাখতে হবে।
- সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস প্রোগ্রামের আগের দিন রাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

লিফলেটিং ক্যাম্পেইনের চেকলিস্ট

- লিফলেট নির্ধারণ ও সংগ্রহ

  ✓ ক্যাম্পেইনের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে
  ✓ সংশ্লিষ্ট টপিকের লিফলেটের সফটকপি সংগ্রহ করা হয়েছে

- ✓ টার্গেট অডিয়েন্স অনুযায়ী উপযুক্ত লিফলেট বাছাই করা হয়েছে

- লিফলেট প্রিন্টিং

  - ✓ প্রিন্টিংয়ের দায়িত্বে নির্দিষ্ট ব্যক্তি/দল নির্ধারণ করা হয়েছে
  - ✓ নিজে প্রিন্ট করবে নাকি অর্ডার করবে তা ঠিক করা হয়েছে
  - ✓ প্রিন্টিং প্রেস বা লিফলেট সরবরাহকারী প্ল্যাটফর্মের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে
  - ✓ লিফলেট সংগ্রহের সময়, পরিমাণ ও স্থান নিশ্চিত করা হয়েছে

- লিফলেট প্রস্তুতকরণ

  - ✓ লিফলেট ভাজ করার জন্য টিম নির্ধারণ করা হয়েছে
  - ✓ প্রোগ্রামের আগের দিন লিফলেট প্রস্তুত রাখা হয়েছে

- বিতরণ কৌশল ও স্থান নির্বাচন

  - ✓ বিতরণ স্থানের তালিকা প্রস্তুত (স্কুল, কলেজ, কোচিং, বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ক, বাজার ইত্যাদি)
  - ✓ টার্গেট অডিয়েন্স অনুযায়ী লোকেশন ভাগ করা হয়েছে
  - ✓ সময় নির্বাচন করা হয়েছে (যেখানে মানুষের ব্যস্ততা কম থাকে)

- দল গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন

  - ✓ ইউনিট সদস্যদের উপদলে ভাগ করা হয়েছে
  - ✓ প্রতিটি দলের জন্য একজন বক্তা এবং একজন বিতরণকারী নির্ধারিত
  - ✓ অনুমতি প্রয়োজন এমন স্থানের জন্য অনুমতির ব্যবস্থা করা হয়েছে

- বক্তব্য প্রস্তুতি

  - ✓ টপিক অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রস্তুত করা হয়েছে
  - ✓ বক্তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছে

- মার্কেটিং ও ডকুমেন্টেশন

  - ✓ ছবি ও ভিডিও ধারণের জন্য সদস্য নির্ধারণ করা হয়েছে
  - ✓ ছবি/ভিডিও ফেসবুকে পোস্টের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য নির্ধারিত
  - ✓ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের জন্য কনটেন্ট পরিকল্পনা করা হয়েছে

আরও পড়ুন- টিনেজ অ্যাক্টিভিজম: লিফলেটিং-এর খুঁটিনাটি- https://activismlab.info/blog/teenage-activism-leafleting

৫২। অনলাইনে পাওয়া পোস্টার/লিফলেটে ইউনিটের লোগো ব্যবহার করা যাবে কি?

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি আপনার ইউনিটের সুরক্ষা ও নৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

সাধারণ উত্তর হলো: না, অনুমতি ছাড়া বা সম্পূর্ণরূপে যাচাই না করে অনলাইনে পাওয়া পোস্টার/লিফলেটে ইউনিটের লোগো ব্যবহার করা উচিত নয়।

আপনার ইউনিটের জন্য এই বিষয়ে যে সতর্কতা ও নীতিগুলো অনুসরণ করা উচিত, তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ইনশা আল্লাহ

কেন এটি সাধারণভাবে পরিহার করা উচিত?

অন্যের তৈরি করা কনটেন্টে লোগো ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলো তৈরি হতে পারে:

- **মানহাজ ও আদর্শিক ঝুঁকি:** অনলাইনে পাওয়া যেকোনো কনটেন্ট আপনার ইউনিটের বিশুদ্ধ আকীদা বা মানহাজের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। লোগো ব্যবহার করলে সাধারণ মানুষ ধরে নেবে যে এই কনটেন্টের প্রতিটি শব্দ আপনার ইউনিটের দ্বারা অনুমোদিত । এতে আদর্শিক ত্রুটি দেখা দেওয়ার বড় ঝুঁকি থাকে।
- **গুণগত মান ও পেশাদারিত্ব:** পোস্টার বা লিফলেটের ডিজাইন, ভাষা ও তথ্যগত মান আপনার ইউনিটের পেশাদার স্ট্যান্ডার্ডের নিচে হতে পারে। এমনক্ষেত্রে লোগো ব্যবহার করলে ইউনিটের সামগ্রিক ব্র্যান্ড ভ্যালু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
- **সুরক্ষা ঝুঁকি:** যদি কনটেন্টটি ভুল তথ্য, অপপ্রচার (Propaganda), বা কোনো জটিলতা তৈরি করে, তবে লোগো ব্যবহারের কারণে আপনার ইউনিট সরাসরি সেই ঝুঁকির অংশীদার হবে। এটি সংকট মোকাবিলা কে আরও জটিল করে তুলবে।
- **কপিরাইট লঙ্ঘন:** আপনি যদি আসল ডিজাইনার বা লেখকের অনুমতি ছাড়া তার কন্টেন্ট ব্যবহার করেন, তবে এটি **কপিরাইট** লঙ্ঘন হতে পারে।

কখন ব্যবহার করা যেতে পারে?

অন্যের কনটেন্ট ব্যবহার করার একমাত্র বৈধ উপায় হলো এটিকে **ইউনিটের নিজস্ব সিস্টেমের মাধ্যমে ফিল্টার করা**।

- **কন্টেন্ট বিশ্লেষণ:** ভালোভাবে বিশ্লেষণের পর সংশ্লিষ্ট তদারককারী নিশ্চিত করবেন যে:
    - তথ্যের উৎস ১০০% নির্ভরযোগ্য।
    - আদর্শগতভাবে এটি আপনার মানহাজের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

কন্টেন্টে কোনো সমস্যা নেই তা নিশ্চিত হবার পরের ধাপ মূল লেখক বা ডিজাইনারের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ। তবে তার পূর্বে আপনাদের ইউনিটের সংশ্লিষ্ট তদারককারীর কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন যে আপনারা এই কন্টেন্ট ব্যবহার করবেন কিনা।

- **অনুমতি গ্রহণ:** যদি কন্টেন্টটির তথ্য ঠিক থাকে তাহলে এরপরের ধাপে মূল ডিজাইনার বা লেখকের কাছ থেকে অনুমতি নিন। অনুমতি পেলে পরের ধাপে অগ্রসর হতে হবে।
- **সম্পাদনা ও মান উন্নয়ন:** কন্টেন্টের গুনগত মান যদি আপনাদের ইউনিটের স্ট্যান্ডার্ডে হয়ে থাকে তাহলে চাইলে মূল ডিজাইন অপরিবর্তিত রেখে শুধু আপনাদের লোগো বসিয়ে দিন।যদি কন্টেন্টের গুনগত মান আপনাদের ইউনিটের স্ট্যান্ডার্ডে না হয়ে থাকে তাহলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ডিজাইন ও ভাষা সম্পাদনা করতে হবে। এক্ষেত্রেও মূল ডিজাইনার বা লেখকের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে।
- **পরিবর্তনের ট্র্যাকিং:** যদি মূল কনটেন্টে কোনো সম্পাদনা করা হয় (ভাষা বা ডিজাইনে), তবে মূল কন্টেন্ট ও পরিবর্তিত কন্টেন্টের রেকর্ড রাখতে হবে। এটি ভবিষ্যতে কোনো প্রশ্ন উঠলে আদর্শিক বা আইনি সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য দলীল হিসেবে কাজ করবে।

৫৩। কিভাবে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড প্রিন্ট করতে হবে? মিছিলে বা মানববন্ধনে ব্যবহার করতে হবে?

মিছিল, মানববন্ধন বা এধরণের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড প্রিন্ট করতে হয়। এক্ষেত্রেও পোস্টারিং বা প্রজেক্টর শোকেসিং এর SOP তে আলোচিত পদ্ধতিতে কাজভাগ করে দিতে হবে। সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে বরং আলোচনা করা যাক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে-

বার্তা/ম্যাসেজ

- **বার্তা নির্বাচন:** ব্যানার/প্ল্যাকার্ডের বার্তা হবে ইস্যু কেন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক, আবেগজাগানিয়া এবং প্রতিবাদী। শব্দচয়ন এমন হতে হবে যাতে চোখে পড়ে ও চিন্তায় আঘাত করে। অত্যাধিক তথ্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে ব্যানারে ক্যাম্পেইনের শিরোনামের পাশাপাশি ছোট করে উদ্দেশ্য, স্থান-সময় ইত্যাদি তথ্য থাকবে। একই ব্যানার একাধিক উপলক্ষ্যে ও সময়ে ব্যবহার করতে চাইলে স্থান-সময় এগুলো রাখা যাবে না। তবে অনলাইন প্রচারণার ক্ষেত্রে স্থান-সময় ডিজাইনে উল্লেখ থাকতে হবে।
- **বার্তার টার্গেটেড অডিয়েন্স বিবেচনা**: যে শ্রেণিকে টার্গেট করা হচ্ছে (যেমন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, খেটে খাওয়া মানুষ, সাধারণ জনগণ) তাদের চিন্তা-চেতনা ও বাচন ভঙ্গি বুঝে বার্তা/বয়ান নির্মাণ করতে হবে।
- **সাংস্কৃতিক সচেতনতা:** স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বুঝে বার্তা ও ছবি বাছাই করতে হবে; যাতে করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না আসে। । শরিয়াহর বিধান ও মেজেজের সাথে বেমানান এমন ডিজাইন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

ডিজাইন ও কন্টেন্ট তৈরি

- **সাইজ:** মূল ব্যানারের সাইজ ৩×৬ ft, ৪×৮ ft বা প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট-বড় হতে পারে। স্ট্যান্ডি/এক্স (standee/X) ব্যানারের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ৫×২ ft। প্ল্যাকার্ডের ক্ষেত্রে সাইজ ২.৫×২ ft রাখা যায়।

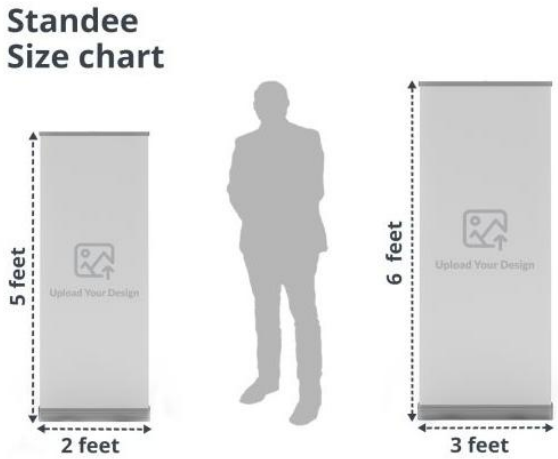

Banner Size	US Size (Inches)	US Size (Feet)
Tiny	24" x 24"	2' x 2'
Smaller	24" x 60"	2' x 5'
Small	24" x 72"	2' x 6'
Medium-Small	24" x 96"	2' x 8'
Medium	36" x 72"	3' x 6'
Medium-Large	36" x 96"	3' x 8'
Large	48" x 120"	4' x 10'

- ফন্ট ও টাইপোগ্রাফি:
  - হেডিং: মোটা, স্পষ্ট ও দূর থেকে পড়ার উপযোগী (যেমন: Hind Siliguri, Anek Bangla)।
  - বডি: সহজপাঠ্য ও ব্যালেন্সড হতে হবে (যেমন: Kalpurush, Noto Sans Bengali)
    - **হাই কনট্রাস্ট কালার**: সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো বা গাঢ় রঙের লেখা, বা এর উল্টোটাও করা যেতে পারে (এমন বিভিন্ন কালার কম্বিনেশন ব্যাবহার করা যেতে পারে)।
    - ৩০% টেক্সট, ৭০% ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট - এই রুল অনুসরণ করতে পারলে ভালো।
    - শক্তিশালী, চোখে পড়ার মতো ডিজাইন-টাইপোগ্রাফি হতে হবে। কালার কম্বিনেশন ও ফন্ট সিলেকশন এমন হতে হবে যেন দূর থেকেও মূল বার্তা চোখে পড়ে ও বোঝা যায়।
- **ভিজ্যুয়াল হায়ারার্কি:** ব্যানার/প্ল্যাকার্ডের মধ্যে কোন তথ্যটা আগে চোখে পড়বে, কোনটা পরে—এই হায়ারার্কি যেন পরিকল্পিত হয়। বড় হেডলাইন, মিড-সাইজ সাব-হেডিং, ছোট সাইজ তথ্য/ডিটেইল।
- ডিজাইন উদাহরণ:

○ ব্যানার -

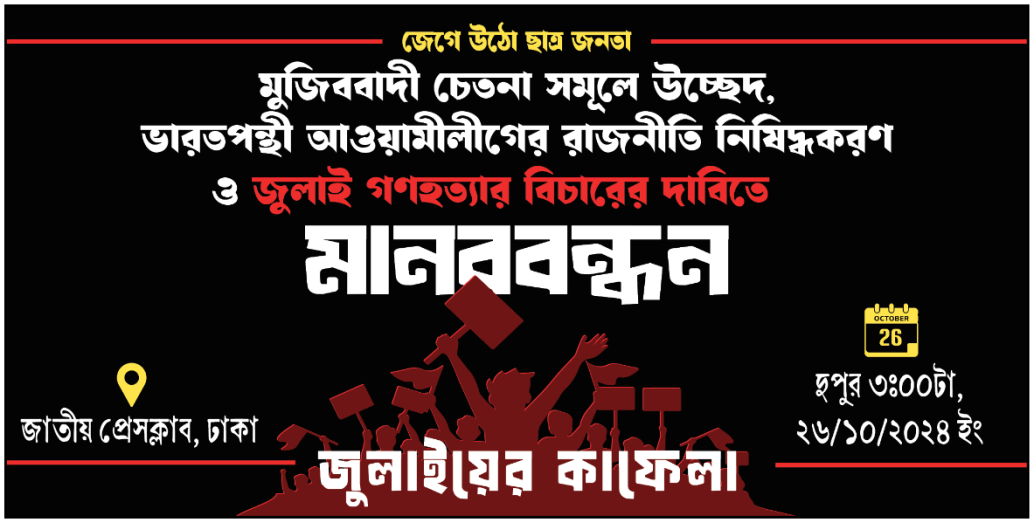
জেগে উঠো ছাত্র জনতা
মুজিববাদী চেতনা সমূলে উচ্ছেদ,
ভারতপন্থী আওয়ামীলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ
ও জুলাই গণহত্যার বিচারের দাবিতে
মানববন্ধন
OCTOBER
26
জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা
দুপুর ৩:০০টা,
২৬/১০/২০২৪ ইং
জুলাইয়ের কাফেলা

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার মদদে গাযায় যায়নবাদী
ইসরায়েলের চালানো গণহত্যার প্রতিবাদে
বিক্ষোভ মিছিল
তথাকথিত মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ
ইসলামী নবজাগরণ ফ্রন্ট (IRF)

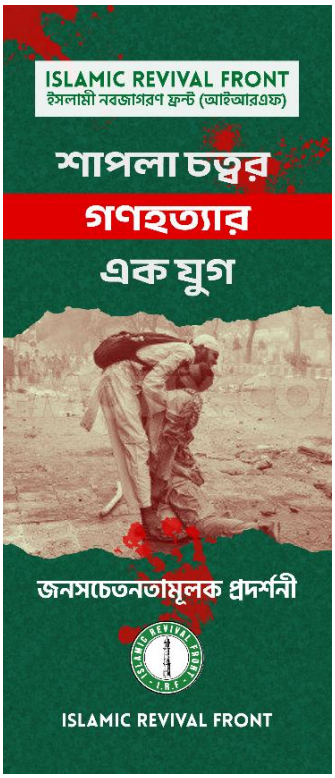
ISLAMIC REVIVAL FRONT
ইসলামী নবজাগরণ ফ্রন্ট (আইআরএফ)
শাপলা চত্বর
গণহত্যার
এক যুগ
জনসচেতনতামূলক প্রদর্শনী
ISLAMIC REVIVAL FRONT

প্ল্যাকার্ড –

Bombs may fall
lives may break,
But this resistance
you cannot shake.
Islamic Revival Front

ইসরাইলের
সন্ত্রাসীরা
হুশিয়ার
সাবধান
Islamic Revival Front

- **ডিজাইন টিম:** একজন গ্রাফিক ডিজাইনারকে দায়িত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক ড্রাফট একাধিক অভিজ্ঞ সংগঠককে দেখিয়ে ন্যূনতম দুই ধাপে রিভিউ নিশ্চিত করতে হবে। কোথাও ভুল বানান যেন না থাকে তা নিশ্চিতকরণে প্রুফ রিড করিয়ে নিতে হবে। পরিমার্জন শেষে ফাইনাল ডিজাইন দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ সংগঠক এপ্রুভাল দিবেন।
- **ফাইল ফরম্যাট:** Ai, PSD, PNG, PDF ইত্যাদি ফরম্যাটে ডিজাইন করুন। প্রিন্টিং এর জন্য সর্বোত্তম Ai ফরম্যাট। প্রেসের সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী ফরম্যাট বেছে নিতে হবে, তবে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে হবে। তাই বেশ কয়েকটি ফরম্যাট প্রস্তুত রাখুন ।
- **লোগো ও সোশ্যাল মিডিয়া লিংক যুক্ত করা:** ইউনিটের নাম ও লোগো ডিজাইনে থাকতে হবে। ইউনিটের প্রচারণার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যানার/প্ল্যাকার্ডে ইউনিটের নাম একেবারে নিচে দিলে অনেক সময় মিডিয়ার ছবি/ভিডিওতে আসে না। তাই খেয়াল রাখতে হবে যেন ইউনিটের নাম চোখে পড়ে এবং ছবি/ভিডিওতে আসে। প্রয়োজনে ডিজাইনের উপরের দিকে বা মাঝামাঝি বড় করে ইউনিটের নাম দেয়া। তবে দেখতে বেখাপ্পা যেন না লাগে। এছাড়া ইউনিটের সোশ্যাল মিডিয়া পেজের নাম ও লিংক QR কোড আকারে ডিজাইনে যুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া QR কোডের মাধ্যমে ভিডিও মেসেজ, ওয়েবসাইট বা ইভেন্ট লিংক সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডের ডিজিটাল ভার্সন অপটিমাইজ/প্রস্তুত করা (Facebook ratio, story format ইত্যাদি)।

প্রিন্টিং ও মেটেরিয়ালস

- **প্রিন্টিং:** এলাকার প্রিন্টিং প্রেস সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে রাখুন । খরচ কেমন পড়বে তা হিসেব করতে হবে। কমপক্ষে ২ দিন আগে অর্ডার কনফার্ম করুন। মাঝারি সাইজের ব্যানার প্রিন্ট করতে ৮০০/১০০০ টাকা লাগে। নতুন প্ল্যাকার্ড বানাতে প্রতি পিস ২০০/৩০০ টাকা খরচ পড়ে। কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুর প্ল্যাকার্ডের কাজ শেষ হয়ে গেলে সেগুলোর উপরের লেখাটা পরিবর্তন করে পুনরায় ব্যবহার করুন। সেক্ষেত্রে নতুন লেখা পিভিসি লাগাতে প্রতিটায় ১০০/১৫০ টাকা খরচ পড়বে।
- প্রাপ্তিস্থান:
    - মিরপুর: তাজ প্রেস, মুক্তিযোদ্ধা কো-অপারেটিভ মার্কেটের পেছন দিকে, মিরপুর-১।
    - উত্তরা: ক্রিয়েটিভ ডিজিটাল সাইন, রাজউক কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (৩য় তলা), আজমপুর।
    - টঙ্গী বাজার
    - পল্টন: আজাদ প্রোডাক্টস-এর গলি দিয়ে ঢুকে কিছুদূর গেলেই বেশ কিছু প্রিন্টিং এর দোকান আছে।
    - এছাড়াও বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতে প্রিন্টের দোকান আছে।
- **পরিমাণ নির্ধারণ:** মিছিল/মানববন্ধনের সামনে রাখার জন্য ন্যূনতম ২টি ব্যানার রাখতে হবে; ১টি বাংলা, ১টি ইংরেজি। প্ল্যাকার্ডের সংখ্যা কর্মসূচীর আকারের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। তবে ছোট কর্মসূচী হলেও ন্যূনতম ১০টি প্ল্যাকার্ড রাখতে হবে; বাংলা ইংরেজি উভয় ভাষায়। আরববিশ্বকে মেসেজ দিতে চাইলে আরবিতেও রাখা যেতে পারে । বিশেষ করে ফিলিস্তিন,শাতিম ইত্যাদি ইস্যুর ক্ষেত্রে
- **প্রিন্টিং কোয়ালিটি চেক:** স্যাম্পল প্রিন্ট চেক করে চূড়ান্ত অনুমোদন দিন। ভুল থাকলে সাথে সাথে প্রেসকে জানানো। এজন্য হাতে কিছুদিন সময় রেখে প্রিন্টিংয়ে দেয়া উচিত।

ব্যানার/প্ল্যাকার্ড সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ

- প্রেস থেকে প্রিন্ট হয়ে আসার পর প্রিন্টিং টিমের কাছ থেকে ব্যানার/প্ল্যাকার্ড সংগ্রহ করে লজিস্টিকস টিম সংরক্ষণ করবে।
- সংরক্ষণ কৌশল:
    - ব্যানার রোল করে একটি শক্ত কাগজের বক্স বা টিউবে রাখা; ইলাস্টিক দিয়ে বেঁধেও রাখা যেতে পারে।
    - ভাঁজ না করা; ভেজা স্থান বা রোদ থেকে দূরে রাখা।
    - প্ল্যাকার্ড একটির উপর একটি স্তুপ করে না রাখা। হাতল উপরের দিকে দিয়ে উল্টো করে কোনো দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখা।
- ক্যাম্পেইনের দিন মিছিল/মানববন্ধনের সামনের সারিতে ব্যানার দেয়া, ইউনিটের অ্যাক্টিভিস্টদের প্ল্যাকার্ড দেয়া, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ক্যাম্পেইন হলে সেখানে ব্যানার ও স্ট্যান্ডি ব্যানার সেটআপ করা, কোনো ক্যাম্পেইনের প্রচারণার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যানার টাঙানো ও সেজন্য স্ট্যান্ড/টেপ/দড়ি প্রস্তুত রাখা, ক্যাম্পেইন শেষে সবকিছু সংগ্রহ করা ও কিছু হারিয়ে গেল কিনা যাচাই করা - এই সকল দায়িত্ব লজিস্টিকস ও ফিল্ড টিমের।

ব্যবহার নির্দেশিকা

মিছিলে ব্যবহার

- ব্যানার থাকবে সামনের সারিতে। ইউনিটের নেতৃবৃন্দ মিছিলের সামনের সারিতে থাকবে, তারা ব্যানার ধরে রাখবে।
- মিছিলের মাঝেমাঝে প্ল্যাকার্ড বিতরণ করা হবে, স্লোগানের সঙ্গে প্ল্যাকার্ডের কথার সামঞ্জস্য থাকবে
- ব্যানার ধরার জন্য নির্ধারিত ৪-৫ জনকে দায়িত্ব দেয়া হবে।
- কিছু প্ল্যাকার্ড মিছিলের সামনের দিকে ২য়/৩য় সারিতে থাকবে। বেশিরভাগ প্ল্যাকার্ড সামনের দিকে রাখতে হবে।

মানববন্ধনে ব্যবহার

- ব্যানার থাকবে ব্যাকড্রপ বা সামনের সারির সেন্টারে। সব প্ল্যাকার্ড ব্যানেরের পেছনের সারিতে রাখা যাবে না। মানববন্ধনের জন্য সামনের সারি যতদূর সম্ভব লম্বা করতে হবে। এই সারিতে যত সম্ভব প্ল্যাকার্ড রাখা।
- সকল অংশগ্রহণকারী হাতে প্ল্যাকার্ড রাখার চেষ্টা করতে হবে। ক্লান্ত হয়ে গেলে পরিবর্তন করে পালাক্রমে প্ল্যাকার্ড ধরতে হবে।
- মিডিয়ার জন্য একাধিক ফটোজেনিক প্ল্যাকার্ড প্রস্তুত করতে হবে। স্পষ্ট ও আকর্ষণীয় বার্তা থাকবে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বার্তা পৌঁছানোর জন্য ইংরেজিও আরবিতে প্ল্যাকার্ড রাখা যেতে পারে।

ঝুঁকি ও ব্যাকআপ পরিকল্পনা

সম্ভাব্য সমস্যা ও করণীয়:

- প্রিন্ট বিলম্ব/প্রেসে ঝামেলা ⟶ ব্যাকআপ প্রেসের খোঁজ রাখা।
- ব্যানার স্ট্যান্ড ভেঙে যাওয়া ⟶ টেপ/দড়ি/লাঠি দিয়ে সাময়িক সমাধান।
- বৃষ্টি/ঝড় ⟶ ব্যানার ঢেকে রাখা/শুকনো স্থানে সরিয়ে নেওয়া।
- প্ল্যাকার্ড হারিয়ে যাওয়া ⟶ একই বার্তার একাধিক প্ল্যাকার্ড রাখা, প্রোগ্রাম শেষে গুনে গুনে প্ল্যাকার্ড বুঝে নেওয়া, প্ল্যাকার্ড বিতরণ ও বুঝে নেবার জন্য নির্দিষ্ট সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া ।

বিশেষ নির্দেশনা

- প্রোগ্রামের অন্তত ২ দিন আগে সব প্রিন্টিং কনফার্ম করে রাখতে হবে।
- সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস প্রোগ্রামের আগের দিন রাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
- ক্যাম্পেইনের যাবতীয় খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা, ক্যাম্পেইন শেষে অডিট করে সকল হিসাব মিলিয়ে নেয়া, বাজেট ক্রস করল কিনা তা যাচাই করা এবং পরবর্তী ক্যাম্পেইনের বাজেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ইস্যু কীভাবে এড়ানো যায় তা নির্ধারণ করতে হবে।
- ক্যাম্পেইনের পরে টিম মিটিং ও ইনকুয়েস্ট করুন। ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ হলো কি না, কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে, কোন কাজটা কীভাবে করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যেত, ব্যানার/প্ল্যাকার্ডের বার্তা কতটা প্রচার হয়েছে—এসব তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী ক্যাম্পেইন কৌশলে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইনকুয়েস্ট কী, কেন, কীভাবে সে সম্পর্কে জানতে দেখুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** *এ আলোচিত "ইনকুয়েস্ট (Inquest)"* প্রবন্ধটি।

ফাইনাল চেকলিস্ট

কাজ	সম্পন্ন হয়েছে	দায়িত্বশীল
বার্তা নির্ধারণ	☐	কনটেন্ট ও ডিজাইন টিম
ডিজাইন	☐	কনটেন্ট ও ডিজাইন টিম
স্যাম্পল চেক	☐	প্রিন্টিং টিম

ফাইনাল প্রিন্ট	☐	প্রিন্টিং টিম
সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও কর্মসূচী শেষে পুনরায় সংগ্রহ	☐	লজিস্টিক্স টিম
ব্যানার ইনস্টল/টাঙানো	☐	ফিল্ড টিম

৫৪। ওয়ার্কশপ/সেমিনার: কেন ও কি কি বিষয়ে আয়োজনের দরকার? ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মধ্যে পার্থক্য কী? কিভাবে আয়োজন করা যায়?

ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সদস্যদের মনস্তাত্ত্বিক দৃঢ়তা, আদর্শিক ভিত্তি মজবুত করা, সমাজে জনসংযোগ করার জন্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া।

সেমিনার ও ওয়ার্কশপ কেন প্রয়োজন?

মাঠপর্যায়ের অ্যাক্টিভিসম কেবল আবেগের ওপর ভিত্তি করে সফল হয় না; এর জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক ও কারিগরি দক্ষতা। এর মূল লক্ষ্যগুলো হলো:

- **আদর্শিক প্রতিরক্ষা:** সদস্যরা যখন ময়দানে কাজ করে, তখন তারা বিভিন্ন সেকুল্যার বা ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাধারার মুখোমুখি হয়। সদস্যদের মধ্যে ইখলাস, তাওহীদ এবং আখলাকের ভিত্তি মজবুত করা হয় যাতে তারা প্রতিকূল পরিবেশেও আদর্শিক বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পায়।
- **ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি :** আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মিডিয়া হ্যান্ডলিং, আইনি সচেতনতা, ডেটা ডকুমেন্টেশন এবং আইটি স্কিল অর্জন করা প্রয়োজন। এই আয়োজনগুলো সদস্যদের এসব বিষয়ে দক্ষ করে তোলে।
- **ইউনিট নির্মাণ :** এটি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে দলগতভাবে কাজ করতে হয়, তা এখানে শেখানো হয়।
- **কৌশলগত বিশ্লেষণ :** ইসলামবিদ্বেষী প্রোপাগান্ডা এবং সমসাময়িক সামাজিক সংকটগুলো নিয়ে গভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণের যোগ্যতা তৈরি করা হয় যাতে ইউনিট যেকোনো পরিস্থিতির তাত্ত্বিক মোকাবিলা করতে পারে।
- **জনসংযোগ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা:** সেমিনারের মাধ্যমে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুরুব্বি এবং প্রভাবশালীদের এক জায়গায় আসার সুযোগ তৈরি হয়। যখন তারা দেখেন যে ইউনিট অত্যন্ত মার্জিত এবং পরিকল্পিতভাবে সামাজিক সমস্যার (যেমন: মাদক বা আত্মহত্যা) সমাধান নিয়ে আলোচনা করছে, তখন সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা বহুগুণ বেড়ে যায়।

- **রিক্রুটমেন্ট ও দাওয়াহ:** আকর্ষণীয় এবং জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে পাবলিক সেমিনার আয়োজন করলে অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী বা নতুন মুখ উপস্থিত হয়। এটি আমাদের জন্য একটি চমৎকার 'স্ক্রিনিং' বা 'ফিল্টারিং' প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এই প্রোগ্রামগুলো থেকেই আমরা সম্ভাব্য প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করতে পারি এবং পরবর্তীতে তাদের ইউনিটের মূল স্রোতে যুক্ত করার (রিক্রুটমেন্ট) প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

সেমিনার বনাম ওয়ার্কশপ: পার্থক্য ও প্রয়োগ

সফল আউটপুটের জন্য এই দুটির পার্থক্য বুঝে আয়োজন করা জরুরি:

বৈশিষ্ট্য	সেমিনার	ওয়ার্কশপ
মূল লক্ষ্য	তাত্ত্বিক জ্ঞান বা নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান	হাতে-কলমে কাজ শেখা বা ব্যবহারিক দক্ষতা
প্রকৃতি	তাত্ত্বিক ও বক্তৃতাভিত্তিক	প্রায়োগিক (Hands-on) ও অংশগ্রহণমূলক
অংশগ্রহণ	শ্রোতারা মূলত বক্তার কথা শোনেন ও প্রশ্ন করেন	অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে অনুশীলন ও কাজ করেন
সময়কাল	সাধারণত সংক্ষিপ্ত (১-২ ঘণ্টা)	দীর্ঘমেয়াদী (৩ ঘণ্টা থেকে পুরো দিন)
টার্গেট	সাধারণ জনগণ ও শুভাকাঙ্ক্ষী	ইউনিটের সক্রিয় সদস্য ও ভলান্টিয়ার

উদাহরণ: "সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামী নৈতিকতা" শীর্ষক আলোচনাটি হবে একটি **সেমিনার** (যেখানে তথ্য দেওয়া হবে); কিন্তু "কিভাবে কার্যকর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বা ভিডিও তৈরি করতে হয়" তার প্রশিক্ষণ হবে একটি **ওয়ার্কশপ** (যেখানে কাজ শেখানো হবে)।

প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু ও ক্ষেত্রসমূহ

সদস্যদের প্রয়োজন ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। কিছু উদাহরণ-

- **আদর্শ ও মানহাজ:** তাওহীদ, আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ, আমর বিল মা'রুফ-এর দর্শন, ইখলাস ও নিয়ত শুদ্ধিকরণ এবং ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের আদবকেতা।
- **নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা:** লিডারশিপ কোয়ালিটি, টিম বিল্ডিং, মিটিং পরিচালনা, নেটওয়ার্কিং এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট।
- **কৌশল ও মিডিয়া:** অ্যাক্টিভিসম স্ট্র্যাটেজি, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডেটা ডকুমেন্টেশন এবং পাবলিক স্পিকিং।
- **আইন ও সুরক্ষা:** রাষ্ট্রীয় আইনে নাগরিকের অধিকার, ডিজিটাল সিকিউরিটি এবং আইনি সংকটের শিকার হলে করণীয়।
- **জীবনঘনিষ্ঠ সচেতনতা:** মাদক, স্ক্রিন আসক্তি, পর্ন আসক্তি, হারাম সম্পর্ক, জিনা-ব্যভিচার, গর্ভপাত, হতাশা এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধের কৌশল।

সেমিনার আয়োজনের নির্দেশিকা

- **থিম নির্বাচন:** একটি আকর্ষণীয় নাম দিন যা কৌতূহল জাগায়।
- **বক্তা প্যানেল:** ভারসাম্য রক্ষায় ৩-৪ জন বক্তা রাখুন। যেমন: একজন আলেম, একজন ডাক্তার বা মনোবিজ্ঞানী এবং একজন সমাজকর্মী।
- **সঞ্চালনা ও অডিয়েন্স:** একজন দক্ষ উপস্থাপক রাখুন। অডিয়েন্স ১০০+ হতে পারে, তবে আমন্ত্রিতদের তালিকা আগে থেকে যাচাই করে নিন।
- **প্রশ্নোত্তর পর্ব:** শেষে অন্তত ২০-৩০ মিনিট উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর রাখুন যাতে শ্রোতাদের সংশয় দূর হয়।

ওয়ার্কশপ আয়োজনের নির্দেশিকা

- **ছোট গ্রুপ:** এটি কখনোই বড় করা উচিত নয়। ১৫-২৫ জন সদস্য নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে কার্যকর যাতে প্রশিক্ষক সবার ওপর নজর দিতে পারেন।
- **উপকরণ :** অংশগ্রহণকারীদের জন্য ডায়েরি, কলম, প্র্যাকটিস হ্যান্ডবুক বা চার্ট পেপার সরবরাহ করুন।
- **অ্যাক্টিভিটি ও রোল প্লে :** তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে কাজের ওপর জোর দিন। যেমন: "লিফলেট বিতরণের সময় কী বলবেন" তা দুজনে অভিনয় করে দেখানো অথবা "ক্যাম্পেইন স্ট্র্যাটেজি" তৈরি করা।
- **মডারেটর ও আউটপুট:** এখানে বক্তার বদলে থাকবেন 'ট্রেইনার'। তিনি সদস্যদের ভুল ধরিয়ে দেবেন। শেষে একটি ছোট পরীক্ষা বা ফিডব্যাক নিন।
- **সতর্কতা:** যেহেতু এটি দীর্ঘ সময়ের প্রোগ্রাম (৪-৫ ঘণ্টা), তাই সদস্যদের এনার্জি বজায় রাখতে খাবার ও বিশ্রামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখুন।

আয়োজনের পদ্ধতিগত ধাপসমূহ ও লজিস্টিক

- **ধাপ ১: লক্ষ্য, বাজেট ও তারিখ:** প্রোগ্রামটি অভ্যন্তরীণ নাকি পাবলিক তা নির্ধারণ করে বাজেট তৈরি করুন। সাধারণত শুক্র বা ছুটির দিন বেছে নেওয়া শ্রেয়।
- **ধাপ ২: ভেন্যু ও সিকিউরিটি:** নিরাপদ হল রুম বা ঘরোয়া পরিবেশ বেছে নিন। প্রবেশপথে পরিচিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দিন।
- **ধাপ ৩: নিবন্ধন ও প্রচার:** সোশ্যাল মিডিয়ায় ইভেন্ট তৈরি করুন এবং আগে থেকে নিবন্ধন (Registration) করিয়ে নিন। এতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া সহজ হয়।
- **ধাপ ৪: ফলো-আপ:** অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের কন্টাক্ট নম্বর সংগ্রহ করুন। শেখা দক্ষতাগুলো বাস্তব কাজে ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট 'টাস্ক' দিন এবং আলোচনার মূল পয়েন্টগুলো স্মারকলিপি আকারে বিতরণ করুন।

৫৫। কেন ও কিভাবে পাঠচক্র আয়োজন করা হবে? পাঠচক্রের সিলেবাস কী হবে?

পড়ুন-

- **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** থেকে "অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা" প্রবন্ধের "পাঠচক্র" অংশটি
- ডগলাস হাইড রচিত "ডেডিকেশন অ্যান্ড লিডারশিপ[২৩]" বইয়ের
    - অধ্যায় ০৪: Study Groups at Work
    - অধ্যায় ০৬: The Formation Process
    - এই হ্যান্ডবুক থেকে
        - ইউনিটের কোর মেম্বারদের জন্য তারবিয়াহ ও সিলেবাস কী?
        - কী কী স্কিল অর্জন করতে হবে?
        - পাঠচক্রে মানুষের উপস্থিতি কমে গেলে সমাধান কী?

৫৬। কিভাবে ষোলো ম্যাগাজিন / নন প্র্যাক্টিসিং তরুণদের নিয়ে পাঠচক্র করা হবে ?

কেন ষোলো পাঠচক্র করব?

- কিশোর তরুণদের সাথে আন্তরিক ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা, তাদের কণ্ঠস্বরে পরিণত হওয়া
- সামাজিক শক্তি অর্জনের জন্য কিশোর তরুণদের এক্টিভিজমে যুক্ত করা
- বিভিন্ন আসক্তি ও তরুণ বয়সের ভুল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা
- আদব আখলাক, লাইফ স্কিলস, পড়াশোনা, শরীরচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গাইড করা
- ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গাইড করা
- নন-প্র্যাকটিসিং জেনারেল শিক্ষার্থীদের প্র্যাকটিসিং বানানো
- সমাজ, কওম ও উম্মাহর জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা

আপনাদের নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে কি না এবং পাঠচক্র সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না—তা যাচাই করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যেমন: যারা পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করছে, তাদের ঈমান ও আমলের উন্নতি হচ্ছে কি না; পূর্বে যারা সালাত আদায় করত না, এখন তারা তা আদায় করা শুরু করেছে কি না; তাদেরকে দেওয়া নির্দেশনা ও পরামর্শগুলো তারা অনুসরণ করতে পারছে কি না; তারা পূর্বের কোনো আসক্তি বা ভুল অভ্যাস থেকে বিরত হচ্ছে কি না, অথবা তা থেকে বের হয়ে আসার আন্তরিক চেষ্টা করছে কি না, বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে যুক্ত হচ্ছে কিনা।

[২৩] https://tinyurl.com/৩৪dwj৬nm

এসব বিষয় নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। যদি লক্ষণীয় উন্নতি দেখা না যায়, তবে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও পাঠচক্র পরিচালনার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করতে হবে।

কাদের নিয়ে পাঠচক্র করব?

ষোলো ম্যাগাজিন যেহেতু টিনেজারদের নিয়ে, তাই টিনেজারদের নিয়েই পাঠচক্র করতে হবে। সমাজের অন্যান্য বয়সী যারা আছে তাদের নিয়েও পাঠচক্র করব কিনা? এরকম প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে পারে।

সমাজের সব অংশের মানুষদের নিয়েই পাঠচক্র পরিচালনা করা জরুরী। কিন্তু আমাদের সামর্থ্য এবং সময় সীমিত। তাই আমাদের পাঠচক্রের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং সামর্থ্য বিবেচনায় মূলধারার নন প্র্যাক্টিসিং শিক্ষার্থীরাই পাঠচক্রের জন্য উপযুক্ত পছন্দ।

পাঠচক্রের কিছু মূলনীতি

১। জাঁকজমকপূর্ণ না করা

- আমরা সবসময় চিন্তা করি, কোনো কিছু করলে অনেক বড় করে করতে হবে, জাঁকজমকপূর্ণ করতে হবে। কিন্তু এটি করার সক্ষমতা আমাদের সবসময় থাকে না।
- অনেক মানুষ নিয়ে, সেলিব্রেটি নিয়ে পাঠচক্র করতে চাই, অনেক টাকা খরচ করতে চাই, অনেক ভালো ভালো উপহার দিতে চাই... এমনটা হলে হয়তো বছরে ৩/৪ টা পাঠচক্র করতে পারব। নিয়মিত করতে পারব না।
- হঠাৎ হঠাৎ পাঠচক্র করলে সেটার ফলাফল ভালো আসে না। ৩ মাস, ৬ মাস পরপর পাঠচক্র করলে, মাঝখানের সময়টায় তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদেরকে ধারবাহিকভাবে গাইড করতে পারবেন না
- এজন্য নিয়মিত পাঠচক্র করতে হবে। অত বেশি জাঁকজমকপূর্ণ করা যাবে না।

২। সদস্য সংখ্যা কম রাখা

মানুষ কম থাকলে তাদের সাথে বেশি সময় দিতে পারবেন। সবাই আলোচনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে, সবাই কথা বলতে পারবে। তাদের সাথে আপনার একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে। আপনি তাদেরকে ভালোভাবে গাইড করতে পারবেন।

৩। ছোট ও সহজ রাখা

পাঠচক্র ছোট ও সহজ রাখতে হবে। জটিল কিছু করা যাবে না।

৪। ঝরে পড়া রোধ করা

পাঠচক্রে যারা আসবে তারা যেন ঝরে না পড়ে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম দিন ১০ জন আসলো, এরপর দ্বিতীয় দিন আসলো ৫ জন - এমন যেন না হয়।

৫। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

- পাঠচক্রে সবাই যেন কথা বলতে পারে তা নিশ্চিত করুন
- সবাইকে প্রশ্ন করে ফিডব্যাক নিন
- বিশেষ করে যারা লাজুক প্রকৃতির তাদের ব্যাপারে বেশি খেয়াল রাখুন। কারণ, তারা নিজে থেকে কিছু বলতে চাইবে না।

৬। ফ্রি-মিক্সিং পরিহার করা

ছেলেদের পাঠচক্রে শুধু ছেলেরাই থাকবে। কোনো মেয়ে নেওয়া যাবে না। একই কথা মেয়েদের পাঠচক্রের ব্যাপারেও। ছেলে-মেয়ে মিলেমিশে কোনো পাঠচক্র করা যাবে না।

৭। খুব অল্প টাকার কিছু গিফট দেওয়া

দামী গিফট দিলে টাকা দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না।

প্রশ্ন	উত্তর
সপ্তাহে কয়টা	১ টা (প্রতি মাসে একটি বা তিন মাসের একটি নয়, সপ্তাহে একটি পাঠচক্র করতে হবে)
কয়জন থাকবে	▪ সর্বোচ্চ ১০ জন (যত কম পারা যায় তত ভালো, ৩/৫ জন বেস্ট) ▪ মানুষ বেশি হয়ে গেলে প্রয়োজনে একাধিক পাঠচক্র করা যেতে পারে ▪ আপনার এলাকায় বা সার্কেলে যদি পাঠক ১০ জনের বেশি হয়ে থাকে, তাহলে দুইটা গ্রুপ করে আলাদা পাঠচক্র করতে পারেন। পাঠচক্র দুইটা হলেও আলোচনা একই টপিকে হবে। যেমন- একটি শনিবারে হলে আরেকটা রবিবারে করতে পারেন। এভাবে ২০ জন পাঠকের জন্য ১০ জন করে দুটি গ্রুপ করে আলাদা পাঠচক্র করবেন। তবে আলোচনা একই টপিকে ও একই ধারাবাহিকতায় করবেন।

কারা উপস্থিত থাকবে	▪ সমাজের মূলধারার নন প্র্যাক্টিসিং (শুক্রবারের মুসল্লী) ○ এরা হলো ষোলো ম্যাগাজিনের টার্গেট অডিয়েন্স। বিস্তারিত আলোচনা উপরে করা হয়েছে। ▪ স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ○ যেহেতু 'ষোলো' একটি টিনেইজ ম্যাগাজিন, তাই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেই পাঠচক্রের জন্য বাছাই করবেন। ○ তবে 'ষোলো'র কিছু লেখা বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও উপযোগী। যেমন- ব্যায়াম সিরিজ, পড়াশোনার টিপস, সামাজিক শক্তি অর্জন সিরিজ ইত্যাদি। তাই তাদেরকে নিয়েও আলাদা পাঠচক্র করা যেতে পারে। ▪ প্রতিবেশী, কাজিন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ○ টিনেজার প্রতিবেশী, কাজিন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব - এদেরকে পাঠচক্রের জন্য দাওয়াত দিতে পারেন ▪ ছেলেদের পাঠচক্রে মেয়েরা বা মেয়েদের পাঠচক্রে ছেলেরা উপস্থিত থাকতে পারবে না
কীভাবে পাঠচক্রের দাওয়াত দিব ?	▪ পরিচিতদের দিয়ে শুরু করুন ○ আপনার প্রতিবেশী, কাজিন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব - এদের ছোট ভাই বা ছেলে থাকলে তাদেরকে নিয়ে পাঠচক্র শুরু করুন। ২/৩ জন পেলেও শুরু করে দেবেন। একবার পাঠচক্র শুরু করে দিন, এরপর দেখবেন পাঠক বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ▪ ভালো ছাত্রদের ক্ষেত্রে পড়াশোনার টিপস ○ আপনার এলাকার ভালো ছাত্রদের অ্যাপ্রোচ করবেন এভাবে—'দেখো, ষোলোতে পড়াশোনা নিয়ে সুন্দর সুন্দর টিপস আছে। আসো, আমরা এগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি।' এভাবে তাদেরকে প্রভাবিত করে পাঠচক্র শুরু করবেন। ▪ একটু চঞ্চল ছেলেদের ক্ষেত্রে ব্যায়াম, শরীর চর্চা টিপস, লাইফস্কিলস ○ আবার যেসব ছেলে দুষ্ট প্রকৃতির, যাদের মন বসে না পড়ার টেবিলে, মন পড়ে থাকে পাবজির ফায়ারে, কিংবা যারা খেলার মাঠের হিরো, তাদের কাছে গিয়ে পড়াশোনার টিপস দেবেন না। তাদেরকে খেলাধুলা, ব্যায়াম, লাইফস্কিলস ইত্যাদির টিপস দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। ▪ ম্যাগাজিন উপহার দিন ○ আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী কয়েকজনকে 'ষোলো' উপহার দিতে পারেন। এতেও তারা প্রভাবিত হতে পারে। ▪ খাবারের লোভ দেখান

	○ সামান্য সিঙ্গারা-সমাচার কথা শুনলেও মানুষ সেটা পেতে চায়। মাসজিদে তবারক দিলে বাইরে পিচ্চি ছেলেদের আগ্রহ দেখেছন নিশ্চয়ই। তাই তাদের পাঠচক্রে নিয়ে আসার একটা অন্যতম উপায় হলো খাবারের কথা বলা। ▪ উপহারের লোভ দেখান ▪ পাঠচক্রে নতুন সদস্য যারা নিয়ে আসবে তাদেরকে পুরস্কারের লোভ দেখান ○ পাঠচক্রের রানিং সদস্যদেরকে বলবেন নতুন পাঠক নিয়ে আসতে। এর বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার দেবেন। যে বেশি পাঠক নিয়ে আসবে তার পুরস্কার তত বেশি। তবে এই পুরস্কার আপনার সাধ্যের মাঝে রাখবেন। এরকম বলে দিলে দেখবেন, ওরা ওদের পরিচিত বন্ধু বা ছোটভাই বড় ভাইদের নিয়ে আসবে। ▪ পাবজি খেলার স্থান বা ক্রিকেট ফুটবল খেলার মাঠের পাশে বসে থাকুন ○ অনেক সময় খেলার মাঠে অনেককে বসে থাকতে দেখবেন। তাদের নিয়ে শরীরচর্চা সম্পর্কিত লেখাগুলো দিয়ে পাঠচক্র শুরু করে দিন। আবার অনেক সময় পাবজি যোদ্ধারাও দলবদ্ধ হয়ে গেইম খেলে। ওদেরকেও ওদের গেইমিং পর্ব শেষ হলে পাঠচক্রের জন্য দাওয়াত দিন ○ মাঠের খেলা শেষ হলে খেলোয়াড়দের আহ্বান জানান ১০ মিনিট পাঠচক্র করার জন্য। উপরের পয়েন্টগুলো মাথায় রাখুন। পাঠচক্র শেষে হালকা নাস্তার ব্যবস্থা রাখুন। ইনশা আল্লাহ তাদের সাথে আপনার একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে। একেবারে শূন্য থেকে অপরিচিত মানুষ নিয়েও আপনি পাঠচক্র শুরু করতে পারবেন।
পাঠচক্রের দাওয়াত দেবার ক্ষেত্রে কারা সাহায্য করতে পারবেন?	▪ শিক্ষক ○ আপনি যে স্কুলে পড়তেন বা আপনার এলাকায় যে স্কুল আছে, সেখানে গিয়ে শিক্ষকদেরকে ‘ষোলো’ গিফট দেন। ○ শিক্ষকদের এভাবে বোঝান—’স্যার, ছেলেরা তো ঠিকমতো পড়াশোনা করে না, বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে, অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে গেছে, সারাক্ষণ ফোন চালায়, উলটাপালটা কাজ করে বেড়ায়। আমরা তাদেরকে পড়াশোনার টিপস দেবো, আদব-কায়দা শেখাবো, শরীরচর্চার টিপস দেবো।লাইফস্কিল শেখাব। তাদের রেজাল্ট ভালো হবে, খারাপ নেশা বন্ধ হবে। তো, স্যার আপনি কয়েকজন ছাত্র দিয়ে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয় । পাঠচক্র কোথায় করা যায় বা কাদেরকে নিয়ে করা যায় দয়া করে একটু পরামর্শ দিন স্যার।’ ▪ কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরের মালিক ○ এখানেও একই ধাচে কথা বলবেন। দেখবেন তারা হয়তো কিছু ছাত্র দেওয়ার সাথে সাথে একটা রুমও দিয়ে দিচ্ছে পাঠচক্র করার জন্য। ▪ অভিভাবক

	○ এখানেও একই টেকনিক। অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের নিয়ে অনেক চিন্তিত। তাদেরকে বোঝাতে পারলে দেখবেন তারা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাদের ছেলেদের আপনার সাথে দিয়ে দিচ্ছে। ▪ মাসজিদের সম্মানিত ইমাম, আলিম-উলামাগণ ○ আপনার এলাকা বা মহল্লার মাসজিদের ইমামের সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন। তাদেরকে ষোলো সম্পর্কে অবগত করুন। বুঝিয়ে বলুন কিশোর তরুণরা যেন ইসলামী মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়ে উঠে সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে ষোলো ম্যাগাজিন তারপর অনুরোধ করুন যেন তাঁরা জুমুআর খুতবায় আপনাদের পাঠচক্রের ব্যাপারে ঘোষণা দেন। দেখবেন অনেক অভিভাবক আপনাদের পাঠচক্রে তাদের সন্তানদের পাঠাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এখনো সাধারণ মানুষ মাসজিদের ইমাম-খতীব সাহেবদের কথার বেশ মূল্যায়ন করেন।
পাঠচক্র কোথায় হবে?	▪ অফলাইনে ○ পাঠচক্র অবশ্যই অফলাইনে করতে হবে। অনলাইনে পাঠচক্র করলে পাঠচক্রে যোগদানের অযুহাতে অনেকে স্ক্রিন আসক্ত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অফলাইনে দেখা-সাক্ষাত হলে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়। ▪ ক্লাস ছুটির পর খেলার মাঠে, ক্লাসের বারান্দা ○ পাঠচক্র খুব সাদামাটাভাবে হবে। এর জন্য বিশাল কোনো হলরুম বা সেমিনার রুমের প্রয়োজন নেই। খেলার মাঠ বা ক্লাসের বারান্দায় বসেও পাঠচক্র করা যায়। ▪ বিকেলে খেলার মাঠে ▪ মাসজিদের বারান্দা বা উঠোনে ▪ বাসার ছাদে, বারান্দায় ▪ নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে ▪ সুবিধাজনক স্থানে ○ ৪/৫ জন্য একসাথে যেখানেই বসা যায়, সেখানেই পাঠচক্র করে ফেলতে পারেন।

পাঠচক্রে আলোচ্য টপিক কী হবে?	▪ ষোলো ম্যাগাজিন ▪ ক্লাস এবং বয়সভেদে একেকটি পাঠচক্রের ক্ষেত্রে একেক রকম লেখা দিয়ে পাঠচক্র শুরু করা ○ তুখোড় ছাত্রদের জন্য পড়াশোনা রিলেটেড টপিক ○ দুষ্ট ও গ্যাং টাইপ ছেলেদের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধুলা রিলেটেড টপিক ○ আর প্রথম দিন সবচেয়ে মজার লেখা দিয়ে শুরু করা ▪ যেন মজা পায়, বিরক্ত না হয়, নিজেদের জীবনের সাথে মেলাতে পারে ▪ প্রাইমারির বাচ্চাদের জন্য তাদের উপযোগী মজার মজার গল্প দিয়ে শুরু করা ▪ হাইস্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের উপযোগী লেখাগুলো আগে পাঠ করা ○ ব্যায়াম ○ শরীরের যত্ন ○ মেয়েদের ক্ষেত্রে রেসিপি ইত্যাদি
পাঠচক্রের শিডিউল কেমন হবে?	▪ ধরুন পাঠচক্র ৩০ মিনিট ○ পাঠচক্র যারা আসবে তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে সময় নির্ধারণ করতে হবে ▪ অংশগ্রহণমূলক ○ সবাইকে কথা বলতে হবে ○ বিশেষ করে মুখচোরা লাজুক কেউ থাকলে, তাকে দিয়েও কথা বলাতে হবে ▪ ০-১০ মিনিট: একজন আলোচ্য টপিকে আলোচনা করবেন বা পড়বেন (একেকদিন একেকজন) ▪ ১১-২০ মিনিট: সবাই যার যার মতামত দিবেন ▪ ২১-২৫ মিনিট: কুইজ/প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ▪ ২৬-৩০ মিনিট: দায়িত্বশীল আলোচনার সামারি করবেন (পয়েন্ট আকারে), প্রাইজ দিবেন , খাওয়াদাওয়া করবেন
সিরিয়াসনেস	▪ পাঠচক্র হালকা চালে হতে হবে, যেন সবাই মজা পায়, উপভোগ করে ▪ তবে সুযোগ থাকলে ডায়েরিতে নোট করার মতো বিষয় থাকতে পারে
মূল্যায়ন	▪ তেমন সিরিয়াস কিছু না ○ তবে কে আলোচনায় অমনোযোগী তা নোট নিতে পারেন। এটা অন্য কাউকে দেখানো যাবে না। ○ কে নিয়মিত, কে অনিয়মিত এসব নোট নিতে পারেন ▪ প্রতি সেশন শেষে মজার ছলে কুইজ হতে পারে

পুরস্কার	▪ প্রতিটি সেশনের পরে বিজয়ীদের অল্প টাকায় কিছু প্রাইজ দেওয়া যেতে পারে ○ ২ টাকার চকোলেট ○ ৫ টাকার কলম ইত্যাদি ▪ প্রাইজ দিলে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ধরে রাখা যায় ▪ ঝরে পড়া রোধ করা যায় ▪ বেশি টাকা খরচ করা যাবে না। করলে পাঠচক্র নিয়মিত করা সম্ভব হবে না
খাবার দাবার	▪ টাকার পরিমাণ খুব কম রাখতে হবে। না হলে নিয়মিত পাঠচক্র করা সম্ভব হবে না। ○ খাবার-দাবার দিলে টিনেজাররা নিয়মিত আসবে ▪ ১০ জনের পাঠচক্রে সর্বোচ্চ ২০-৫০ টাকা ▪ প্রত্যেকে ২ টাকার ১ টি চকোলেট ▪ বা সবাই মিলে ২০ টাকার বিস্কুট ▪ বা ২০ টাকার মুড়ি চানাচুর মাখা
উপস্থিতি	▪ সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতে হবে ▪ পাঠচক্র মিস করলে খোঁজখবর নিতে হবে ○ কেউ যেন ঝরে না যায়, তা খেয়াল রাখতে হবে ○ কেউ মিস দিলে কেন মিস দিয়েছে সেটা জানতে হবে ○ কোনো সমস্যা থাকলে সেটা সমাধান করে দিতে হবে ▪ আপনি যদি উপরে আলোচিত টিপস অনুযায়ী নিয়মিত পাঠচক্র করেন, তাহলে আশা করা যায় কেউ ঝরে পড়বে না ইনশাআল্লাহ
শাস্তি	▪ পাঠচক্র মিস করলে বা মনোযোগী না হলে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না ▪ অনুপ্রেরণা উৎসাহ দিতে হবে ○ পাঠচক্রে আসলে কীভাবে উপকৃত হবে তা বুঝাতে হবে
ডকুমেন্টেশন	▪ কে কয়টা পাঠচক্রে আসলো ▪ পাঠচক্রে অংশগ্রহণের মাত্রা কেমন ছিল ইত্যাদি বিষয় ○ নোট দেখে বুঝতে পারবেন কাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে ○ কে দ্রুত উম্মাহর জন্য উপকারী হবে বুঝতে পারবেন ○ আবার যার সিরিয়াসনেস কম, তার আগ্রহ উদ্দীপনা বাড়াতে পারবেন ▪ হালকা চালে নোট রাখা যেতে পারে ▪ তারা যেন না দেখে এই নোট। দেখলে আপনাকে ভুল বুঝতে পারে।

বিশেষ পাঠচক্র	▪ ঈদে, শীত বা গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশের বাড়ি যাবার সময় ষোলো নিয়ে যাওয়া ▪ এলাকার বন্ধ বান্ধব, ভাই বেরাদার, কাজিন, ছোট ভাইবোনদের দিয়ে পাঠচক্র শুরু করতে পারেন o ঈদ বা অন্য ছুটির দিনে সবাই একসাথে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় o ইনডোর গেইমস বা অন্য খেলা খেলে সময় পার করার সময় o ষোলো ম্যাগাজিনের একটি গল্প দিয়ে পাঠচক্র শুরু করে দিবেন ▪ তাদের পাঠচক্র করা শিখিয়ে দিলেন ও খোঁজখবর রাখলেন o কাজিন বা ছোট ভাই যারা গ্রামে থাকে, তাদেরকে পাঠচক্রের এ টু জেড শিখিয়ে দিবেন, o তাদেরকে ষোলো সাপ্লাই দিবেন o তারপর আপনি শহরে চলে আসলেও তারা পাঠচক্র চালিয়ে যাবে o আপনি নিয়মিত ফোনে খোঁজখবর রাখবেন

পাঠচক্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কী জীবনে দারুল আরকামে সাহাবীদের নিয়ে তারবিয়াহ করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। সেখানে যে সাহাবীগণ ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরাই ইসলাম প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

পাঠচক্রের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও উম্মাহর জন্য মানুষ তৈরি করা যায়। কিশোর-তরুণদের ক্ষতি থেকে বাঁচানো যায়। তাদেরকে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য পাঠচক্রের কোনো বিকল্প নাই।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিশ্চিত করুন

- পাঠচক্রের মূল তদারককারীকে খুব ভালোমতো প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে
    - কোন লেখা প্রাইমারির বাচ্চাদের উপযোগী, কোনটা হাই স্কুলের ছেলেদের উপযোগী, আর কোনটা কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রদের উপযোগী, তা বুঝার জন্য আগে আপনাকে ম্যাগাজিন পড়তে হবে
    - পাঠচক্র শেষে যে সামারি করবেন, সেটার জন্যও আপনার ওই লেখাটা বা ম্যাগাজিন পড়া থাকতে হবে
    - ভালোভাবে পড়ে ও নোট নিয়ে পাঠচক্রে যেতে হবে
- পাঠচক্রে সবাইকে আলোচনা করার, প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে
    - আপনি একা ম্যাগাজিন পড়ে গেলেন আর বাকিরা শুধু শুনেই গেল - এমন যেন না হয়
    - বরং পড়া শেষে সবাই যেন মতামত দিতে পারে বা প্রশ্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন
    - সবাই যেন ভাবতে পারে যে, এই পাঠচক্রটা তাদের সবার, তারা সবাই এখানে কথা বলতে পারছে, মতামত জানাতে পারছে

- ষোলো ম্যাগাজিন দিয়ে পাঠচক্র শুরু করার পর অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহের ভিত্তিতে অন্যান্য আলোচনা আনা যেতে পারে
    - নিয়মিত পাঠচক্র করতে করতে একসময় ষোলো'র সব লেখা শেষ হয়ে যেতে পারে। তখন কী করবেন? পাঠচক্র অফ রাখবেন?
    - না; বরং ষোলোর পুরাতন সংখ্যাগুলো নিয়ে পাঠচক্র করুন
    - টিনেজারদের জীবনঘনিষ্ঠ আলোচনা আছে এমন বই নিয়ে পাঠচক্র চালিয়ে যাবেন। যেমন- *আকাশের ওপারে আকাশ, মুক্ত বাতাসের খোঁজে, তুমি ফিরবে বলে, এপিটাফ , অনেক আঁধার পেরিয়ে* ইত্যাদি।
    - নবী-রাসূল (আঃ), সাহাবী (রাঃ) ও ইসলামের হিরোদের জীবনী নিয়ে পাঠচক্র চালিয়ে যেতে পারেন। আমাদের ভূখণ্ডের যেসব বীর ছিলেন, তাদের জীবনী নিয়ে পাঠচক্র করতে পারেন। যেমন- শাহ জালাল, শারীয়াতউল্লাহ, তিতুমীর, দুদু মিয়া প্রমুখদের জীবনী। রহিমাহুমাল্লাহ। ষোলোতেও ইনাদের কয়েকজনের জীবনী এসেছে।
    - শুরুতেই কঠিন ও তাত্ত্বিক কোনো বই নিয়ে পাঠচক্র করবেন না। এগুলো নিয়ে পাঠচক্র করলে সদস্যরা ঝরে পড়তে পারে।
- পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীদের সাথে
    - খুবই ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে হবে
    - যেন বিপদাপদে পড়লে তারা আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসে
    - তাদেরকে সাধ্যমত আর্থিক, মানসিক সমর্থন দিন
    - তাদের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি করবেন
    - পাঠচক্রের পর তাদের নিয়ে একসাথে খেলাধুলা করবেন

এভাবে তাদের সাথে সুন্দর একটা সম্পর্ক তৈরি করবেন। এটা অনেক সাওয়াবের কাজ। আপনি যেসব নন-প্র্যাকটিসিং ছেলেদের গড়ে তুলছেন, এরাই পরবর্তীতে সমাজ পরিবর্তন করবে, ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা রাখি যে, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত ইসলামের উপর আমল করবে।

পাঠচক্রে যারা খুব সিরিয়াস থাকবে তাদেরকে—

- জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজে যুক্ত করতে হবে
- জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে যুক্ত করতে হবে
    - লিফলেট বিতরণ
    - পোস্টারিং ইত্যাদি

এই ছিল পাঠচক্রের ফরম্যাটের বিস্তারিত আলোচনা। আশা করি, এটুকু পড়ার পর আপনি সুন্দরভাবে পাঠচক্র করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।

প্রচারণা

এখন আসি প্রচারণার আলোচনায়। আপনি যে পাঠচক্র করছেন, এটার কিছু প্রচারণা চালাতে হবে। প্রচারণার জন্য যা যা করবেন—

- পাঠচক্র করার সময় ছবি-ভিডিও করবেন
- তারপর এগুলো অনলাইনে রেগুলার পোস্ট করবেন
    - ‘আমরা এ সপ্তাহের পাঠচক্র করলাম। ষোলো ম্যাগাজিনের অমুক লেখা থেকে আলোচনা হয়েছে আজ।’ এভাবে লিখে পোস্ট দিবেন।
- এরপর এই পোস্টের লিংক
    - ষোলো ম্যাগাজিনের পেইজের ইনবক্সে দিবেন
    - অনলাইনের প্রভাবশালীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে দিবেন
    - বিনয়ের সাথে শেয়ার করতে বলবেন
    - এতে পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীরাও আনন্দ পাবে। তারা ভাববে, তাদের পাঠচক্রের ছবি অমুক ভাই শেয়ার দিয়েছে, ভিডিওর এতগুলা ভিউ হয়েছে। এগুলো ভেবে তারা আনন্দ পাবে। পাঠচক্রের প্রতি উদ্যোম বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এতে তারা পাঠচক্রে নিয়মিত হবে।
- পাঠচক্রে আসার ফলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কী কী ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে তা পোস্ট করে জানাবেন
    - কারও হয়তো সিগারেটের নেশা ছিল, পাঠচক্রে আসার পর থেকে এটা ছেড়ে দিল
    - আগে বাবা-মা’র সাথে খারাপ আচরণ করত, এখন সে ভালো ব্যবহার করে
    - আগে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হতো, এখন ভালো রেজাল্ট করে
    - আগে রাত জাগত, এখন দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে
    - আগে স্মার্টফোন আসক্ত ছিল, এখন এটা কমে গেছে
    - এই ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো নিয়মিত পোস্ট করবেন।

- এই ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোর গল্প ইমেইজ ডিজাইন করে বা ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করবেন
    - যারা পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের সাক্ষাৎকার ভিডিও করতে পারেন
    - ‘আগে আমি রেজাল্ট খারাপ করতাম, ষোলো ম্যাগাজিনের পাঠচক্র করার পর এখন ভালো রেজাল্ট করছি।’ এই স্টাইলে সাক্ষাৎকার ভিডিও নিবেন। তবে কোনো গোপন গুনাহের কথা বললে সেটি ভিডিও থেকে কেটে দিবেন।
    - এরপর এগুলো প্রচার করতে হবে।
    - আর এই সফলতাগুলো ট্র্যাক করতে পারলে বুঝতে পারবেন, আপনি ঠিকঠাক পাঠচক্র করতে পারছেন, লক্ষ্য অনুযায়ী আগাতে পারছেন। তাহলে পাঠচক্র জারি রাখার ব্যাপারে আরও মনোবল পাবেন ইনশা আল্লাহ।

- সফলতাগুলো চেক না করলে আপনি একসময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। ভাবতে পারেন, শুধু শুধু এগুলো করছেন, কোনো কাজেই আসছে না। এত কষ্ট করে করলাম, কিন্তু কোনো ফলাফলই দেখতে পাচ্ছি না। পাশাপাশি অন্যরাও বলতে পারে, তোমরা যে পাঠচক্র করছ এগুলো দিয়ে তো কিছুই হচ্ছে না।

(তবে বিশেষভাবে মনে রাখুন আপনি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে থাকনে তাহলে ফলাফল না দেখলেও মনোবল হারিয়ে ফেলবেন না। কারণ আল্লাহ ফলাফল নয়, আপনার নিয়্যত ও চেষ্টা অনুসারে আপনাকে পুরষ্কৃত করবেন)

- অভিভাবকদের দিয়েও ভিডিও বানানো যেতে পারে
  - পাঠচক্রে আসার ফলে তাদের ছেলেমেয়েদের যেসব ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, সেগুলো উল্লেখপূর্বক ভিডিও সাক্ষাৎকার
  - এভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন—'আঙ্কেল, ষোলো পাঠচক্রে যোগদানের পর আপনার ছেলে কিভাবে উপকৃত হয়েছে তা যদি আমাদের ভিডিওতে একটু বলতেন!'
  - সাক্ষাৎকারগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করবেন। এগুলোর কারণে সমাজে আপনাদের একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে। এতে অনেকে আপনাদের ফান্ড দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। বিভিন্ন বিপদাপদেও সাহায্য করতে পারে ইনশা আল্লাহ।

পাঠচক্র নিয়ে সকল মূল আলোচনা শেষ। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আসে - তা হলো ফান্ড। আপনারা যে পাঠচক্র করবেন, তার জন্য টাকা-পয়সা লাগবে। তো এই টাকা-পয়সা কীভাবে জোগাড় হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর "ফান্ড ম্যানেজমেন্ট" প্রবন্ধে।

এই হ্যান্ডবুক থেকে পড়ুন- পাঠচক্রে মানুষের উপস্থিতি কমে গেলে সমাধান কী?

৫৭।পাঠচক্রে মানুষের উপস্থিতি কমে গেলে সমাধান কী?

সাধারণত আমাদের পাঠচক্রগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন সদস্যরা ঝরে না যায়। পাঠচক্র পরিচালনার পদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করলে পাঠচক্রে মানুষের উপস্থিতি কমে যাওয়ার কথা না। এরপরেও যদি পাঠচক্রে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা কমে যায় তাহলে নিম্নলিখিত সমাধানগুলো প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। আবারো বলি এগুলোর অধিকাংশই পাঠচক্র পরিচালনার SOP এর মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। তাই কোনো কোনো পাঠকের কাছে আলোচনার পুনুরাবৃত্তি হচ্ছে এমন মনে হতে পারে।

১. বিষয়বস্তুর আকর্ষণ বৃদ্ধি

পাঠচক্রের বিষয়বস্তু যেন শুধু তাত্ত্বিক না হয়ে সদস্যদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে-

- **জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যার সমন্বয়:** পাঠচক্রে মানহাজ, আকীদা, এবং রূহানিয়্যাতের পাশাপাশি সদস্যদের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো (স্ক্রিন আসক্তি, হতাশা, টাইম ম্যানেজমেন্ট) নিয়ে আলোচনা করুন।
- **দক্ষতা ভিত্তিক সেশন:** মাঝে মাঝে ব্যবহারিক দক্ষতা (যেমন: পাবলিক স্পিকিং-এর অনুশীলন, প্রেজেন্টেশন স্কিল) শেখানোর জন্য ওয়ার্কশপ-ভিত্তিক পাঠচক্রের আয়োজন করুন।
- **আলোচনার বৈচিত্র্য:** সদস্যদের ছোট গ্রুপে আলোচনা (Discussion) বা কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিন। সক্রিয় অংশগ্রহণ মনোযোগ ধরে রাখে।
- **এক্সপার্টদের আমন্ত্রণ:** মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট বিষয়ে বাইরের বিষয়ভিত্তিক এক্সপার্ট বা মেন্টরদের আমন্ত্রণ জানান। এতে কোনো কারণে একঘেয়েমি আসলে তা দূর হবে এবং সদস্যরা পাঠচক্রে উপস্থিত হওয়ার অনুপ্রেরণা পাবে ইনশা আল্লাহ।

২. সেশন পরিচালনা ও পরিবেশ উন্নয়ন

পাঠচক্রের ব্যবস্থাপনা যেন আরামদায়ক ও উৎপাদনশীল (Productive) হয়-

- **সময়সূচির পর্যালোচনা:** অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এমন একটি সময় ও স্থান নির্বাচন করুন, যা বেশিরভাগ সদস্যের জন্য সুবিধাজনক। প্রয়োজনে অনলাইন ও অফলাইন সেশনের মিশ্রণ ঘটান।
- **সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:** প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা নোট তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। প্রতি সেশনের শুরুতে বা শেষে একজন সদস্যকে **আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ** উপস্থাপন করতে দিন। ডগলাস হাইড রচিত "ডেডিকেশন এন্ড লিডারশিপ" বইয়ে আলোচিত কন্ট্রোল্ড গ্রুপ ডিসকাশন পদ্ধতি অনুসরণ করে সবাইকে পাঠচক্রের আলোচনায় টেনে নিয়ে আসুন।
- **আরামদায়ক পরিবেশ:** পরিবেশ যেন বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক হয়। কঠোর আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে, মাঝে মাঝে চা-নাস্তার ব্যবস্থা করুন, যা ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়াতে সাহায্য করে।
- **স্থান পরিবর্তন:** একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে মাঝে উন্মুক্ত স্থানে বা ভিন্ন পরিবেশে (যদি সম্ভব হয়) পাঠচক্র আয়োজন করুন।

৩ .জবাবদিহিতা ও অনুপ্রেরণা

উপস্থিতিকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা নিন-

- **দায়িত্বশীলতা তৈরি:** পাঠচক্রে উপস্থিতিকে কেবল একটি ইভেন্ট হিসেবে না দেখে, ঐক্যবদ্ধভাবে আদর্শিক প্রস্তুতি নেওয়ার একটি অংশ হিসেবে তুলে ধরুন।

- **ক্ষুদ্র ইউনিট তৈরি:** পাঠচক্রের উপস্থিতি ট্র্যাক করার জন্য ২/৩ জনের ছোট ছোট সাব-ইউনিট বা গ্রুপ তৈরি করুন এবং প্রতি গ্রুপের নেতাকে তাদের সদস্যদের উপস্থিতির জন্য জবাবদিহি করতে বলুন। সেই সাথে এই ছোটো গ্রুপ বা সাবইউনিটের সদস্যরা একে অপরের সাথে পাঠচক্রের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে, একে ওপরকে শেখাবে, অনুপ্রেরণা দেবে।
- **মেন্টরশিপ:** অনুপস্থিত সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিন। কোনো সদস্য হতাশ বা মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে, তাকে আদর্শিক ও মানসিক সমর্থন দেওয়ার জন্য মেন্টরশিপের মাধ্যমে একটি সক্রিয় সমর্থন ব্যবস্থা (Support System) তৈরি করুন। এমন ব্যবস্থা থাকলে সদস্যরা বুঝতে পারবে আপনারা তাঁদের মানুষ হিসেবে কতোটা গুরুত্ব দেন।
- **কাজের সঙ্গে সংযুক্তি:** পাঠচক্রের আলোচনার বিষয়বস্তু (যেমন: নতুন কৌশল বা আদর্শিক জ্ঞান) পরবর্তী সাংগঠনিক কাজে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, তা সদস্যদের দেখিয়ে দিন। এতে তারা বুঝবে, এই জ্ঞান অর্জন তাদের কাজের সফলতার জন্য জরুরি।

আরো যা করা যেতে পারে :

একঘেয়েমি পরিহার করে সদস্যদের মনোযোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বৈচিত্র্য আনা আবশ্যক।

- প্রতিটি পাঠচক্র সেশনের প্রারম্ভে বা সমাপ্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত তাযকিয়া সেগমেন্ট রাখা (৫ মিনিট)।
- সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সদস্যদের জন্য ছোট আমলভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন: নির্দিষ্ট দুআ মুখস্থকরণ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সাময়িক বিরতি
- মাসিক ভিত্তিতে সদস্যদের কাছে একটি পর্যালোচনা ফর্ম/ মুহাসাবা ফর্ম সরবরাহ করুন। সদস্যরা কী শিখল, কী কাজে লাগল এবং কোন অংশটি বাস্তবে প্রয়োগ করেছে, এ ফর্মের মাধ্যমে তা যাচাই করা হবে।
- কম উপস্থিতির মূল কারণ অনেক সময়ই বিষয়বস্তু নয় সম্পর্কের দুর্বলতা। নতুন বা অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় সদস্যদেরকে একজন নিয়মিত ও অভিজ্ঞ সদস্যের সঙ্গে জোড়া বেধে দেওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত ফলো-আপ এবং সাংগঠনিক সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- মাসে একবার পাঠচক্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে একটি সামাজিক সভার আয়োজন করা। যেমন: আড্ডাচক্র, চা চক্র, নাশীদ চক্র , খেলাধুলা ইত্যাদি। এটি ভ্রাতৃত্ববোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে।
- প্রতিটি সেশনে একজন সদস্যকে ৩ মিনিটের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব দিন। এটি তাদের জনসাধারণের সামনে উপস্থাপনার দক্ষতা (Public Speaking Skills) বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়তা করবে।

৫৮। কিভাবে মিটিং আয়োজন করতে হয়?

পড়ুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** থেকে "অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা" প্রবন্ধের মিটিং অংশটি ।

অনুমতি ও নিরাপত্তা

৫৯। পোস্টার/লিফলেট/মানববন্ধন/মিছিল/পাঠচক্র করার আগে কি অনুমতি নিতে হবে?

সামাজিক পরিবর্তন আনার কাজ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। আপনি যখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়া মাদকের নেশা, অশ্লীলতা বা হতাশার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তখন আপনি আসলে একটি জেনারেশনকে রক্ষা করছেন। মনে রাখবেন, আপনি কোনো অপরাধ করছেন না। একজন সচেতন মানুষ হিসেবে সমাজের উন্নয়নে কথা বলা এবং কাজ করা আপনার জন্মগত ও সাংবিধানিক অধিকার।

নাগরিক অধিকারের জায়গা থেকে ইনডোর বা আউটডোরে মতামত প্রকাশ এবং শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে। এই সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে সব সময় বা ছোটখাটো প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া জরুরি নয়। তবে সামাজিক অ্যাক্টিভিসমের ধারাবাহিকতার খাতিরে কৌশলগত কারণে "অনুমতি" শব্দটির চেয়ে "অবহিত করা" বা "সমন্বয় করা" শব্দটি ব্যবহার করা বেশি কার্যকর।

- **অবহিতকরণ (Notification):** বড় কর্মসূচির ক্ষেত্রে থানায় একটি লিখিত চিঠি দিয়ে রিসিভ কপি রাখুন। এটি আপনার আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। তারা সরাসরি মানা না করলে কাজ চালিয়ে যান।

অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়ানোর উপায়

সব ব্যাপারে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা তৈরি হতে পারে। এটি এড়াতে:

- 'সচেতন অভিভাবক সমাজ' বা 'মাদক বিরোধী ছাত্র সমাজ'—জাতীয় অস্থায়ী নাম ব্যবহার করুন।
- এলাকার পরিচিত কোনো ক্লাব, সমাজসেবামূলক সংগঠন বা মুরুব্বিদের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি স্পন্সর করান। প্রশাসন সাধারণত স্থানীয় পরিচিত মুখদের কাজে নাক গলায় না।

প্রশাসনের সাথে ডিলিং

যদি পুলিশ বা প্রশাসন কর্মসূচিতে বাধা দিতে আসে:

- **পজিটিভ ন্যারেশন:** তর্কে না জড়িয়ে বলুন— "ভাই, আমরা তো রাজনৈতিক কাজ করছি না, আমরা এলাকার ভাইরা মিলে মাদকের বিরুদ্ধে/পর্নের বিরুদ্ধে সচেতনতা করছি। এটা তো আমাদের নাগরিক দায়িত্ব।"
- **নাগরিক অধিকার কার্ড:** যদি তারা অনুমতি নেই কেন জিজ্ঞেস করে, তবে বলুন— "আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিক কাজ করছি, এতে তো কারো ক্ষতি হচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে আমরা আপনাদের আরও আগে জানাব।

যদি অনুমতি বা সহযোগিতা না পাওয়া যায়?

সবসময় পরিবেশ অনুকূলে নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কৌশল পরিবর্তন করুন:

- **বিকল্প স্থান:** রাস্তায় বাধা দিলে কোনো মাঠ বা নির্দিষ্ট ক্যাম্পাসের ভেতরে (কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে) কাজ সারুন।
- **বিচ্ছিন্নকরণ (Micro-grouping):** বড় জমায়েতে বাধা থাকলে ৫-৭ জনের ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পাড়ায় পাড়ায় লিফলেট বিতরণ করুন। ছোট পরিসরে জনসেবামূলক কাজের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না।
- **ডিজিটাল অ্যাডভোকেসি:** মাঠ পর্যায়ে কাজ কঠিন হলে সেই শক্তিকে অনলাইনে জনমত গঠনে ব্যয় করুন।

বিশেষ প্রো-টিপস (Strategic Tips)

- **লিয়াজোঁ অফিসার:** প্রশাসনের সাথে কথা বলতে এমন একজনকে পাঠান যার ধৈর্য বেশি এবং বাচনভঙ্গি নম্র।
- **ডকুমেন্টেশন:** রিসিভ কপি বা অনুমতিপত্রটি কর্মসূচির সময় সাথে রাখুন। কোনো পুলিশ সদস্য এলে সেটি দেখান।
- **দূরত্ব বজায় রাখা:** কর্মসূচি চলাকালীন দূর থেকে ভিডিও রেকর্ড রাখুন যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার প্রমাণ থাকে।

আরও পড়ুন-

- **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** এ আলোচিত -অ্যাক্টিভিস্ট ম্যানুয়াল :বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা
- এই হ্যান্ডবুক এ আলোচিত নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর
    - অ্যাক্টিভিসম বা ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় ইউনিট ও সদস্যদের উপর দমনপীড়ন হলে তা মোকাবিলার জন্য সাংগঠনিক কৌশল ও আইনি সহায়তা প্রদানের কাঠামো কেমন হতে পারে?
    - সরাসরি ভাঙচুর ধরণের কাজ করতে চাওয়া ভাইদের নিয়ে করণীয় কী?
    - স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের রূপরেখা কেমন হবে?

৬০। ক্যাম্পেইন/কর্মসূচীর অনুমতি পাবার সহজ উপায় কী?

কোনো ক্যাম্পেইন বা জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম সফল করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলোর মধ্যে একটি হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি নেওয়া। এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই জটিল ও চ্যালেঞ্জিং মনে হতে পারে। ভুল পদক্ষেপ বা যোগাযোগের অভাবে অনেক সময় মহৎ উদ্যোগগুলোও শুরুতেই থেমে যায়। তাই, সুশৃঙ্খল এবং পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হওয়া জরুরি। সঠিকভাবে প্রস্তুতি, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি সুস্পষ্ট আবেদন পেশ করা—এই প্রতিটি ধাপই সফলভাবে অনুমতি পাওয়ার জন্য অপরিহার্য। এই নির্দেশিকাটি আপনাকে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেস (SOP) হিসেবে ধাপে ধাপে দেখাবে কীভাবে একটি ক্যাম্পেইন আয়োজনের জন্য অনুমতি নিতে হয়।

ক্যাম্পেইনের অনুমতি নেওয়ার সাধারণ মূলনীতি

ধাপ ১: মানসিক প্রস্তুতি ও টিম গঠন

- **সমাধানমুখী মানসিকতা রাখুন:** সমস্যা বা অভিযোগের পরিবর্তে সমাধানের ওপর জোর দিন। কীভাবে আপনার কার্যক্রম সমাজের জন্য উপকারী হবে, তা ভাবুন।
- **ছোট থেকে শুরু করুন:** শুরুতেই বড় আয়োজন না করে লিফলেট বিতরণ, ছোট আলোচনা বা প্রেজেন্টেশনের মতো সহজ কাজ দিয়ে শুরু করুন।
- **টিম গঠন:** টিমে ২-৩ জন ভদ্র, যোগাযোগে দক্ষ এবং বুদ্ধিমান সদস্য রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কোনো সদস্যকে যুক্ত করুন।

ধাপ ২: পরিবেশ ও স্থান নির্বাচন

- **সহজ টার্গেট**: গ্রাম বা মফস্বলের স্কুল-কলেজ, কোচিং সেন্টার অনুমতি পাওয়ার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ জায়গা।
- **কঠিন টার্গেট:** শহরের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, বড় স্কুল, কলেজ বা মসজিদগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং ধৈর্যশীল প্রস্তুতি দরকার।
- **পরিচিত জায়গা থেকে শুরু**: আপনার নিজের পুরনো স্কুল, কলেজ বা মসজিদ থেকে শুরু করলে অনুমতি পাওয়া সহজ হবে।
- **বিকল্প প্ল্যাটফর্ম:** যদি মূল জায়গায় অনুমতি না মেলে, তাহলে বিকল্প প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন (যেমন: কোনো পরিচিতজনের বাসা, মাঠ, পার্ক, অথবা ছোট কোনো অরাজনৈতিক স্থানীয় সংগঠনের অফিস)।

ধাপ ৩: সম্পর্ক তৈরি ও আস্থা অর্জন

- **পরিচিতি তৈরি:** কর্তৃপক্ষের (যেমন: প্রধান শিক্ষক, ইমাম, কমিটির প্রধান) সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতি তৈরি করুন।
- **লিংক খুঁজুন:** কোনো শিক্ষক, আত্মীয়, প্রাক্তন শিক্ষার্থী বা পরিচিত মুসল্লিদের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করুন।
- **নিয়মিত উপস্থিতি:** সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে (নামাজ/ক্লাস/মিটিংয়ে) নিয়মিত উপস্থিত থাকুন, যাতে তারা আপনাকে চিনতে পারে। এতে বিশ্বাস তৈরি হবে।
- **ছোট উপহার বা শ্রম:** প্রতিষ্ঠানের ছোটখাটো কাজে সহায়তা করুন (যেমন: পরিচ্ছন্নতা অভিযান, অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে সাহায্য করা) অথবা ছোটখাটো উপহার দিন, এতে আস্থা ও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হবে।

ধাপ ৪: যোগাযোগ কৌশল

- **সরাসরি দাবি নয়:** অনুমতি চাওয়ার সময় সরাসরি দাবি না করে প্রস্তাব আকারে বলুন।
- **সমস্যার গুরুত্ব বোঝান:** আপনার কার্যক্রম কেন জরুরি, তা বোঝানোর জন্য তথ্য, পরিসংখ্যান বা সংবাদপত্রের তথ্য ব্যবহার করুন।
- **সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন:** টিমে এমন কাউকে সামনে রাখুন যিনি সমাজে সম্মানিত অথবা ভালো রেজাল্ট করা ছাত্র।
- **বিতর্কিত শব্দ এড়িয়ে চলুন**: বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- **বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করুন:** আপনার প্রস্তাবিত টপিকের ওপর আলোচনার জন্য অভিজ্ঞ কোনো এক্সপার্ট, বক্তা বা শিক্ষক-ডাক্তারকে যুক্ত করলে আপনার প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

ধাপ ৫: আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রক্রিয়া

প্রয়োজনে একটি লিখিত আবেদনপত্র জমা দিন। মৌখিক অনুরোধের পাশাপাশি লিখিত আবেদন পেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করে। আবেদন পত্রে যা থাকবে:

- **সম্বোধন:** যার কাছে আবেদন করছেন তার পদবি ও নাম (যেমন: অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সভাপতি)।
- **বিষয়/শিরোনাম:** সংক্ষেপে আবেদনটির মূল বিষয় উল্লেখ করুন।
- **সমস্যার প্রেক্ষাপট**: কেন এই কার্যক্রম প্রয়োজন, তার কারণ ও পরিসংখ্যান সংক্ষেপে তুলে ধরুন।
- **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:** আপনার ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য এবং এর মাধ্যমে কী ফলাফল চান, তা স্পষ্ট করে লিখুন।
- **কার্যক্রমের রূপরেখা:** আপনার প্রস্তাবিত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিন (যেমন: সময়, স্থান, আলোচনার বিষয়)।
- **অনুমতির অনুরোধ**: অনুমতি চেয়ে আবেদনটি শেষ করুন।
- **আবেদনকারীর তথ্য:** আপনার নাম, দলের নাম (যদি থাকে), যোগাযোগ নম্বর এবং তারিখ।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পড়ুন ‘অনুমতিপত্র’ প্রবন্ধে :

বিকল্প পরিকল্পনা: যদি অনুমতি না পান, তাহলে জোরাজুরি না করে বিকল্প জায়গায় কাজ শুরু করুন।

ধাপ ৬ : ফলো-আপ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্ক

- **ধন্যবাদ জানান:** অনুমতি পেলে এবং অনুষ্ঠান শেষে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলবেন না।
- **ধারাবাহিক কার্যক্রম:** দৃশ্যমান এবং ছোট ছোট ধারাবাহিক কার্যক্রম চালিয়ে যান। এতে পরেরবার অনুমতি পাওয়া আরও সহজ হবে।

ক্যাম্পেইন আয়োজনের অনুমতি পাওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা অনুসরণ করলে আপনার কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ। মনে রাখবেন, ধৈর্য, সুসম্পর্ক তৈরি এবং সঠিক যোগাযোগ কৌশলই এখানে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সরাসরি অনুমতি না পেলে হতাশ না হয়ে বিকল্প উপায়ে কাজ শুরু করা উচিত। প্রতিটি সফল আয়োজনের পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখলে ভবিষ্যতে যেকোনো কাজের জন্য অনুমতি পাওয়া সহজ হবে। সঠিক প্রস্তুতি ও বিনয়ী মনোভাবের মাধ্যমে আপনি আপনার উদ্দেশ্য সফল করতে পারবেন এবং সমাজের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবেন। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করে নিক। ইখলাসের সাথে কাজ করার তৌফিক দিক।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

"যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের ছেড়ে দেন, তবে কে আছে যে এরপর তোমাদের সাহায্য করবে? সুতরাং মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।"[২৪]

সহজেই ক্যাম্পেইনের অনুমতি পাওয়ার উপায়

অনেক জায়গাতেই ক্যাম্পেইন করার বা লিফলেট বিতরণের অনুমতি পাওয়া যাবে না – এমন অভিযোগ অনেকেই করেন। এটা একটা পর্যায় পর্যন্ত সত্য বলে মনে হয়। তবে পুরোপুরি সঠিক নয় বা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন চিন্তা মূলত যেখান থেকে তৈরি হয়-

১। মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা নেই।

২। ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো মেট্রোপলিটন শহরে বা বড় বড় শহরের বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ – যেগুলোতে সেকুল্যারিজমের জোরেসোরে চর্চা করা হয় শুধুমাত্র সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা করা।

২ নম্বর সমস্যাটা আসলে সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশে শুরু হওয়া বিগত দশকের ইসলামী জাগরণের সমস্যা। সামগ্রিক জাগরণ শহুরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক হয়েছে বলেই মনে হয়। গ্রাম সেখানে অনুপস্থিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের প্রবেশ সেখানে নেই বললেই চলে। আবার অঞ্চলভিত্তিক বিবেচণায় নিলে উত্তরবঙ্গ একেবারেই অবহেলিত হয়ে রয়েছে। তো এই হলো দুটি পয়েন্ট যার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো স্থানে সামাজিক অবক্ষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ক্যাম্পেইনের অনুমতি পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়।

[২৪] সূরা আলে-ইমরান,৩:১৬০

সমস্যার সমাধান?

কিছু নিয়ম অনুসরণ করলে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুমতি পাওয়া সম্ভব। সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তবে শুরুতে যা বোঝা দরকার-

১। আপাতত শহর বাদ দেন। গ্রাম বা মফস্বলে যান। উত্তরবঙ্গে যান। গ্রাম বা মফস্বলের মানুষজন এখনো সাংস্কৃতিকভাবে অনেকটাই রক্ষণশীল। সামাজিক অবক্ষয়ের ইস্যুগুলো নিয়ে ক্যাম্পেইন করা তারা বেশ ইতিবাচক হিসেবে দেখে। অনুমতি পেতে সমস্যা হবে না ইনশা আল্লাহ।

২। টপিক, শব্দচয়ন ইত্যাদি নিয়ে "অফলাইন ক্যাম্পেইন, লিফলেট বিতরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা এড়ানোর উপায়" প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অনুমতি নেবার জন্য ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনে ফর্মাল **আবেদন পত্র** লেখা যেতে পারে। এসময় যা যা বলা যেতে পারে- তা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো যাক। ধরেন আপনি প্রেম নিয়ে ক্যাম্পেইন করতে চান কোনো এক স্কুলে। আপনি বোঝাবেন-

বাংলাদেশে তরুণ তরুনীদের প্রেম, জেনা ব্যভিচার করার পরিসংখ্যান।

প্রেমের ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট, পড়াশোনা, ক্যারিয়ারের ক্ষতি, আত্মহত্যা, মাদকাসক্ত হয়ে পড়া, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধ করার কিছু ঘটনা, সংবাদপত্রের শিরোনাম, পরিসংখ্যান ইত্যাদি।

আপনারা এলাকার সচেতন মানুষ হিসেবে, ওদের বড়ভাই হিসেবে তরুণদের, সমাজকে রক্ষা করতে চান তাই ক্যাম্পেইন করতে চাচ্ছেন।

ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে শিক্ষকদের বক্তা হিসেবে রাখবেন, তাঁদেরকে সম্মান দেখাবেন, বিনয়ী হবেন – ইনশা আল্লাহ ক্যাম্পেইনে অনুমতি পাওয়া ব্যাপার না।

৩। হুট করে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে আগে দেখেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার/আপনাদের পরিচিত কেউ আছে কিনা। ফেইসবুকে পোস্ট দেন, আত্মীয় স্বজন,পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে খোঁজেন, কোনো না কোনো লিংক খুঁজে বের করেন। এরপর তাদের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যান।

৪। ৩ নম্বর পয়েন্টের সূত্র ধরেই বলি, আপনি আপনার নিজের স্কুল কলেজে যান। পরিচিত, প্রিয় স্যারদের সাথে কথা বলেন। সুবিধা পাবেন। এক স্কুলে করতে পারলে অন্য প্রতিষ্ঠানেও অনুমতি পাওয়া সহজ হবে।

৫। স্কুল, কলেজের তুলনায় প্রাইভেটি/কোচিং সেন্টারগুলোতে অনুমতি পাওয়া সহজ। আগে কিছু প্রাইভেট/কোচিং সেন্টারে কাজ করে নেন। এগুলো স্কুল/কলেজে অনুমতি নেবার সময় রেফারেন্স হিসেবে দেখাতে পারবেন- যে আমরা অমুক অমুক জায়গায় কাজ করেছি। এতে আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

৬। যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ভালো ভালো কলেজে পড়াশোনা করেন তাদের আমাদের সমাজে সেলিব্রেটি হিসেবে দেখা হয়। তারা দূর আকাশের তারা। আপনি নিজে এমন হলে বা আপনার পরিচিতদের মধ্যে কেউ এমন থাকলে এই

সেলিব্রেটিজমকে কাজে লাগান। দেশের বাড়িতে মানে গ্রামে বা মফস্বলে বিভিন্ন ছুটিতে যাওয়া হয়। এই ছুটিগুলোতে স্কুল/কলেজ/কোচিং সেন্টার/খেলার মাঠ যেখানে সুযোগ পান- যান। আপনার সাথে কথা বলার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে থাকবে। আপনি তাদের সন্তানদের, শিক্ষার্থীদের গাইড করবেন- এটা বললে অভিভাবক ও শিক্ষকরা অনেক খুশি হবেন। তাঁরা সানন্দে ক্যাম্পেইনের অনুমতি দেবেন ইনশা আল্লাহ।

৭। আপনি আগে কখনো ক্যাম্পেইন করেননি, এমন অবস্থা হলে শুরুতেই বিশাল আকারে অডিটোরিয়াম ভাড়া করে ক্যাম্পেইন করব এমন চিন্তা মাথা থেকে বাদ দেন। প্রথমে ছোটো ছোটো কিছু ক্যাম্পেইন করেন। লিফলেট বিলান। কাজ করতে করতে আপনার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, ম্যাচুইউরিটি, লিংক, ফান্ড, জনবল হয়ে যাবে। এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে অনুমতি পাওয়া সহজ হবে ইনশা আল্লাহ।

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে করনীয়

৮। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। টপিক ধরা বাঁধা থাকে না। বিশেষে করে স্লাইড বানানো যে কোর্সে শেখানো হয় (ICT, Computer ১০১ টাইপের বিভিন্ন কোর্স) এসব কোর্সে আপনি এই সামাজিক অবক্ষয়ের ইস্যুগুলোর উপর প্রেজেন্টেশন দেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। অন্যান্য কোর্সেও বা একাডেমিক পড়াশোনা, কো-কারিকুলার এক্টিভিটিস এর যেকোনো কাজে এমন সুযোগ পেলে কাজে লাগান।

৯। ২, ৩ এবং ৪ নং পয়েন্ট অনুসরণ করে কাজ করলে অনুমতি পাওয়ার কথা।

১০। যদি দেখেন যে অনুমতি পাবেন না, সম্ভাবনা নেই – তাহলে জোরাজুরি করা, ক্ষমতা দেখিয়ে জোর করে ক্যাম্পেইন করা, হই-হট্টগোল করার দরকার নেই। অন্য কোথাও ক্যাম্পেইন করেন। আল্লাহর দুনিয়ায় জায়গার অভাব নেই।

প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান আছে। আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এসব সমাধান যদি বের হয় আপনারা সবাই মিলে চেষ্টা করলে প্রত্যেকটা সমস্যার এর চাইতে হাজারগুণ ভালো, ইফেক্টিভ সমাধান বের হবে ইনশা আল্লাহ। কাজে নামুন । সমস্যা যেমন আছে, তার সমাধানও আছে। আমাদের শুধু চেষ্টা করতে হবে লেগে থাকতে হবে।

মসজিদকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের জন্য মসজিদ কমিটির অনুমতি পাবার সহজ উপায়

ক. আমাদের মসজিদগুলো নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছে। প্রাণহীন অন্তঃস্বারশূন্য। মসজিদের মাধ্যমে কতোকিছু করা সম্ভব হতো ... কিন্তু এখন মসজিদে শুধু নামাজ পড়া আর এলাকার মুরুব্বীদের নেতৃত্ব নিয়ে রেষারেষির জায়গা হয়ে রয়েছে। আসমানের ওপর আর যমীনের নিচের ঘটনা ছাড়া কোনো কিছুই আর তেমন আলোচনায় আসে না মসজিদের খুতবাহতে। অথচ মসজিদগুলোকে ভালোমতো কাজে লাগাতে পারলে কতো কি করা যেত। যদি মসজিদের মিম্বার থেকে তরুণদের সমস্যা যেমন- প্রেম, জেনা ব্যভিচার, পর্ন আসক্তি, সমকামিতা, বিয়ে, আত্মহত্যা, হতাশা,বেকারত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতো তাহলে তরুণদের জীবন কতোই না সহজ হতো। এমন আফসোস করতে দেখা যায় অনেককে। বিশেষ করে তরুণদের।

এর পাশাপাশি-

১। মসজিদের খুতবাহতে জীবনঘনিষ্ঠ কোনো বিষয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব নিয়ে গেলে অনেক সময় খতীব সাহেব তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন না এমন অভিযোগ করতে শোনা যায় তরুণ ভাইদের কাছ থেকে।

২। সম্মানিত খতীব সাহেবরা অধিকাংশ সময় রাজি হন। কিন্তু মসজিদ কমিটির কারণে কিছু বলা যায় না। মসজিদকেন্দ্রিক কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় না- এমন অভিযোগ ১ নম্বর অভিযোগের চাইতেও বেশী শোনা যায়।

৩। এলাকার কোনো ভালো মানুষ মসজিদ কমিটিতে থাকেনা। সব সুদখোর, ঘুষখোর, মদখোর, জুয়াড়ী- এটিও অনেক শোনা যায়। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এই বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য। এগুলো আমাদের সমাজের চরম নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

এখন আমরা দুইটি কাজ করতে পারি:

১। অভিযোগের ধারা জারি রাখতে পারি। মসজিদ কমিটি, খতীব সাহেবদের সমালোচনার পর সমালোচনা, চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে পারি।

২। বিদ্যমান বাস্তবতাকে পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু করতে পারি। মসজিদগুলোকে আমরা সমাজ সংস্করণের হেড কোয়ার্টার বানাতে পারি।

১ নম্বর কাজ বছরের পর বছর করে গেলেও যে কোনো ইতিবাচক ফলাফল আসবে না তা মোটামুটিভাবে স্বাধীনতার পরবর্তী ৫০ বছরে বিশেষ করে বিগত আওয়ামী জাহেলিয়্যাতের সময় প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তবে ২ নম্বর পয়েন্টের কাজ যদি আমরা এখন শুরু করে দেই তাহলে ইনশা আল্লাহ ধীরে হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আজ যারা ২০ বছরের তরুণ আছো তোমাদের হাত ধরেই আগামী বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ সাফল্য আসবে ইনশা আল্লাহ।

খ. সমস্যা সমাধানের আগে সমস্যা কেন তৈরি হচ্ছে এবং সমস্যার প্রকৃতি কি তা বোঝা জরুরি। মসজিদকেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগে কেন তরুণরা মসজিদ কমিটি বা খতীবসাহেবদের মনোযোগ আকর্ষণ বা সাহায্য সহযোগিতা লাভে অনেক সময় ব্যর্থ হয়?

প্রথমেই আসবে মসজিদ কমিটির সমস্যা। মসজিদ পরিচালনা করার জন্য অধিকাংশ মসজিদ কমিটির যোগ্যতা নেই। তবে এই সমস্যার সমাধান আমরা চাইলেও হয়ত করতে পারব না। তাই আমাদের নজর দিতে হবে আমাদের নিজেদের কি কি সমস্যা আছে তার উপর।

বাস্তবতা হলো, অনেক এলাকায় মসজিদ কমিটি বা খতীব সাহেবদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বা সুসম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় হুট করে একদিন গিয়ে যদি আমরা পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস বিকৃতি বা সমকামিতার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনার আবদার করি, তবে তারা অপ্রস্তুত বোধ করেন। বিষয়টির গুরুত্ব তারা বুঝলেও, একদল অপরিচিত তরুণের হুট করে আসা প্রস্তাব অনেক খতীব গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন এবং সরাসরি তরুণদের মসজিদ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন।

মসজিদ কমিটিতে যারা আছে তারা প্রথমত বিষয়ের গুরুত্বই বুঝতে পারে না। আর কেউ বুঝতে পারলেও এই অপরিচিত তরুণদের নানা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। ওরা অমুক দল নাতো, ওরা এটা নাতো, ওরা সেটা নাতো। অনুমতি বা সাহায্য

সহযোগিতা আর পাওয়া যায় না। মসজিদ কমিটির সঙ্গে আমাদের তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়। খতীব সাহেব সম্পর্কেও আমরা বিভিন্ন মন্তব্য করে বসি।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম খতীব সাহেব এবং মসজিদ কমিটির সাথে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। এই আস্থা অর্জন, সুসম্পর্ক গড়ে তোলা একদিনে হবে না। সময় লাগবে। আস্থা বা সুসম্পর্ক অর্জনের পদ্ধতি কেমন হতে পারে?

গ. মসজিদকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচী – যেমন সকালের মক্তব পরিচালনা করা, মসজিদ কেন্দ্রিক লাইব্রেরি পরিচালনা করা, এলাকার শিশু কিশোরদের নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতা, দাওয়াতি কর্মকান্ড পরিচালনা করা – এগুলো যে মসজিদ আবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই বুঝ অধিকাংশ মসজিদ কমিটির কাছে নেই। তাদের কাছে মসজিদ আবাদ মানে মসজিদকে রাজপ্রাসাদের মতো করে সাজানো, এসি লাগানো, টাইলস লাগানো ইত্যাদি। তাই শুরুতেই মসজিদকেন্দ্রিক এমন কর্মসূচী হাতে নিলে তাঁদের আস্থা অর্জন করা দূরে থাক বরং সন্দেহের তালিকায় পড়তে হতে পারে।

তাহলে কীভাবে তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায়?

১। খুঁজে দেখুন মসজিদ কমিটি, ইমাম বা খতীব সাহেবদেরকে চেনেন, সম্পর্ক আছে এমন কাউকে আপনি চেনেন কিনা। হতে পারে তিনি আপনার বাবা, মামা,চাচা, প্রতিবেশী, এলাকার সিনিয়র ভাই...যে কেউ। তাদের মাধ্যমে কমিটির সদস্য, ইমাম বা খাদিমদের সাথে পরিচিত হয়ে নিন। আপনাকে যেন তারা চেনে। আপনার নামটা জানে। মসজিদ কমিটির তুলনামূলক বুঝদার, তরুণ সদস্যকে টার্গেট করতে পারেন। মসজিদ কমিটির কাছে যাওয়ার সময় যাদের রেসাল্ট ভালো, যারা সমাজের চোখে ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি এমন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে এমন ভাইদের সামনে রাখুন। মসজিদ কমিটির সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে সুবিধা হবে। এই লাইনটা লেখতে ভালো লাগলো না, কিন্তু কিছু করার নেই আসলে। সমাজের মানুষ এভাবেই চিন্তা করে।

২। ১ নং কাজ করা সম্ভব হলে ভালো। না হলেও সমস্যা নেই। মসজিদ কমিটি, খতীব, ইমাম সাহেব, খাদিমদের সাথে সালাম বিনিময় করুন। ভদ্র আচরণ করুন। ইমাম সাহেব খাদিমদের মাঝে মাঝে উপহার দিন। উপহার দামি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আন্তরিকতা যেন থাকে। মিসওয়াক, আতর, খেজুর, জমজমের পানি, টুপি, দেশীয় ফলমূল ইত্যাদি নানা কিছু দেওয়া যেতে পারে। সালাম বিনিময়,উপহার প্রদান,একসাথে বসে খাবার খাওয়া মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। সুন্নাহ সমর্থিত আমল।

খতীব সাহেবদের কাছে মাঝে মাঝে যান। তাযকিয়াতুন নফসের ব্যাপারে নাসীহা চান। খতীব সাহেব অল্প বয়স্ক হলে এবং বিকেলে খেলাধুলার সুযোগ থাকলে সুযোগ কাজে লাগান। মসজিদের খাদেম সাহেবদের সাথে বসে বিকেলে হালকা নাস্তা করা যেতে পারে। খাদেম সাহেবদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে মনে রাখবেন মসজিদ আপনার!

১ নং ধাপের কাজ করতে পারলে ২ নং ধাপের কাজগুলো করতে হবে না-এমন নয়। ২ নং ধাপে আলোচিত কাজ সমূহও করতে হবে।

৩। মসজিদ কমিটির কাছে আপনাদের অরাজনৈতিক প্রকৃতি স্পষ্ট করুন। আপনারা এলাকারই সন্তান। তাদেরই ভাগ্নে ভাতিজা। সমাজের কল্যাণের জন্যেই আপনারা কাজ করতে চান- একথা জোর দিয়ে বলুন।

৪। মসজিদের বিশাল অঙ্কের টাকা দান করার সামর্থ্য আমাদের তরুণদের নেই। যদি কারও থেকে থাকে তাহলে ১/২ বার মসজিদের ফান্ডে টাকা দিতে হবে। বাবা/মামা/চাচা এমন নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে বা অন্য যে কারও কাছ থেকে ফান্ড ম্যানেজ করে দিতে পারলে মসজিদে আপনার মোটামুটি এক্সেস পাওয়া শুরু হবে।

৫। টাকা দিতে না পারলেও সমস্যা নেই। মসজিদের ছোটোছোটো কাজে শামিল থাকুন। যেমন-

মসজিদের বাইরেও আপনাদের বিভিন্ন সোশ্যাল এক্টিভিজমে মসজিদ কমিটির তুলনামূলক বুঝদার সদস্য, সম্মানিত ইমাম ও খতীব সাহেবদের দাওয়াত করুন। মাঝে মাঝে মসজিদ ঝাড়ু দেন,ওযুখানা, টয়লেট, মসজিদের উঠান ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করুন। কমিটিকে জানিয়ে দুই ঈদের আগে এলাকার সব তরুণদের নিয়ে পুরো মসজিদ এবং ঈদগাহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করুন। উৎসবের মতো করে মসজিদের আঙ্গিনায় ফল ও ফুলের গাছ লাগান। নিয়মিত সেগুলোর পরিচর্যা করুন। বর্ষাকালে মসজিদের উঠানে কিছু ফলের গাছ লাগান। পেপে, পেয়ারা, আম, কাঠাল, ডাব টাইপের গাছ। মসজিদের জন্য বিভিন্ন দুয়া ক্যালেন্ডার, চিরস্থায়ী নামাজের সময়সূচীর ক্যালেন্ডার ইত্যাদি কিনে নিয়ে যান।

বোনাস টিপস

১. ছোটো থেকে শুরু করুন

প্রথমে অল্প কিছু কার্যক্রম শুরু করুন, যেমন:

- নামাজ শেষে ছোট্ট দোয়া বিতরণ কার্ড দেওয়া।
- শিশু-কিশোরদের জন্য নাসিহা সেশন (৫ মিনিট)।
- মসজিদে আসা বৃদ্ধদের খোঁজখবর নেওয়া।
- শুরুতেই বড় ইভেন্ট করতে চাইবেন না, বরং ‘‘ছোটো ছোটো কাজের ধারাবাহিকতা’’ দিয়ে আস্থা তৈরি করুন।

২. খতীব ও কমিটিকে অনুপ্রাণিত করার কৌশল

সরাসরি “এটা বলেন” বা “ওটা আয়োজন করি” না বলে, বরং অভিজ্ঞ আলেমদের লেখা/ভিডিও দেখিয়ে বলুন— “হুজুর, এই বিষয়টা আজকাল তরুণদের মাঝে খুব বেশি হচ্ছে। আপনি যদি ২ মিনিট এ ব্যাপারে কথা বলতেন তাহলে আমাদের জন্য অনেক উপকার হতো।” এভাবে বিষয়টা চাপিয়ে না দিয়ে তাঁদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে এগোতে হবে।

৩. টিমওয়ার্ক ও ধারাবাহিক উপস্থিতি

মসজিদ কমিটি বা ইমাম সাহেবদের কাছে একা গেলে চাপ পড়বে। অন্তত ২–৩ জন একসাথে যান। নিয়মিত ফজরের নামাজে উপস্থিতি বড় প্রভাব ফেলে। খতীব ও মসজিদ কমিটি আপনাদেরকে চিনতে শুরু করবে।

৪. বিকল্প প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন

যদি মসজিদ কমিটি একেবারেই অনুমতি না দেয়:

- এলাকার পার্ক, কোচিং, লাইব্রেরি, কারও বাড়ির আঙিনা, গ্যারাজ—এসব জায়গা ব্যবহার করে শুরু করুন।
- পরে ফলাফল/ভিডিও দেখিয়ে মসজিদ কমিটিকে বলুন— "আমরা তো এলাকাতেই করছি, মসজিদের সাথে করলে আরও ভালো হতো।"
- এভাবে আনঅফিসিয়াল থেকে অফিসিয়াল হওয়ার পথ তৈরি করুন।

এভাবে কিছুদিন (কয়েকমাস বা ১/২ বছর) লেগে থাকলে ইনশা আল্লাহ মসজিদ কমিটি বা খতীব সাহেবদের নিকট আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা, আস্থার সম্পর্ক তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। মসজিদকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজকে বেগবান করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। একটু বয়স বাড়লে মসজিদ কমিটির সদস্য হবারও সুযোগ আসবে। এবং মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় আগামী ১০/১৫ বছর পর আপনি মসজিদ কমিটির বেশ প্রভাবশালী একটি জায়গায় বসবেন ইনশাআল্লাহ। নিছক ফ্যান্টাসি, অস্থিরতা, ত্বরাপ্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে আসুন এবং একটু দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা করুন। হক ও বাতিলের লড়াই চিরন্তন। এ লড়াই কখনো শেষ হয়ে যাবে না। ভূপ্রকৃতি,আন্তর্জাতিক, স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থা, প্রতিবেশী দেশসমূহ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আসুন সামাজিক শক্তি অর্জনের কর্মসূচী হাতে নেই।

অনুমতিপত্র

এই নির্দেশিকাটি তৈরি করা হয়েছে স্কুল, কলেজ, মসজিদ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের জন্য অনুমতি পত্র লেখার একটি আদর্শ কাঠামো প্রদানের উদ্দেশ্যে। একটি কার্যকর আবেদনপত্র লেখার জন্য কিছু মৌলিক নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন, যা কেবল আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করে না, বরং আপনার প্রস্তাবিত কার্যক্রমের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতাও তুলে ধরে। এই নির্দেশিকায় আমরা আবেদনপত্রের মূলনীতি, একটি সাধারণ টেমপ্লেট এবং কিছু বাস্তব উদাহরণ আলোচনা করব, যা আপনাকে যেকোনো সামাজিক ইস্যু নিয়ে ক্যাম্পেইন আয়োজনের জন্য একটি শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য আবেদনপত্র তৈরি করতে সাহায্য করবে। এখানে পর্নোগ্রাফি আসক্তি, হারাম রিলেশনশিপ এবং স্ক্রিন আসক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন সেমিনার আয়োজনের অনুমতি পত্রের মূলনীতি (জেনারেলাইজড)

১. শিরোনাম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা

- বিষয় লাইনে উল্লেখ করতে হবে: ''সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি প্রসঙ্গে''।
- উদ্দেশ্য এক বাক্যে পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে (যেমন: শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধ, নৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি)।

২. প্রাপককে সঠিকভাবে সম্বোধন করা

- সাধারণত প্রতিষ্ঠানের প্রধান/অধ্যক্ষ/কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা জরুরি।

৩. সমস্যার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা

- সংশ্লিষ্ট সামাজিক/স্বাস্থ্য/শিক্ষা/নৈতিক সমস্যা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বা স্বীকৃত সূত্র (গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠন, সংবাদ মাধ্যম) থেকে তথ্য উল্লেখ করা ভালো।
- সমস্যার গুরুত্ব ও তাৎক্ষণিক প্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে হবে।

৪. ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা

- শিক্ষার্থীদের সচেতন করা ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান।
- ইতিবাচক ও নৈতিক জীবনধারা গড়ে তোলার প্রয়াস।
- সমাজ ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের কল্যাণে কাজ করার অভিপ্রায় প্রকাশ।

৫. প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া

- উদ্বোধনী বক্তব্য।
- বিষয়ভিত্তিক মূল আলোচনা (স্বাস্থ্য, মানসিকতা, সামাজিক প্রভাব, প্রতিরোধ ইত্যাদি)।
- সমাধান ও করণীয় বিষয়ে পরামর্শ।
- প্রশ্নোত্তর ও অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ।
- প্রতিটি পর্বের আনুমানিক সময় উল্লেখ করা যায়।

৬. বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা

ভদ্র ভাষায় অনুরোধ করতে হবে: "অতএব, বিনীত অনুরোধ, আমাদেরকে এই ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।" প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

৭. আবেদনকারীর তথ্য সংযুক্ত করা

- আবেদনকারীর নাম, পদবি বা ইউনিটের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিতে হবে।
- তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি চেয়ে আবেদনের টেমপ্লেট পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত করা হলো।

৬১। নিরাপত্তা বা সুরক্ষার নিয়ম-কানুন কী? ঝামেলা এড়ানোর উপায় সমূহ কী কী ?

অফলাইন অ্যাক্টিভিসম সামাজিক শক্তি অর্জনের অপরিহার্য অংশ। তবে অ্যাক্টিভিসম করতে গেলে অনেক সময়ই অপ্রত্যাশিত কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হয়, যা পুরো কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এই লেখায় আমরা অফলাইন ক্যাম্পেইনে সম্ভাব্য সমস্যাগুলো এড়িয়ে কীভাবে আরও কার্যকরভাবে কাজ করা যায়, সে সংক্রান্ত কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি, এই আলোচনা আপনাদের ক্যাম্পেইনগুলোকে আরও সফল ও নির্বিঘ্ন করতে সাহায্য করবে।

১। আলোচনার বিষয়বস্তু হতে হবে জীবনঘনিষ্ঠ সামাজিক ইস্যু। যেমন – প্রেম, জেনা ব্যভিচার, পর্ন আসক্তি , পরকীয়া, মোবাইল আসক্তি, হতাশা, আত্মহত্যা, প্যারেন্টিং, বৃদ্ধাশ্রম বেড়ে যাওয়া, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ ইস্যু। বিএনপি, জামাত, চরমোনাই, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান – সবার ইস্যু। সবার ঘরেই এই সমস্যা। সেকুল্যারিজম এই সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ। বরং তারাই এই সমস্যার কারণ।উপরোক্ত বিষয়সমূহে আলহামদুলিল্লাহ বাজারে অনেক বই রয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে মসজিদে ধারাবাহিকভাবে অন্তত ১ বছর আলোচনা করতে পারলেও সেই এলাকায় খুবই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ। খতীব সাহেবও একটি সম্মানজনক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। এলাকার তরুণ যুবক সম্প্রদায় প্রয়োজনে খতীব সাহেবদের এ ব্যাপারে তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন। লিফলেট বিতরণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। জীবনঘনিষ্ঠ সামাজিক ইস্যুতে লিফলেট বিতরণ করবেন।

২। অমুকে অমুকের দালাল, অমুকে দেশ বেচে দিয়েছে -শুরুতেই এধরণের শব্দচয়ন করলে সমস্যা হবার সম্ভাবনা আছে। তোমরা প্রেম করছ , মুক্তির কোনো উপায় নাই, ডিরেক্ট জাহান্নামে যাবা... এধরণের শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। কঠোরতা অবলম্বন করতেন কিতালের ময়দানে । দাওয়াতে তিনি কোমলতা ব্যবহার করতেন। তরুণ যুবক ভাইয়েরা এই বিষয়টি ভালোমতো লক্ষ্য করুন। আপনি অ্যাক্টিভিসম করছেন। কিতাল নয়। লিফলেট বিতরণ করার দৃশ্য ভিডিও করে অনলাইনে দিলেন। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে দিলেন কোনো গরম নাশীদ। বাংলাদেশের

একজন সাধারণ মানুষ এই নাশীদ আর লিফলেট বিতরণ দেখে কি ভাববে বলেন? সে তো ভয় পাবে। আপনাদের অন্যরকম ভাববে, তাইনা?

একবার দেখেছিলাম কিছু ভাইয়েরা ঈদ উপলক্ষ্যে খেলাধুলার আয়োজন করেছেন। দৌঁড়ঝাপের ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে গরম নাশীদ। এটা দেখে সাধারণ মানুষ যদি অমুক দল তমুক দলের ট্রেইনিং ভেবে নেয় তাহলে তো খুব বেশী অবাক হবার কিছু নেই। পালে বাতাস দেওয়ার জন্য দালাল মিডিয়া তো আছেই। এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে । ফ্যান্টাসি, রোমান্টিসিজম, তাড়াহুড়ো,অস্থিরতা এগুলো তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য। এগুলো একেবারে দূর করা যাবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে একদম কমিয়ে আনা সম্ভব যার ফলে কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। উত্তেজিত না হয়ে, আন্তরিকতার সাথে, কল্যাণকামী হয়ে, দরদের সাথে সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ইনশা আল্লাহ কোনো সমস্যা হবার কথা না।

৩। মসজিদ, স্কুল কলেজ কোচিং সেন্টারে ক্যাম্পেইন করার আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি নিন। অনুমতি না দিলে অন্যস্থানে করুন। কাজ শুরু করলে ইনশা আল্লাহ ধীরে ধীরে সবাই অনুমতি দেবে।

৪। শুধু দাড়ি টুপিওয়ালারা মিলে ক্যাম্পেইন করবেন না। এলাকার বড় ভাই, পাতি ভাই, ছোটো ভাই, মুরুব্বি, শুক্রবারের মুসল্লি সবার কাছে সাহায্য চান। সমাজের সবাইকে সঙ্গে রাখেন। যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন- এই এপ্রোচে আগাতে হবে। এটা সমাজের সকলের সমস্যা। সকলে মিলে সমাধান করতে হবে। তবে মনে রাখবেন সবাইকে নিয়ে ক্যাম্পেইন করলেও ক্যাম্পেইনের নেতৃত্বে থাকবে প্র্যাক্টিসিং মুসলিমরাই।

৫। প্রত্যেক এলাকায় কিছু সমাজসেবামূলক সংগঠন থাকে। শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ এই টাইপের কাজ করে। খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন ক্লাব থাকে। ব্যায়াম করার জিম থাকে। এদের কাছে যান। পর্ন, হস্তমৈথুন, মোবাইল আসক্তি নিয়ে এদের তুমুল আগ্রহ আছে । এদেরকে একটু ভালোমতো এপ্রোচ করতে পারলেই দেখবেন কাজ করার জন্য রাজি হয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পেইনে সহযোগী হচ্ছে।

৬। অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়ানোর জন্য ইউনিটের নামকরণের ক্ষেত্রেও কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। যেমন-

- এলাকার/প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত করুন।
- সহজ ও মনে রাখার মতো নাম রাখুন।
- ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক রাখুন।
- নন-প্র্যাক্টিসিং মানুষও যেন রিলেট করতে পারে।
- নিরাপদ ও দীর্ঘমেয়াদে টেকসই এমন নাম রাখুন।
- নাম সংক্ষিপ্ত রাখুন (২—৩ শব্দ)।
- স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মানানসই রাখুন।
- বিভ্রান্তিকর বা শাখা-ধরনের নাম এড়ান।
- ব্র্যান্ডিং-ফ্রেন্ডলি রাখুন।
- ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকবে এমন নাম রাখুন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** তে আলোচিত "ইউনিটের নামকরণ" প্রবন্ধে। পড়ে নেবার সবিশেষ অনুরোধ রইল। অফলাইন ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন সমস্যা এড়ানোর ক্ষেত্রে আরও কিছু টিপস-

সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি

ক্যাম্পেইনের জন্য কেবল ভালো মানুষ বেছে নিলেই হবে না, তাদের দক্ষতা বাড়াতেও নজর দিতে হবে। ইউনিটের সদস্যদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেমন:

- **যোগাযোগের দক্ষতা:** কীভাবে শান্তভাবে ও সুস্পষ্টভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে হয়, সেই প্রশিক্ষণ।
- **সমস্যা সমাধানের দক্ষতা:** অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত সমাধান বের করা যায়, তার ওপর প্রশিক্ষণ।
- **বিতর্ক ব্যবস্থাপনা:** বিতর্কিত বিষয় এড়াতে বা বিতর্কের সৃষ্টি হলে কীভাবে তা শান্তিপূর্ণভাবে সামাল দিতে হয়, সেই কৌশল শেখানো।

সঠিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

একটি সফল ক্যাম্পেইনের জন্য কেবল বিষয়বস্তু ঠিক করলেই হবে না, এর পেছনে একটি সুপরিকল্পিত প্রস্তুতিও জরুরি। যেমন:

- **লক্ষ্য নির্ধারণ:** ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য কী—শুধুমাত্র সচেতনতা বাড়ানো নাকি নির্দিষ্ট কোনো পরিবর্তন আনা?
- **শ্রোতা বিশ্লেষণ:** আপনার ক্যাম্পেইনের প্রধান টার্গেট কারা এবং তাদের মনস্তত্ত্ব কেমন? তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম কোনটি?
- **সম্ভাব্য ঝুঁকির তালিকা:** ক্যাম্পেইনে কী কী সমস্যা হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করে সেগুলোর সমাধান আগে থেকেই ঠিক করে রাখা।
- এ জন্য ক্যাম্পেইনের শুরুতেই স্ট্র্যাটেজি চার্ট বানিয়ে নিতে হয়। স্ট্র্যাটেজি চার্টের জন্য দেখুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-ক্যাম্পেইন টুলকিট"**।

নিরাপত্তা ও আইনি দিক

ডাইরেক্ট একশ্যান ক্যাম্পেইন করার সময় কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে, যা আগে থেকে জেনে রাখা ভালো।

- **আইন-শৃঙ্খলা:** যদি কোনো কারণে ঝামেলা হয়, তাহলে শান্ত থাকুন। পুলিশের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে বা কী বলতে হবে, তার একটি পূর্বপ্রস্তুতি থাকা। সবার কাছে অন্তত দুজন 'ক্রাইসিস কন্টাক্ট'-এর নম্বর থাকতে হবে।
- **অবহিত করা:** বড় জমায়েত , বিক্ষোভ সমাবেশ ইত্যাদির পূর্বে কোনো কোনো সময় স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে রাখার দরকার পড়ে। এটি কর্মসূচীর সময় নির্বিঘ্নে যান চলাচল বা ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট করে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য জরুরি। তবে ছোট কাজের জন্য এটি সবসময় জরুরি নয়।

- **নিরাপত্তা বিষয়ক টিপস:** বড় জমায়েত বা ভিড়ের জায়গায় কীভাবে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, সে ব্যাপারে ইউনিটের সদস্যদের নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।
- **আইনি ব্যাকআপ:** স্থানীয়ভাবে ২-৩ জন বিশ্বস্ত ও আদর্শবান আইনজীবীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন, যারা যেকোনো বিপদে দ্রুত পরামর্শ দিতে পারবেন।

ফলো-আপ এবং ধারাবাহিকতা

ক্যাম্পেইন শেষ হলেই কাজ শেষ নয়। এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

যোগাযোগ বজায় রাখা: যাদের কাছে পৌঁছানো গেছে, তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

ফলাফল পরিমাপ: ক্যাম্পেইনের ফলে সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে, তা ছোট পরিসরে হলেও পরিমাপ করার চেষ্টা করা।

পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা: একটি ক্যাম্পেইনের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপের কার্যক্রম কী হবে, তার পরিকল্পনা আগে থেকে করে রাখা।

আরো কিছু বিষয়...

- **ডিজিটাল নিরাপত্তা:** ফোনে বায়োমেট্রিকের বদলে পিন/প্যাটার্ন লক ব্যবহার করুন। হ্যাকিং থেকে বাচতে সোশ্যাল অ্যাকাউন্টগুলোতে শক্ত পাসওয়ার্ড দিন।
- **তথ্য নিয়ন্ত্রণ :** ইউনিটের সব পরিকল্পনা সবাইকে বিশেষ করে নতুন সদস্যদের জানানো যাবে না। যাকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাকে শুধু ততটুকুই জানান
- **আর্থিক গোপনীয়তা ও স্বচ্ছতা:** খরচের পাই-পাই হিসাব রাখুন, তবে দাতার (Donor) পরিচয় অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রকাশ করার দরকার নেই।
- **ফ্রি মিক্সিং এড়ানো:** নারী-পুরুষের মেলামেশায় কঠোরভাবে ইসলামী শরীয়াহ মেনে চলুন। এককভাবে কোনো নির্জন স্থানে বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে মিটিং বা কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আরো পড়ুন

- **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ আলোচিত অ্যাক্টিভিস্ট ম্যানুয়াল :বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা
- এই হ্যান্ডবুক এ আলোচিত নিচের দুইটি প্রশ্নের উত্তর
    - অ্যাক্টিভিসম বা ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় ইউনিট ও সদস্যদের উপর দমনপীড়ন হলে তা মোকাবিলার জন্য সাংগঠনিক কৌশল ও আইনি সহায়তা প্রদানের কাঠামো কেমন হতে পারে?
    - সরাসরি ভাঙচুর ধরণের কাজ করতে চাওয়া ভাইদের নিয়ে করণীয় কী?

মনে রাখতে হবে, অফলাইন অ্যাক্টিভিসমের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জনমনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে ভূমিকা রাখা। এর জন্য প্রয়োজন সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা, কৌশলগত যোগাযোগ, নিরলস পরিশ্রম এবং সর্বোপরি আল্লাহর ওপর ভরসা। যখন একটি ইউনিট আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞা নিয়ে কাজ করে, তখন তারা শুধু ব্যক্তিগত বা দলীয় লক্ষ্যই পূরণ করে না, বরং পুরো সমাজকে একটি উন্নত ও সুস্থ ধারায় প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়। এই পথ মসৃণ না হলেও, সঠিক কৌশল অবলম্বন করলে এবং আল্লাহর সাহায্য চাইলে প্রতিটি চ্যালেঞ্জই সফলতার সোপানে পরিণত হবে, ইনশা আল্লাহ।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"[২৫]

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۷﴾

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহকে কেউ রদ করতে পারে না। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৬]"

৬২। অ্যাক্টিভিসম করার সময় কিভাবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়?

কাজের ক্ষেত্র ও টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ (Target Audience)

ফ্রি-মিক্সিং এড়ানোর প্রথম শর্ত হলো নিজের কাজের গণ্ডি নির্দিষ্ট করা-

- **বোনদের জন্য:** আপনাদের দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসমের মূল ক্ষেত্র হবে পরিবারের মাহরাম সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবীরা। অপরিচিত পুরুষদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বা নসিহত করার প্রয়োজন নেই।
- **ভাইদের জন্য:** ভাইদের দাওয়াহর ক্ষেত্র হবে পুরুষরা। পুরুষ ও নারীদের কাজের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা থাকলে ফ্রি-মিক্সিংয়ের সুযোগই তৈরি হবে না।

[২৫] সূরা তালাক,৬৫:৩
[২৬] সূরা ইউনুস,১০: ১০৭

সাংগঠনিক কাঠামোর পৃথকীকরণ (Organizational Segregation)

অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটগুলোতে নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকা জরুরি।

- **পৃথক দায়িত্বশীল:** বোনদের কাজের তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একজন অভিজ্ঞ বোন দায়িত্বশীল থাকবেন। বোনরা শুধুমাত্র সেই দায়িত্বশীল বোনের সাথেই যোগাযোগ করবেন।
- **মিডিয়াম বা মাধ্যম:** যদি কোনো প্রয়োজনে ভাইদের ইউনিটের সাথে সমন্বয় করতে হয়, তবে তা সরাসরি না করে পরিবারের মাহরাম (যেমন: স্বামী বা ভাই) এর মাধ্যমে করা।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সতর্কতা

বর্তমান যুগে ডিজিটাল ফ্রি-মিক্সিং একটি বড় ফাঁদ। এটি এড়াতে:

- **আলাদা গ্রুপ:** ভাই ও বোনদের জন্য আলাদা সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ বা চ্যানেল থাকবে।
- **কন্টেন্ট প্রোডাকশন:** বোনেরা ঘরে বসে ভিডিও এডিটিং বা গ্রাফিক ডিজাইন করলেও তা ভাইদের কাছে পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট মাহরাম বা নির্দিষ্ট ইমেইল/ক্লাউড ফোল্ডার ব্যবহার করতে পারেন, যাতে সরাসরি চ্যাটিংয়ের প্রয়োজন না হয়।
- **ব্যক্তিগত যোগাযোগ বর্জন:** দ্বীনি আলোচনার অজুহাতেও বিপরীত লিঙ্গের সাথে ইনবক্সে চ্যাটিং করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

মিটিং ও পাঠচক্রের পরিবেশ

- **ব্যক্তিগত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ:** বোনদের পাঠচক্র বা আলোচনা সভার জন্য পাবলিক প্লেসের চেয়ে নিজ গৃহের মতো নিরাপদ পরিবেশ বেছে নেওয়া। যেখানে বাইরের বা অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষের প্রবেশের সুযোগ নেই।
- **ভাইদের জন্য সেশন:** ভাইদের সেশন মসজিদ বা নির্দিষ্ট রুমে হবে যেখানে নারীদের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

লজিস্টিক ও পরোক্ষ সহায়তা (Logistical Support)

বোনেরা সরাসরি লিফলেট বিতরণ না করে ভাইদের জন্য লিফলেট প্যাকিং, ইভেন্টের খাবার তৈরি বা ঘরোয়া লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে পর্দার ভেতরে থেকেই বড় অবদান রাখতে পারেন। এতে কাজের ফলাফল অর্জিত হয় কিন্তু ফ্রি-মিক্সিং হয় না।

প্রফেশনাল ও গম্ভীর আচরণ (Professional Conduct)

যদি বিশেষ প্রয়োজনে (যেমন: আইনি সহায়তা বা জরুরি প্রশাসনিক কাজ) কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হয়:

- **কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য:** ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী কণ্ঠস্বরে কমনীয়তা পরিহার করে গম্ভীরভাবে শুধুমাত্র কাজের কথা বলা।

- **একা না হওয়া:** মাহরাম কাউকে সাথে রাখা এবং জনবহুল স্থানে কথা বলা।

মানসিক ও আদর্শিক বাধা (Psychological Boundary)

- **তাকওয়ার অনুশীলন:** সবসময় মনে রাখা যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে তাঁর অবাধ্য হওয়া (যেমন: পর্দার খেলাপ বা ফ্রি-মিক্সিং) কখনোই কাম্য নয়।
- **বার্নআউট এড়ানো:** নিজেকে অতিরিক্ত চাপে ফেললে বা মানসিক স্থিরতা হারালে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত ইবাদতের মাধ্যমে নিজের মানসিক ঢাল মজবুত রাখা।

ফ্রি-মিক্সিং এড়ানোর মূল সূত্র হলো— "বোনরা বোনদের মাঝে এবং ভাইরা ভাইদের মাঝে কাজ করবেন।" অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে যখন সমন্বয়ের দরকার হবে, তখন তা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং মাহরামদের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন করতে হবে।

আরও পড়ুন- এই হ্যান্ডবুক এ আলোচিত নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর

- মা-বোনেরা কিভাবে অ্যাক্টিভিসম করবেন এবং কিভাবে ফ্রি মিক্সিং এড়ানো যাবে?
- ক্যাম্পাসে কিভাবে ফ্রি মিক্সিং এড়ানো যায়?

৬৩। প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা বা দক্ষ সদস্যগণ অনুপস্থিত হলে, অ্যাক্টিভিসমের নীতি, কৌশল এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যেন পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে সুসংগঠিতভাবে প্রবাহিত হয়, তার জন্য সুনির্দিষ্ট কী প্রক্রিয়া রাখা হয়েছে?

প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা বা দক্ষ সদস্যদের অনুপস্থিতি যেন ইউনিটের জন্য কৌশলগত শূন্যতা তৈরি না করে, তার জন্য জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (Knowledge Management) এবং সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা (Organizational Stability) নিশ্চিত করা আবশ্যক।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা প্রক্রিয়া

এই প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করে যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কোনো ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, তা একটি সুসংগঠিত **সিস্টেম (System)** হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত হবে।

১. লিখিত ডকুমেন্টেশন

সকল কৌশলগত ও কার্যকরী জ্ঞানকে লিখিত দলিলে পরিণত করতে হবে।

দস্তাবেজের নাম	উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু
ক. সাংগঠনিক SOP	**প্রমিত কার্যপদ্ধতি (Standard Operating Procedure):** ইউনিটের প্রতিটি নিয়মিত কাজের **ধাপে ধাপে নির্দেশনা**। যেমন: মিটিং পরিচালনার নিয়ম, নতুন সদস্য গ্রহণের প্রক্রিয়া, লিফলেট বিতরণের প্রোটোকল ইত্যাদি।
খ. কৌশলগত মেমোর‍্যান্ডাম	**ভিশন ও নীতিমালা:** ইউনিটের **মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে মানহাজ ইত্যাদি।** এটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আদর্শিক রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।
গ. ক্রাইসিস হ্যান্ডবুক	**ঝুঁকি মোকাবিলা প্রোটোকল:** আইনি জটিলতা, মিডিয়াতে অপপ্রচার বা সদস্যদের ওপর চাপ এলে কী করতে হবে, তার **তাৎক্ষণিক নির্দেশিকা ও যোগাযোগের তালিকা**।
ঘ. ডোমেন/ কমিটি অপারেশন ম্যানুয়াল	প্রতিটি বিশেষায়িত ডোমেন/কমিটি (যেমন: মিডিয়া, প্ল্যানিং,ক্যাম্পেইন,গবেষণা ইত্যাদি) তাদের ব্যবহৃত **টুলস, সফটওয়্যার এবং কার্যকরী সেরা অনুশীলনগুলো** (Best Practices) লিখিতভাবে সংরক্ষণ করবে।

২. আর্কাইভ ও কেন্দ্রীয় ডেটাবেস

জ্ঞানকে নিরাপদ ও সহজলভ্য করে তোলার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

- **অভিজ্ঞতার ডেটাবেস:** প্রতিটি বড় প্রজেক্ট বা ক্যাম্পেইন শেষে ইনকুয়েস্ট[২৭] রিপোর্ট তৈরি করে ফেলুন। এতে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকবে:
    - কী ভালো হয়েছিল?
    - কী কাজ করেনি? (রুট-কজ অ্যানালাইসিস)
    - ভবিষ্যতে কী পরিবর্তন করা দরকার?
- **ডিজিটাল আর্কাইভের নিরাপত্তা:** সকল গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ডকুমেন্টেশন এবং ডেটাবেস একটি সুরক্ষিত ও ক্লাউড-ভিত্তিক স্থানে সংরক্ষণ করুন। ব্যাকআপ রাখুন। পুরাতন নেতা বা সদস্যরা চলে গেলেও যেন এই ডেটার অ্যাক্সেস অব্যাহত থাকে।
- **সংগঠনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন:** সফল ক্যাম্পেইন, ব্যর্থতা, এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত নথি তৈরি করুন, যা সদস্যদের প্রেরণা ও ঐতিহাসিক সচেতনতা যোগাবে।

[২৭] ইনকুয়েস্ট সম্পর্কে আলোচনা আছে অ্যাক্টিভিস্ট "হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ" তে।

৩. ট্রেইনিং ও মেন্টরশিপ

লিখিত জ্ঞানকে জীবিত অভিজ্ঞতা (Living Experience) হিসেবে সদস্যদের মধ্যে প্রবাহিত করতে হবে।

- **ট্রেইনিং মডিউল তৈরি:** SOP এবং অপারেশন ম্যানুয়ালের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক, ইন্টারমিডিয়েট ও অ্যাডভান্সড স্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট ট্রেইনিং মডিউল তৈরি করা।
    - **প্রাইমারি মডিউল:** আদর্শিক ভিত্তি, ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা, এবং SOP ব্যবহার।
    - **ইন্টারমিডিয়েট মডিউল:** লিডারশিপের বুনিয়াদি দক্ষতা, প্রজেক্ট প্ল্যানিং, এবং রুট-কজ অ্যানালাইসিস।
- **জ্ঞান বিতরণ (Knowledge Transfer) প্রক্রিয়াকরণ:** সিনিয়র সদস্যদের অনুপস্থিতির আগেই তাদের অভিজ্ঞতাকে ভিডিও বা লিখিত ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে রেকর্ড করা এবং নতুনদের জন্য এই বিষয়বস্তু অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করা।
- **মেন্টরশিপের দায়িত্ব:** অ্যাডভান্সড স্তরের সদস্যদের জন্য মেন্টরশিপকে একটি আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা। প্রতিটি সিনিয়র সদস্যের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব থাকবে তার ডোমেনের/ কমিটির ইন্টারমিডিয়েট স্তরের সদস্যদের নিয়মত্বান্ত্রিক উপায়ে গড়ে তোলা। এটিই নেতৃত্বের পাইপলাইন নিশ্চিত করে।

নেতৃত্বের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অপরিহার্য:

- **দায়িত্বের জন্য একাধিক বিকল্প তৈরি :** প্রতিটি ডোমেন/কমিটি লিড এবং গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অবিলম্বে কমপক্ষে দুইজন বিকল্প উত্তরসূরি তৈরি করা। এই বিকল্পদের মূল লিডারের কাজের প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- **ট্রেইনিং প্রোগ্রামে জোর দেওয়া:** প্রাথমিক ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরের সদস্যদের জন্য SOP এবং অপারেশন ম্যানুয়াল-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি ট্রেইনিং মডিউলগুলো বাধ্যতামূলক করা। এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা তাদের পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার পূর্বশর্ত করতে হবে ।
- **হাতে ধরে শেখানো:** ক্যাম্পেইন বা ইউনিট পরিচালনার সময় অ্যাডভান্সড স্তরের সদস্যরা সরাসরি ইন্টারমিডিয়েট বা জুনিয়র সদস্যদের হাতে ধরে কাজ শেখাবেন । এই প্রক্রিয়ায় জুনিয়র সদস্যদের কাজের ভুল ও সঠিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে উৎসাহিত করা হবে।

ইউনিটের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত বিরতিতে নিজেদের কাজ, উদ্দেশ্য ও আদর্শিক ভিত্তি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ক. আদর্শিক নিরীক্ষা

এটি নিশ্চিত করে যে কাজের নিয়ত এবং পদ্ধতি (মানহাজ) আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

- **ইখলাস যাচাই:** প্রতি ৬ মাসে ইউনিটের সিনিয়র নেতৃত্ব একটি অভ্যন্তরীণ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে নিজেদের এবং সদস্যদের ইখলাস ও নিয়তের শুদ্ধতা পর্যালোচনা করবেন। কাজের ফলাফল নয়, বরং নিয়ত ঠিক আছে কিনা, তার ওপর জোর দিতে হবে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এমন আবহ তৈরি না করে বরং বাস্তবতা স্বীকার করার মানসিকতা রাখতে হবে। ইচ্ছে করে ভুল উত্তর দেওয়া যাবে না।

- **মানহাজ যাচাই:** বাহ্যিক চাপের মুখে কৌশলগত কিছু পরিবর্তনের কারণে ইউনিটের মূল আকীদা বা মানহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা, তা পরীক্ষা করা। আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ এর নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করা।

খ. কৌশলগত কার্যকারিতা নিরীক্ষা

ইউনিট যে কৌশল অবলম্বন করছে, তা সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারছে কিনা, তার পরিমাপ করা।

- **KPI পর্যালোচনা:** ইউনিটের মূল পারফরম্যান্স সূচকগুলো (KPIs) (যেমন: নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি, ফান্ড কালেকশন, ক্যাম্পেইনের প্রভাব, সদস্যের রূহানী অগ্রগতি) নিয়মিত বিরতিতে (প্রতি ৩ মাস বা ৬ মাস) পরীক্ষা করা।
- **রুট-কজ অ্যানালাইসিস প্রয়োগ:** কোনো ক্যাম্পেইন ব্যর্থ হলে বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না এলে, তার জন্য অন্যদের দোষারোপ না করে, রুট-কজ অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে কৌশলগত দুর্বলতা চিহ্নিত করা।
- **অভিযোজন ক্ষমতা:** সমাজ ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউনিটের মিডিয়া, দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কৌশল সময়োপযোগী হচ্ছে কিনা, তা মূল্যায়ন করা।

গ. সিস্টেম ও শৃঙ্খলা নিরীক্ষা

সদস্যরা তাদের দায়িত্ব ও SOP অনুসরণ করছে কিনা, তা যাচাই করা।

- **SOP চেক :** লিখিত SOP ও ডকুমেন্টেশন প্রোটোকলগুলো সকল স্তরের সদস্যরা যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কিনা, তা একজন নিরপেক্ষ ইন্টারমিডিয়েট বা অ্যাডভান্সড স্তরের সদস্য দ্বারা পরীক্ষা করানো।
- **সম্পদ ব্যবহার নিরীক্ষা:** ইউনিটের সময়, অর্থ এবং মানবসম্পদ কৌশলগত উদ্দেশ্যে সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করা।

এই নিয়মিত নিরীক্ষার প্রক্রিয়াটি আপনার ইউনিটিকে একটি শিখন-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (Learning Organization) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে, যা অভ্যন্তরীণ চাপ ও বাইরের চ্যালেঞ্জ—উভয়ই মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে সক্ষম ইনশা আল্লাহ।

আর একটি বিষয়-

ইউনিটের সর্বোচ্চ স্তরে ইউনিটের কার্যক্রমকে সফলভাবে তদারকি করার জন্য একটি "কৌশলগত নেতৃত্ব টিম" (Strategic Leadership Team) থাকতে পারে। তবে একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইউনিটের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এধরণের কাঠামো তৈরি করা জরুরি নয়। এটি কাজে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি করতে পারে।

পদের নাম	প্রধান দায়িত্ব ও ফোকাস ক্ষেত্র
১. আদর্শিক প্রধান (Tarbiyah Lead)	সদস্যদের ইখলাস, মানহাজ, কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান ও নৈতিক মান নিয়ন্ত্রণ (Idealistic Audit) নিশ্চিত করা।
২. কৌশল ও গবেষণা প্রধান (Strategy Lead)	দীর্ঘমেয়াদী ভিশন, সোসিও-পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, রিস্ক অ্যানালাইসিস এবং ক্যাম্পেইন স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা।
৩. সাংগঠনিক প্রধান (Organizational Lead)	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Building), শ্রম বন্টন, SOP বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতা কাঠামো পরিচালনা করা।
৪. প্রচার ও মিডিয়া প্রধান (Advocacy Lead)	ন্যারেটিভ বিল্ডিং, মিডিয়া স্ট্র্যাটেজি, পাবলিক স্পিকিং প্রশিক্ষণ এবং জনমত প্রভাবিত করার কৌশল বাস্তবায়ন করা।
৫. সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা প্রধান (Crisis Lead)	সাইবার নিরাপত্তা, আইনি সুরক্ষা, প্রতিপক্ষের স্ট্র্যাটেজি বিশ্লেষণ এবং ইউনিটের ধারাবাহিকতা (Contingency Planning) নিশ্চিত করা।

এই কাঠামো অনুসরণ করলে, ইউনিটের কোনো নেতা অনুপস্থিত হলেও, বাকি নেতা বা তাদের কমিটি স্ব স্ব কাজ চালিয়ে নিতে পারবে, যা ইউনিটের **টেকসই স্থিতিশীলতা** নিশ্চিত করবে ইনশা আল্লাহ।

সদস্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ

সদস্যদের শ্রেণীবিন্যাস, যোগ্যতা, রিক্রুটমেন্ট ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রশ্ন।

সদস্যপদ ও বাছাই

৬৪। কারা কারা সাথে যুক্ত হতে পারবে? সদস্য, সমর্থক ও সাপোর্টারদের যোগ্যতা কী কী?

পড়ুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ আলোচিত অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা প্রবন্ধের সদস্য ম্যানেজমেন্ট অংশটি

৬৫।কীভাবে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস করা হবে ?

পড়ুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ আলোচিত অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা প্রবন্ধের সদস্য ম্যানেজমেন্ট অংশটি

৬৬।কীভাবে সম্ভাব্য সদস্য বাছাই করা হবে ?

- পড়ুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ আলোচিত অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা প্রবন্ধের
  - দাওয়াহ এবং সদস্য সংগ্রহ :মানুষের কাছে পৌঁছানো
  - সদস্যদের ধরে রাখা ও তাদের বিকাশ ঘটানোর কৌশল
- হাদীস ২২, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- পৃষ্ঠা ২০১-২০২, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ২৪, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৬৭।প্রান্তিক মানুষদের অ্যাক্টিভিসমে কেন যুক্ত করতে হবে? তাদের হৃদয় জয় করে অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করার পদ্ধতি কী?

পড়ুন- পৃষ্ঠা ২২৬-২৩০, প্রাসঙ্গিক কথা , হাদীস ২৮, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৬৮। ইউনিটে মানুষের সংখ্যা কম। খুব কম মানুষ নিয়ে কাজ করতে হয়। একারণে হতাশ লাগে। এতো অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে কি কাজ করা সম্ভব?

প্রথমে অবশ্যই পড়ে নিন - পৃষ্ঠা ৮০-৮১, প্রাসঙ্গিক কথা , হাদীস ৬, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

এটি একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক হতাশা, যা সীমিত জনবল নিয়ে কাজ করা প্রতিটি আন্তরিক মানুষদের মনে আসে। আপনার ইউনিটে মানুষের সংখ্যা কম থাকার কারণে হতাশ লাগা স্বাভাবিক, তবে হতাশ হওয়া উচিত নয়।ইউনিটে মানুষের সংখ্যা কম হলেও, **সঠিক মানসিকতা, দক্ষতা ও কৌশলের** মাধ্যমে বড় কাজ করা সম্ভব। ইসলামী ইতিহাস এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এবং সফল হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

আদর্শিক মানসিকতা ও ঐক্যের শক্তি

কম জনবল মানেই দুর্বলতা নয়, বরং এটি **গুণগত মান** বাড়ানোর এবং **ঐক্যের গভীরতা** প্রমাণের একটি সুযোগ।

- ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, কাজের সফলতা কখনোই কেবল সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের **বারাকাহ** এবং সদস্যদের **ইখলাস** হলো সাফল্যের মূল মাপকাঠি। বদর, উহুদ বা ইয়ারমুকের মতো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মুসলিমরা সংখ্যায় কম ছিলেন।আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো দলের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব নয়।"[২৮]

- অল্প সংখ্যক মানুষ যখন **লক্ষ্যের ঐক্য, আকীদার ঐক্য এবং দ্বীনের বুঝের ঐক্যে** আবদ্ধ থাকে, তখন তাদের শক্তি অনেক বেশি হয়। এই ঐক্যের মাধ্যমে তাদের মধ্যে **সিনার্জি (Synergy)** তৈরি হয়, যা সংখ্যার অভাব পূরণ করে।

কৌশলগত সুবিধা

ছোট ইউনিট থাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সুবিধা রয়েছে:

সুবিধা	বাস্তবায়ন কৌশল
দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	অল্প সংখ্যক সদস্য থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে সময় কম লাগে। বড় মিটিংয়ের পরিবর্তে ছোট ও দ্রুত পরামর্শের মাধ্যমে কাজ শুরু করুন।
আন্তরিকতা ও আস্থা	ছোট দলে সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়, ফলে পারস্পরিক আস্থা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। এটি দলীয় ইখলাস (আন্তরিকতা) বাড়াতে সাহায্য করে।
দক্ষতার কেন্দ্রবিন্দু	সীমিত জনবলের কারণে প্রতিটি সদস্যকে একাধিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়, ফলে ইউনিটটি দক্ষতার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

[২৮] সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬০

কম জনবলের জন্য বিশেষ কৌশল

আপনার সীমিত জনবলকে সর্বাধিক কার্যকর করার জন্য - **আমাদের সময় জনবল সম্পদ সীমিত। কিন্তু কাজের চাপ অনেক বেশী এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়?**- এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচিত কৌশলগুলো প্রয়োগ করুন ইনশা আল্লাহ।

হতাশ হওয়ার পরিবর্তে, আপনার সীমিত জনবলকে ঈমানী শক্তি, কৌশলগত ফোকাস এবং উন্নত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দিয়ে শক্তিশালী করুন। "কতজন আছে" তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো "যারা আছে, তারা কতটা আন্তরিক ও কার্যকর।"

আদর্শ ও দুনিয়ার ভারসাম্য

৬৯। ইসলামের জন্য দুনিয়াবি সবকিছুকে কি একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে?

- পৃষ্ঠা ৭২-৭৩, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ৫
- পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ৫

৭০। দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়?

প্রথমে অবশ্যই পড়ে নিন- পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ৫, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

এরপর পড়ুন নিচের লেখাটি-

জীবনের এ পর্যায়ে এসে সদ্য দ্বীনে ফেরা কিশোর-তরুণেরা মনে করেন, জেনারেল লাইনের এই পড়াশোনাগুলো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এই সমস্যার কয়েকটা ধরন আছে—

ক) এগুলো দুনিয়াবি পড়াশোনা। এগুলো করলে আপনার আখিরাতে কোনো ফায়দা হবে না। কাজেই সব বাদ। আমার নিজের ভার্সিটি লাইফের একটা কথা মনে পড়ছে। এক জুনিয়র এসে আমাকে বলছে—ভাই, আমার এই পড়াশোনা করে কী লাভ! এর চেয়ে আমি সারাদিন কুরআন পড়ব! কুরআনের এক হরফ পড়লে দশটা করে নেকী!

খ) এই আর কিছুদিন পরেই ইমাম মাহদী আসবেন। দাজ্জাল আসবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে। কাজেই এত পড়াশোনা করে কী হবে? এগুলো তো কোনো কাজেই আসবে না।

গ) আমাকে মাদরাসার শাইখ আর মাওলানাদের মতো আলিম হতে হবে।

প্রথম চিন্তাটার ব্যাপারে আসি। যদি আপনি বুঝেই থাকেন যে, এই পড়াশোনা আপনার কোনো কাজে আসবে না, তাহলে শুধু শুধু স্কুল-কলেজ ভার্সিটিতে থেকে ঠেলেঠুলে খুব খারাপ একটা রেজাল্ট নিয়ে বের হবার জন্য অপেক্ষা করে আছেন কেন? বাবার টাকা নষ্ট করছেন কেন? আপনি তো এখন ফুলটাইম আখিরাতের কাজ করতে পারছেন না, আপনাকে ক্লাস করতে হচ্ছে, পরীক্ষা দিতে হচ্ছে... এসব অনর্থক নয়? এসব কি আপনার সময় নষ্ট নয়?

যদি আপনি সত্যিকার অর্থেই এগুলোকে অর্থহীন মনে করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিন। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ইসলামের জন্য ফুলটাইম কাজ শুরু করে দিন। আপনি ভাবছেন আপনি বেছে নেবেন যুহদের জীবন, ছেঁড়া-তালি দেওয়া কাপড় পরবেন, রুটি আর খেজুর খেয়ে দিন পার করে দেবেন ভবিষ্যতে। কিন্তু সেটা আপনি এখন করছেন না। কেন? যদি এগুলোই আপনি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলেন, তাহলে এখন এই কাজগুলো করছেন না কেন?

আপনি আসলে কী করছেন? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিয়ে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্থক মজা করছেন, 'দ্বীনি' ভাইদের সাথে দ্বীনি আড্ডার নামে অনেক সময় নষ্ট করছেন, কয়েকদিন পরপর রেস্টুরেন্টে গিয়ে দামি দামি খাবার খাচ্ছেন, সেলফি তুলে চেকইন দিচ্ছেন... আবার ঘরে ফিরে বলছেন আমার এত টাকা-পয়সার দরকার নাই, আমি যুহদ অবলম্বন করব, এসব দুনিয়াবি পড়াশোনা করার কোনো মানেই নেই। তাহলে মোটের ওপর যে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে তা হলো, আপনি নিজের অলসতাকে দ্বীনের মোড়কে ঢাকতে চাচ্ছেন। আপনি একটা অলস। এটাই হলো উপসংহার।

দেখুন, জীবনযাপনের জন্য সামান্য কিছু হলেও অর্থের দরকার পড়ে। অধিকাংশ কিশোর-তরুণদের এই বয়সটাতে টাকা নিয়ে ভাবতে হয় না, বাবা বা অভিভাবকের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। তাই অনেকেই এই ধোঁকায় পড়ে যায়। টাকা-পয়সার দাস হওয়া যাবে না; তাই বলে টাকা-পয়সার যে দরকার নেই জীবনে, এমনও না। আপনি তো আর বাতাস খেয়ে থাকবেন না, আপনার স্ত্রী বা বাচ্চাকাচ্চাকেও তো বাতাস খাইয়ে রাখবেন না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল? রিযিক নির্ধারিত?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

'আপনারা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেন, তাহলে তিনি আপনাদেরকে এমনভাবে রিযিক দেবেন যেমন তিনি রিযিক দেন পাখিদের। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।'[২৯]

পাখিরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা রিযিক অন্বেষণে সকালে বেরিয়ে পড়ে। তাওয়াক্কুল অর্থ বসে থাকা নয়। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নামই প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

এমন আরও অনেক হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো,

'আমরা উট ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো না বেঁধে রেখে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আগে আগে উট বেঁধে নাও; তারপর তাওয়াক্কুল করো।' ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাওয়াক্কুল হলো বান্দাকে তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা উপকৃত করে, তা অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা ক্ষতি করে, তা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর হৃদয়-মন দিয়ে নির্ভর করা। আর এ নির্ভরতার সাথে সরাসরি উপায়-উপকরণের অবলম্বনও জরুরি।[৩০]'

দেখুন, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বসে থাকলেই যদি জীবিকা চলে আসত, তাহলে সাহাবিরা ব্যবসা করতেন না, কৃষিকাজ বা দিনমজুরি করতেন না। চুপ করে ঘরে বসে 'আল্লাহ আল্লাহ' করতেন; আর আল্লাহ তাঁদের জন্য ফেরেশতার মাধ্যমে খাবার পাঠিয়ে দিতেন! তাহলে আপনি কেন এমন চিন্তা করছেন? না আপনি ভাবছেন—

১) সাহাবিরা তাওয়াক্কুল কী সেটা বুঝতে পারেননি। আবূ বকর, উমারের মতো মানুষ তাওয়াক্কুল কী সেটা বুঝতে পারেননি। রদিয়াল্লাহু আনহুম। অথবা

[২৯] মুসনাদে আহমাদ,হাদীসনং - ২০৫
[৩০] মাদারিজুস সালিকিন

২) তাঁরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারেননি। তাওয়াক্কুল করতে পারলে ঠিকই আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। তাঁদের আর ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধের গনীমত, কৃষিকাজ ইত্যাদি করা লাগত না? উত্তর আমাকে দেওয়া লাগবে না। আপনি আপনার নিজেকে উত্তর দিন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাহাবিরা ইসলামের জন্য নিজেদের, নিজের স্ত্রী-সন্তান, মাতা-পিতা, অর্থ-সম্পদকে কুরবান করে দিয়েছেন। ইসলাম ছিল তাঁদের কাছে নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি। তাঁরা অর্থের দাস ছিলেন না, অর্থ ছিল তাঁদের দাস। কিন্তু তাই বলে তাঁরা এরকম দিবাস্বপ্ন আর ফাঁপা রোমান্টিসিজমে ভুগে অলসতা করতেন না। তাঁরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। পড়াশোনা শেষে যখন আপনাকে আর পরিবার থেকে টাকা দিবে না, যখন আপনাকেই টাকা আয় করতে হবে, তখন আসলে বুঝতে পারবেন যে, টাকা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এবং টাকা কামানো কোনো সহজ কাজ না। আপনি ফুলটাইম দ্বীনের কাজও করলেন না, আবার পড়াশোনা, স্কিল ডেভেলপও করলেন না। জীবনের এই পর্যায়ে এসে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে। আপনার লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই কঠিন পরীক্ষায় টিকে থাকা যায় না। দ্বীনের ব্যাপারে একটু একটু করে আপস করা শুরু হয়। আপস করতে করতে অনেককে ইসলামের অনেক মৌলিক জিনিস থেকেও বিচ্যুত হতে দেখেছি।

তাই এমন অলসতায় ডুবে থাকবেন না। অল্প অল্প করে হলেও পড়াশোনা করুন, বিভিন্ন স্কিল বাড়ান। না হলে আপনি দুনিয়ার কাজেও আসবেন না, ইসলামের জন্যও বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন।

এবার আসি খ নম্বর পয়েন্টে। এই আর কিছুদিন পরেই ইমাম মাহদী আসবেন। দাজ্জাল আসবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে। কাজেই এত পড়াশোনা করে কী হবে? এগুলো তো কোনো কাজেই আসবে না—আপনাদের অনেকেরই মনে এমন সংশয় কাজ করে।

এই পয়েন্ট ব্যাখ্যা করার জন্য আবারও ফিরে যাই সাহাবিদের কাছে। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাহাবিদের কিয়ামত, দাজ্জাল ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক অনেক সতর্ক করতেন। অন্যান্য ব্যাপারে সাধারণত তাঁর বক্তব্যগুলো খুব দীর্ঘ হতো না। কিন্তু দাজ্জালের ব্যাপারে তিনি দীর্ঘ বক্তব্য দিতেন। এমনকি একবার ফজরের পর বক্তব্য শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত বক্তব্য দিয়েছিলেন। মাঝে শুধু সালাতের বিরতি ছিল। সাহাবিরা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকলেন যে, আমাদের মনে হলো মদীনার খেজুর বাগানগুলোতে মনে হয় দাজ্জাল এসে লুকিয়ে আছে।'[৩১]

হাদীসের এই অংশে এসে আমরা একটু বিরতি নেব। একটু গভীরভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, সাহাবিরা ভাবতেন, এই বুঝি দাজ্জাল চলে আসলো, এই বুঝি কিয়ামত হয়ে গেল। তাঁরা একটা আতঙ্কের মাঝে থাকতেন। এখন, এই অবস্থায় থাকার পরেও তাঁরা কি জীবন যাপনের জন্য জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছিলেন? ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিকাজ একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন? শারীরিক উৎকর্ষতা অর্জনের চেষ্টা বাদ দিয়েছিলেন? তাহলে আমরা কেন এমন ভাবছি? আমরা কি সাহাবিদের চাইতেও বেশি ইসলাম বুঝে ফেললাম?

---

[৩১] তিরমিযি, অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান

কিয়ামত কখন হবে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। আমরা কেউই এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত এটি জানতেন না। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় হয়তো কিয়ামত সন্নিকটে। দাজ্জালের আগমনও হয়তো সন্নিকটে। কিন্তু সেটা যে আগামী বছর হবে, বা আগামী পাঁচ বছরের মাঝে হবে বা আগামী দশ বছরের মাঝে হবে, সেটা কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। ধরুন, দাজ্জাল আগামী ১৫ /২০ বছর পরে আসলো। তাহলে এই ২০ বছর আপনি কীভাবে পরিবারের খরচ চালাবেন? পড়াশোনা কাজে লাগবে না ভালো কথা, তাহলে অন্যকিছু করুন যা কাজে লাগবে। যা থেকে আপনি পরিবারের খরচ চালাতে পারবেন। কিন্তু সেটা কি করছেন? না কি বাপের হোটেলে খেয়ে 'এই দাজ্জাল আসবে', 'এই কিয়ামত হয়ে যাবে', 'সব ধ্বংস হয়ে যাবে', 'পড়াশোনা করে লাভ নেই'—এসব বুলি আউড়ে অলসতা করে যাচ্ছেন? নিজের অলসতাকে ইসলামের লেবাস পরাচ্ছেন?

দেখুন, সত্যি কথা বলতে দাজ্জাল, ইমাম মাহদী , কিয়ামত এগুলো নিয়ে আমাদের অনেকেই ফ্যান্টাসিতে ভোগে। দাজ্জাল হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফিতনাগুলোর মধ্যে একটা, দাজ্জাল আসার পূর্বে বিশ্বের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। মহামারি হবে, দুর্ভিক্ষ হবে, রক্তপাত হবে... অনেক মানুষ মারা যাবে। খুব কঠিন একটা সময় পার করতে হবে। সেই পরিস্থিতিতে ঈমানের ওপর টিকে থাকা অনেক কঠিন হবে। এটা একটা নির্মম, নৃশংস, কঠিন বাস্তবতা। কোনো ফ্যান্টাসির বিষয় নয়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকা, রোমান্টিসিজমে ভোগার বিষয় নয়। এই বাস্তবতাটা বুঝতে না পারলে যদি আপনি দাজ্জালের যুগ পেয়েও যান, হয়তো দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে পারবেন না। (আল্লাহ হিফাযত করুন)

একাডেমিক পড়াশোনা একেবারেই যে ইসলামের কোনো কাজে লাগে না, বিষয়টি এমন নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে যেগুলো ইসলামের খিদমতের জন্য জরুরি। কেবল বই লিখলেই, ফেসবুকে পোস্ট দিলেই, সেমিনারে বক্তব্য দিলেই ইসলামের খিদমত হয়, আর অন্যকিছুর মাধ্যমে হয় না ব্যাপারটা তা নয়। সঠিক নিয়ত, গাইডেন্স ও পরিকল্পনার সাথে আগালে অন্যান্য বিষয়গুলো থেকেও অকল্পনীয় মাত্রায় ইসলামের খিদমত হয়।

গতানুগতিক পড়াশোনা করতে ভালো না লাগলে পড়াশোনা করবেন না। কিন্তু সময় নষ্ট না করে, অলসতা না করে, নিছক ফ্যান্টাসি আর আড্ডাবাজিতে দিন পার না করে, আয়-রোজগারের চেষ্টা করুন। স্কিল অর্জন করুন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হোন। পরিবারের, সমাজের বোঝা হয়ে থাকবেন না। ইমাম মাহদী আসলে তাঁর সাথে যোগ দেবো—এই নিয়ত রাখার পাশাপাশি আপনি দেখুন আপনার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈমানের দাবি কী। সেই দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করুন। না হলে আপনি ইমাম মাহদীর যুগ পেয়ে গেলেও আপনার নাম থাকবে বিরোধী শিবিরের তালিকায়।

৭১। কোনো সদস্য কি ভালো চাকরি করলে বা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকলে তার দ্বীনি কুরবানি ছোট হয়ে যায়?

দ্বীনের জন্য স্যাক্রিফাইস করা বা ক্যারিয়ার নষ্ট করা অনেক ক্ষেত্রেই আসলে আপেক্ষিক একটা ব্যাপার। বুঝিয়ে বলি।

ধরেন এক ভাই, নাম জাবের। চাকরি করতেন মাসিক ১ লাখ টাকার। ছোট থেকেই মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারে বেড়ে উঠেছেন; টাকা-পয়সার অভাব তেমন বোঝেননি। এখন উনি দ্বীনের জন্য ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করে এমন কোনো চাকরি বা কাজ করেন, যেখানে তার মাসিক ইনকাম ৩৫ হাজার টাকা।

আরেক ভাই, তার নাম কবির। কবির ভাইয়ের মাসিক বেতন ছিল ২৫ হাজার টাকা। নিম্নবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছেন; সংসারে টাকা-পয়সার টানাটানি ছিল ছোট থেকেই। উনি দ্বীনের জন্য কুরবানি করে এই জবটা ছেড়ে দিয়ে আর একটা জবে ঢুকলেন যেটার বেতন ১৮/২০ হাজার টাকা।

জাবের ভাই এখন ৩৫ হাজার টাকার বেতনে চাকরি করেন। আগে রিকশা করে সব জায়গায় যেতেন, এখন হাঁটতে হয়। লোকাল বাসে ঝুলে ঝুলে অফিস করেন। আগে ঘন ঘন বাইরের খাবার খেতেন, রেস্টুরেন্টে যেতেন; এখন ৬ মাসে হয়তো একবার যেতে পারেন। আগে দামি ব্র্যান্ডের কাপড় পরতেন, এখন ফুটপাত থেকে কেনা কাপড় পরেন। গরুর মাংস সপ্তাহে ১/২ বার না খেলে উনার ভালো লাগত না, এখন গরুর মাংস খুব কম খাওয়া হয়; পাঙাশ-তেলাপিয়া মাছ খেয়ে দিন পার করেন। তবে এসবের চাইতেও বড় কথা—আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধুরা যে স্ট্যাটাস মেইনটেইন করে চলে, সেই স্ট্যাটাস মেইনটেইন করে তিনি চলতে পারেন না। অনেকেই কটু কথা বলে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সম্মান করে কথা বলে না, পাত্তাই দেয় না এক কথায়।

অন্যদিকে কবির ভাইয়ের সংসারে আরেকটু টানাটানি বেড়েছে। মাছ খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। একটা ডিম দুভাগ করে খান। এরকম ছোটখাটো কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে চালিয়ে নিচ্ছেন। পাড়া-প্রতিবেশী আগের মতোই আছে, আগের মতোই ব্যবহার করে।

এখন আমরা বাইরের মানুষ। বাইরে থেকে জাবের ও কবির ভাইয়ের সংসার যাচাই-বাছাই করতে গেলে, তাদের স্যাক্রিফাইস মূল্যায়ন করতে গেলে কী দেখব? দেখব যে দ্বীনের জন্য কবির ভাই অনেক অনেক স্যাক্রিফাইস করেছেন। মাত্র ১৮/২০ হাজার টাকার চাকরি করছেন, উনার সংসারে খুবই টানাটানি। আর ঐদিকে জাবের ভাই উনার চাইতে কম স্যাক্রিফাইস করেছেন; উনি তো ৩০/৩৫ হাজার টাকার চাকরি করেন, ভালোই আছেন মোটামুটি। একটা ডিম দুইভাগ করে তো আর খাওয়া লাগছে না!

কিন্তু আসলেই কি এমন? আমিও জানি, আপনিও জানেন—এমন নয়। কে তার লাইফস্টাইলের কতটুকু অংশ স্যাক্রিফাইস করল—এটাই আসলে স্যাক্রিফাইসের মূল কথা, কুরবানির মূল কথা।

কারও কাছে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চাইতে দ্বীনের জন্য বাবা-মা বা পরিবার থেকে দূরে থাকা বেশি কষ্টের। কারও কাছে এই দুইটির চাইতেও মানুষের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহ্য করা বেশি কষ্টের। শুধু অর্থনৈতিক বিষয় বা ক্যারিয়ার ইত্যাদি দিয়ে বাইরে

থেকে কুরবানি মাপতে যাওয়া অনেক বড় ভুল। আমরা অনেকেই এই ভুল করে বসি; আমি নিজেও করি মাঝে মাঝে। "অমুক ভাই তো অনেক স্যাক্রিফাইসের কথা বলেন, কিন্তু উনি ঠিকই তো ভালো চাকরি করেন, ভালো ইনকাম করেন—ওরা তোমাদের ব্রেইন ওয়াশ করছে, তোমাদের কাজে লাগাচ্ছে নিজেদের সুবিধার জন্য"—এসব কথা মনে আসে। কিন্তু আমি কি জানি আমার স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমি যেটাকে অনেক ভালো থাকা বা ভালো ক্যারিয়ার মনে করছি, সেটা সেই ভাইয়ের জন্য কতটা কষ্টের? সেই ভাই কতটা কুরবানি দিয়ে এমন অবস্থা মেনে নিয়েছেন?

আল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রতি সুধারণা রাখার তৌফিক দিন। দ্বীনের জন্য প্রতিটি কুরবানি মূল্যবান। নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রতিটি কুরবানিই কষ্টকর। জাবের ভাই ও কবির ভাই—দুইজনেই কুরবানির কষ্ট স্বীকার করছেন। আল্লাহ দুইজনেই উত্তম প্রতিদান দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

৭২। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে কি অনেক টাকা কামাতে হবে?

পড়ুন- পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩, প্রাসঙ্গিক কথা ২, হাদীস ৩৯, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

একটি কথা বর্তমানে প্রায়ই শোনা যায় "আমাদের সবাইকে বড় ক্যারিয়ার গড়তে হবে, ব্যবসায়ী হতে হবে এবং প্রচুর টাকা কামাতে হবে। কারণ, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক টাকা লাগবে।"

টাকা যে লাগবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে **ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে মূল বাধা কি আসলেই অর্থের অভাব?** এই জনপ্রিয় দাবির পেছনে কিছু মৌলিক অসংগতি রয়েছে যা গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

উম্মাহর সম্পদের কি অভাব আছে?আমাদের কি আসলেই কুফফারদের কাছে হাত পাততে হয়? তথ্য বলছে অন্য কথা। বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ধনী দেশের তালিকায় কাতার ও আরব আমিরাতের মতো মুসলিম দেশগুলো রয়েছে। গালফ কান্ট্রিগুলোর তেল বেচা টাকার কোনো কুল-কিনারা নেই।২০২২ সালে কাতার শুধু ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে খরচ করেছে প্রায় **২২০ বিলিয়ন ডলার**—যা বাংলাদেশের রিজার্ভের প্রায় কয়েক গুণেরও বেশি। মাত্র একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের পেছনে যারা এত বিপুল অর্থ উড়িয়ে দিতে পারে, তাদের হাতে উম্মাহর কত সম্পদ গচ্ছিত তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং, উম্মাহর কাছে টাকার অভাব নেই; অভাব হলো **'অগ্রাধিকার' (Priority)** এবং **'সঠিক নিয়ন্ত্রণের'**।

সবাইকে ধনী হওয়ার দাবি কি যৌক্তিক?

সবাইকে টাকা কামাতে হবে এই দাবিটি উম্মাহর ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। কারণ:

- একটি উম্মাহর জন্য যেমন ধনী ব্যবসায়ী প্রয়োজন, তেমনি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, দক্ষ প্রযুক্তিবিদ, ময়দানের মানুষ, সাহসী সাংবাদিক এবং গবেষক আলিমও প্রয়োজন। সবাই যদি শুধু টাকা কামানোর পেছনে ছোটে, তবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক ময়দান পুরোপুরি শূন্য হয়ে পড়বে।

- সাহাবীদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর মতো ধনী যেমন ছিলেন, তেমনি আবু হুরায়রা (রা.)-এর মতো দরিদ্রও ছিলেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় উভয়ের ভূমিকাই ছিল অপরিহার্য। সম্পদশালীরা অর্থ দিয়েছেন, আর রিক্তহস্তরা দিয়েছেন শ্রম ও মেধা।

অনেক সময় "ইসলামের জন্য টাকা কামাতে হবে" এই স্লোগানটি আসলে **পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা**-কে দ্বীনি লেবাসে জায়েজ করার অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। অনেক তরুণ ক্যারিয়ারের নেশায় অন্ধ হয়ে দিনের ১৮ ঘণ্টা ব্যয় করছে এই ভেবে যে সে ইসলামের উপকার করছে; অথচ দিনশেষে সে নিজেই ভোগবাদী সিস্টেমের দাসে পরিণত হচ্ছে।ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে সবার কোটিপতি হওয়ার চেয়ে বেশি প্রয়োজন **বিদ্যমান সম্পদের সঠিক ব্যবহার**।আমাদের উচিত প্রশ্ন তোলা কেন উম্মাহর সম্পদ ফুটবল বা বিলাসিতায় অপচয় হচ্ছে?

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে নিজেকে শুধু টাকার পেছনে ছুটিয়ে দেবেন না। নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সামর্থ্য অর্জন করুন, কিন্তু মনে রাখবেন ইসলাম আপনার কাছে শুধু টাকা চায় না, আপনার মেধা, সময় এবং ইখলাসও চায়।

যদি আপনি শুধু টাকার অভাবে দ্বীন কায়েম হচ্ছে না বলে মনে করেন, তবে আপনি উম্মাহর প্রকৃত রোগ ধরতে ভুল করেছেন। মূল সমস্যা টাকার অভাব নয়, বরং বিদ্যমান অর্থের ভুল ব্যবহার এবং ঈমানি দূরদর্শিতার অভাব।

৭৩। ক্যারিয়ার নিয়ে কিছু সংশয়

ক। আমরা প্রথমে ক্যারিয়ার প্ল্যান ঠিক করি। বিসিএস ক্যাডার বা সিক্স ডিজিট স্যালারির জব বা ইউরোপ-আমেরিকার কোনো নামী ভার্সিটির স্কলারশিপ, দামী ফোন, বাড়ি-গাড়ি, সুন্দরী বউ, সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা আমাদের জীবনের রুটিন সাজাই। এরপর যদি ফাঁকেফোকরে কোনো সময় থাকে, অসীম বিনোদন নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে যাবার পরে যদি আমাদের একটু মন চায়, তাহলে সেই সময়টুকুকে আমরা দ্বীনের কাজ করার জন্য বরাদ্দ রাখি।

দ্বীন আমাদের কাছে পার্টটাইম কোনো কাজ বা অবসর সময়ে করলেই হবে এমন কিছু একটা। অথচ হওয়া উচিত ছিল উল্টোটা। দ্বীনকে এক নাম্বারে রাখবো, এরপর সেই আলোকেই ক্যারিয়ার সাজিয়ে নেবো। এই উম্মাহর মেম্বারশিপ কতো সস্তা বানিয়ে ফেলেছি আমরা! অবসর সময়ে ফেইসবুকে দুয়েকটা পোস্ট দিয়ে, শুক্রবারের মসজিদে ১০/২০ টাকা দান করেই আমরা আজ বিশাল দ্বীনদার সেজে ফেলি।

দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবার ফলাফল তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের অন্তর অশান্ত, অস্থির, ঘরে ঘরে সমস্যা, বিভিন্ন ঝুটঝামেলা, অসুখ-বিসুখ, টাকাপয়সার অভাব না থাকলেও অন্তরে অসীম অভাব। আমরা আল্লাহর জন্য কাজ করার সময় পাই না। অথচ অন্য সবকিছু করার সময় পাই। সপ্তাহে কয় ঘণ্টা দ্বীনের কাজে দেই? আর কয় ঘণ্টা টাকার পেছনে, বিনোদনের পেছনে দেই?

ড. ইয়াদ কুনাইবী তাঁর বিখ্যাত 'হুসনুয যন বিল্লাহ' গ্রন্থে [৩২] লিখেছেন,

"ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে কর্মচারী বাদশাহর কাছে নিজের অবস্থান কতোটুকু তা জানতে চায়, সে যেন দেখে বাদশাহ তার উপর কী ধরনের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কী রকম কাজে তাকে নিয়োগ দেন।' সুতরাং আপনারও উচিত

[৩২] বাংলা অনুবাদের নাম 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা', শব্দতরু প্রকাশনী, অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য পড়া আবশ্যক

নিজের দিকে মনোযোগ দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কী কাজে নিয়োজিত করছেন, আপনার দ্বারা কী কাজ নিচ্ছেন? যেন আপনি বুঝতে পারেন, তাঁর কাছে আপনার অবস্থান কতোখানি?"

আমরা যদি দ্বীনের খেদমতের কাজকে জীবনের প্রধান বিষয় বানাতাম, আমাদের জন্য দুনিয়া অনেক সহজ হয়ে যেতো। ঝুটঝামেলা কম থাকতো, দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততা থাকতো না। আয়-রোজগারে বরকত থাকতো, একটু চেষ্টা করলেই দেখতেন আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। বাকি সময় দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ হচ্ছে। বা যে আয়-রোজগার হচ্ছে, তাতেই আপনি ও আপনার পরিবার সন্তুষ্ট থাকতো।

এক ভাইয়ের কথা জানি। অ্যাক্টিভিসমে ব্যস্ত থাকতেন অনেক। এরমধ্যেই যতোটুকু পড়ার পড়তেন, ঐ সময়ে ফাঁকিবাজি করতেন না এবং তিনি যা-ই পড়তেন তা-ই পরীক্ষায় আসতো। অন্যরা দ্বীনের কাজকে অবহেলা করে সারা বছর পড়ে যে ফলাফল করতো, উনি অল্প মেহনতেই তা পেতেন। আবার এক ভাই ছিলেন উনার লক্ষ্য ছিল এমন চাকরিতে যাওয়া, যেখানে গেলে আরো ভালোভাবে দ্বীনের কাজ করা যাবে। এজন্য উনি নতুন চাকরি পাবার আগেই চাকরি ছেড়ে দেন। পরে আল্লাহ উনাকে এমন চাকরি মিলিয়ে দিয়েছেন, যেখানে অ্যাক্টিভিসম করার ভালো সুযোগ আছে।

আমাদের শুধু অন্তর থেকে চাইতে হবে—আল্লাহ আমি চাই তোমার দ্বীনের খেদমত করতে, তুমি ব্যবস্থা করে দাও। এরপর সাধ্যমতো মেহনত করতে হবে, খুঁজতে হবে... দেখবেন, আল্লাহ আপনার জন্য খুবই চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! এমনটা হবেই হবে!

আপনার জীবনে আল্লাহ কি এক নাম্বার? নাকি ক্যারিয়ার, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সুন্দরী নারী, দুনিয়া এক নাম্বার? কোনো ফাঁকিবাজি না করে, নিজের কাছে সৎ থেকে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে বের করুন।

খ। সবারই কমবেশি ফিনানশিয়াল লিটারেসি দরকার। দুঃখজনকভাবে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোথাও এসব শেখায় না। টাকা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে বিনিয়োগ করতে হয়, কীভাবে মানি ম্যানেজমেন্ট করতে হয়—এসব শেখা দরকার একদম ছোট বয়স থেকেই। যোলো ম্যাগাজিনের এই দুই সিরিজে এ ব্যাপারে বেশ ভালো আলোচনা আছে—

- কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করবো?- https://tinyurl.com/৫fuxeyx৮
- যা স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে শেখায় না - https://tinyurl.com/sholofin

অর্থসংক্রান্ত ইসলামী নীতিমালাগুলো শিখে নিন। 'The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happiness', Morgan Housel, 'Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle ClassDo Not!', Robert T. Kiyosaki ... এই ধরনের বইগুলোও পড়া যেতে পারে। এগুলোর বাংলা অনুবাদও আছে। তবে সবসময় ইসলামী অর্থশাস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ, ইসলামের ব্যাপারে আপসহীন, ইনিয়ে-বিনিয়ে সুদভিত্তিক সিস্টেমকে গ্রহণযোগ্য করতে চান না, এমন হক্কপন্থী আলিম-উলামা বা এক্সপার্টদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতে হবে। বইগুলো পড়ার ক্ষেত্রেও এই পন্থা অনুসরণ করা দরকার।

গ। ব্যবসায় বিনিয়োগের ব্যাপারে সতর্কতা কাম্য। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যে, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্তেও ব্যবসায় লস হয়ে আপনি বিনিয়োগ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারেন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুন্নাহর উপর আমল ও পেশাদারি মনোভাব বজায় রাখা একান্ত জরুরি। দ্বীনি ভাই, আমরা সবাই ভাই-বেরাদার, এতো বোঝার কী আছে, সাক্ষী রাখা বা লিখিত চুক্তি করার কী দরকার—এমন চিন্তা অনেকের মূলধন হারিয়ে ফেলা, সম্পর্ক নষ্ট বা আরো খারাপ পরিণতির কারণ হয়েছে।

ঘ। ব্যবসা করবো—এই স্বপ্নে অনেক তরুণ আজ পড়াশোনার প্রতি উদাসীন। তারা ভাবে, ডিগ্রির দরকার নেই, নিয়মের গণ্ডি পেরিয়ে নিজেই নিজের বস হবো। কিন্তু বাস্তবে যখন ব্যবসা শুরু করে, তখন বোঝে ব্যবসা মানেই ঝুঁকি আর লাভ-লসের দুর্বোধ্য হিসেব মেলানো। ব্যবসা মানেই অজস্র দায়িত্ব, ব্যবসা মানেই ব্যস্ততা, দিনরাত এক করে সময় দেওয়া। ব্যবসা করতে গিয়ে সে দেখতে পায়, তার হাতে একেবারেই সময় নেই। দ্বীনের কাজে যুক্ত হওয়া তো দূরের কথা, নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নেরও অবসর মেলে না তার।

আবার কেউ চাকরির দিকে আগায়। কিন্তু প্রতিদিন কমপক্ষে আট ঘণ্টা অফিস, যাতায়াত, বসের চাপ, কাজের হিসাব—সব মিলিয়ে দিন ফুরিয়ে যায় ক্লান্তিতে। এরপর পরিবার, খাবার, ঘুম...আর কিছুই করার শক্তি থাকে না গায়ে। সমাজের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের জন্য সময় বের করা, আল্লাহর রাস্তায় কাজ করা... সবকিছু থেকেই দিন দিন দূরে সরে যেতে হয়।

তাই শুরুতেই প্রশ্ন করুন, **আপনার আসল উদ্দেশ্য কী?** যদি শুধু টাকাপয়সা কামানোই জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহলে ব্যবসা বা চাকরি—যেটা সুবিধাজনক মনে হয়, সেটাই করতে পারেন। কিন্তু **যদি আপনার অন্তরে একটুখানি দায়বদ্ধতা থাকে উম্মাহর জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের জন্য**, তাহলে আপনাকে হিসেব করে পেশা বেছে নিতে হবে।

সব কাজেই কষ্ট আছে। চাকরিতে নিয়মের গণ্ডি, ব্যবসায় ঝুঁকি আর চাপ। তাই অন্ধভাবে বা ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে কোনো পথে ঝাঁপ দেওয়া নয়। নিজেকে আগে চিনুন। **আপনি কোন ম্যাটেরিয়াল?**আপনি কি শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারেন? নাকি স্বাধীনভাবে কাজ করলে বেশি প্রোডাক্টিভ হন? আপনি কি এমন কোনো পথ বেছে নিতে পারবেন, যেখানে পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি **সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমে সময় দেওয়া যায়—অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, সত্য ও ন্যায়ের কাজে এগিয়ে যাওয়া যায়?**

আমাদের সময় ও শক্তি সীমিত। তাই পেশা বেছে নেওয়ার সময় শুধু আয়ের দিকে নয়, উদ্দেশ্যের দিকটাও ভাবুন। পরিবারের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি আল্লাহর পথে কাজ, মানুষের কল্যাণে সময় দেওয়া, দ্বীনি মেহনতে অংশ নেওয়া—এই সবকিছুর সুযোগ কোন কাজ আপনাকে বেশি দেবে? যেই পথ আপনাকে সমাজ পরিবর্তনের কাজে যুক্ত হবার সময় দেবে, সেই পথই আপনার জন্য সঠিক পথ।

দক্ষতা ও শৃঙ্খলা

৭৪। সবাইকে কি সব ব্যাপারে সমান দক্ষ হতে হবে?

পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ১০২-১০৩, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ৯, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** এ আলোচিত- ঢালাওভাবে লেখক, আলেম ও সেলিব্রেটি হবার লুপহোল

না, একদমই না। ইউনিটের সদস্যদের **সব বিষয়ে সমান দক্ষ** হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এমনকি এটি কাম্যও নয়। বরং একটি সফল ও কার্যকর ইউনিটের মূল ভিত্তি হলো **সিনার্জি (Synergy)** অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার সমন্বয়। আদর্শিক ঐক্য বজায় রেখে কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বিশেষায়িত দক্ষতা ব্যবহার করাই হলো সঠিক কৌশল।

শরীয়ত ও সাহাবীদের শিক্ষা

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই প্রমাণ করে যে, কাজের জন্য বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্ব অপরিহার্য:

- **ফরজে কিফায়াহ (সামষ্টিক দায়িত্ব):** ইসলাম কোনো মুসলিমকে সব বিষয়ে সমান জ্ঞানী হতে বলেনি। বরং কিছু মানুষকে দ্বীনের নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে (**তাফাক্কুহ ফিদ্-দ্বীন**)। যদি কিছু লোক এই দায়িত্ব পালন করে, তবে বাকিরা এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়। সাংগঠনিক কাজগুলোও তেমনি। কাউকে প্রশাসনিক, কাউকে দাওয়াহ, আবার কাউকে অর্থ ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে।
- **সাহাবীদের বৈচিত্র্য:** রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীগণ (রা.) কেউ সব বিষয়ে সমান দক্ষ ছিলেন না।
    - খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ছিলেন সামরিক কৌশলের প্রধান।
    - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন তাফসীরের বিশেষজ্ঞ।
    - উসমান বিন আফফান (রা.) ছিলেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপক।
    - বিলাল (রা.) ছিলেন বিশ্বস্ত মুয়াজ্জিন।

তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের কোর দক্ষতায় মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং সেগুলোর সমন্বয়েই ইসলামি রাষ্ট্র সফল হয়েছিল।

বিশেষত্বের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা

আধুনিক সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসারে, দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা কার্যকারিতা বাড়ায়:

- **কার্য-বিভাজন (Division of Labour):** একটি ইউনিট তখনই সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়, যখন কাজটি দক্ষতার ভিত্তিতে সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।
- **বিশেষজ্ঞতা নিশ্চিত করা:** যে সদস্য ডিজাইনে ভালো, তাকে জোর করে হিসাবরক্ষণ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। এতে তার কোর দক্ষতা অব্যবহৃত থেকে যায় এবং হিসাবের কাজে ভুল হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। বরং আপনার ইউনিটে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ দল থাকা উচিত।
- **সিনার্জি সৃষ্টি:** যখন গ্রাফিক্স ডিজাইনার, লেখক, বক্তা এবং পরিকল্পনাকারী—সকলেই তাদের সেরা কাজটি করে, তখন সম্মিলিত ফলাফলটি হয় এমন, যা এককভাবে কারো পক্ষে করা সম্ভব ছিল না (১+১ > ২)।

সমান দক্ষতার নেতিবাচক দিক

সব সদস্যকে সব ব্যাপারে সমান দক্ষ হতে বাধ্য করলে সৃষ্টি হয়:

- **গড়পড়তা ফলাফল (Mediocrity):** যে ব্যক্তি সব কিছুতেই একটু একটু দক্ষ, সে কোনো কিছুতেই **মাস্টার** হতে পারে না। ফলে ইউনিটের কাজের গুণগত মান **গড়পড়তা** হয়ে যায়।
- **সময় ও শক্তির অপচয়:** কোনো সদস্য যদি এমন কাজে সময় ব্যয় করে, যাতে তার দক্ষতা কম, তবে সেই কাজটি শেষ করতে বেশি সময় লাগে এবং ঐ সময়টি তার কোর কাজে লাগানো যেত। এটি **ইউনিটের মূল্যবান সময়ের অপচয়**।
- **হতাশা ও ক্লান্তি:** নিজের দুর্বল দিকগুলোর ওপর জোর করে কাজ করতে গেলে সদস্যদের মনে হতাশা আসে এবং তারা দ্রুত ক্লান্ত (Burnout) হয়ে যায়।

যদিও সবাই সব বিষয়ে সমান দক্ষ হবে না, তবুও একটি সফল ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের **দ্বিমুখী জ্ঞান** থাকা প্রয়োজন। সবার জন্য বুনিয়াদি জ্ঞান জরুরি, কারণ বুনিয়াদি জ্ঞান ছাড়া সদস্যরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবে না, বরং সংঘর্ষ তৈরি হবে। এর সমাধান হলো সদস্যদের **"টি-আকৃতির" (The T-Shaped Activist)** মডেলে তৈরি করা:

ক. টি-আকৃতির সদস্য (T-Shaped Activist)

T-আকৃতির অংশ	জ্ঞান বা দক্ষতা	গুরুত্ব
উল্লম্ব রেখা (I)	**গভীর বিশেষত্ব (:** নির্দিষ্ট একটি কাজে চূড়ান্ত দক্ষতা। যেমন: সোশ্যাল মিডিয়া, অর্থব্যবস্থা, বক্তৃতা ইত্যাদি।	এটি ইউনিটের **গুণগত মান** নিশ্চিত করে।
অনুভূমিক রেখা (—)	**বিস্তৃত সাধারণ জ্ঞান:** সকলের মধ্যে কিছু বুনিয়াদি বিষয়ে সাধারণ ধারণা।	এটিই **সিনার্জি** তৈরি করে এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়ায়।

খ. সিনার্জির জন্য অপরিহার্য বেসিক জ্ঞান (অনুভূমিক রেখা)

সকল সদস্যের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে সর্বনিম্ন সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক:

- **আদর্শিক ও লক্ষ্যের ঐক্য:** ইউনিটের চূড়ান্ত লক্ষ্য, মৌলিক আকীদা এবং কোরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে সবার স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এটি হলো কাজের আদর্শিক ভিত্তি, যা সব সদস্যকে একই পথে পরিচালিত করে।
- **সাংগঠনিক সংস্কৃতি ও পদ্ধতি (SOP):** প্রত্যেকের অন্তত জানতে হবে যে ইউনিটের মূল SOP কী, কে কার কাছে রিপোর্ট করে (Chain of Command), এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বা দ্বন্দ্ব নিরসনের পদ্ধতি কী। এই জ্ঞান ছাড়া বিশৃঙ্খলা অনিবার্য।

- **পারস্পরিক কাজের মৌলিক ধারণা:** অর্থ বিভাগের সদস্যের জানা উচিত দাওয়াহ টিম কী নিয়ে কাজ করছে এবং দাওয়াহ টিমের জানা উচিত প্রচারণার জন্য কত বাজেট প্রয়োজন। অর্থাৎ, নিজের বিশেষজ্ঞতার বাইরে অন্যান্য টিমের কাজের উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে। এই জ্ঞান না থাকলে একে অপরের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি হয় না এবং সিনার্জি তৈরি হয় না। সদস্যদের মধ্যেকার যোগাযোগের ফাঁক (Communication Gap) দূর হয় না।

তাহলে আমরা বুঝলাম সবার কিছু বুনিয়াদি ধারণা থাকা আবশ্যক এবং **নেতৃবৃন্দের অবশ্যই সামগ্রিক ধারণা থাকতে হবে।**

নেতৃবৃন্দের সামগ্রিক ধারণা কেন প্রয়োজন?

নেতৃবৃন্দ বা প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা বিশেষজ্ঞের চেয়ে বেশি। তিনি পুরো ইউনিটকে একসুতোয় গেথে রাখেন। তাঁদের অবশ্যই একটি সামগ্রিক বা বিগ পিকচার ভিশন থাকতে হবে।নেতাকে সামগ্রিক ধারণা রাখতে হয়, কারণ:

- **সমন্বয় ও ইন্টারডিপেন্ডেন্সি:** নেতার কাজ হলো বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দলকে (যেমন: মিডিয়া টিম, ফিল্ড টিম, অর্থ টিম) এমনভাবে সমন্বয় করা, যাতে তাদের কাজগুলো একটি আরেকটির পরিপূরক হয়। এর জন্য তাঁকে জানতে হবে: "মার্কেটিং টিমের কাজ কখন শেষ হলে ফিল্ড টিমের কাজ শুরু করা যাবে?"
- **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** একটি প্রজেক্টের কোথায় ত্রুটি আছে বা কোন বিশেষজ্ঞ টিম অতিরিক্ত চাপে আছে—তা বোঝার জন্য নেতার প্রতিটি টিমের কাজ, চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা থাকতে হবে। SOP অনুযায়ী, ঝুঁকি মোকাবেলা করা প্রধান সমন্বয়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** নেতাকে প্রায়শই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যার প্রভাব একাধিক বিভাগের ওপর পড়ে। যদি নেতার সামগ্রিক ধারণা না থাকে, তবে তিনি একটি টিমের উপকার করতে গিয়ে অন্য টিমের ক্ষতি করে ফেলতে পারেন।

নেতাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজে (যেমন: গ্রাফিক্স ডিজাইনে) অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে যে, গ্রাফিক্স ডিজাইনে কী কী বিষয় লাগে, এর জন্য কত সময় প্রয়োজন এবং এর আদর্শিক উদ্দেশ্য কী। নেতা হলেন সেই স্থপতি (Architect), যিনি প্রতিটি বিশেষজ্ঞের কাজকে একত্র করে চূড়ান্ত সফল ইমারত তৈরি করেন।

শেষ করার পূর্বে একটি বিষয়-

ইউনিটের কাজ শুধু বিদ্যমান দক্ষতাকে ব্যবহার করা নয়, বরং নতুন সদস্যদের মধ্যে সুপ্ত দক্ষতা খুঁজে বের করা এবং সেটিকে বিকশিত করা।

- **সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ:** বিশেষত্বের অর্থ এই নয় যে, আপনি নতুন সদস্যদের কাছ থেকে শুরুতেই চূড়ান্ত দক্ষতা আশা করবেন। বরং নেতার কাজ হলো প্রতিটি সদস্যের প্রবণতা (Aptitude) ও আগ্রহ (Interest) লক্ষ্য করা। কেউ হয়তো কথা বলতে ভালোবাসে, কেউ সুন্দর করে লিখতে পারে—এই সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করুন।
- **প্রশিক্ষণ ও তারবিয়াহ:** চিহ্নিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও তারবিয়াহর ব্যবস্থা করুন। একজন ভালো বক্তাকে হয়তো উপস্থাপনার কৌশল শেখাতে হবে, একজন ভালো লেখককে হয়তো গবেষণার পদ্ধতি শেখাতে হবে।

- **ধীরে ধীরে দায়িত্ব প্রদান:** শুরুতে ছোট এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে দায়িত্ব দিন, যাতে সদস্যরা ব্যর্থতা বা ভয়ের কারণে পিছিয়ে না যায়। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং তারা ধীরে ধীরে সেই কাজের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে।

৭৫। কিভাবে সদস্যদের মধ্যে শ্রম বন্টন করা হবে?

শ্রম বন্টন (Division of Labour) হলো সাংগঠনিক সাফল্যের মূল কৌশল। এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি সদস্য তার ব্যক্তিগত ইখলাস, দক্ষতা, আগ্রহ এবং সাংগঠনিক স্তরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অবদান রাখছে। শ্রম বন্টনের মূলনীতি হলো: সদস্যের প্রবণতা (Aptitude), দক্ষতা (Skill) এবং কাজের চাপ (Load)-এর ভিত্তিতে দায়িত্ব ভাগ করা।

শুরুতে পড়ে নিন এই লেখাগুলো-

- পৃষ্ঠা ১৮৪-১৯০, হাদীস ২২, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- পৃষ্ঠা ১৬৩, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ১৯, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

প্রাথমিক ধাপ: দক্ষতা ও প্রবণতা চিহ্নিতকরণ (সদস্য ম্যাপিং)

কার্যকর বন্টনের আগে, প্রতিটি সদস্যের সক্ষমতা একটি চার্টে নথিভুক্ত করতে হবে:

- **আগ্রহ ও প্রবণতা (Aptitude/Interest):** প্রতিটি নতুন সদস্যের কাছে জানতে চান যে তিনি কোন ধরনের কাজ করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী (যেমন: কথা বলা, লেখালেখি, ডিজাইন, প্রযুক্তি, অর্থ সংগ্রহ, ফিল্ডওয়ার্ক)। এটি তার কাজের প্রতি ইখলাস এবং উদ্দীপনা বাড়ায়।
- **বিদ্যমান দক্ষতা :** তিনি বর্তমানে কোন কাজগুলো করতে জানেন বা পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে? (যেমন: কেউ আগে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং করেছেন বা ভালো হিসাব রাখতে পারেন।)
- **শিখনীয় আগ্রহ:** কোন বিষয়ে তার দক্ষতা কম থাকা সত্ত্বেও তিনি শিখতে চান?
- **উপলব্ধ সময়:**সপ্তাহে তিনি ইউনিটের কাজে কতটুকু সময় দিতে পারবেন।

দক্ষতা অনুযায়ী দল বা টাস্কফোর্স গঠন

শ্রম বন্টনকে স্থায়ী ও কার্যকর করতে কাজের ধরণ অনুযায়ী সদস্যদেরকে বিশেষজ্ঞ দলে ভাগ করুন। এই দলগুলো হলো **'টি-আকৃতির ' মডেলের উল্লম্ব রেখা (I)**।

বিশেষজ্ঞ দল (Committee)	দায়িত্বের ধরণ	কোর দক্ষতা
১. মিডিয়া ও ডকুমেন্টেশন কমিটি	গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন কন্টেন্ট তৈরি, সকল কাজের ডকুমেন্টেশন ও আর্কাইভ সংরক্ষণ।	সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি জ্ঞান, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কাজ করার ক্ষমতা, আর্কাইভ শৃঙ্খলার জ্ঞান।
২. ক্যাম্পেইন ও অ্যাকশন কমিটি	সকল অফলাইন কর্মসূচি (মিছিল, মানববন্ধন, লিফলেট বিতরণ) আয়োজন ও পরিচালনা, ফিল্ড লজিস্টিকস এবং কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা, ধৈর্য, মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্ব, শারীরিক সক্ষমতা।
৩. সদস্য ডেভোলেপমেন্ট কমিটি	সদস্যদের রিক্রুটমেন্ট, আদর্শিক ও স্কিলভিত্তিক তারবিয়াহ প্রদান, পাঠচক্র পরিচালনা, সদস্যদের মনোবল ধরে রাখা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা।	ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, শিক্ষকতার দক্ষতা, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান, যোগাযোগ ও মেন্টরিং দক্ষতা।
৪. প্ল্যানিং কমিটি	ইউনিটের কৌশলগত লক্ষ্য (Mission & Vision) নির্ধারণ, কর্মসূচির নকশা তৈরি, টার্গেট অডিয়েন্স গবেষণা, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং বাজেট প্রস্তাবনা তৈরি।	বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা, দূরদর্শিতা, গবেষণা পদ্ধতি ও ডেটা বিশ্লেষণের দক্ষতা।
৫. সম্পদ ও সহায়তা কমিটি	ফান্ড সংগ্রহ, সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ, আইনি ডকুমেন্টেশন, সদস্যদের আইনি ও জরুরি সহায়তার ব্যবস্থা করা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।	সততা, হিসাব জ্ঞান, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, নেটওয়ার্কিং ও সংবেদনশীল তথ্য সংরক্ষণের দক্ষতা।

শ্রম বন্টনের কৌশলগত নীতি ও কার্যকর কৌশল

দায়িত্ব বন্টনের সময় নিম্নলিখিত কৌশলগত নীতিগুলোর ওপর জোর দিতে হবে:

ক. পর্যায়ক্রমিক নীতি (Progressive Principle)

- **জুনিয়র/প্রাইমারি (০-৬ মাস):** তাদের কম ঝুঁকি ও সহজ পর্যবেক্ষণযোগ্য কাজ দিন (যেমন: ইভেন্টের লজিস্টিকস দেখা, মিটিং নোট নেওয়া)। এই কাজগুলো তাদের মৌলিক শৃঙ্খলা (Personal Discipline) শেখায়।

- **ইন্টারমিডিয়েট (৬ মাস-২ বছর):** তাদের ছোটখাটো একক দায়িত্ব ও টিম পরিচালনার সুযোগ দিন (যেমন: একটি ছোট ক্যাম্পেইনের প্ল্যানিং করা)। এটি তাদের নেতৃত্ব ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বাড়ায়।
- **সিনিয়র/অ্যাডভান্সড (২+ বছর):** তাদের উচ্চ-স্তরের কৌশলগত কাজ দিন (যেমন: মিডিয়া মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা, ইউনিটের সিস্টেম বা SOP তৈরি করা, গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কিং ও মেন্টরশিপ দেওয়া)।

খ. মালিকানা ও আগ্রহ নীতি (Ownership and Interest Principle)

- **আগ্রহের ভিত্তিতে দায়িত্ব:** সদস্যদেরকে তাদের আগ্রহের ডোমেন অনুযায়ী প্রধান দায়িত্ব দিন। আগ্রহ থাকলে ইখলাস বজায় রেখে তারা কাজে আরও বেশি সময় দিতে প্রস্তুত থাকে।
- **ডেলিগেশন (Delegation):** সিনিয়র সদস্যরা যেন সব কাজ নিজে না করেন, বরং ইন্টারমিডিয়েট স্তরের সদস্যদের হাতে দায়িত্ব ভাগ করে দেন। এতে সদস্যদের মধ্যে মালিকানা (Ownership) বোধ জন্মায় এবং সিনিয়ররা কৌশলগত চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারেন।

গ. ভারসাম্য নীতি ও কার্যকর কৌশল

- **কার্য-বিভাজন (Division of Labour):** প্রতিটি বড় কাজকে ছোট ছোট উপ-টাস্কে ভাগ করুন। যেমন, একটি ক্যাম্পেইনকে বিভক্ত করুন: ১) বিষয়বস্তু তৈরি, ২) ডিজাইন, ৩) প্রিন্টিং, ৪) বিতরণ ইত্যাদি। এরপর প্রতিটি ছোট টাস্ক একজন বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যকে দিন।
- **সময় ও লোড ভারসাম্য (Load Balancing):** কোনো একজন সদস্যের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ দেবেন না। বিশেষ করে, যে সদস্য দুনিয়াবি পড়াশোনা বা কাজের পাশাপাশি ইউনিটের কাজ করেন, তার ওপর চাপ যেন অতিরিক্ত না হয়।
- **নিয়ন্ত্রণযোগ্য কাজ:** সদস্যদের এমন কাজ দেওয়া উচিত, যা তাদের বর্তমান দক্ষতার সামান্য বাইরে, যাতে তারা চ্যালেঞ্জ নিতে ও শিখতে পারে, কিন্তু কাজটি যেন তাদের জন্য অতিরিক্ত কঠিন না হয়।
- **ক্রস-ট্রেনিং (Cross-Training):** যদিও বিশেষত্ব অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি অবস্থার জন্য প্রতিটি সদস্যকে তাদের নিজেদের কাজের বাইরেও অন্য বিভাগের একটি **বেসিক কাজ (T-আকৃতির অনুভূমিক রেখা)** শিখিয়ে রাখুন। যেমন: ক্যাম্পেইন কমিটির একজন সদস্য যেন জরুরি প্রয়োজনে একটি সাধারণ গ্রাফিক্স ডিজাইনও করতে পারে।

নেতা বা প্রধান সমন্বয়কের কাজ হলো বিভিন্ন দলের কাজের মধ্যে সমন্বয় করা এবং নিশ্চিত করা যে একটি দলের কাজ শেষ হওয়ার পর যেন অন্য দলের কাজ শুরু হতে পারে।

ঝুঁকি, দায়িত্ব পুনঃবন্টন ও পরিমাপ

শ্রম বন্টনকে কার্যকর করতে হলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ক. জবাবদিহিতা ও লক্ষ্য নির্ধারণ (Accountability)

- প্রতিটি কমিটি বা ক্যাম্পেইনের জন্য একজন তদারককারী নিয়োগ করুন।
- তদারককারী ও সদস্যের মধ্যে কাজের স্পষ্ট লক্ষ্য ও সময়সীমা সেট করুন।
- দায়িত্ব দেওয়ার সময় সদস্যদেরকে মনে করিয়ে দিন যে তাদের কাজ ইউনিটের লক্ষ্যের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত (Strategic Alignment), এটি তাদের মনোবল ধরে রাখতে সাহায্য করে।

খ. ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও মেন্টরশিপ

- **পারফরম্যান্স ট্র্যাকিং:** নিয়মিতভাবে সদস্যদের কাজের অগ্রগতি ট্র্যাক করুন। এটি শুধু সফলতা পরিমাপ করে না, বরং দ্রুত দুর্বলতা চিহ্নিত করে এবং মেন্টরশিপ প্রদানের পথ খুলে দেয়।
- **ধারাবাহিক মূল্যায়ন:** প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সদস্যদের কাজের আগ্রহ ও দক্ষতা পুনরায় মূল্যায়ন করুন।
- **পরিবর্তনের সুযোগ:** কোনো সদস্য যদি তার বর্তমান কাজ নিয়ে হতাশ থাকেন বা অন্য কোনো কাজে আগ্রহ দেখান, তবে তাকে সীমিত সময়ের জন্য সেই নতুন কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিন।
- **মেন্টরশিপ:** অভিজ্ঞ সদস্যদেরকে নতুন সদস্যদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিন (Mentor), যাতে কাজ শিখতে গিয়ে ভুল হলেও তারা হতাশ না হয়।

৭৬। অ্যাক্টিভিসম করলে সবকিছু শিখে একেবারে নিখুতভাবে করব, না হলে করব না-এমন চিন্তা কেন অ্যাক্টিভিসমকে পিছিয়ে দেয়?

পড়ুন- পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ১২, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৭৭। ইউনিটের দক্ষ সদস্যরা টিম ওয়ার্ক করতে চান না। নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়?

টিমওয়ার্কের ক্ষেত্রে 'Synergy' (সিনার্জি) নামের একটি কনসেপ্ট আছে। Synergy (সিনার্জি)-কে বাংলায় 'সমন্বয়' বলা যেতে পারে। সিনার্জি হলো যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা জিনিস একসঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে এমন একটি ফলাফল তৈরি করে, যা তারা আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলে পারতো না। এখানে ১+১=২ হয় না, বরং আরো বেশি হয়।

অনেকেই দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায় না বা একটু কিছু হলেই দল থেকে বের হয়ে যায়। ভাবে, একা একা সব করবে। এতো নিয়মকানুন ভালো লাগছে না, আমাকে ইউনিটে দাম দেওয়া হচ্ছে না, অমুক ভাইয়ের সেই ভাব, তমুক ভাই আবার ঝাড়িও মারে আমাকে—এরকম চিন্তা অনেকেই করেন।

একা একা আসলে খুব বেশি আগানো যায় না। আপনি যতোই দক্ষ হন না কেন, একটা কাজ ভালোভাবে করতে গেলে আরেকটা করতে পারবেন না। চিন্তা করুন, আপনি যেমন দক্ষ তেমনি আরো কয়েকজন দক্ষ ভাইদের সাথে মিলে যদি ইউনিট করেন, তাহলে কতো বেশি আউটপুট আসবে?

"আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একযোগে শক্তভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [৩৩]

ইউনিটে আপনার চাইতে বেশি দক্ষ কোনো ভাই থাকলে তাকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করা থেকে বিরত থাকুন। বরং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করুন এমন একজন মানুষকে আল্লাহ আপনাদের ইউনিটে দিয়েছেন। তার কাছ থেকে যতোটা পারুন শিখুন। পাশাপাশি অন্যদের অবহেলা করা, অহংকার করা থেকে দক্ষ ভাইদেরও যেকোনো মূল্যে বিরত থাকতে হবে।

ইউনিটে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দক্ষ এমন সব মানুষকে একত্রিত করুন। কেবল একই বিষয়ে দক্ষ মানুষের মিলনমেলা হলে আপনার ইউনিট খোঁড়া হয়ে থাকবে।

দলবদ্ধ হয়ে কাজ করুন। নিজেদের মধ্যে সমস্যা থাকলে মিটমাট করে নিন। কিন্তু ইউনিট ত্যাগ করবেন না। ইউনিটের সকলকে নিজ নিজ কাজ বুঝিয়ে দিন। এরপর লক্ষ্য ঠিক করে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একযোগে সমন্বয় করে কাজ করুন। সবাই যেন কাজ বুঝে নেয়। যেতে হবে চট্টগ্রাম, কিন্তু কেউ যেন রংপুরের বাসে না ওঠে। সবাই যেন চট্টগ্রামের বাসেই ওঠে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। না হলে সবার কাজ বিক্ষিপ্ত ও বিপরীত হবে। কাজের ফলাফল আসবে না।

****

দক্ষ সদস্যরা নেতার প্রতি উদাসীন হতে পারেন কারণ তারা মনে করেন নেতা তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নন। নেতাকে এখানে তার প্রকৃত ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সাথে দক্ষ সদস্যদের বুঝতে হবে নেতা যদি শরীয়তের খেলাফ কিছু আদেশ না দেন, তবে তাঁর আনুগত্য করা সাংগঠনিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই **বাধ্যতামূলক**। এমনকি যদি সেই নেতা তাদের থেকে কম দক্ষও হন। নেতার অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা এসেছে ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন বই এর হাদীস ১৯ ও হাদীস ২৩ । আলোচনাগুলোর উপর চোখ বুলানো জরুরি।

একজন নেতার মূল কাজ শুধুমাত্র নির্দেশনা দেওয়া নয়, বরং **অনুপ্রেরণা** (inspiration) সৃষ্টি করা। একটি বৃহৎ ও অর্থবহ বর্ণনা বা **গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ** গড়ে তোলা, যার মধ্যে সবাই নিজেদের অবস্থান ও ভূমিকা খুঁজে পায়। নেতা তার ইউনিটের সদস্যদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেন, যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পারফর্ম করতে পারে এবং তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য প্রকাশ করতে পারে।

একজন নেতা সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবেন, এমনটি প্রত্যাশিত নয়। বাস্তবতা হলো, তার অধীনে এমন অনেক সদস্য থাকবে যারা কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নেতার চেয়েও বেশি দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, নেতা এই বহুবিধ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষদের একসুতোয় গেঁথে রাখেন, একটি অভিন্ন লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ঐক্যবদ্ধ রাখেন। ইউনিটকে একটি সমন্বিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে পারেন।

[৩৩] সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩

নেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, তিনি সামগ্রিক (holistic) দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন। তিনি কেবল একটি বিষয়ের গভীরে যান না, বরং নানা বিষয়ে মৌলিক ধারণা রাখেন, যা তাকে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে এবং সামগ্রিক কার্যক্রমকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

অন্যদিকে, একজন সদস্য কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হয়তো বিশেষজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু তার পক্ষে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বোঝা বা সবকিছু একসঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্যই, এমনকি বিশেষজ্ঞ সদস্যদেরও নেতার দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা জরুরি। কারণ, নেতা পুরো কাঠামো ও উদ্দেশ্যের ধারক ও বাহক।

দক্ষ সদস্যদের অনীহা দূর করতে নেতাকে কৌশলী হতে হবে এবং তাদের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

কৌশলগত ব্যবস্থাপনা: টিমে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি

কৌশল	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ফলাফল
দায়িত্বের স্পষ্টতা	ইউনিটের সকলকে নিজ নিজ কাজ বুঝিয়ে দিন। এরপর লক্ষ্য ঠিক করে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একযোগে সমন্বয় করে কাজ করুন। "যেতে হবে চট্টগ্রাম, কিন্তু কেউ যেন রংপুরের বাসে না ওঠে।" সবাই যেন কাজ বুঝে নেয়।	সবার কাজ বিক্ষিপ্ত ও বিপরীত হবে না এবং কাজের ফলাফল আসবে।
স্বায়ত্তশাসন ও বিশেষজ্ঞের ভূমিকা	ঐ দক্ষ সদস্যকে একটি টিমের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট বা কার্যক্রম সমন্বয়কের দায়িত্ব দিন। নেতাকে "কী করতে হবে" (The What) তা স্পষ্ট করে দিতে হবে, কিন্তু "কীভাবে করতে হবে" (The How) সেই বিষয়ে তাদের যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।	তারা নিজেদের দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করবে এবং টিমের অংশ হিসেবে থাকতে উৎসাহিত হবে।
কঠোর অবস্থান	আদর্শিক আলোচনা ও সুযোগ দেওয়ার পরও সদস্যটি নেতার আনুগত্যে উদাসীন থাকলে, দ্বন্দ্ব নিরসন SOP-এর স্তর ৩ (উচ্চতর কর্তৃপক্ষ) প্রয়োগ করে তাকে কম সংবেদনশীল কোনো কাজে দিন।	বিশৃঙ্খল কিন্তু দক্ষ সদস্যের চেয়ে অনুগত সদস্যকে গুরুত্ব দিয়ে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

নেতার আনুগত্য পেতে হলে তাকেও কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে:

- যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বা কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঐ দক্ষ ভাইদের ডেকে আলাদাভাবে পরামর্শ নিন এবং তাদের পরামর্শকে যথাযথ মূল্যায়ন করুন। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিলে তারা উপেক্ষিত বোধ করবেন না।

- সাংগঠনিক ক্রমধারা (Chain of Command) এবং প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্বের সীমা (Scope of Work) খুবই স্পষ্ট করে দিন। যখন আদেশ দেওয়া হয়, তখন তা যেন কেবল নেতার ব্যক্তিগত ইচ্ছা না হয়ে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে আসে।
- তাদের দক্ষতাকে অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করুন। এতে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারবেন এবং টিমের সক্ষমতা বাড়বে, যা পরোক্ষভাবে তাদের ভালোলাগার কারণ হবে।

তারবিয়াহ ও দক্ষতা

৭৮। নন-প্র্যাকটিসিংদের জন্য তারবিয়াহ বা পাঠচক্রের সিলেবাস কী?

নন-প্র্যাকটিসিংদের জন্য তারবিয়াহ বা পাঠচক্রের সিলেবাসটি এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত, যাতে এটি **ধীরে ধীরে (তাদ্দাররুজ)** তাদের আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করে এবং জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলোর সঙ্গে ইসলামের সংযোগ স্থাপন করে। ব্যক্তির অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আলোচনার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।আলোচনা শুরু হবে জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় দিয়ে, এবং শ্রোতার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে পরকাল, তাওহীদ, নবী-রাসূলদের (আঃ) জীবনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

আমাদের মূলনীতি হতে হবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। প্রাথমিক স্তরে তাদের ওপর যেন কোনো কঠোরতা বা অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। প্রথমত, তাদের **মানসিক ও রুহানি সমর্থন** দিতে হবে, কঠোরভাবে আমল বা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সেই সাথে তাদের প্রচুর সময় দিতে হবে। ওয়ান-টু-ওয়ান বসে ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনতে হবে।

এই সিলেবাসকে তিনটি প্রধান মডিউলে ভাগ করা যেতে পারে:

মডিউল ১: আত্ম-অনুসন্ধান ও আদর্শিক ভিত্তি

এই মডিউলের লক্ষ্য হলো সদস্যদের জীবনে **ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা** এবং **সৃষ্টির উদ্দেশ্য** তুলে ধরা, যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলামকে মেনে নেয়।

ফোকাস	মূল বিষয়বস্তু	উদ্দেশ্য
অস্তিত্বের সংকট	**ইসলামী সাইকোলজি:** জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা,আসক্তি, হতাশা, একাকীত্ব এবং আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের ইসলামী ব্যাখ্যা ও মানসিক সমাধান।	ইসলামকে কেবল ধর্ম নয়, বরং স্থিতিশীলতার সমাধান তথা একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন।
তাওহীদের বার্তা	আল্লাহকে জানা,তাঁর পরিচয়, জীবনের উদ্দেশ্য, আল্লাহর দাসত্বের মূল ধারণা।	আদর্শিক শূন্যতা দূর করা এবং জীবনের লক্ষ্য আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করা।
আদর্শিক মডেল ও প্রেরণা	**নবী-রাসূল ও সাহাবীদের জীবনী:** তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রাম, ঈমানের দৃঢ়তা, ধৈর্য (সবর) এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য আলোচনা করা।	**ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শিক রোল মডেল** উপস্থাপন করা এবং ইসলাম পালনে অটল থাকার অনুপ্রেরণা দেওয়া।
সালাত ও ব্যক্তিগত দুআ	সালাতকে অনুভব করা, সালাত কেন প্রয়োজন এবং কীভাবে এটি ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে। মৌলিক দুআ এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার গুরুত্ব।	ইবাদতকে কেবল নিয়ম নয়, বরং আল্লাহর সঙ্গে নির্ভরতার মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন।
কুরআনের সঙ্গে সংযোগ	কুরআন কী এবং কেন এটি আমাদের জীবন পরিবর্তনের চাবিকাঠি এই বিষয়ে আলোচনা।	কুরআনকে ভীতি বা রীতির পরিবর্তে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

মডিউল ১-এর সফল সমাপ্তিতে একজন নন প্র্যাক্টিসিং ভাই তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার ইসলামী সমাধান খুঁজে বের করে, সালাতের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করে এবং কুরআনের মূল বার্তা অনুধাবন করতে শেখে। এই পর্যায়ে আদর্শিক ভিত্তি ও ব্যক্তিগত আমলের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয়। **এখন এই নব-অর্জিত শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংহত করা এবং উচ্চতর নৈতিক মানে উন্নীত করা মডিউল ২-এর প্রধান লক্ষ্য।**

মডিউল ২: ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা ও ব্যবহারিক ইবাদত

এই মডিউলের লক্ষ্য হলো দৈনন্দিন জীবনে শৃঙ্খলা আনা এবং মৌলিক ইবাদতকে **স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসে** পরিণত করা।

ফোকাস	মূল বিষয়বস্তু	উদ্দেশ্য
সময় ব্যবস্থাপনা	সময়কে আল্লাহর আমানত হিসেবে দেখা। স্ক্রিন আসক্তি, আলস্য, প্রোক্যাস্টিনেশনের ইসলামী সমাধান।	সময় ব্যবহারে শৃঙ্খলা এনে ব্যক্তিগত প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো।
তাওয়াক্কুল ও রিযিক	রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কাজের পাশাপাশি আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) রাখা এবং দুশ্চিন্তা পরিহার করা।	মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতি বজায় রাখা।
হালাল-হারামের প্রাথমিক ধারণা	অর্থ, খাবার এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় হালাল-হারামের প্রাথমিক সীমারেখা এবং এর যৌক্তিকতা।	ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা তৈরি করা।
আখলাক উন্নয়ন	নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ, বিনয় ও অন্যের সাথে সত্যবাদিতার গুরুত্ব।	কাজের শুরুতেই নিজেদের নৈতিক মানদণ্ড উন্নত করা।
মুহাসাবা ও ইস্তিগফার	প্রতিদিনের কাজ ও আমলের মূল্যায়ন (মুহাসাবা)। ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া (ইস্তিগফার) এবং পাপ থেকে ফিরে আসার গুরুত্ব।	ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ধারাবাহিক আদর্শিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

মডিউল ২-এর মাধ্যমে উক্ত ভাই সালাত, তাওয়াক্কুল এবং হালাল-হারামের প্রাথমিক নীতি মেনে চলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা অর্জন করে। তার আমল এবং নৈতিক আচরণ স্থিতিশীল হলে তিনি অ্যাক্টিভিসমের জন্য প্রস্তুত হিসেবে বিবেচিত হবেন । মনে রাখতে হবে যে **একজন নন-প্র্যাকটিসিং সদস্যকে প্রথম দিন থেকেই ছোট ছোট ও চাপমুক্ত সাংগঠনিক কাজে (যেমন: লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং ইত্যাদি) যুক্ত করার নীতি (On-the-Job Training) অনুসরণ করা হয়। এই পর্যায়ে, সেই প্রাথমিক সংযুক্তিকে আরও সুসংগঠিত করার জন্য তাকে অ্যাক্টিভিসমের আদর্শিক ভিত্তি ও বৃহত্তর লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সিরিয়াসভাবে পরিচিত করানো আবশ্যক।** এই কারণে, তার ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিকে সাংগঠনিক ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য **মডিউল ৩-এর আলোচনা শুরু হবে।** মডিউল ৩-এর ফোকাস হলো কেন, কীভাবে এবং কোন আদর্শিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম পরিচালনা করা উচিত—তা স্পষ্ট করা।

মডিউল ৩: সাংগঠনিক সংহতি ও আদর্শিক অ্যাক্টিভিসম

এই মডিউলের লক্ষ্য হলো উক্ত ভাইকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বের করে এনে সামাজিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

ফোকাস	মূল বিষয়বস্তু	উদ্দেশ্য
সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিসর	বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের গুরুত্ব এবং একজন মুসলমান হিসেবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও জুলুম প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব।	ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে **বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণে** নিজেদের প্রস্তুত করা।
অ্যাক্টিভিসমের আদর্শিক ভিত্তি	**কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:** অ্যাক্টিভিসম কেন প্রয়োজন? এর লক্ষ্য কী?	ব্যক্তিগত আমলকে **সামাজিক ইবাদতে** রূপান্তরের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা।
দাওয়াত বিল হাল ও পেশাদারিত্ব	কীভাবে উত্তম আচরণ, শৃঙ্খলা এবং পেশাদারিত্বের মাধ্যমে অন্যদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছানো যায়।	মৌখিক দাওয়াতের পূর্বশর্ত হিসেবে ব্যক্তিগত আচরণের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
সাংগঠনিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব	**ইউনিটের** সঙ্গে সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মেন্টরশিপের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া।	ইউনিটের প্রতি মানসিক সংযুক্তি বাড়ানো এবং ঝরে পড়া রোধ করা।
অ্যাক্টিভিসমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র	**প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে** অ্যাক্টিভিসমের জন্য সহজলভ্য ও অল্প সময়ের কাজ (যেমন: লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং, ডকুমেন্টেশন বা গবেষণা সহায়তা) চিহ্নিত করা।	সদস্যদের মধ্যে **প্রাথমিক সাংগঠনিক দায়িত্ববোধ** সৃষ্টি করা এবং কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা।
সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা	ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণা (Misconceptions), সেক্যুলারিজম, নারীবাদ, সংশয়বাদ...এগুলোর মৌলিক জবাব এবং উত্তর দেওয়ার প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল (হিকমাহ)	আদর্শিক প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা এবং বাইরের বুদ্ধিবৃত্তিক চাপ মোকাবিলা করার সক্ষমতা তৈরি করা।

অবশ্যই পড়ুন

- ২২ নম্বর হাদীস- নতুনদের কাজে লাগান, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- পৃষ্ঠা ২০১-২০২, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ২৪, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৭৯। ইউনিটের কোর মেম্বারদের জন্য তারবিয়াহ ও সিলেবাস কী?

কোর মেম্বারদের জন্য তারবিয়াহ (প্রশিক্ষণ) হলো একটি ইউনিটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ এই সদস্যরা ইউনিটের আদর্শ, নেতৃত্ব এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো বহন করেন। তাদের সিলেবাস সাধারণ সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি গভীর, ব্যাপক এবং আদর্শিক ভিত্তির উপর জোর দেয়।

আপনার কোর মেম্বারদের তারবিয়াহ ও সিলেবাস নিচে ধাপে ধাপে সাজানো হলো:

কোর মেম্বারদের জন্য তারবিয়াহ ও সিলেবাস

কোর মেম্বারদের তারবিয়াহর মূল লক্ষ্য হলো ইখলাস (নিয়তের শুদ্ধতা), ইক্বান (দৃঢ় বিশ্বাস), দূরদর্শিতা (Strategic Vision) এবং সাংগঠনিক নেতৃত্বের দক্ষতা (Leadership Skill) তৈরি করা।

স্তর ১: আদর্শিক ভিত্তি ও ঈমানী মজবুতি (The Foundation)

কোর মেম্বারদের তারবিয়াহ শুরু করতে হবে ইসলামের মৌলিক আদর্শ এবং ইউনিটের লক্ষ্যের সাথে তাদের ইমানকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে।

পড়ে ফেলুন- **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** থেকে

- অ্যাক্টিভিস্টদের গুণাবলি
- আল্লাহর সাথে সততা
- অ্যাক্টিভিসমের আদবকেতা

বিষয়বস্তু	কোর ফোকাস	কেন জরুরি?
তাওহীদ ও শিরকের গভীর জ্ঞান	তাওহীদ আল-উলুহিয়াহ, তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ, তাওহীদ আল হাকিমিয়্যাহ, তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের বিস্তারিত আলোচনা।	সকল কাজের একমাত্র ভিত্তি ও লক্ষ্য আল্লাহকে স্থির করা
আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাহ	এই মূলনীতির বাস্তবায়ন ও সীমানা। মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক এবং অমুসলিমদের সাথে ব্যবহারের শরঈ মূলনীতি।	আদর্শিক আপস ও বিচ্যুতি রোধ করা।

আখেরাতের ধারণা	জান্নাত, জাহান্নাম এবং কিয়ামতের দিনের ভয় ও আশা।	দুনিয়াবি কষ্ট ও ব্যর্থতায় মনোবল ধরে রাখা।
সীরাতে রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীদের জীবন	নবী (ﷺ)-এর মাক্কী ও মাদানী জীবনের কৌশলগত বিশ্লেষণ। সাহাবীদের তারবিয়াহ মডেল ও নেতৃত্বের উদাহরণ।	কঠিন পরিস্থিতিতে কৌশলগত শিক্ষা গ্রহণ।

স্তর ২: সাংগঠনিক ও কৌশলগত জ্ঞান (The Vision)

কোর মেম্বাররা যেহেতু প্ল্যানিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত থাকবেন, তাই তাদের কৌশলগত চিন্তাভাবনা এবং সাংগঠনিক জ্ঞান গভীর হতে হবে।

বিষয়বস্তু	কোর ফোকাস	কেন জরুরি?
ফিকহুল ওয়াকি' (সমসাময়িক পরিস্থিতির জ্ঞান)	মুসলিম উম্মাহ ও স্থানীয় সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গভীর বিশ্লেষণ।	বাস্তবতা ও শরীয়তের নীতির ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।
ইউনিটের দর্শন ও SOP	ইউনিটের চূড়ান্ত Mission & Vision-এর গভীর বিশ্লেষণ। সকল কমিটির SOP (Standard Operating Procedure) মুখস্থ ও আত্মস্থ করা।	সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ঐক্য ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।
সংকট ব্যবস্থাপনা	অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসন (Conflict Resolution), আদর্শিক বিচ্যুতি (Deviance) মোকাবিলার পদ্ধতি, ও নিরাপত্তা কৌশল (Security Protocol)।	ইউনিটের স্থায়িত্ব ও ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকা।
উসূলুল ফিকহ	শরঈ বিধান প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের (ইজতিহাদ) মৌলিক পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।	আবেগ বা ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে নয়, বরং শরঈ মূলনীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
আমানতদারী ও আর্থিক ফিকহ	আমানতের গুরুত্ব এবং যাকাত, সাদাকা ও সংগঠনের অর্থের ব্যবহারের শরঈ বিধান।	সম্পদ ও সহায়তা কমিটিতে থাকা কোর মেম্বারদের জন্য আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
দাওয়াহর ফিকহ	দাওয়াহর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ফিকহ (ফিকহ আল-আউলাবিয়াত) এবং হিকমাহর সাথে দাওয়াহ করার পদ্ধতি।	গণ-যোগাযোগের সময় নীতির সঙ্গে আপস না করে কার্যকরভাবে দাওয়াহ করা।

স্তর ৩: কোর নেতৃত্ব দক্ষতা (The Leadership)

এই সদস্যদের অবশ্যই অন্যদের তৈরি করার এবং প্রভাবিত করার দক্ষতা থাকতে হবে।

বিষয়বস্তু	কোর ফোকাস	কেন জরুরি?
টিম বিল্ডিং ও মেন্টরিং	নতুন সদস্যদের দক্ষতা (Aptitude) ও আগ্রহ (Interest) চিহ্নিত করার কৌশল। **'টি-আকৃতির' মডেল** অনুযায়ী সদস্যদের তৈরি করা।	মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ইউনিটের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
ডেলিগেশন (দায়িত্ব হস্তান্তর)	সিনিয়র থেকে জুনিয়র স্তরে কার্যকরভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া (**তাদ্দাররুজ নীতি**)।	সদস্যদের মধ্যে Ownership বোধ তৈরি করা এবং সিনিয়রদের কৌশলগত কাজে মনোযোগ দেওয়া।
নেতৃত্বের স্টাইল	রাসূল ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্ব মডেলের বিশ্লেষণ। জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।	ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
গণ-যোগাযোগ (Public Speaking) ও নেটওয়ার্কিং	জটিল ধারণাগুলো সহজে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যান্য মুসলিম স্কলার ও ইউনিটগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন।	সমাজের উপর ইউনিটের প্রভাব বাড়ানো।

তারবিয়াহ প্রদানের পদ্ধতি (Pedagogy)

কোর মেম্বারদের তারবিয়াহ শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তাদের **চিন্তা করার ক্ষমতা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা** তৈরির ওপর জোর দিতে হবে ।

গভীর পঠন ও আলোচনা

- **কার্যক্রম:** সিলেবাসের প্রতিটি মৌলিক বিষয়ে (যেমন: তাওহীদ, ফিকহুল ওয়াকি', নেতৃত্ব) নির্দিষ্ট বই, প্রবন্ধ বা স্কলারের লেখা বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে দেওয়া হবে।
- **পদ্ধতি:** সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পাঠচক্রের আয়োজন করা, যেখানে পঠিত বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে **গভীর বিশ্লেষণ এবং আলোচনা** হবে।
- **ফোকাস:** সদস্যদের শেখানো হবে কীভাবে একটি লেখা বা বক্তব্যকে **কুরআন-সুন্নাহ ও ইউনিটের লক্ষ্যের** আলোকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়।
- **উদ্দেশ্য:** জ্ঞানকে মুখস্থ না করে তাকে আত্মস্থ করা এবং আদর্শিক বিষয়ে চিন্তার স্বচ্ছতা তৈরি করা।

কেস স্টাডি ও বিশ্লেষণ

- **কার্যক্রম:** ইসলামের ইতিহাস এবং আধুনিক ইসলামী আন্দোলন বা অ্যাক্টিভিসমের **বাস্তব সফল/ব্যর্থ উদাহরণ** নিয়ে আলোচনা করা।
- **পদ্ধতি:** একটি নির্দিষ্ট ঘটনা (যেমন: মদীনার হিজরতের কৌশল, বা কোনো আধুনিক আন্দোলন কেন ব্যর্থ হলো) দেওয়া হবে এবং তাদের প্রশ্ন করা হবে: "যদি এই সিদ্ধান্তটি আপনারা নিতেন, তবে কী পরিবর্তন করতেন?"
- **ফোকাস:** সদস্যদের মধ্যে ঐতিহাসিক এবং কৌশলগত দূরদর্শিতা (Strategic Insight) তৈরি করা।
- **উদ্দেশ্য:** অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য কার্যকর কৌশল প্রণয়নের দক্ষতা তৈরি করা।

সিমুলেশন ও রোল প্লে

- **কার্যক্রম:** ইউনিট মুখোমুখি হতে পারে এমন **উচ্চ চাপের পরিস্থিতি** কৃত্রিমভাবে তৈরি করা।
- পদ্ধতি:
    - **অভ্যন্তরীণ সংকট:** দুই সদস্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা কোনো সদস্যের আদর্শিক বিচ্যুতি হলে কীভাবে আলোচনা ও তদন্ত (Internal Investigation) করতে হবে, তার মহড়া দেওয়া।
    - **বাহ্যিক চাপ:** ক্যাম্পেইনে বাধা এলে তৎক্ষণাৎ আইনি ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত কীভাবে নিতে হবে, তার অনুশীলন করা।
- **ফোকাস:** সদস্যদেরকে চাপের মধ্যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স (Emotional Intelligence) বজায় রেখে দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- **উদ্দেশ্য:** তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার সক্ষমতা এবং সংকট মোকাবিলার দক্ষতা তৈরি করা।

মেন্টরশিপ ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান

- **কার্যক্রম:** ইউনিটের একজন সিনিয়র সদস্য/ তদারককারীর সাথে কোর মেম্বারদের ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত করে দেওয়া।
- **পদ্ধতি:** মেন্টর নিয়মিতভাবে সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে বসবেন। মেন্টরশিপের ফোকাস থাকবে ইখলাস, তাক্বওয়া, ব্যক্তিগত ইবাদাত এবং আদর্শিক স্থিতিশীলতার উপর।
- **ফোকাস:** আধ্যাত্মিক দিক এবং আমলগুলো পর্যবেক্ষণ করা, যাতে দুনিয়াবি ব্যস্ততা যেন তার ইবাদাতকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।
- **উদ্দেশ্য:** কোর মেম্বারদের আদর্শিক ও রুহানি তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা, যাতে তাদের নিয়্যত সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিবদ্ধ থাকে।

হাতে কলমে প্রয়োগ ও কর্মক্ষেত্রভিত্তিক শিক্ষা

এটি হলো কোর মেম্বারদের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা, যেখানে তারা তারবিয়াহ থেকে শেখা আদর্শ, কৌশল এবং নেতৃত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করে। তত্ত্বীয় জ্ঞানকে, **হিকমাহ (Practical Wisdom)**-এ পরিণত করার জন্য এই পদ্ধতি আবশ্যক।

কার্যক্রম	কোর ফোকাস	উদ্দেশ্য
দায়িত্বের ধারাবাহিক ডেলিগেশন	সদস্যদের স্তরের ভিত্তিতে বাস্তব সাংগঠনিক দায়িত্ব (যেমন: একটি ছোট পাঠচক্রের নেতৃত্ব দেওয়া, একটি ইভেন্টের লজিস্টিকস ম্যানেজ করা, বাজেট রিপোর্ট তৈরি করা)।	তাদ্দাররুজ নীতি অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের সক্ষমতা তৈরি করা এবং সদস্যদের মধ্যে মালিকানা বোধ (Ownership) তৈরি করা।
চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তাদের উপর নির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা (Deadline)-এর চাপ প্রয়োগ করা এবং ত্রুটিমুক্ত ফলাফল প্রত্যাশা করা।	সদস্যদের ইখলাস, আমানতদারী এবং আদর্শিক অঙ্গীকার চাপের মধ্যে কতটা স্থির থাকে, তা যাচাই করা।
ভুল থেকে শিক্ষা	হাতে কলমে কাজ করার সময় হওয়া ভুলগুলোকে শাস্তি হিসেবে না দেখে, মেন্টরশিপের মাধ্যমে শিক্ষণীয় সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা।	সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং দক্ষতা (I-Shaped Skill) আরও তীক্ষ্ণ করা।
ক্রস-ফাংশনাল টাস্ক	তার বিশেষত্বের বাইরের কমিটির সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া (যেমন: একজন প্ল্যানিং সদস্যকে ক্যাম্পেইন টিমের সঙ্গে লজিস্টিকসে কাজ করতে বলা)।	টি-আকৃতির কর্মী মডেলের অনুভূমিক রেখা (—) শক্তিশালী করা এবং সামগ্রিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বোঝা।

৮০। কী কী স্কিল অর্জন করতে হবে?

শুরুতে পড়ে নিন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ আলোচিত

- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন
- অ্যাক্টিভিস্টদের গুণাবলি

এরপর সময় থাকলে

- আল্লাহর সাথে সততা
- অ্যাক্টিভিসমের আদবকেতা

আরও পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ১০২-১০৩, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ৯, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

সামাজিক শক্তি অর্জনের জন্য একজন সদস্যকে অবশ্যই নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হবে:

১। আদর্শিক ও ব্যক্তিগত নেতৃত্ব (Foundational & Personal Leadership)

এই দক্ষতাগুলো সদস্যদের ইখলাস ও চারিত্রিক অটলতা নিশ্চিত করে, যা অ্যাক্টিভিসমের অভ্যন্তরীণ শক্তি।

ক্ষেত্র	দক্ষতা ও গুরুত্ব
আদর্শিক ভিত্তি	তাওহীদ, আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ, বিশুদ্ধ আকীদার জ্ঞান, সেকুল্যারিজম/জাহেলিয়্যাত সম্পর্কে জ্ঞান, সমাজের প্রধান দ্বন্দ চিনতে পারা, কি করছি কেন করছি অর্থাৎ লক্ষ্য,উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা, ইখলাসের চর্চা, বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা, উত্তম আখলাক এবং জবাবদিহিতা (Accountability)। ভুল হলে দোষ চাপানো নয়, বরং নিজে দায়িত্ব নেওয়া।
মানসিক	স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, রাগ নিয়ন্ত্রণ, এবং পুনরুদ্ধার শক্তি (Resilience)। ব্যর্থতা, অভিযোগ, অপমান—এসবের পরে দ্রুত ফিরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা।
আত্ম-নিয়ন্ত্রণ	স্বনিয়ন্ত্রণ (Self-Discipline), নিজেকে কাজের দিকে বাধ্য/ফোকাসড রাখা
শেখার মানসিকতা	ভুল করলে হতাশ না হয়ে সেটিকে উন্নতির সুযোগ হিসেবে দেখা (Growth Mindset)।

২. কৌশলগত বিশ্লেষণ ও চিন্তা করতে পারার দক্ষতা (Strategic Analysis & Thinking)

ক্ষেত্র	দক্ষতা ও গুরুত্ব
সোসিও-পলিটিক্যাল বিশ্লেষণ	সমাজ বা ক্যাম্পাসের ভিতরের শক্তি-সংযোগ, প্রভাব-গোষ্ঠী বুঝে কৌশলগত চাল তৈরি করা।
মূল কারণ শনাক্তকরণ	রুট-কজ অ্যানালাইসিস: সমস্যার উপরিভাগ নয়, মূল কারণ শনাক্ত করে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান বের করা।
কৌশলগত চিন্তা	কাজের তাৎক্ষণিক লাভ নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনা করে স্ট্র্যাটেজিক থিংকিং করা।
মিডিয়া লিটারেসি	সংবাদ মিথ্যা না সত্য, কোনটি প্রোপাগান্ডা তা দ্রুত চিহ্নিত করা।

৩. ইউনিট পরিচালনা ও মানুষের সাথে কাজের দক্ষতা

এই দক্ষতাগুলো টিমওয়ার্ক ও নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে সামাজিক শক্তি অর্জনে সাহায্য করে।

ক্ষেত্র	দক্ষতা ও গুরুত্ব
নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা	কার্যকরভাবে অ্যাক্টিভিসম পরিচালনা করা, নেতৃত্ব (Leadership), ক্যাম্পেইন/ইভেন্ট পরিচালনা, কাজ ডেলিগেশন (সব কাজ নিজে না করে ভাগ করে দেওয়া), এবং সিস্টেম বানানোর দক্ষতা (SOP, চেকলিস্ট)।
যোগাযোগ ও আলোচনা	পরিষ্কারভাবে কথা বলা, মানুষের আপত্তি শোনা ও সামলানো, এবং দর-কষাকষি (Negotiation) এর মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ছাড়াই সমাধানে পৌঁছানো।
সম্পর্ক নির্মাণ	নেটওয়ার্কিং (অন্য সংগঠন, শিক্ষক, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে লং-টার্ম সম্পর্ক) এবং মানুষকে বোঝার ক্ষমতা (Social Intelligence)।
বিরোধ মীমাংসা	কনফ্লিক্ট কমানো ও শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মেটাতে পারা, এবং মেন্টরশিপের মাধ্যমে নতুনদের গাইড করা।

৪. প্রচার, মিডিয়া ও জনমত ব্যবস্থাপনা

দ্রুত প্রভাব বিস্তারের জন্য এই দক্ষতাগুলো অপরিহার্য।

ক্ষেত্র	দক্ষতা ও গুরুত্ব
জনসমক্ষে কথা বলা	**পাবলিক স্পিকিং:** মাইকে, ক্লাসে বা মিটিংয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেওয়া।
ন্যারেটিভ তৈরি	**ন্যারেটিভ বিল্ডিং:** সমাজে নিজেদের ন্যারেটিভ তৈরি করতে পারা, কোন কথাটি জনপ্রিয় হবে, কোন ভাষায় বলা হলে মানুষ শুনবে তা বুঝতে পারা এবং শরীয়ার সীমা ও মেজাজ বুঝে **মেসেজিং টোন** নির্বাচন করা ।
ভিডিও/ডিজাইন দক্ষতা	**সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট**, ভিডিও/শর্ট কন্টেন্ট তৈরি, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ইভেন্ট কাভার করা।
মিডিয়া প্রেজেন্স	ছোট সাক্ষাৎকার, প্রেস ব্রিফিং বা মন্তব্য এসব সঠিকভাবে দিতে পারা।

৫. সংকট মোকাবিলা ও সুরক্ষা দক্ষতা

সংকট ও জুলুমের সময় নিজেদের সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এটি জরুরি।

ক্ষেত্র	দক্ষতা ও গুরুত্ব
সংকটকালীন সিদ্ধান্ত	চাপ ও গুজবের মধ্যে ঠাণ্ডা মাথায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।
সুরক্ষা জ্ঞান	**ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন** এবং ক্যাম্পাসের নিয়ম, অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা রাখা। **সাইবার সুরক্ষা জ্ঞান**,অনলাইনে ট্র্যাকিং বা হ্যাকিং থেকে বাঁচা।
প্রতিপক্ষের বিশ্লেষণ	প্রতিপক্ষের স্ট্রাটেজি বুঝতে পারা এবং তারা কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে তা অনুমান করতে পারা।

সদস্যদের **তাদ্দাররুজ (ধারাবাহিকতা)** নীতি অনুসরণ করে ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক ও কৌশলগত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সদস্যদের দক্ষতা অর্জনের পর্যায়ক্রমিক রূপরেখা নিম্নরূপ:

প্রাইমারি স্তর (Foundation & Personal Resilience)

সময়কাল ও লক্ষ্য	অর্জনীয় মূল দক্ষতা ও জ্ঞান
সময়কাল: প্রথম ৬ মাস।	ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব, আদর্শিক ভিত্তি ও প্রাথমিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত **করা।**
মূল দক্ষতা	**আদর্শিক ভিত্তি:** মৌলিক ইসলামি আকীদা,লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, **মানহাজ ও অ্যাক্টিভিসম বোঝা**, শেখার মানসিকতা ও ধারাবাহিক উন্নতির অভ্যাস, ইখলাসের চর্চা, রূহানিয়্যাত, বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা, কুরআনের পুরো অনুবাদ একবার পড়া ও মর্ম অনুধাবন, উত্তম আখলাক।
	ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা: ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা, **সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management)**, আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক দক্ষতা(রাগ নিয়ন্ত্রণ), আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা।
	যোগাযোগ ও টিমওয়ার্ক: সাধারণ যোগাযোগ দক্ষতা, **বেসিক পাবলিক স্পিকিং**, ও টিমওয়ার্কের বেসিক ধারণা।
	দাওয়াত প্রস্তুতি: স্ক্রিন আসক্তি/পর্ন আসক্তি/হারাম সম্পর্ক—এসব **জীবনঘনিষ্ঠ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা** তৈরি করতে পারার প্রয়োজনীয় জ্ঞান।
	সুরক্ষা: সাধারণ সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা ও বেসিক ডিজিটাল নিরাপত্তা।

ইন্টারমিডিয়েট স্তর (Execution & Team Leadership)

সময়কাল ও লক্ষ্য	অর্জনীয় মূল দক্ষতা ও জ্ঞান
সময়কাল: ৬ মাস থেকে ২ বছর।	ছোট ইউনিটের নেতৃত্ব দেওয়া, ক্যাম্পেইন কার্যকরভাবে পরিচালনা করা এবং সমস্যা-সমাধানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
মূল দক্ষতা:	নেতৃত্ব ও সংগঠন: লিডারশিপের বুনিয়াদি দক্ষতা, টিম পরিচালনা ও দায়িত্ব বণ্টন, ইভেন্ট/ওয়ার্কশপ ব্যবস্থাপনা , পারফরম্যান্স ট্র্যাকিং।
	বিশ্লেষণ ও জ্ঞান: সমাজের প্রধান দ্বন্দ, সেকুলারিজম, ইসলামবিদ্বেষ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিষয়ে জ্ঞান, মধ্যম স্তরের গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ, জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যার গভীরতর বোঝাপড়া।
	যোগাযোগ ও সম্পর্ক: উন্নত যোগাযোগ ও প্রেজেন্টেশন স্কিল, নেটওয়ার্কিং ও সম্পর্ক গড়ার দক্ষতা, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও জনমত তৈরি করার সক্ষমতা, রুট-কজ অ্যানালাইসিস, মিডিয়া লিটারেসি, সমালোচনা সামলানো, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের প্রাথমিক জ্ঞান,
	ক্যাম্পেইন: আইডিয়া জেনারেশন, ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট (সংকট নিরসন), পাবলিক স্পিকিং (Intermediate)।
	প্রযুক্তি: লাইফ ও টেক স্কিলস, বেসিক সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন।

অ্যাডভান্সড স্তর (Strategy, Influence & System Building)

সময়কাল ও লক্ষ্য	অর্জনীয় মূল দক্ষতা ও জ্ঞান
সময়কাল: ২ বছরের ঊর্ধ্বে।	সংগঠনের কৌশল নির্ধারণ, সংকট মোকাবিলা ও সর্বোচ্চ সাংগঠনিক ও সামাজিক প্রভাব তৈরি করা।
মূল দক্ষতা:	কৌশল ও নেতৃত্ব: উন্নত লিডারশিপ (Advanced Leadership), স্ট্র্যাটেজিক অ্যাক্টিভিসম পরিকল্পনা, সাংগঠনিক কাঠামো ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা
	প্রভাব ও জনমত: উচ্চ-স্তরের দর-কষাকষি (Negotiation), অ্যাকশন ডিজাইন, মিডিয়া প্রেজেন্স স্কিল। অ্যাডভান্সড পাবলিক স্পিকিং ও ম্যাসেজিং, অপপ্রচার মোকাবিলা ও ন্যারেটিভ শিফটিং।
	বিশ্লেষণ ও নীতি: পলিসি বিশ্লেষণ, মতাদর্শ বিশ্লেষণ, জাতীয়–আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বোঝা।
	সংগঠন: নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি ও জোট গঠণ , তরুণদের উন্নয়ন-মেন্টরশিপ/কোচিং, সিস্টেম বানানোর দক্ষতা (SOP তৈরি),
	সংকট ও সুরক্ষা: নিরাপত্তা ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি, ক্রাইসিস ও কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট (Advanced)।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা নিয়ে কাজ করার দক্ষতা **ইন্টারমিডিয়েট** স্তরে জোর দেওয়া উচিত। কারণ এই সমস্যার সমাধান দিয়ে নন-প্র্যাকটিসিং তরুণদের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়।

টপিক	স্তর	কৌশলগত কারণ
ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং	প্রাইমারি/ইন্টারমিডিয়েট	টার্গেট অডিয়েন্স (নন-প্র্যাকটিসিং তরুণ) নিজেদের জীবন সমস্যার সমাধান চায়। এটি প্রাথমিক পর্যায়েই আস্থা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যার গভীরতা	ইন্টারমিডিয়েট	এই স্তরেই সদস্যরা সমস্যা সমাধানের কৌশল শিখে দাওয়াতের কার্যকর প্রবেশদ্বার তৈরি করতে শুরু করে।
আইন ও অধিকার	অ্যাডভান্সড	উচ্চ-স্তরের অ্যাক্টিভিসমে ইউনিটের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামো, অধিকার এবং প্রতিপক্ষের কৌশল বোঝা জরুরি।
কনফ্লিক্ট কমানো	ইন্টারমিডিয়েট	ছোট দল পরিচালনার জন্য এবং ইউনিটের ভেতরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই দক্ষতা দ্রুত প্রয়োজন।

৮১। কিভাবে সদস্যদের মনোবল ধরে রাখতে হয়? ঝরে পড়া ঠেকাতে করণীয় কী?

সদস্যদের মনোবল ধরে রাখা অ্যাক্টিভিসমের ধারাবাহিকতা ও সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং আধুনিক সাংগঠনিক নীতি—উভয় দিক থেকেই সদস্যদের মনোবল ধরে রাখার কৌশলগুলোকে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়:

১. আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি

সদস্যদের মনোবল ধরে রাখার মূল উৎস জাগতিক অনুপ্রেরণা নয়, বরং তাদের **আদর্শিক ও আত্মিক দৃঢ়তা**:

- **ইখলাস ও তাওহীদ স্মরণ:** সদস্যদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে তাদের কাজের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি (ইখলাস)। ফলাফল আসা বা না আসা আল্লাহর হাতে এই **তাওহীদী বিশ্বাস** চাপ ও ব্যর্থতাকে সামলাতে সাহায্য করে।
- **নিয়মিত তারবিয়াহ:** নিয়মিত **কুরআন, হাদীস ও আখেরাতের আলোচনার** মাধ্যমে সদস্যদের হৃদয়ে ঈমানের তেজ ও সবর (Patience) সৃষ্টি করা। এই রুহানি খাদ্যই মানসিক চাপের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।
- **উত্তম আখলাক ও ভালোবাসা:** ইউনিট প্রধানদের উচিত সদস্যদের সাথে **সহানুভূতি, সম্মান ও বিনয়ের** সাথে মিশে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা। পারস্পরিক ভালোবাসা কাজের আনন্দ ধরে রাখে।

আরও পড়ুন- পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২, প্রাসঙ্গিক কথা , হাদীস ১৩, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

২. কৌশলগত স্পষ্টতা ও স্বীকৃতি

সদস্যরা তখনই নিরুৎসাহিত হয় যখন তারা বুঝতে পারে না তাদের কাজ কেন গুরুত্বপূর্ণ বা তারা কোথায় এগোচ্ছে।

- **উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করা:** অ্যাক্টিভিসমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুরুতেই পরিষ্কার করে দিতে হবে। সদস্যদের বুঝতে সাহায্য করতে হবে যে তাদের ছোট ছোট কাজগুলো কীভাবে বড় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখে। মাঝে মাঝে কিছু সাফল্য উদযাপন করে তাদের মনোবল ধরে রাখুন। যেমন: একটি সফল ক্যাম্পেইন করতে পারা, ফান্ড কালেকশন করতে পারা, একটি ভালো ডিজাইন, কোনো পোস্ট ভাইরাল হওয়া,ইউনিটে একজন নতুন সদস্যের আগমন, নন প্র্যাক্টিসিং কারও প্র্যাক্টিসিং হয়ে যাওয়া ইত্যাদি চিহ্নিত ও উদযাপন করুন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-ক্যাম্পেইন টুলকিট"**এর স্ট্র্যাটেজি প্রবন্ধে। একটু উদাহরণ দেওয়া যাক- **এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন যা খুব সহজে অর্জন করা যায়। যেমন ধরুন আপনারা স্ক্রিন আসক্তি নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করছেন। পুরো বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা ফোনের ব্যবহার সীমিত করবে -এমন লক্ষ্য হয়ত আপনি শুরুতেই অর্জন করতে পারবেন না। কিন্তু আপনার এলাকার স্কুলের ক্লাসরুমে বা আপনার পরিচিত কোনো ভাইয়ের কোচিংসেন্টারের ক্লাসরুমে স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করাতে পারবেন। আপনি এই ছোটো লক্ষ্য নিয়ে ক্যাম্পেইন করুন। এই ছোটো সফলতা আপনার সদস্যদের মনোবল ধরে রাখবে।**
- **প্রত্যাশার সাথে বাস্তবতা মিলিয়ে দিন:** অনেকেই প্রত্যাশা করেন অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত হলেই দ্রুত বড় ধরনের সাফল্য দেখা যাবে। এই ভুল ধারণা দূর করা প্রয়োজন। প্রথমেই অ্যাক্টিভিসমের **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিন**। সদস্যদের বোঝান যে এটি কোনো **স্প্রিন্ট নয়, বরং একটি ম্যারাথন**—ফলাফল আসতে সময় লাগবে। স্পষ্ট করে দিন যে শুধু অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমেই শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, বরং এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার একটি অংশ।
- **স্বীকৃতি ও প্রশংসা :** সদস্যদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগতভাবে **ধন্যবাদ** জানানো। এর ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। কাজের প্রতি দরদ তৈরি হয়। কাজের প্রতি মালিকানা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
- **যৌক্তিকতা ও পরিকল্পনা:** কেন এই ক্যাম্পেইন বা কাজ করা হচ্ছে তা সদস্যদের কাছে **স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা** করুন। **গভীর বিশ্লেষণমূলক কারণ** জানা থাকলে কঠিন পরিস্থিতিতেও সদস্যদের বিশ্বাস অটুট থাকে।
- **সহনশীলতা তৈরি :** ব্যর্থতা বা জুলুমকে **শেখার সুযোগ** হিসেবে উপস্থাপন করুন, এবং সদস্যদের বোঝানো যে এগুলো সফলতার প্রক্রিয়ারই অংশ।
    -

৩. প্রায়োগিক সহায়তা ও উন্নয়ন

সদস্যদের কাজের চাপ কমানো এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে স্বস্তি আনা মনোবল ধরে রাখার জন্য জরুরি।

- **দক্ষতা বৃদ্ধি ও মেন্টরশিপ:** সদস্যদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন দক্ষতা (যেমন: টাইম ম্যানেজমেন্ট, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট) শেখান এবং সিনিয়ররা জুনিয়রদের হাতে-কলমে গাইড করুন (Mentorship)। দক্ষতা বাড়লে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

- **ভারসাম্য রক্ষা (Work-Life Balance):** ইউনিটের কাজের চাপে যেন সদস্যদের পারিবারিক, শিক্ষাগত বা ব্যক্তিগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। প্রয়োজনে কাজের সময়সূচিতে নমনীয়তা আনুন। বার্নআউট প্রতিরোধের চেকলিস্ট পরিশিষ্ট-০ তে যুক্ত করা হলো।
- **দায়িত্ব বণ্টন:** একজন বা কয়েকজন নেতার ওপর সব চাপ না রেখে, দায়িত্বকে দক্ষতার ভিত্তিতে সঠিকভাবে ভাগ করে দেওয়া। এতে কাজের চাপ কম থাকে এবং অন্যরা মালিকানা অনুভব করে।
- **স্বাস্থ্যকর পরিবেশ:** ইউনিটের মধ্যে ঈর্ষা, মতবিরোধ ও কনফ্লিক্ট কমানোর জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা এবং কাজের পরিবেশ আনন্দদায়ক রাখা।

সদস্যদের নিয়মিত সময়দিন। শুধু কাজের আলাপ করবেন না। তাদের কথা শুনুন। তাদের চিন্তাভাবনা, সংকট, ব্যর্থতা, ভয়,উদ্বেগ, টানপোড়েন...সবকিছু। প্রতিদিন অফলাইনে সাক্ষাৎ করতে নাও পারলে , ফোনে অন্তত ১০ মিনিট করে কথা বলুন।

অবশ্যই পড়ুন-

"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ" থেকে অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা প্রবন্ধে আলোচিত

- সদস্যদের ধরে রাখা ও তাদের বিকাশ ঘটানোর কৌশল
- সদস্যদের ব্যক্তিগত পরিচর্যা
- কর্মসূচী অংশের টিপসসমূহ

৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন বই থেকে

- ২১ নম্বর হাদীস- প্রতিটি মেধাকেই মূল্যায়ন করুন
- ২২ নম্বর হাদীস- নতুনদের কাজে লাগান
- ৩৬ নম্বর হাদীস- প্রোঅ্যাক্টিভ হোন ও বীজ বুনুন
- ৩৮ নম্বর হাদীস- বার্নআউট হওয়া থেকে সুরক্ষা
- ৪০ নম্বর হাদীস- ছোট ছোট আমল হলো নিয়মিত বৃষ্টির মতো

৮২। অ্যাক্টিভিসমের কাজকে গতিশীল রাখার জন্য মানুষের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। কিন্তু সামনাসামনি প্রশংসা করার ব্যাপারে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা আছে। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪, প্রাসঙ্গিক কথা ২, হাদীস ১,
- পৃষ্ঠা ৫৯-৬০, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ৩

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৮৩। ইউনিটের সদস্যদের সাথে যেন সম্পর্কে জটিলতা তৈরি না হয় সে জন্য কি করণীয়?

পড়ুন

- পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ২০,
- পৃষ্ঠা ৩১২-৩১৪, প্রাসঙ্গিক কথা ৫, হাদীস ৪০,

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৮৪। কোনো সদস্যের দোষ চোখে পড়লে কি করণীয়?

পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ২০৩, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ২৪
- পৃষ্ঠা ২৭৬, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ৩৫

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। ইসলামের নীতি এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর মোকাবিলা করতে হবে। এটিকে কখনোই ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টি বা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়, বরং নসিহত (আন্তরিক উপদেশ) এবং ভ্রাতৃত্ব রক্ষার সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে।নিম্নলিখিত আদর্শিক ও পদ্ধতিগত স্তরগুলো অনুসরণ করে আপনি এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন:

মানসিক ও আদর্শিক প্রস্তুতি

কোনো ভাইয়ের দোষ চোখে পড়লে প্রথম পদক্ষেপটি হবে আপনার নিজের মানসিক প্রস্তুতি:

- **নিজের নিয়ত যাচাই:** প্রথমত, আপনার নিয়ত পরীক্ষা করুন। আপনি কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, নাকি নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য দোষটি ধরছেন? নিশ্চিত করুন যে, আপনার উদ্দেশ্য শুধু তাঁর কল্যাণ এবং গুনাহ থেকে রক্ষা করা।
- ক্ষমা ও হুসনুল জন: যদি দোষটি ব্যক্তিগত ও ছোটখাটো হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তা উপেক্ষা করা এবং আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দেওয়া ভ্রাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সবসময় ভালো ধারণা (হুসনুল জন) পোষণ করুন।
- **দোষ গোপন রাখা:** ইসলামের নির্দেশ হলো, মুমিনের দোষগুলো গোপন রাখা। হাদিসে এসেছে: **"যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ ঢেকে রাখবেন।"** তাই যতদূর সম্ভব, দোষটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন।
- **দু'আ করা:** দোষী ভাইটির জন্য আল্লাহর কাছে **হিদায়াত ও ক্ষমা** চেয়ে দু'আ করুন।

তথ্য যাচাই ও আত্ম-পর্যালোচনা

উপদেশ দেওয়ার আগে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন:

- **ভুল বোঝাবুঝি যাচাই:** নিশ্চিত হন যে, আপনি যা দেখছেন তা কেবল কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে নয়। নিজে থেকে অনুমান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন না।
- **পর্যবেক্ষকের অন্ধ স্থান:** নিজেকে প্রশ্ন করুন, এই দোষটি ধরার ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত রাগ বা কোনো পক্ষপাতিত্ব কাজ করছে কিনা। আপনার পর্যবেক্ষণ যেন আবেগপ্রসূত না হয়।

ব্যক্তিগত উপদেশের পদ্ধতি

যদি দোষটি গুরুতর হয় এবং আপনি নিশ্চিত হন এটি ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, তবে অবশ্যই তা গোপনে ও নম্রভাবে করুন:

- দোষ বা ভুলটি নিয়ে শুধু ঐ ভাইয়ের সঙ্গে একাকী ও একান্ত পরিবেশে কথা বলুন। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যেন জানতে না পারে। উপদেশ দেওয়ার সময় ভাষা হতে হবে নম্র, সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক ।
- যদি প্রয়োজন হয়, তবে কুরআন বা হাদীস থেকে কিংবা সাংগঠনিক নীতি থেকে প্রমাণ উল্লেখ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, নসিহতের মূল উদ্দেশ্য হলো সংশোধন, তর্ক করা নয়।
- যদি প্রথমবারে তিনি ভুল স্বীকার না করেন, তবে ধৈর্য ধরে একাধিকবার চেষ্টা করুন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কেউ যদি তার মুসলিম ভাইকে গোপনে নসিহত করে, তবে সে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করল।

সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ

দোষ বা ভুলটি যখন ব্যক্তিগত গণ্ডি ছাড়িয়ে ইউনিটের ক্ষতি করে বা শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে, তখন আপনাকে অবশ্যই আপনার **দ্বন্দ্ব নিরসন SOP** প্রয়োগ করতে হবে।

পরিস্থিতি	করণীয় পদক্ষেপ
দোষটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ	ব্যক্তিগত নসিহতই যথেষ্ট।
দোষটি পুনরাবৃত্ত বা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী	ভুলটি আপনার ঊর্ধ্বতন ভাইয়ের (টিম লিডার) কাছে রিপোর্ট করুন।
দোষটি গুরুতর আদর্শিক বা নৈতিক লঙ্ঘন	যদি গুরুতর অসদাচরণ প্রমাণিত হয়, তবে তা স্তর ২ বা ৩ (প্রধান সমন্বয়ক বা ইউনিট প্রধান) অনুযায়ী সমাধানের জন্য রিপোর্ট করুন।
যদি ভুলটি নেতার হয়	এই পরিস্থিতিতে ৫ নম্বর বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করুন। একজন জুনিয়র ভাই তার ঊর্ধ্বতন ভাইয়ের ভুল সরাসরি তারও ঊর্ধ্বতন ভাইয়ের কাছে রিপোর্ট করবেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: কোনো অবস্থাতেই আপনি নিজে বিচারক হয়ে দোষটি নিয়ে অন্য সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করবেন না বা দল পাকাবেন না। কাজটি সমাধানের ভার সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার হাতে ছেড়ে দিন।

বিশেষ পদ্ধতি: নেতার ভুল সংশোধন

টিম লিডার বা প্রধান সমন্বয়কের মতো জ্যেষ্ঠ দায়িত্বশীলের ভুল চোখে পড়লে তা সংশোধন করার জন্য এই বিশেষ কৌশল অবলম্বন করুন:

- দোষটি নিয়ে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে, নেতার সমপর্যায়ের অন্যান্য তদারককারীদের সাথে অথবা নেতার ঊর্ধ্বতন ভাইয়ের (যার কাছে নেতার জবাবদিহি করার কথা) সাথে একান্তে পরামর্শ করুন। এই পরামর্শের লক্ষ্য নেতার বিরুদ্ধে গ্রুপিং করা নয়। বরং ইউনিটের ক্ষতি কীভাবে থামানো যায় এবং নেতাকে সর্বোচ্চ সম্মান বজায় রেখে কীভাবে নসিহত করা যায়, সেই কৌশল নির্ধারণ করা।
- যদি একক নসিহত যথেষ্ট না হয়, তবে এই পরামর্শকারী জ্যেষ্ঠ দলটি মিলে একটি আন্তরিক ও বিনয়ী স্মারকপত্র (Reminder) তৈরি করুন এবং তাতে আপনাদের উদ্বেগ ও সমাধানের প্রস্তাব তুলে ধরুন। এখানে ভাষা অবশ্যই সর্বোচ্চ বিনয়ী হতে হবে, যাতে তাঁর সম্মান ও নেতৃত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়।
- এই আলোচনাটি সম্পূর্ণরূপে গোপন থাকবে। আলোচনায় অংশ নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, নেতার ভুল বা এই আলোচনাটি অন্য কোনো সদস্যের কাছে প্রকাশ করা হবে না।

যা কঠোরভাবে পরিহার করবেন

- **গীবত (Backbiting):** দোষটি নিয়ে ঐ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য কারো কাছে আলোচনা করা গীবত, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- **জনসমক্ষে হেয় করা:** তাকে অপমান করার জন্য জনসমক্ষে বা মিটিংয়ে দোষটি তুলে ধরা। এটি শুধু ভ্রাতৃত্বকেই নষ্ট করে না, বরং সংশোধনের পথও বন্ধ করে দেয়।
- **তাজাস্সুস (দোষ অন্বেষণ):** তার ব্যক্তিগত জীবনে ভুলত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দাগিরি করা।

গোপনীয়তা রক্ষার পরিসীমা ও হকের অগ্রাধিকার

ইউনিটের শৃঙ্খলা রক্ষায় গোপনীয়তা বজায় রাখা জরুরি, তবে এর একটি সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে:

- **সাংগঠনিক হক (গোপনীয়তার ক্ষেত্র):** যদি ভুলটি কেবল ইউনিটের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বা সাংগঠনিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়, তবে সংগঠনের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে তা একান্তে সংশোধন করতে হবে এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে (ওভারলুক বা ধৈর্য ধারণ করা শ্রেয়)।

- **বান্দার হক (প্রকাশের ক্ষেত্র):** যদি কোনো ভুলের কারণে **সাধারণ মানুষের অধিকার (হক)** ক্ষুণ্ণ হয়, উম্মাহর দেওয়া অর্থের অনিয়ম ঘটে বা অন্যের ওপর জুলুম হয়, তবে তা গোপন রাখা যাবে না। আমানতদারি ও ইনসাফের খাতিরে বিষয়টি দ্রুত যথাযথ ফোরামে তুলে ধরতে হবে।

মূলনীতি: ইউনিটের সম্মান রক্ষায় আমরা ধৈর্যশীল হব, কিন্তু উম্মাহর অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আমরা আপসহীন থাকব।

ক্ষেত্র বিশেষে অ্যাক্টিভিসম ও পরিস্থিতি সামলানো

বিশেষ ক্ষেত্র (ক্যাম্পাস, পরিবার, পেশাজীবী) এবং বাহ্যিক চাপ মোকাবেলার প্রশ্ন।

ক্যাম্পাস ব্যবস্থাপনা

৮৫। ক্যাম্পাসে কিভাবে একটি ইউনিট শুরু করা হবে এবং ইউনিট করতে না দিলে কাজ করার পদ্ধতি কি হবে?

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** এর **বিশ্ববিদ্যালয়: নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী ক্যাম্পেইন** সংক্রান্ত নির্দেশিকা অংশে

৮৬। ক্যাম্পাসে ফ্রি মিক্সিং কিভাবে এড়ানো যাবে?

প্রথমে পড়ে নিন এই হ্যান্ডবুক থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর

- মা-বোনেরা কিভাবে অ্যাক্টিভিসম করবেন এবং কিভাবে ফ্রি মিক্সিং এড়ানো যাবে?
- অ্যাক্টিভিসম করার সময় কিভাবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়?

ভার্সিটি ক্যাম্পাস ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের জন্য সবচেয়ে উর্বর কিন্তু একই সাথে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং জায়গা। কারণ এখানে পরিবেশটাই থাকে ফ্রি-মিক্সিং বান্ধব। ক্যাম্পাসে ফ্রি-মিক্সিং এড়ানোর কৌশলগত পদ্ধতিগুলো নিচে দেওয়া হলো:

প্রশাসনিক জটিলতা ও সদস্য কাঠামোর সমাধান

অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিট খুলতে গেলে যদি প্রশাসন বা শিক্ষকরা নারী-পুরুষ উভয় সদস্যের উপস্থিতি ছাড়া অনুমতি দিতে না চান, তবে নিচের কৌশলগুলো অনুসরণ করুন:

- **পৃথক উইং ও যৌথ রেজিস্ট্রেশন:** প্রশাসনিকভাবে ইউনিটটি একটিই হবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে এর দুটি সমান্তরাল উইং (Parallel Wings) থাকবে। রেজিস্ট্রেশন ফর্মে উভয় লিঙ্গের সদস্যদের নাম থাকলেও তাদের অপারেশনাল কাজ, মিটিং এবং যোগাযোগের মাধ্যম থাকবে সম্পূর্ণ আলাদা। **'Parallel Management'** মডেল এর মতো নারী ও পুরুষরা নিজ নিজ স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী আলাদা পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পাবে।

- **শিক্ষকদের সাথে সোজাসাপ্টা অবস্থান:** শিক্ষকদের সামনে আদর্শিক অবস্থান স্পষ্ট করুন। তাদের সরাসরি জানান যে—আমাদের ইউনিটের প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী নৈতিকতা ও চরিত্রের উন্নয়ন। তাই আমরা নারী ও পুরুষ সদস্যদের কাজের ক্ষেত্র শরীয়াহ অনুযায়ী পৃথক রাখি। এটি নারী সদস্যদের জন্য একটি নিরাপদ ও পবিত্র কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। আমরা বিশ্বাস করি, ইসলামী পর্দাই হলো প্রকৃত শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।
- **দাড়ি-টুপি ও হিজাব-নিকাবের মাধ্যমে দৃশ্যমান দেয়াল:** ইউনিটের সদস্যদের বাহ্যিক লেবাস হবে একটি শক্তিশালী দাওয়াহ ও সংকেত।
    - ভাইদের মুখে সুন্নতি দাড়ি এবং মাথায় টুপি রাখা বাধ্যতামূলক। এটি ক্যাম্পাসে একটি নীরব কিন্তু দৃঢ় বার্তা দেয় যে এটি এমন একটি ইউনিট যেখানে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বা ফ্রি-মিক্সিংয়ের কোনো স্থান নেই।
    - বোনদের পূর্ণাঙ্গ শরয়ী পর্দা (হিজাব ও নিকাব) বজায় রাখা। এই পোশাকগুলো ক্যাম্পাসে একটি সম্মানজনক সীমা তৈরি করে।
    - যখন ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষকরা দেখবেন যে ইউনিটের সদস্যরা দাড়ি-টুপি ও হিজাব-নিকাব নিয়ে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং মার্জিত আচরণ করছেন, তখন তারা নিজ থেকেই বুঝে নেবেন যে এখানে অবাধ মেলামেশার সুযোগ নেই।

ক্যাম্পাসের কাজের ক্ষেত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলুন- ছেলেরা ছেলেদের মাঝে, মেয়েরা মেয়েদের মাঝে।" অপরিচিত কোনো বিপরীত লিংগের শিক্ষার্থীকে সরাসরি লিফলেট দেওয়া বা দাওয়াহ দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

- **ভাইদের টার্গেট:** ভাইরা শুধুমাত্র ছেলেদের হল, খেলার মাঠ, এবং ছেলেদের আড্ডার জায়গাগুলোতে কাজ করবেন।
- **বোনদের টার্গেট:** বোনেরা শুধুমাত্র লেডিস হল, কমনরুম এবং বোনদের বসার জায়গাগুলোতে (যেমন: মেয়েদের ক্যাফেটেরিয়া জোন) কাজ করবেন।

সাংগঠনিক লিয়াজোঁর বিশেষ পদ্ধতি

ক্যাম্পাসে অনেক সময় ভাই ও বোনদের একই প্রজেক্টে (যেমন: টাইম ম্যানেজমেন্ট সেমিনার বা বৃক্ষরোপন) কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে:

- **সমন্বয়ক নিয়োগ:** ভাইদের একজন এবং বোনদের একজন নির্দিষ্ট 'সমন্বয়ক' (Coordinator) থাকবেন। শুধুমাত্র এই দুইজন ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা মেনে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করবেন।
- **মাধ্যম ব্যবহার:** সবচেয়ে ভালো হয় যদি সমন্বয়ক দুইজন একে অপরের 'মাহরাম' হন (যেমন: একই ক্যাম্পাসে পড়া নিজের ভাই-বোন বা স্বামী-স্ত্রী)। যদি তা সম্ভব না হয়, সমন্বয়কগন নিজেদের মাহরামের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। যেমন – পুরুষ সমন্বয়ক তার নিজের মা/বোনের মাধ্যমে নারী সমন্বয়কের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বা নারী সমন্বয়ক নিজের বড়ভাই/বাবার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবেন। তবে এক্ষেত্রেও খুব সতর্ক থাকতে হবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

ভার্চুয়াল বা সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন

ক্যাম্পাস গ্রুপগুলোতে অনেক সময় অনেক বিষয় নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনা হয়।

- **ব্যক্তিগত ইনবক্স নিষিদ্ধ:** ক্যাম্পাসের কোনো বোন কোনো বিষয়ে জানতে কোনো ভাইয়ের ব্যক্তিগত আইডিতে নক দিলে তার মেসেজের রিপ্লাই দেওয়া যাবে না। পেইজে রিপ্লাই দিলে চাইলে ভাইরা তাকে সরাসরি উত্তর না দিয়ে ইউনিটের কোনো বোনের আইডি রেফার করে দেবেন।
- **কন্টেন্ট শেয়ারিং:** বোনেরা যেসব গ্রাফিক বা ভিডিও তৈরি করবেন, সেগুলো ভাইদের গ্রুপে বা পাবলিক গ্রুপে শেয়ার করার সময় 'Sister's Wing' বা 'মেয়েদের ইউনিট' থেকে পোস্ট করার ব্যবস্থা করুন।

ইভেন্ট বা প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট

যদি ক্যাম্পাসে কোনো সেমিনার বা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়:

- **আলাদা প্রবেশপথ ও বসার জায়গা:** হল রুমের বসার বিন্যাস এমনভাবে করুন যেন মাঝখানে বড় গ্যাপ থাকে অথবা পর্দার ব্যবস্থা থাকে।
- **ভলান্টিয়ার বিন্যাস:** ভাইরা ভাইদের গেটে এবং বোনেরা বোনদের গেটে ভলান্টিয়ারিং করবেন। মেয়েদের রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক অবশ্যই আলাদা হতে হবে।
- **প্রশ্নোত্তর পর্ব:** বোনদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা সরাসরি মাইকে না বলে চিরকুটের মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট নারী ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন।

কমন স্পেস (লাইব্রেরি/ক্যাফেটেরিয়া) সতর্কতা

লাইব্রেরি বা ক্যাফেটেরিয়ায় পড়াশোনার সময়:

- **গ্রুপ স্টাডি:** ভাইরা ভাইদের সাথে এবং বোনেরা বোনদের সাথে গ্রুপ স্টাডি করবেন। মিশ্র আড্ডায় বসে দাওয়াহ দেওয়া বা দ্বীনি আলোচনার 'ভুল পদ্ধতি' এড়িয়ে চলুন।
- **দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ:** ক্যাম্পাসে চলাচলের সময় এটিই সবচেয়ে বড় ঢাল। আপনার গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলন যেন বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের বুঝিয়ে দেয় আপনি অপ্রয়োজনীয় মেলামেশায় আগ্রহী নন।

ক্যাম্পাসের জন্য গোল্ডেন রুল হলো"আপনার ব্যক্তিত্ব যেন এমন হয় যে— সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের কেউ আপনার সাথে অহেতুক 'ফ্রি' হওয়ার সাহস পায় না।"ক্যাম্পাসে 'দ্বীনি ভাই' বা 'দ্বীনি বোন' সম্বোধন করে অহেতুক সখ্যতা তৈরি করা ফ্রি-মিক্সিংয়ের একটি নতুন রূপ। এটি কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে।

ক্যাম্পাস অ্যাক্টিভিসম: ডু'স অ্যান্ড ডোন্টস (ভাইদের জন্য)

কি করবেন (Do's)	কি করবেন না (Don'ts)
টার্গেট গ্রুপ: দাওয়াহর জন্য শুধুমাত্র ছাত্রদের (ভাইদের) টার্গেট করুন।	**মিশ্র দাওয়াহ:** ছাত্রীদের (বোনদের) মাঝে সরাসরি দাওয়াহ দিতে বা লিফলেট বিতরণ করতে যাবেন না।
পেশাদারিত্ব: ছাত্রীদের সাথে একাডেমিক প্রয়োজনে কথা বলতে হলে গাম্ভীর্য বজায় রাখুন এবং দৃষ্টি সংযত রাখুন এবং অবশ্যই জনপরিসরে সবার সামনে কথা বলুন।	**ব্যক্তিগত আলাপ:** কাজের ছলে বা 'দ্বীনি বোন' সম্বোধন করে কোনো ছাত্রীর সাথে ব্যক্তিগত কুশল বিনিময় বা হাসি-ঠাট্টা করবেন না।
সমন্বয়: বোনদের ইউনিটের সাথে যোগাযোগের জন্য শুধুমাত্র নির্ধারিত মাহরাম ব্যবহার করুন।	**ইনবক্সিং:** সাংগঠনিক প্রয়োজনেও কোনো বোনের পারসোনাল ইনবক্সে চ্যাট বা অহেতুক ভয়েস কল দেবেন না।
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট: সেমিনারে বসার ক্ষেত্রে ভাই ও বোনদের জন্য আলাদা জোন ও প্রবেশপথ নিশ্চিত করুন।	**সেলফি/গ্রুপ ফটো:** ক্যাম্পাসের ইভেন্টে ছাত্র-ছাত্রী মিলে মিক্সড গ্রুপ ফটো বা সেলফি তোলা থেকে বিরত থাকুন।
ব্যক্তিত্ব: নিজের পোশাক ও আচরণে এমন গাম্ভীর্য রাখুন যেন অন্যরা আপনাকে একজন নীতিবান মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে।	**ভার্চুয়াল রিঅ্যাকশন:** সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাত্রীদের ব্যক্তিগত ছবি বা পোস্টে লাইক/রিঅ্যাকশন বা কমেন্ট করা কঠোরভাবে বর্জন করুন।

ক্যাম্পাস অ্যাক্টিভিসম: ডু'স অ্যান্ড ডোন্টস (বোনদের জন্য)

কি করবেন (Do's)	কি করবেন না (Don'ts)
নিরাপদ ক্ষেত্র: হলের রুম বা কমনরুমের মতো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠচক্র ও আলোচনা সভা পরিচালনা করুন।	**জনবহুল স্থান:** আড্ডা বা দাওয়াহর জন্য ক্যাম্পাসের এমন জায়গা বেছে নেবেন না যেখানে পরপুরুষের অবাধ যাতায়াত রয়েছে।
মাহরামের সহায়তা: অ্যাক্টিভিসমের প্রয়োজনে পুরুষদের উৎসাহিত করতে নিজের মাহরামদের (বাবা, ভাই, স্বামী) সাহায্য নিন।	**সরাসরি নসিহত:** অপরিচিত কোনো ছাত্রকে সরাসরি নসিহত করতে যাবেন না; এটি ভাইদের ইউনিটের জন্য ছেড়ে দিন।
ডিজিটাল অবদান: পর্দার আড়ালে থেকে গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং বা কন্টেন্ট তৈরির মাধ্যমে অবদান রাখুন।	**কণ্ঠস্বরের কোমলতা:** প্রয়োজনে কোনো ছাত্র বা শিক্ষকের সাথে কথা বলতে হলে কণ্ঠস্বরে কোমলতা পরিহার করে গম্ভীরভাবে কথা বলুন।

আদর্শ মুসলিমাহ: নিজের পোশাক (হিজাব/নিকাব) ও আচরণের মাধ্যমে একজন আদর্শ তাওহীদবাদী নারীর প্রতিকৃতি হয়ে উঠুন।	**অপ্রয়োজনীয় সংযোগ:** কাজের অজুহাতেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইদের সাথে ব্যক্তিগত সখ্যতা বা ফলো-ব্যাক করা থেকে বিরত থাকুন।
ব্যক্তিগত যত্ন: অ্যাক্টিভিসমের চাপে যেন নিজের পড়াশোনা, পরিবার এবং শারীরিক সুস্থতা (ঘুম/বিশ্রাম) বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।	**বার্নআউট:** নিজেকে অতিরিক্ত চাপে ফেলবেন না; কোনো সমস্যায় বিশ্বস্ত দ্বীনদার বোন বা মেন্টরের পরামর্শ নিন।

মনে রাখতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা কাজ যদি আল্লাহর আইন (পর্দা ও ফ্রি-মিক্সিং বর্জন) লঙ্ঘন করে করা হয়, তবে তাতে বরকত থাকে না। আমাদের লক্ষ্য কেবল কাজ করা নয়, বরং শরীয়াহসম্মত পদ্ধতিতে কাজ করা।"

৮৭। শিক্ষক ক্লাসে ইসলামবিদ্বেষী ধারণা পুশ করলে করণীয় কী?

শিক্ষক কর্তৃক ক্লাসে ইসলামবিদ্বেষী ধারণা প্রচারের মতো সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে যদি প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তবে চাপ সৃষ্টির জন্য **ডাইরেক্ট অ্যাকশান অ্যাক্টিভিসম (Direct Action Activism)** কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। এই কৌশলগুলো জনমত তৈরি এবং প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করার জন্য কার্যকর হতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় চাপ তৈরি

বর্তমান যুগে ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন হলো দ্রুত জনমত তৈরির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

- শিক্ষকের ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যের অংশটি স্পষ্টভাবে অডিও বা ভিডিও রেকর্ড করুন। মনে রাখবেন, রেকর্ডিংটি যেন বক্তব্যের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হিসাবে কাজ করে এবং কোনো রকম বিকৃতি বা ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ না থাকে।
- রেকর্ডিং থেকে একটি ছোট ও মর্মস্পর্শী ক্লিপ (সাধারণত ৩০-৬০ সেকেন্ড) প্রস্তুত করুন।
- রেকর্ডিংটি শক্তিশালী ও প্রাসঙ্গিক হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোতে (ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ইত্যাদি) ছড়িয়ে দিন।
- দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যম, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, এবং প্রভাবশালী ইসলামি স্কলার/ইনফ্লুয়েন্সারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ট্যাগিং ও সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করুন।
- সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত একটি অনলাইন গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করুন। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর জমা হলে তা প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার বিপরীতে বিশাল জনসমর্থন প্রমাণ করবে।

গণ-সংহতি ও ডাইরেক্ট অ্যাকশান কর্মসূচী (Mass Mobilization & Direct Action)

ভারসাম্যপূর্ণ জনসমাবেশ এবং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা চাপ বজায় রাখতে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ।

- অভিযুক্ত শিক্ষকের ক্লাসগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বয়কট করার জন্য সকল ছাত্রকে আহ্বান জানান। এটি প্রশাসনকে বার্তা দেয় যে ঐ শিক্ষক আর ক্যাম্পাসে গ্রহণযোগ্য নন।
    - শিক্ষকের কার্যালয় বা বিভাগীয় প্রধানের কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ কিন্তু দৃঢ় অবস্থান কর্মসূচী (Sit-in) বা ঘেরাও কর্মসূচী পালন করুন।
    - দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও কর্মসূচীর সময়কাল দীর্ঘায়িত করে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করুন।
- ক্যাম্পাসের প্রধান ফটক বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন এর আয়োজন করুন। এসব কর্মসূচীতে শ্লোগান, ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড ব্যবহার করুন যা অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম ও আপনাদের দাবিসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও চূড়ান্ত দাবি

প্রশাসনের উপর চাপ বজায় রাখতে হলে আন্দোলন শুরু থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট, আপোষহীন এবং কৌশলগতভাবে শক্তিশালী দাবি নিয়ে এগোতে হবে। শুরু থেকেই আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করুন। যেমন অভিযুক্ত শিক্ষকের অবিলম্বে সাসপেনশন (সাময়িক বরখাস্ত) ও পূর্ণ তদন্ত শেষে স্থায়ী বহিষ্কার। দাবিগুলো প্রেস রিলিজ, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং সংবাদমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করুন। এতে আন্দোলোনের ফোকাস স্থির থাকবে, প্রতিপক্ষরা কূটকৌশলের মাধ্যমে আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারবে না। সেই সাথে জনমত আপনার পক্ষে থাকবে। । একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার দাবিগুলো কার্যকর করার জন্য অবশ্যই **SMART** কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে:

SMART উপাদান	**প্রয়োগ**
S = Specific (সুনির্দিষ্ট)	দাবি সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন "শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক" নয়, বরং অভিযুক্ত শিক্ষক **[শিক্ষকের নাম ও বিভাগ]** কে তাঁর **ইসলামবিদ্বেষী ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের** জন্য [নির্দিষ্ট সময়] এর মধ্যে সকল একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করতে হবে।
M = Measurable (পরিমাপযোগ্য)	দাবির ফলাফল পরিমাপযোগ্য হতে হবে: শুধু 'তদন্তের আশ্বাস' নয়, বরং **'তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের সুনির্দিষ্ট তারিখ'** ঘোষণা করতে হবে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রধান হিসেবে ভিসি স্যার আগামী ২ **ঘণ্টার মধ্যে** এই বরখাস্তের সিদ্ধান্ত **লিখিত গেজেট আকারে** বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন।
A = Achievable (অর্জনযোগ্য)	দাবি বাস্তবসম্মত ও আপোষহীন হতে হবে। বহিষ্কারের দাবিটি এমনভাবে উত্থাপন করতে হবে যেন তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত হয়। যেমন- ঘটনাটি

	তদন্তের জন্য আগামী ৩ ঘন্টার মধ্যে **শিক্ষার্থী-প্রতিনিধি সহ একটি নিরপেক্ষ উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি** গঠন করতে হবে।
R = Relevant (প্রাসঙ্গিক)	দাবিটি ইসলামবিদ্বেষী ঘটনার সঙ্গে সরাসরি প্রাসঙ্গিক হতে হবে। ব্যক্তিগত আক্রমণের পরিবর্তে **শিক্ষকের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা আচরণের জন্য শাস্তি** চাইতে হবে।
T = Time-bound (সময়সীমাসংবলিত)	দাবির সাথে অবশ্যই **সুনির্দিষ্ট সময়সীমা** যুক্ত করতে হবে। যেমন তদন্ত কমিটিকে আগামী **২৪ ঘন্টার মধ্যে** তদন্ত শেষ করে অভিযুক্ত শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের সুপারিশসহ **চূড়ান্ত রিপোর্ট** জমা দিতে হবে। আগামী ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ভিসি স্যার বিচার নিশ্চিত করবেন।"

প্রশাসন যখন আলোচনার প্রস্তাব দেবে, তখন আপনার দল/ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী ও আপোষহীন প্রতিনিধি দল প্রেরণ করুন। কোনো ধরনের মৌখিক আশ্বাস বা 'ভবিষ্যতে দেখা হবে' জাতীয় আশ্বাসে বিশ্বাস না করে লিখিত প্রতিশ্রুতির দাবি করুন। দাবিসমূহ মেনে নেওয়ার প্রমাণ হিসেবে, সিদ্ধান্তটি গেজেট আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বা আনুষ্ঠানিক নোটিশ বোর্ডে টাঙানোর জন্য চাপ দিন। মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন নথি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রতিপক্ষ আপনাদের আন্দোলনকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য যে কৌশল ব্যবহার করতে পারে এবং তা কিভাবে মোকাবেলা করবেন তা সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হয়েছে-

প্রতিপক্ষের কৌশল	মোকাবিলার পদ্ধতি
১. সময়ক্ষেপণ (Delaying Tactics): তদন্তের আশ্বাস দেওয়া কিন্তু কার্যত মাসের পর মাস কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া।	দাবী আদায়ের জন্য **একটি সুস্পষ্ট সময়সীমা** ঘোষণা করুন। সময়সীমা খুব বেশী রাখবেন না। সর্বোচ্চ ১/২ দিন হতে পারে। সময় সীমা বেশি হলে আন্দোলনের গতি কমে যায়। আন্দোলনকারীরা বিচ্ছিন্ন ও মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। সময়সীমা পার হলে সরাসরি নতুন ও কঠোর কর্মসূচীর ঘোষণা দিন।
২. বিভাজন ও বিচ্ছিন্নকরণ (Divide and Rule): মূল নেতৃত্বকে আলাদা করে বা ছোট ছোট ছাত্রগোষ্ঠীর সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করে ঐক্য নষ্ট করা।	সব আলোচনায় ইউনিটের **সকল স্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল** উপস্থিত থাকবে। সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ্যে দলীয়ভাবে ঘোষণা করুন এবং এককভাবে কারো সাথে কোনো ধরণের আলোচনা প্রত্যাখ্যান করুন। কোনো ধরণের ক্লোজ ডোর বা প্রাইভেট আলোচনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করুন। প্রয়োজনে আলোচনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য লাইভ করুন।

৩. দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানো (Deflection/Reframing): ইসলামবিদ্বেষকে "একাডেমিক স্বাধীনতা," "মুক্ত আলোচনা," বা "ভুল বোঝাবুঝি" হিসেবে দেখিয়ে মূল বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেওয়া।	আপনার **সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (রেকর্ডিং)** থেকে একচুলও নড়বেন না। দৃঢ়ভাবে বলুন যে এটি একাডেমিক আলোচনা নয়, এটি **ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং বিদ্বেষ** প্রচার।
৪. ভীতিপ্রদর্শন ও হয়রানি (Intimidation and Harassment): ছাত্র নেতাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা, পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব বা পুলিশি হয়রানির হুমকি দেওয়া।	যেকোনো হুমকির ঘটনা **ইউনিটের সিনিয়র/অ্যালামনাইদের** অবহিত করুন। হুমকির প্রমাণগুলোও নথিভুক্ত করুন। কোনো হয়রানি বা হয়রানির হুমকি আসলে তা দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রশাসনকে পাল্টা চাপে রাখুন।
৫. নামমাত্র পদক্ষেপ (Token Action): জনরোষ থামাতে অভিযুক্ত শিক্ষককে শুধু "সতর্ক" করা বা ক্লাসরুম থেকে সরিয়ে দেওয়া—কিন্তু বহিষ্কারের দাবি পূরণ না করা।	নামমাত্র পদক্ষেপকে **প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান** করুন। পরিষ্কারভাবে বলুন যে, চূড়ান্ত দাবি (বহিষ্কার) পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনার আন্দোলন থামবে না।
৬. নেতৃত্বকে হেয় করা (Smear Campaign): ছাত্র নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন বা পূর্বের কর্মকাণ্ড নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।	নেতাদেরর চরিত্র হননকারী যেকোনো মিথ্যা তথ্যের **দ্রুত এবং প্রমাণসহ জবাব** দিন। আপনার ইউনিটের কাজকে এত বেশি দৃশ্যমান রাখুন যেন ছাত্রসমাজ আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান না হয়।

নেটওয়ার্কিং ও সমর্থন (Networking and Support)

- বিশ্ববিদ্যালয়ের **সাবেক ছাত্র ও প্রভাবশালী অ্যালামনাইদের** (যারা ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী) সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাদের বিবৃতি, অর্থ ও প্রভাব প্রশাসনিক চাপ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।
- ক্যাম্পাস বা এর বাইরের **অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর** সঙ্গে প্রয়োজন পড়লে ঐক্য গড়ে তুলুন। সম্মিলিত শক্তি, কর্মসূচীর ব্যাপ্তি বাড়ায়। তবে রাজনৈতিক দলসমূহ আন্দোলন হাইজ্যাক করে নিয়ে দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই হ্যান্ডবুক এর "ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিসমে যদি গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী,বামপন্থীবা সেক্যুলার ইউনিট যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব দেয়, তখন কী করণীয়"? এ প্রশ্নের উত্তরে।
- আপনার ইউনিটের কার্যক্রম এবং আর্থিক লেনদেনে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। এতে প্রশাসন আপনার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রশাসনিক বা নৈতিক অভিযোগ আনার সুযোগ পাবে না। বিশেষ করে কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক দল বা সন্দেহজন উৎস থেকে ফান্ড নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। এতে আপনার আন্দোলনের লাগাম হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি আপনাদের আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে ফ্রেইমিং করে প্রতিপক্ষ আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে ফেলতে পারে।

ডেডলাইন মোকাবিলা ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

প্রশাসনের দেওয়া ডেডলাইনকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা এবং শিক্ষার্থীদের মনোবল ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ক. গতিশীল কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘ আন্দোলন চালাতে হলে শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন। সব সময় উচ্চ তীব্রতার কর্মসূচী না রেখে তীব্রতার স্তর বিন্যাস করুন।

- আন্দোলনকে তিনটি স্তরে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করুন। এতে শক্তি ক্ষয় কম হবে কিন্তু আন্দোলন চাঙ্গা থাকবে:
    - **উচ্চ তীব্রতা (High Intensity):** ঘেরাও, প্রশাসনিক ব্লকেড, সড়ক অবরোধ। (সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট সময়ে)।
    - **মধ্যম তীব্রতা (Medium Intensity):** প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স। (নিয়মিত বিরতিতে)।
    - **নিম্ন তীব্রতা (Low Intensity):** অনলাইন প্রচারণা, হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ড চালু রাখা, প্রতীকি কর্মসূচী (যেমন - কালো ব্যাজ ধারণ)। (প্রতিদিন)।
- সব ছাত্রকে সম্মুখ সারির বিক্ষোভে যুক্ত না রেখে, ছোট ছোট দলের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিন—একদল ডকুমেন্টেশন, একদল মিডিয়া যোগাযোগ, একদল সাংগঠনিক সহায়তা করবে। এটি সবার ওপর চাপ কমাবে এবং দীর্ঘমেয়াদী কাজে সাহায্য করবে।

খ. অভ্যন্তরীণ 'মিনি-ডেডলাইন' ও ধাপে ধাপে আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি

প্রশাসনের চূড়ান্ত ডেডলাইন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিজেরাই ছোট ছোট লক্ষ্য তৈরি করুন।

- **এস্কেলেশন পয়েন্ট (Escalation Points) তৈরি:** আন্দোলনের সময়কালকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করুন। প্রশাসনের দেওয়া ডেডলাইনকে কেন্দ্র না করে আপনারাই **অভ্যন্তরীণ 'মিনি-ডেডলাইন'** ঘোষণা করুন। *যেমন: "আগামী ১ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাস নেওয়া থেকে বিরত রাখা না হলে আমরা ঘেরাও কর্মসূচী শুরু করব।"*
- **স্বয়ংক্রিয়ভাবে তীব্রতা বৃদ্ধি:** যদি প্রশাসন আপনার দেওয়া মিনি-ডেডলাইন মিস করে, তবে পূর্ব ঘোষিত কঠোর কর্মসূচীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যান। এতে প্রশাসন বুঝতে পারবে যে সময়ক্ষেপণ মানেই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি।

আইনি ও নীতিগত কৌশল

কৌশলগতভাবে আইনি প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি রাখা প্রশাসনিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে একটি বড় হাতিয়ার হতে পারে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আচরণবিধি (Code of Conduct) এবং একাডেমিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত নীতিতে কী কী সীমাবদ্ধতা আছে, তা খুঁজে বের করুন। শিক্ষকের বক্তব্য একাডেমিক স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছে, এই যুক্তিটি জোরালোভাবে তুলে ধরুন।
- যদি প্রশাসন কোনো হুমকি দেয় বা কোনো অন্যায্য সিদ্ধান্ত নেয়, তা সাথে সাথে নথিভুক্ত করুন।

নিরাপত্তা ও নৈতিকতা বজায় রাখা

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সময় আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা এবং আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি অটুট রাখা অপরিহার্য।

- ঘেরাও বা বিক্ষোভে অংশ নেওয়া আন্দোলনকারীদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল (Quick Response Team) প্রস্তুত রাখুন। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ফার্স্ট এইড বা অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখুন।
- আন্দোলনের মূল সংগঠকদের ব্যক্তিগত ডিভাইস ও অ্যাকাউন্টগুলোতে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা (Two-Factor Authentication) ব্যবহার করুন। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্ম (Encrypted Platforms) ব্যবহার করুন। সেইসাথে ইউনিটের ডেটা ব্যাকআপ রাখুন, যাতে স্মিয়ার ক্যাম্পেইন বা হ্যাকিং-এর মাধ্যমে তথ্য ফাঁস না হয়।
- ইসলামের মূলনীতির সাথে সংগতি রেখে, আন্দোলন চলাকালীন সর্বোচ্চ ধৈর্য ও শালীনতা বজায় রাখুন। কোনো অবস্থাতেই অভিযুক্ত শিক্ষক বা প্রশাসনের সদস্যদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করবেন না। আপনার আন্দোলন নৈতিকতার মানদণ্ডে যত উঁচু থাকবে, জনসমর্থন তত বেশি থাকবে।

অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি

- আপনার প্রতিনিধি দল, যারা প্রেস কনফারেন্স বা মিডিয়ার সামনে কথা বলবে, তাদের জন্য জরুরি মিডিয়া প্রশিক্ষণ দিন। কীভাবে শান্তভাবে, সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে মূল বার্তা তুলে ধরতে হয় এবং আক্রমণাত্মক প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হয় তা শেখান।
- অভিযুক্ত শিক্ষক বা তার সমর্থকদের উত্থাপিত তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিতর্ক খণ্ডনের জন্য ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে গভীর আলোচনা ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করুন। যেন আপনার ইউনিট যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন এবং প্রশাসনিক হয়রানির হুমকির কারণে আন্দোলনকারীদের মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। তাদের মনোবল অটুট রাখতে এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য নিয়মিত অভ্যন্তরীণ হালাকাহ বা অনুপ্রেরণামূলক সেশনের আয়োজন করুন।

- আন্দোলনের ফলে যেসব ছাত্র বা ইউনিটের সদস্যরা পড়ালেখা বা ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়, তাদের জন্য জরুরি একাডেমিক ও আর্থিক সহায়তার একটি তহবিল বা নেটওয়ার্ক তৈরি করুন। আন্দোলনকারীরা যেন ব্যক্তিগত ক্ষতির ভয়ে পিছপা না হয়, তার নিশ্চয়তা দিন।

বিজয়-পরবর্তী কাজ

অভিযুক্ত শিক্ষকের বহিষ্কারের দাবী আদায় হওয়ার পর আন্দোলনকে সফলভাবে গুটিয়ে নিতে এবং ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করতে এই পদক্ষেপগুলো জরুরি-

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।
- শিক্ষককে সরানোই শেষ লক্ষ্য নয়। ক্লাসে ইসলামবিদ্বেষী ধারণা যাতে ভবিষ্যতে আর প্রচারিত না হয়, সে জন্য কারিকুলাম বা কোর্স ম্যাটেরিয়াল পর্যালোচনার দাবি জানান।
- আন্দোলনের শেষে ছাত্রসমাজের কাছে একটি বিজয় বার্তা পৌঁছে দিন এবং তাদের সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। এতে তাদের আপনার ইউনিটের প্রতি আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে।
- আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়, প্রমাণাদি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং অর্জিত ফলাফল সংরক্ষণ (Archive) করুন। এই ডকুমেন্টেশন ভবিষ্যতে একই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বা সংগঠনের প্রশিক্ষণের জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কাজ করবে।
- ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করতে নিয়মিত ইতিবাচক ও তথ্যভিত্তিক প্রচারণার আয়োজন করুন। যেমন: পাঠচক্র, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা,সেমিনার ইত্যাদি।

ফ্লো চার্ট

প্রমাণ সংগ্রহ ⟶ সোশ্যাল মিডিয়ায় চাপ ⟶ SMART দাবি ঘোষণা ⟶ ক্লাস বয়কট ⟶ডাইরেক্ট অ্যাকশন ⟶ মিনি-ডেডলাইন ⟶ স্বয়ংক্রিয় তীব্রতা বৃদ্ধি ⟶আলোচনায় আপোষহীনতা ⟶ লিখিত সিদ্ধান্ত ⟶ আন্দোলন সফল ⟶ নীতিগত স্থায়ী পরিবর্তনের দাবি।

তথ্য সংগ্রহ ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন চেকলিস্ট

প্রমাণ সংগ্রহ

- [ ] বক্তব্যটি পরিষ্কারভাবে অডি/ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে?
- [ ] রেকর্ডিং বিকৃত নয়, সম্পূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক
- [ ] রেকর্ডিং থেকে ৩০–৬০ সেকেন্ডের একট শক্তিশালী ক্লিপ তৈরি করা হয়েছে

সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার

- [ ] হ্যাশট্যাগ প্রস্তুত
- [ ] ভিডিও ফেসবুক/ইউটিউব/টিকটকে পোস্ট করা
- [ ] মূলধারার গণমাধ্যমকে ট্যাগ করা
- [ ] ইসলামী স্কলার/ইনফ্লুয়েন্সারদের দৃষ্টি আকর্ষণ
- [ ] অনলাইন পিটিশন/গণস্বাক্ষরউদ্যোগ চালু

গণ-সংহতি ও ডাইরেক্ট অ্যাকশন চেকলিস্ট

- [ ] সকল ছাত্রদের মাধ্যমে অভিযুক্ত শিক্ষকের ক্লাস বয়কট ঘোষণা
- [ ] বয়কটের কারণ লিখিত/ভিডিও বিবৃতি আকারে প্রকাশ
- [ ] শান্তিপূর্ণ Sit-in/ঘেরাও কর্মসূচী প্রস্তুত
- [ ] ঘেরাও কর্মসূচীর সময়সূচি নির্ধারণ

- [ ] প্রয়োজনীয় ব্যানার–প্ল্যাকার্ড প্রস্তুত
- [ ] মানববন্ধন/বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত
- [ ] শ্লোগানসমূহ স্পষ্ট, ইসলামবিদ্বেষবিরোধী ও শালীন

দাবি নির্ধারণ ও SMART কাঠামো চেকলিস্ট

- [ ] শিক্ষক (নাম+বিভাগ)-এর বহিষ্কারের দাবি স্পষ্টভাবে ঘোষণা
- [ ] প্রশাসনের সিদ্ধান্ত প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়সীমা যুক্ত
- [ ] ভিসি/রেজিস্ট্রারের গেজেট প্রকাশের তারিখ/ঘণ্টা উল্লেখ
- [ ] বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার মধ্যে থাকা দাবি তৈরি
- [ ] শিক্ষার্থী-প্রতিনিধিসহ তদন্ত কমিটি দাবি
- [ ] চাহিদাগুলো শুধুমাত্র ইসলামবিদ্বেষী ঘটনার সাথে সম্পর্কিত
- [ ] কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অপ্রাসঙ্গিক দাবি নেই
- [ ] তদন্ত রিপোর্ট জমার নির্দিষ্ট সময়সীমা (২৪ ঘণ্টা/৩৬ ঘণ্টা) নির্ধারিত

প্রশাসনের সাথে আলোচনার চেকলিস্ট

- [ ] প্রতিনিধি দল পূর্বেই নির্ধারিত
- [ ] সব দাবি লিখিতভাবে পেশ করা
- [ ] কোনো মৌখিক আশ্বাস গ্রহণ না করার নীতি ঘোষণা

- [ ] সিদ্ধান্ত গেজেটঅফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশের দাবি/
- [ ] আলোচনা লাইভ করা

প্রতিপক্ষের কৌশল মোকাবিলা চেকলিস্ট

সময়ক্ষেপণ রোধ

- [ ] আন্দোলনকারীদের নিজস্ব টাইমলাইন তৈরি
- [ ] ডেডলাইন পেরুলে ঘোষণাকৃত কঠোর কর্মসূচীতে যাওয়া–

বিভাজন প্রতিরোধ

- [ ] সব আলোচনায় পূর্ণ প্রতিনিধি দল উপস্থিত
- [ ] কোন প্রাইভেট/ক্লোজড দর আলোচনা নয়
- [ ] সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে জানানো

ইস্যু ডিফ্লেকশন প্রতিরোধ

- [ ] রেকর্ডিং–ভিত্তিক প্রমাণে অটল থাকা
- [ ] একাডেমিক স্বাধীনতা্র নামে ইসলামবিদ্বেষী আচরণ/মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়- এ যুক্তি জোরালোভাবে উপস্থাপন

ভয়ভীতি মোকাবিলা

- [ ] হুমকির প্রমাণ নথিভুক্ত
- [ ] অ্যালামনাই/সিনিয়রদের তাৎক্ষণিক অবহিত

- [ ] সামাজিক মাধ্যমে হুমকি–প্রকাশ/ডকুমেন্টেশন

নামমাত্র পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান

- [ ] “সতর্কীকরণ” বা ক্লাস-থেকে-সরানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান
- [ ] মূল দাবি-স্থায়ী বহিষ্কার -অনড় থাকা

চরিত্র হননের জবাব

- [ ] প্রমাণসহ দ্রুত পরিষ্কার জবাব
- [ ] ইউনিটের কাজ ও স্বচ্ছতা দৃশ্যমান রাখা

নেটওয়ার্কিং ও সমর্থন চেকলিস্ট

- [ ] প্রভাবশালী অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ
- [ ] প্রয়োজন হলে অন্যান্য ছাত্র ইউনিটের সাথে সাময়িক কৌশলগত ঐক্য
- [ ] রাজনৈতিক দলের আন্দোলন হাইজ্যাক–প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- [ ] আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত
- [ ] সন্দেহজনক উৎস থেকে কোনো ফান্ড গ্রহণ না করা

আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও ডেডলাইন ব্যবস্থাপনা চেকলিস্ট

তীব্রতাস্তর বিন্যাস-

- [ ] High intensity: ঘেরাও/ব্লকেড
- [ ] Medium intensity: সমাবেশ/মানববন্ধন
- [ ] Low intensity: অনলাইন প্রচার/কালো ব্যাজ পরিধান

দায়িত্ব বণ্টন

- [ ] মিডিয়া টিম
- [ ] ডকুমেন্টেশন টিম
- [ ] গ্রাউন্ড অর্গানাইজিং টিম
- [ ] নিরাপত্তা টিম

মিনি-ডেডলাইন

- [ ] নিজেরা ছোট ছোট ডেডলাইন সেট
- [ ] মিনি- ডেডলাইন মিস করলে স্বয়ংক্রিয় এস্কেলেশন

আইনি ও নীতিগত প্রস্তুতি

- [ ] বিশ্ববিদ্যালয়ের Code of Conduct সংগ্রহ

- [ ] বক্তব্য একাডেমিক সীমা লঙ্ঘন করেছে—এ যুক্তি প্রস্তুত
- [ ] প্রশাসনের যেকোনো অন্যায্য সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ

নিরাপত্তা ও নৈতিকতা চেকলিস্ট

শারীরিক নিরাপত্তা

- [ ] Quick Response Team প্রস্তুত
- [ ] ফার্স্ট–এইড/পানি/প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা

ডিজিটাল নিরাপত্তা

- [ ] সবার ডিভাইসে ২FA চালু
- [ ] পাসওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট আপডেট ,জরুরি আপডেট চ্যানেল সক্রিয় (Telegram)

নৈতিক নীতিমালা

- [ ] কোনো ধরনের সহিংসতা নয়
- [ ] শ্লোগান শালীন ও ইসলামী আখলাকসম্মত
- [ ] সম্পত্তি ভাঙচুর নয়
- [ ] ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অপমান নয়

☐ বক্তৃতা/বক্তব্যে অতিরঞ্জন, গুজব, মিথ্যা তথ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ

☐ চাপের মুহূর্তেও সবর, সংযম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা

আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

☐ কাজ শুরুর আগে দোয়া ও কুরআন তিলাওয়াত

☐ নিয়্যত চেক - "আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইনসাফের পক্ষে দাঁড়ানো"

☐ অহংকার, দলীয় আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা

অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি

মিডিয়া প্রস্তুতি

☐ মুখপাত্রদের জরুরি মিডিয়া ট্রেনিং

☐ সংক্ষিপ্ত বার্তা দেওয়ার দক্ষতা

☐ কঠিন প্রশ্ন শান্তভাবে হ্যান্ডেল

☐ মূল ইস্যু ভালোমতো হোমওয়ার্ক করা

☐ ফ্যাক্টশিট ও র‍্যাপিড রেসপন্স নোট

☐ ইসলামী–ঐতিহাসিক রিসোর্স সরবরাহ

মানসিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক সহায়তা

☐ হালাকাহ ও তাজকিয়া সেশন

☐ স্ট্রেস–ম্যানেজমেন্ট ব্রিফিং

☐ প্রশাসনিক চাপ মোকাবিলায় সাপোর্ট

☐ দোয়া, তাওয়াক্কুল, সবর রিমাইন্ডার

একাডেমিক ও আর্থিক সহায়তা

☐ জরুরি সাপোর্ট ফান্ড

☐ পড়াশোনায় টিউটরিং সাপোর্ট

☐ আর্থিক সংকটে স্বল্পমেয়াদি সহায়তা

☐ ঝুঁকিপূর্ণ সদস্যদের কেস ফলোআপ

বিজয়-পরবর্তী কাজ

☐ আল্লাহর প্রতি শোকর

☐ অহংকার–উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ

☐ ইসতেগফার ও কৃতজ্ঞতার দোয়া

☐ ইসলামবিদ্বেষ প্রতিরোধে কারিকুলাম রিভিউ দাবি

☐ কোর্স ম্যাটেরিয়াল অডিট

☐ ভবিষ্যৎ প্রতিরোধে নীতিগত সুপারিশ

☐ প্রশাসনের সাথে ফলোআপ রোডম্যাপ

ছাত্রসমাজের কাছে বার্তা

☐ শালীন বিজয় বিবৃতি

☐ সমর্থনের প্রতি কৃতজ্ঞতা

☐ উদ্দেশ্য–শিক্ষা–ভিশন পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা

☐ জনসমর্থন ধরে রাখতে ন্যারেটিভ গঠন

ডকুমেন্টেশন

☐ ঘটনার Timeline

☐ প্রমাণ ও নোট সংরক্ষণ

☐ Case Study ফরম্যাট

☐ মিডিয়া কাভারেজ আর্কাইভ

☐ সুরক্ষিত ডিজিটাল ব্যাকআপ

ইতিবাচক ইসলামিক ন্যারেটিভ তৈরির জন্য

☐ পাঠচক্র/ওয়ার্কশপ

☐ ভুল ধারণা দূর করতে তথ্যভিত্তিক সেশন

☐ নৈতিক-শিক্ষামূলক ক্যাম্পেইন

☐ দাওয়াতি আখলাক বজায় রাখা

আরও পড়ুন **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-ক্যাম্পেইন টুলকিট"** থেকে স্ট্র্যাটেজি প্রবন্ধটি

৮৮। ক্যাম্পাসে ইসলাম বিদ্বেষী ঘটনাগুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করা হবে?

ক্যাম্পাসে ইসলামবিদ্বেষী প্রবণতা মোকাবিলা করার জন্য আমাদের একটি বহুমুখী, সুসংগঠিত এবং মার্জিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কাজের ক্ষেত্রকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১। প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি (Defense & Preparation)

ঘটনা ঘটার আগেই ইউনিটের প্রভাব এবং নৈতিক ভিত্তি তৈরি করা:

- সাধারণ ছাত্রের আস্থা অর্জন:

- হলের পানির সমস্যা, ক্যান্টিনের খাবারের মান, আবাসন সংকট এমন শিক্ষার্থীবান্ধব ও জীবনঘনিষ্ঠ ইস্যুতে কাজ করুন
- সাধারণ ছাত্রদের কাছে 'ইনসাফের পক্ষে' একটি শক্তি হিসেবে পরিচিত হন। এটি কোনো ইসলামবিদ্বেষী ঘটনা ঘটলে আপনার পাশে থাকার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এর বিশ্ববিদ্যালয়: নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও কারা হবে আমাদের গণশক্তি অংশে

- ইতিবাচক সাংস্কৃতিক প্রভাব:
  - নিয়মিত পাঠচক্র, শিক্ষামূলক আড্ডা ও সেমিনারের আয়োজন করুন।
  - ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করে এর অর্থনৈতিক, সামাজিক,নৈতিক ইত্যাদি দিকগুলো তুলে ধরুন।জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সামগ্রিক ধারণা দিন।
  - ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং বা একাডেমিক সহায়তা দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করুন।
- নেটওয়ার্কিং ও অ্যালামনাই সমর্থন:
  - বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী অ্যালামনাইদের (যারা ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী) সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।
  - ক্যাম্পাসের অন্যান্য অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন।

২। কৌশলগত প্রতিক্রিয়া (Strategic Response)

কোনো শিক্ষক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তার মাধ্যমে ইসলামবিদ্বেষী ঘটনা ঘটলে পরিকল্পিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানান। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে "শিক্ষক ক্লাসে ইসলামবিদ্বেষী ধারণা পুশ করলে করণীয় কী?"- প্রশ্নের উত্তরে।

৩। দীর্ঘমেয়াদী আদর্শিক প্রভাব (Long-term Influence)

বিদ্বেষের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই জারি রাখুন:

- **তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ:** "বুদ্ধিবৃত্তিক গোলামি খণ্ডন" বা "পশ্চিমা আদর্শিক আক্রমণের ব্যবচ্ছেদ" শীর্ষক ওয়ার্কশপ করুন। সদস্যদের এমনভাবে গড়ে তুলুন যেন তারা সেক্যুলার বা বিদ্বেষী আদর্শের তাত্ত্বিক দুর্বলতাগুলো খণ্ডন করতে পারে।
- **নেতৃত্ব ও মিডিয়া প্রশিক্ষণ:** সদস্যদের মিডিয়া ব্রিফিংয়ের প্রশিক্ষণ দিন, যাতে তারা শান্ত ও যুক্তিপূর্ণভাবে মূল বার্তা তুলে ধরতে পারে। সংকটকালে মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে নিয়মিত 'আদর্শিক বুস্ট-আপ' সেশন করুন।
- যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব এলে (বামপন্থী/সেক্যুলার দল) কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখুন। শুধুমাত্র ইসলাম বা মুসলিমদের উপর সরাসরি আঘাত হানার মতো সুনির্দিষ্ট ইস্যুতেই সীমিত ও অস্থায়ী সহযোগিতা বিবেচনা করুন।কোনো রাজনৈতিক দলের চাপ সত্ত্বেও আপনার ইউনিটের আদর্শিক স্বাধীনতা ও ছাত্র-কেন্দ্রিক পরিচয় রক্ষা করুন।এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই হ্যান্ডবুক এ আলোচিত নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তরে-
  - ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিসমে যদি গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী, বামপন্থী বা সেক্যুলার ইউনিট যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব দেয়, তখন কী করণীয়?
  - কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সেকুল্যার দল বা মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে কী?

আরও কিছু বিষয়...

আইনি সুরক্ষা ও কাঠামোগত সমর্থন

- **সুশীল সমাজের সম্পৃক্তি:** নিরপেক্ষ ও ইনসাফে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ, আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মীদের ঘটনার বিবরণ দিন। সবার কাছে খোলা চিঠি না পাঠিয়ে কেবল যারা প্রকৃতপক্ষে ইনসাফে বিশ্বাসী তাদের টার্গেট করুন।
- **আইনি পরামর্শকের উপস্থিতি:** প্রেস কনফারেন্স বা প্রশাসনের সাথে মিটিংয়ে আইনি পরামর্শককে সাথে রাখুন, যা একটি শক্তিশালী 'মনস্তাত্ত্বিক চাপ' হিসেবে কাজ করবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও টেকসই অর্থায়ন

- কোনো জরুরি পরিস্থিতির জন্য 'বিকল্প নেতৃত্ব' (Succession Plan) আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন। তবে এটি সাধারণ সদস্যদের কাছে প্রকাশ করবেন না, এটি কেবল মূল নীতিনির্ধারকদের মধ্যে গোপন থাকবে।
- আইনি বা ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থা মোকাবিলার জন্য 'জরুরী শিক্ষার্থী সহায়তা তহবিল' বা 'সামাজিক কল্যাণ তহবিল' তৈরি করুন। সরাসরি 'পুলিশি মামলা' বা 'আন্দোলন' এর নামে অর্থ সংগ্রহ করবেন না, এটি আইনি জটিলতা তৈরি করতে পারে।
- সংগৃহীত অর্থের পাই-পাই হিসাব রাখুন। প্রতিপক্ষ যেন কোনোভাবেই 'আর্থিক অনিয়ম' বা 'সন্দেহজনক অর্থায়ন' এর অভিযোগ তোলার সুযোগ না পায়।

৮৯। ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্রদের মন জয় করার পদ্ধতি কি হবে ?

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে **“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ”** এর “কারা হবে আমাদের গণশক্তি” এবং “বিশ্ববিদ্যালয়: নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী ক্যাম্পেইন” সংক্রান্ত নির্দেশিকা অংশে

৯০। ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিসমে যদি গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী, বামপন্থী বা সেক্যুলার ইউনিট যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব দেয়, তখন কী করণীয়?

- পৃষ্ঠা ২৫৫-২৫৮, প্রাসঙ্গিক কথা ৪ , হাদীস ৩২, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
    -

বাহ্যিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব নিরসন

৯১। মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা কেন জরুরি?

সামাজিক শক্তি অর্জন বা অ্যাক্টিভিসমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর লিস্ট করলে ১/২ নম্বরে থাকবে সমাজের মানুষের সাথে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন এ বিষয়টি। মনে করেন এই এক্টিভিজম ব্যক্তিগত সম্পর্কেরই খেলা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ"** এ।

অবশ্যই পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯, প্রাসঙ্গিক কথা ৪, হাদীস ৭,
- পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬, প্রাসঙ্গিক কথা , হাদীস ২৬,
- পৃষ্ঠা ৩১২-৩১৪, প্রাসঙ্গিক কথা ৫ , হাদীস ৪০

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

৯২। স্থানীয় মসজিদের ইমাম/খতীব/এলাকার মুরুব্বী/প্রভাবশালী নেতা পছন্দ না করলে করণীয় কী? কিভাবে এলাকার মানুষের মন জয় করা যায়?

স্থানীয় মসজিদে বা এলাকায় কাজ করতে গেলে ইমাম, খতীব বা মুরুব্বীদের সাথে মতপার্থক্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। তারা অনেক সময় তরুণদের নতুন উদ্যোগকে 'উচ্ছৃঙ্খলতা' বা 'নিজেদের কর্তৃত্ব হারানো'র ভয় থেকে অপছন্দ করতে পারেন। এই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে মানুষের মন জয় করার কৌশলগত ও আদর্শিক গাইডলাইন নিচে তুলে ধরা হলো:

প্রাথমিক প্রস্তুতি (অবশ্যই পড়ুন)

- **"অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ":** বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা ও কারা হবে আমাদের গণশক্তি?
- **এই হ্যান্ডবুক থেকে:** মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা কেন জরুরি এবং ক্যাম্পেইন/কর্মসূচীর অনুমতি পাবার সহজ উপায়।

কেন তারা অপছন্দ করছেন?

আগে বুঝতে হবে বিরোধটা কোথায়। সাধারণত তিনটি কারণে তারা বাধা দেন:

- **ভুল বোঝাবুঝি:** তারা মনে করছেন আপনারা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত।
- **কর্তৃত্বের ভয়:** তারা ভাবছেন আপনারা এসে তাদের সম্মান বা নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেবেন।
- **পদ্ধতিগত পার্থক্য:** আপনাদের কাজের স্টাইল হয়তো তাদের কাছে খুব বেশি 'আধুনিক' বা 'অপ্রথাগত' মনে হচ্ছে।

মন জয় করার ৫টি কার্যকর কৌশল

- **সালাম ও মুসাফাহর সংস্কৃতি:** তাদের সাথে তর্কে না গিয়ে দ্বিগুণ বিনয় দেখান। পথে দেখা হলে আগে সালাম দিন, হাসিমুখে কুশল বিনিময় করুন। মুরুব্বীরা বিনয়ী তরুণদের খুব দ্রুত আপন করে নেন।
- **পরামর্শ চাওয়া:** এটি সবচেয়ে শক্তিশালী কৌশল। কোনো কাজ করার আগে তাদের কাছে গিয়ে বলুন- "চাচা/হুজুর, আমরা পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান বা রক্তদান কর্মসূচি করতে চাচ্ছি। আপনার অভিজ্ঞতা অনেক, আমাদের একটু বুদ্ধি দিন তো কীভাবে করলে ভালো হয়?" এতে তারা নিজেদের প্রতিপক্ষ না ভেবে 'অভিভাবক' মনে করবেন।
- **খিদমত বা সেবা করা:** মসজিদের অযুখানায় পানির সমস্যা, বাতি নষ্ট বা হুজুর অসুস্থ হলে কোনো নিজেরা ঠিক করে দিন। কাজের মাধ্যমে উপকার পেলে তাদের মন নরম হতে বাধ্য।
- **কমন গ্রাউন্ড বা সাধারণ ইস্যুতে কাজ করা:** শুরুতে এমন কাজ করুন যা সবাই পছন্দ করে। যেমন: মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা, ময়লা পরিষ্কার, দরিদ্র ছাত্রদের বই দেওয়া বা এলাকার নিরাপত্তা।
- **হাদিয়া বা উপহার দেওয়া:** সুন্নাহ সম্মত উপায়ে মাঝে মাঝে জায়নামাজ, তসবিহ বা আতর হাদিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, *"তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও, তোমাদের মধ্যে মহব্বত বাড়বে।[৩৪]"*

সরাসরি বিরোধিতার ক্ষেত্রে করণীয়

- **তর্ক না করা:** জনসম্মুখে বা মসজিদে তাদের কথার মুখে কথা বলবেন না। কেউ বিরোধিতা করলে শান্তভাবে বলুন *"চাচা, আমরা তো ভালো একটা কাজ করার চেষ্টা করছি, আমাদের ভুল হলে বলবেন, আমরা শুধরে নেব।"*
- **তৃতীয় পক্ষ ব্যবহার:** আপনার পরিচিত বা আত্মীয়দের মধ্যে এমন কাউকে দিয়ে আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলুন, যার কথা ওই মুরুব্বী বা ইমাম সাহেব শোনেন।
- **ধৈর্য ও দুআ:** তারা গালমন্দ করলেও ধৈর্য ধরুন। আপনার সবর (ধৈর্য) দেখে সাধারণ মানুষ আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

সাধারণ মানুষের মন জয়

"মানুষ আপনার কথা শোনার আগে আপনার কাজ এবং ব্যবহার দেখবে। আপনার আখলাক যদি তাদের হৃদয় জয় করতে পারে, তবে আপনার আদর্শ পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে। ময়দানের কাজ মানে শুধু বক্তৃতা নয়, মানুষের সেবক হওয়া।"

---

[৩৪] আল-আদাবুল মুফরাদ,হাদীসনং- ৫৯৪

- **ডাইরেক্ট সার্ভিস:** ব্যাপক পরিমাণে সেবামূলক কাজ করুন এবং সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্নে তাদের কণ্ঠস্বর হোন।
- **আমানতদারিতা:** আপনার লেনদেন ও কথা যেন শতভাগ স্বচ্ছ হয়।
- **বিপদে পাশে থাকা:** এলাকার কারো অসুস্থতা বা মৃত্যুতে সবার আগে সেখানে পৌঁছান। জানাজা বা দাফনের কাজে সাহায্য করুন।
- **আখলাক:** আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র যেন উদাহরণ হয়। দাড়ি রাখা বা দ্বীনদার সাজার পাশাপাশি আচরণ যেন রুক্ষ না হয়।
- **অনুমতি ও সমন্বয়:** ব্যানার বা পোস্টার লাগানোর আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিন।
- **শোভন ভাষা:** লিফলেট বা পোস্টারের ভাষা যেন সর্বদা মার্জিত হয়।
- **পরিচ্ছন্নতা:** ক্যাম্পেইন শেষে এলাকার কোনো ময়লা ফেলে আসবেন না। নিজের কাজ শেষ করে জায়গাটি পরিষ্কার করে আসুন।
- **পোশাক ও চালচলন:** এমন কোনো পোশাক বা স্টাইল করবেন না যা বিতর্কিত বা দৃষ্টিকটু মনে হয়।
- **ডিজিটাল সতর্কতা:** সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে এমন কিছু শেয়ার করবেন না যা এলাকার পরিবেশ নষ্টকারী বলে মনে হতে পারে।

মুরুব্বীদের সাথে জেদ করে ময়দান জেতা যায় না, তাদের 'সম্মান' দিয়ে হৃদয়ে জায়গা করে নিতে হয়। আপনি যখন বিনয় দিয়ে তাদের জয় করবেন, তখন তারাই একদিন আপনার কাজের সবচেয়ে বড় ঢাল হয়ে দাঁড়াবে।

৯৩। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের রূপরেখা কেমন হবে?

শুরুতে পড়ে নিন-

- "অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ" থেকে বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা
- এই হ্যান্ডবুক থেকে
    - পোস্টার/লিফলেট/মানববন্ধন/মিছিল/পাঠচক্র করার আগে কি অনুমতি নিতে হবে?
    - অ্যাক্টিভিসম বা ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় ইউনিট ও সদস্যদের উপর দমনপীড়ন হলে তা মোকাবিলার জন্য সাংগঠনিক কৌশল ও আইনি সহায়তা প্রদানের কাঠামো কেমন হতে পারে?
    - সরাসরি ভাঙচুর ধরণের কাজ করতে চাওয়া ভাইদের নিয়ে করণীয় কী?
    - নিরাপত্তা বা সুরক্ষার নিয়ম-কানুন কী? ঝামেলা এড়ানোর উপায় সমূহ কী কী ?

স্থানীয় প্রশাসন (পুলিশ, ইউএনও বা মিউনিসিপাল অফিস)-এর সাথে ডিল করা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। আপনি যেহেতু জনকল্যাণমূলক বা দাওয়াহর কাজ করবেন, তাই তাদের সাথে একটি পেশাদার, নিয়মতান্ত্রিক এবং আদর্শিক দৃঢ়তাসম্পন্ন সম্পর্ক রাখা জরুরি।

নিচে বিস্তারিত গাইডলাইন দেওয়া হলো:

আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও স্বচ্ছতা (Transparency & Relations)

প্রশাসনের প্রধান উদ্বেগের কারণ হলো 'অস্পষ্টতা'। তারা যখন জানে না আপনারা কারা বা কী করছেন, তাদের বাধা দেবার পেছনে এটা একটা কারণ ।

- **আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন:** স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তর যেমন পুলিশ স্টেশন এবং মিউনিসিপাল অফিসের সাথে কাজের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করুন।
- **ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও নেটওয়ার্কিং:** বিট অফিসার, ওসি বা ইউএনও-র পাশাপাশি অফিসের নিচু পদের কর্মচারীদের (যেমন: কনস্টেবল, রাইটার বা অফিস সহকারী) সাথেও আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। মনে রাখবেন, এরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের তথ্য সরবরাহ করেন। তাদের সাথে সম্পর্ক থাকলে অনেক সময় আগেভাগেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়ানো সহজ হয়।
- **পরিচিতি:** আপনার ইউনিটের কাজের উদ্দেশ্য এবং ধরন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা (Profile) তৈরি রাখুন।

কর্মসূচীর অনুমতি ও আইনি প্রস্তুতি

- **আগাম ব্যবস্থা:** যেসব ক্ষেত্রে প্রশাসনকে আগে জানানো বা অনুমতি নেওয়া আবশ্যক (অধিকাংশ ছোট কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এটি আবশ্যক না হলেও), সেসব ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা এড়াতে আগাম ব্যবস্থা নিন।
- **লিখিত আবেদন:** বড় কোনো ইভেন্ট বা জনসমাবেশ করার আগে অবশ্যই অন্তত ৪৮-৭২ ঘণ্টা আগে লিখিতভাবে অবহিত করুন বা অনুমতি নিন। আবেদনের একটি রিসিভ কপি (সিল সহ) নিজের কাছে রাখুন।
- **জটিলতা এড়ানো:** বিভিন্ন আয়োজন এবং ক্যাম্পেইনের সময় আইনি কোনো জটিলতা যেন তৈরি না হয়, তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি রাখুন।

পেশাদারিত্ব বজায় রাখুন

- **শান্ত মেজাজ:** প্রশাসনের কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করলে বা বাধা দিলে উত্তেজিত হবেন না। তর্কে না জড়িয়ে শান্তভাবে কথা বলুন। আপনার শান্ত ভঙ্গি আপনার আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে।
- **ডকুমেন্টেশন:** ইউনিটের সদস্যদের আইডি কার্ড, কর্মসূচীর অবহিতকরণ/অনুমতির রিসিভকপি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সবসময় সাথে রাখুন।
- **মুখপাত্র নিয়োগ:** প্রশাসনের সাথে কথা বলার জন্য এমন একজনকে দায়িত্ব দিন যার কথা বলার দক্ষতা ভালো এবং যিনি আইনি বিষয়গুলো বোঝেন।

কৌশলগত সতর্কতা

- **রাজনৈতিক ট্যাগ এড়ানো:** প্রশাসনকে বোঝান যে আপনারা প্রচলিত কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। আপনারা সমাজের মানুষকে নিয়ে কাজ করেন। আপনাদের নাম, লোগো এবং লিফলেটের ভাষা যেন পেশাদার হয়।
- **লিয়াজোঁ:**এলাকার এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখুন যাদের কথা প্রশাসন গুরুত্ব দেয় (যেমন: গণ্যমান্য শিক্ষক,অরাজনৈতিক সমাজসেবী, এলাকার মুরুব্বী বা আইনজীবী)। সংকটের সময় তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা

- **পালিয়ে না যাওয়া:** যদি পুলিশ হুট করে চলে আসে, তবে পালিয়ে যাবেন না। এতে তারা আরও বেশি সন্দেহ করবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলুন।
- **লজিক্যাল উত্তর:** প্রশ্ন করলে সরাসরি এবং যৌক্তিক উত্তর দিন। যেমন: "আমরা এলাকার অসহায়দের খাবার দিচ্ছি"।
- **ভিডিও বা প্রমাণ:** পরিস্থিতি যদি জটিল হয়, তবে নিরাপদ দূরত্ব থেকে কোনো সদস্যকে দিয়ে পুরো ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করিয়ে রাখুন যেন পরবর্তী আইনি প্রয়োজনে কাজে লাগে।

৯৪। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সাথে যোগ দিতে চাপ দিলে করণীয় কী?

পড়ুন- এই হ্যান্ডবুক থেকে- কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সেকুল্যার দল বা মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে কী? এই প্রশ্নের উত্তর

৯৫। ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে? ইউনিটের কোনো সদস্যের নামে অভিযোগ আসলে কিভাবে তদন্ত করতে হবে?

সামগ্রিক ধারণা লাভের জন্য প্রথমে পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ১৪
- পৃষ্ঠা ১৪৯, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ১৬

বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন

ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ দেখা দিলে, তা দ্রুত, ন্যায়সঙ্গত এবং আদর্শিক নীতির ভিত্তিতে সমাধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য হলো ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা এবং সাংগঠনিক ঐক্য রক্ষা করা।

নিম্নে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একটি সুসংগঠিত SOP (Standard Operating Procedure) তুলে ধরা হলো:

উদ্দেশ্য

ব্যক্তিগত বা কাজের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মতবিরোধকে দ্রুত মিটমাট করা, সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা।

মূলনীতি ও মানসিক প্রস্তুতি

সকল পক্ষের অবশ্যই নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হবে:

মূলনীতি	নির্দেশাবলী
আদর্শিক ভিত্তি	দ্বন্দ্বকে ব্যক্তিগত জয়-পরাজয় হিসেবে না দেখে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিটমাট (ইসলাহ) করার নিয়ত করা।
গোপনীয়তা	যতদূর সম্ভব, সমস্যাকে ইউনিট-এর বাইরে বা অনাবশ্যক সদস্যদের মধ্যে আলোচিত করা থেকে বিরত থাকা।
শ্রবণ ও নম্রতা	উভয় পক্ষ ধৈর্য ধরে অন্যের বক্তব্য শোনা। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত—উভয়কে নম্র ও শালীন ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
দ্রুততা	দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ার ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

দ্বন্দ্ব নিরসনের স্তরভিত্তিক প্রক্রিয়া

দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও তীব্রতা অনুসারে নিম্নলিখিত তিনটি স্তর অনুসরণ করা হবে:

স্তর ১: প্রাথমিক মধ্যস্থতা

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত:** সংশ্লিষ্ট **টিম লিডার** বা তাৎক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়ক।
- কার্যপদ্ধতি:
    - **একাকী আলোচনা:** ইউনিট লিডার প্রথমে প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলবেন এবং ঘটনার বিবরণ ও অভিযোগ শুনবেন। সাক্ষীর দরকার হলে সাক্ষীদের কাছ থেকেও শুনবেন।
    - **ভুল স্বীকারের সুযোগ:** উভয়কে তাদের নিজস্ব ভুল বা দুর্বলতাগুলো স্বীকার করতে উৎসাহিত করা হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে।
    - **পুনর্মিলন:** উভয় পক্ষকে একসাথে বসিয়ে হাত মিলিয়ে বা আন্তরিকতার সাথে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে সাহায্য করা।
- **ফলাফল:** ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি বা আবেগের বশে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব এই স্তরেই শেষ হবে।

স্তর ২: আনুষ্ঠানিক বিচার ও মীমাংসা

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত:** ইউনিট প্রধানের সহকারী (২IC)।
- কখন?
    - যদি স্তর ১-এর মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়।
    - যদি দ্বন্দ্বটি আদর্শিক, গুরুতর নৈতিক বা সাংগঠনিক নিয়মের স্পষ্ট লঙ্ঘন করে।

কার্যপদ্ধতি:

    - **তদন্ত:** প্রধান সমন্বয়ক ঘটনাটির আনুষ্ঠানিক তদন্ত করবেন, প্রয়োজনে সাক্ষীদের বক্তব্য গ্রহণ করবেন এবং প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট বা প্রমাণাদি (যদি থাকে) পরীক্ষা করবেন।
    - **সিদ্ধান্ত:** সাংগঠনিক নীতি ও ইসলামিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।
    - **পর্যালোচনা:** মীমাংসার পর ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে প্রধান সমন্বয়ক একবার ফলোআপ করবেন, যাতে সিদ্ধান্তটি কার্যকর হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা যায়।
- **ফলাফল:** সিদ্ধান্তের কঠোর বাস্তবায়ন এবং সমস্যার কার্যকর সমাধান।
- **ক্ষতিপূরণ ও পুনর্গঠন:** যদি কোনো সদস্যের আচরণ বা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অন্য কোনো সদস্য বা ইউনিটের ক্ষতি হয় (যেমন: আর্থিক ক্ষতি, মানহানি), তবে সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ সেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা শুধু শাস্তিমূলক না হয়ে বরং গঠনমূলক (Constructive) হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে এ লেখার শেষের অংশে আলোচনা করা হলো।

স্তর ৩: উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

- দায়িত্বপ্রাপ্ত: ইউনিট প্রধান
- কখন?
    - যদি স্তর ২-এর সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও সদস্যেরা তা অমান্য করে।
    - যদি দ্বন্দ্বটি বারবার একই সদস্যদের মধ্যে বা একই কারণে সৃষ্টি হয়।
    - যদি গুরুতর অসদাচরণ (যেমন: মিথ্যাচার, জঘন্য অপবাদ, বারবার সাংগঠনিক নিয়ম লঙ্ঘন) প্রমাণিত হয়।
- **কার্যপদ্ধতি:** ইউনিটের শৃঙ্খলা কমিটি বা ইউনিট প্রধানের কাছে বিষয়টি প্রেরণ করা হবে, যারা চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যেমন: সাময়িক বরখাস্ত, পদাবনতি, বা ক্ষেত্রবিশেষে সদস্যপদ বাতিল) গ্রহণ করবে।

আপিল প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ন্যায্যতা

ইউনিট প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে আপিল করার সুযোগ থাকবে।

▪ ক্ষেত্র	▪ নির্দেশাবলী
▪ আপিলকারী	▪ যে সদস্যকে স্তর ৩-এ চূড়ান্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।
▪ আপিলের সময়সীমা	▪ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ৭ দিনের মধ্যে।
▪ আপিলের কর্তৃপক্ষ	▪ ইউনিটের উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় প্রধান (যদি ইউনিট প্রধান নিজেই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ না হন)।
▪ আপিলের কারণ	▪ নতুন প্রমাণ, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা নিয়মের ভুল প্রয়োগের ভিত্তিতে আপিল করা যেতে পারে।

ডকুমেন্টেশন ও জবাবদিহিতা

প্রতিটি স্তরে দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রক্রিয়া ও ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে নথিভুক্ত করা আবশ্যক

তথ্যের বিষয়বস্তু	দায়িত্বপ্রাপ্ত
ঘটনার বিবরণ	অভিযোগকারী/টিম লিডার
মীমাংসার তারিখ ও স্থান	টিম লিডার/প্রধান সমন্বয়ক
সিদ্ধান্তের সারাংশ	প্রধান সমন্বয়ক
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যদি থাকে)	প্রধান সমন্বয়ক
পরবর্তী পদক্ষেপ (ফলোআপের তারিখ)	প্রধান সমন্বয়ক

অতিরিক্ত দিকনির্দেশনা

আরও কিছু বিষয় খেয়াল করা জরুরি-

আদর্শিক ও মানসিক সমর্থন

দ্বন্দ্ব শুধু কাজের নয়, কখনও কখনও ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল। তাই আদর্শিক পরামর্শ দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে।

- **ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব স্মরণ:** মীমাংসার শুরুতে উভয় পক্ষকে ইসলামে ভ্রাতৃত্বের (উখুয়াহ) গুরুত্ব এবং মুমিনের সম্পর্ক নিয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাদেরকে বোঝানো যে শয়তানই মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়।
- **ভালো ধারণা পোষণ (হুসনুল জন):** উভয়কে এই বিষয়ে তারবিয়াহ দেওয়া যে তারা যেন একে অপরের প্রতি সর্বদা ভালো ধারণা (হুসনুল জন) পোষণ করে এবং সামান্য ভুল বোঝাবুঝিকে বাড়িয়ে না দেখে।
- **হকের জন্য আত্মসমর্পণ:** ব্যক্তিগত পছন্দ বা ইগোকে নয়, বরং নিয়ম (হক) ও ন্যায়ের (ইনসাফ) কাছে আত্মসমর্পণ করতে উৎসাহিত করা। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি থাকলে, তা যেন ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে সাংগঠনিক নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করে।
- **গীবত পরিহার:** যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে গেছে, তা নিয়ে পরবর্তীতে কোনো সদস্য যেন অন্য কারও কাছে গীবত বা কুৎসা না করে এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করা।

ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের কৌশল

ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে-

- **ভূমিকা স্পষ্টকরণ:** ইউনিট মিটিংগুলোতে সব সদস্যের কাজের দায়িত্ব ও সীমা (Scope of Work), এবং রিপোর্টিং চেইন (কে কার কাছে রিপোর্ট করবে) আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা। বেশিরভাগ দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যখন দায়িত্বের সীমানা অস্পষ্ট থাকে।
- **মেন্টরশিপ ব্যবস্থা:** প্রতিটি জুনিয়র বা নতুন সদস্যের জন্য একজন করে সিনিয়র সদস্যকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া। জুনিয়র সদস্যদের ছোটখাটো অভিযোগ বা প্রশ্ন তারা যেন সরাসরি মেন্টরের কাছে নিতে পারে, যাতে তা বড় সংঘাতে পরিণত না হয়।
- **নিয়মিত আড্ডা:** ইউনিটের কাজের বাইরে আন-অফিশিয়াল আড্ডা, রিফ্রেশমেন্ট বা দাওয়াত-এর আয়োজন করা। এতে সদস্যরা একে অপরের ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিকতা সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের মধ্যে বন্ধন আরও মজবুত হয়।

বার্ন আউট মোকাবেলা করা

যে সদস্যকে শাস্তি বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তার মধ্যে বার্নআউট (Burnout) বা গভীর হতাশা তৈরি হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে।

কারণ, যখন একজন সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হয়:

- তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যর্থ বোধ করেন।
- তার সাংগঠনিক পরিচয় ও আত্মবিশ্বাস আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

- শাস্তি পালনের চাপ (যেমন: ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা অতিরিক্ত কাজ করা) তার মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

শাস্তির পাশাপাশি সেই সদস্যের মানসিক পুনর্গঠন (Rehabilitation) ও বার্নআউট প্রতিরোধের কৌশল যুক্ত করা অপরিহার্য। ক্ষতিপূরণ বা শাস্তির উদ্দেশ্য যেহেতু গঠনমূলক (Constructive), তাই নিশ্চিত করতে হবে যে সদস্যটি যেন হতাশ হয়ে ইউনিট ছেড়ে না যায় বা তার রূহানিয়াত নষ্ট না হয়।

তাৎক্ষণিক মানসিক ও রূহানী সমর্থন

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পরপরই সেই সদস্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

কৌশল	নির্দেশাবলী	উদ্দেশ্য
আলাদা ফলোআপ সেশন	প্রধান সমন্বয়ক বা উচ্চতর দায়িত্বশীল, সদস্যকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে **নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে** কথা বলবেন।	তিনি একা নন, ইউনিট তার পাশে আছে- এই ভরসা দেওয়া।
তওবা ও রূহানিয়াত	শাস্তিকে **আল্লাহর কাছে তওবা (অনুশোচনা)** করার একটি সুযোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করা। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সব মানুষই ভুল করে।	শাস্তিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চালিত করা এবং হতাশা দূর করা।
ইতিবাচক গুণ স্মরণ	সদস্যটির অতীতের **ইতিবাচক অবদান ও দক্ষতাগুলো** উল্লেখ করা।	তার আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে সাহায্য করা এবং তার মূল্য সম্পর্কে তাকে আশ্বস্ত করা।

কাজের চাপ ও দায়িত্ব পুনর্গঠন

শাস্তির সময় বা ক্ষতিপূরণ পালনের সময় তার ওপর থেকে কাজের বাড়তি চাপ কমাতে হবে।

- সদস্যকে তার কোর বা কঠিন দায়িত্বগুলো থেকে সাময়িক বিরতি দেওয়া হতে পারে। এই সময়টাতে তিনি যেন ক্ষতিপূরণের কাজ বা ব্যক্তিগত তারবিয়াহতে মনোযোগ দিতে পারেন।
- তাকে এমন সহজ ও স্বল্প-ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দেওয়া, যেখানে তার সফলতার সম্ভাবনা বেশি (যেমন: ডকুমেন্টেশন, ডাটা এন্ট্রি)। এতে তিনি সফলতা অর্জন করে দ্রুত আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন।
- কাজের চাপ কমিয়ে দেওয়ার ফলে তিনি যেন অলস না হয়ে যান, সে জন্য নিয়মিত কিন্তু অ-চাপমূলক ফলোআপ করতে হবে।

মেন্টরশিপ ও পুনর্বাসন

সদস্যকে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দিষ্ট একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে।

- একজন বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল সিনিয়র কোর সদস্যকে দায়িত্ব দিতে হবে, যিনি শাস্তিপ্রাপ্ত সদস্যের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং তার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- যখন সদস্যটি মানসিকভাবে স্থিতিশীল হবেন এবং ক্ষতিপূরণের কাজ শেষ হবে, তখন তাকে ধাপে ধাপে তার মূল দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হবে। একসাথে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

এই কৌশলগুলো নিশ্চিত করবে যে আপনার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ব্যবস্থা কেবল শাস্তি প্রদান নয়, বরং সদস্যদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও শক্তিশালী ও আদর্শিক সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া।

৯৬। সমাজের মানুষের সাথে কাজ করতে গিয়ে ইউনিটের কোনো সদস্য ভুল করে ফেললে কী করণীয়?

পড়ুন

- পৃষ্ঠা ১৪৯, প্রাসঙ্গিক কথা ১, হাদীস ১৬, বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ মেটাতে হবে? ইউনিটের কোনো সদস্যের নামে অভিযোগ আসলে কিভাবে তদন্ত করতে হবে?- এই হ্যান্ডবুক থেকে এই প্রশ্নের উত্তর।

৯৭। কেউ সমালোচনা করলে সেটি কিভাবে মোকাবেলা করা যায়?

পড়ুন-

- পৃষ্ঠা ২০৩, প্রাসঙ্গিক কথা ৩, হাদীস ২৪ বই: ৪০ হাদীস: সামাজিক শক্তি অর্জন
- এই হ্যান্ডবুক থেকে- ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ মেটাতে হবে? ইউনিটের কোনো সদস্যের নামে অভিযোগ আসলে কিভাবে তদন্ত করতে হবে?

সমালোচনাকে) কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব গুণ এবং সাংগঠনিক দক্ষতা। সমালোচনাকে কখনোই ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে না দেখে, বরং শেখা, উন্নতি এবং স্বচ্ছতার সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। সমালোচনা মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত স্তরভিত্তিক ও আদর্শিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে:

অভ্যন্তরীন সমালোচনা মোকাবিলার কৌশল

সমালোচনা শোনার আগে এটি কী ধরনের ভুল—তা চিহ্নিত করা জরুরি:

প্রকারভেদ	ক্ষেত্র	মোকাবিলার পদ্ধতি
কৌশলগত/কার্যগত সমালোচনা	সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাজের পদ্ধতি, ইভেন্টের পরিকল্পনা।	দায়িত্ব গ্রহণ ও সংশোধন (প্রক্রিয়া পরিবর্তন)।
নীতিগত/আদর্শিক সমালোচনা	শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন, ইউনিটের মৌলিক নীতির পরিপন্থী কাজ।	তাৎক্ষণিক সংশোধন ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ।
ব্যক্তিগত সমালোচনা	নেতার চরিত্র, ব্যক্তিগত আচরণ বা দক্ষতা।	একান্তে সমাধান, ক্ষমা ও উপেক্ষা।

মানসিক ও আদর্শিক প্রস্তুতি

সমালোচনা শোনার আগে নেতার বা তদারককারী ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি জরুরি:

- **শান্ত থাকা:** প্রথম ধাপ হলো আবেগপ্রবণ না হয়ে শান্ত ও নম্র থাকা। মনে রাখবেন, যিনি সমালোচনা করছেন, তিনি হয়তো ইউনিটের প্রতি ভালোবাসা থেকেই করছেন।
- **উদ্দেশ্য অনুসন্ধান:** সমালোচকের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, নাকি ইউনিটের প্রতি আন্তরিক উদ্বেগ তা দ্রুত চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন।
- **হকের অনুসরণ:** সমালোচনা যদি সত্য হয় এবং ইসলামের বিধান বা ইউনিটের নীতির সঙ্গে মেলে, তবে তা ধৈর্যের সাথে মেনে নিন। মনে রাখবেন, আল-হক (সত্য) কারো একার সম্পত্তি নয়।
- **মুহাসাবা ও মানসিক স্বাস্থ্য:** সমালোচনা আপনার মানসিক চাপে ফেললে, আল্লাহর কাছে ধৈর্য চেয়ে দু'আ করুন। প্রয়োজনে আপনার ঊর্ধ্বতন মুরুব্বী বা পরামর্শদাতার কাছ থেকে মানসিক সমর্থন নিন।
- **ক্ষমা ও দূরত্ব বজায় রাখা:** সমালোচকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে ক্ষমা করে দিন এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে তাঁর থেকে কার্যকর দূরত্ব বজায় রাখুন।

কার্যকরভাবে শোনা ও উত্তর দেওয়া

সমালোচনাকে বিশ্লেষণ ও মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে এই কৌশলগুলো অনুসরণ করুন:

কৌশল	নির্দেশাবলী	উদ্দেশ্য
সক্রিয় শ্রবণ (Active Listening)	সমালোচকের কথা পুরোপুরি শেষ হতে দিন। মূল অভিযোগের সারাংশ নিজের ভাষায় বলে তাকে নিশ্চিত করুন যে আপনি তাঁর কথা বুঝতে পেরেছেন।	সমালোচককে মূল্য দেওয়া এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো।

প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই	সমালোচনা যদি অস্পষ্ট বা সাধারণ হয়, তবে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করুন: "কোন ঘটনাটির কথা বলছেন?", "এর ফল কী হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?", "আপনার মতে সমাধান কী?"।	সমস্যার মূল কারণ এবং নির্দিষ্ট তথ্য বের করা।
দায়িত্ব গ্রহণ	যদি ভুলটি আপনার বা আপনার ইউনিটের হয়, তবে তাৎক্ষণিক ও নিঃশর্তভাবে ভুল স্বীকার করুন। আন্তরিকভাবে বলুন: "আপনার উদ্বেগের জন্য আমরা দুঃখিত এবং এটি আমাদের ভুল ছিল।"	বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্মান বজায় রাখা।
নম্রভাবে ব্যাখ্যা	যদি সমালোচনাটি ভুল তথ্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তবে ধীরস্থির ও নম্রভাবে সঠিক তথ্য বা প্রেক্ষাপট তুলে ধরুন। আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে নয়, বরং তথ্য দেওয়ার ভঙ্গিতে কথা বলুন।	ভুল বোঝাবুঝি দূর করা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা।
গোপনীয়তা বজায়	যদি সমালোচনা ব্যক্তিগত বা সংবেদনশীল হয়, তবে তা একান্তে (One-on-One) শুনুন ও সমাধান করুন। জনসমক্ষে সমালোচনাকে উৎসাহিত করবেন না।	অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব এবং বিশৃঙ্খলা এড়ানো।

সাংগঠনিক প্রয়োগ ও অনুসরণ

সমালোচনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগাবেন:

- **সমাধানের পরিকল্পনা:** সমালোচকের সামনেই বলুন যে আপনি এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবেন এবং কখন তা করা হবে। যেমন: "আমরা এই অভিযোগটি নিয়ে আগামী মিটিংয়ে আলোচনা করব এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাব।"
- **নীতিমালা সংশোধন:** যদি সমালোচনা ইউনিটের কোনো নীতি বা **SOP-এর দুর্বলতা** নির্দেশ করে, তবে তা পর্যালোচনা করে সংশোধন করুন।
- **ফিডব্যাক লুপ (Feedback Loop):** সমালোচনাটির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার পর, যিনি সমালোচনা করেছেন তাকে অবশ্যই ফলাফল জানান। এতে তিনি মনে করবেন, তাঁর কথায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তিনি গঠনমূলক পরামর্শ দিতে আরও আগ্রহী হবেন।

অযৌক্তিক সমালোচনা ও নিন্দুকদের মোকাবেলা

কিছু সমালোচনা ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেষমূলক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপগুলো নিন:

- **সীমা নির্ধারণ:** যদি কেউ বারবার ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বা ধ্বংসাত্মক (Destructive) সমালোচনা করে, তবে দৃঢ়তার সাথে কিন্তু ভদ্রভাবে তাকে বলুন: "আমরা গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করি, কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণের অনুমতি দেই না।"
- মিডিয়া/জনসম্মুখে প্রতিক্রিয়া কৌশল: যদি ভিত্তিহীন সমালোচনাটি জনসমক্ষে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়, তবে তা উপেক্ষা না করে:
    - দ্রুত একটি সুচিন্তিত ও সংক্ষিপ্ত স্বচ্ছতা বিবৃতি (Statement of Clarity) প্রকাশ করুন।
    - বিতর্কিত প্রসঙ্গে না গিয়ে মূল সত্যটি তুলে ধরুন এবং এরপর বিতর্ক থেকে সরে আসুন।
- **কঠোর পদক্ষেপ:** যদি নিন্দুক বা সমালোচক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা নেতার আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে, তবে আপনার দ্বন্দ্ব নিরসন SOP অনুযায়ী স্তর ৩ (উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা) প্রয়োগ করুন।
- **উপেক্ষা:** যদি দেখেন কোনো সমালোচনা ভিত্তিহীন এবং কেবল মনোযোগ আকর্ষণের জন্য করা হচ্ছে, তবে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তা উপেক্ষা করুন এবং আপনার মূল কাজে মনোযোগ দিন। অযৌক্তিক বিতর্কে সময় নষ্ট করবেন না।

বহিরাগত সমালোচনা মোকাবিলার কৌশল

বাইরের সমালোচনা, যা সাধারণত জনসমক্ষে বা মিডিয়ার মাধ্যমে আসে, তার মোকাবিলা করার কৌশল অভ্যন্তরীণ সমালোচনার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে লক্ষ্য থাকে সদস্যদের শৃঙ্খলা নয়, বরং ইউনিটের সুনাম, আদর্শিক অবস্থান এবং জনগণের আস্থাকে রক্ষা করা।

বহিরাগত সমালোচনা মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত পাবলিক রিলেশনস (PR), আদর্শিক ও সঙ্কট ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

প্রতিরোধ ও প্রাক-প্রতিক্রিয়া কৌশল

সমালোচনা আসার আগেই তার সুযোগ বন্ধ করা এবং প্রস্তুতি নিশ্চিত করা:

- **প্রো-অ্যাকটিভ স্বচ্ছতা:** আর্থিক লেনদেন বা গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কাজগুলোতে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন এবং নিয়মিত সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বা তথ্য প্রকাশ করুন, যাতে সমালোচকরা ভুল তথ্য ছড়ানোর সুযোগ না পায়।
- **দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ:** একটি ছোট অভ্যন্তরীণ টিম তৈরি করুন যারা সমালোচনা আসার আগেই ইউনিটের সম্ভাব্য দুর্বলতা, ভুল বা বিতর্কের ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে এবং সমাধানের প্রস্তাব দেবে।
- **আইনি দল প্রস্তুত রাখা:** ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য আইনি দল/পরামর্শদাতাদের প্রস্তুত রাখুন, যাতে গুরুতর আইনি জটিলতা তৈরি হলে দ্রুত মোকাবিলা করা যায়।

প্রাথমিক মূল্যায়ন ও দ্রুত প্রস্তুতি

- **উৎস চিহ্নিতকরণ:** উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তাদের উদ্দেশ্য দ্রুত মূল্যায়ন করুন।
- **তথ্য যাচাই:** সমালোচনার মূল অভিযোগটি কি সত্য? যদি আংশিক সত্যও হয়, তবে আপনার অভ্যন্তরীণ তথ্য ও নথি ব্যবহার করে দ্রুত তার সত্যতা যাচাই করুন।
- **একক মুখপাত্র (Single Point of Contact):** প্রধান সমন্বয়ক বা মিডিয়া টিমের দায়িত্বশীলকে একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে নির্ধারণ করুন। অন্য কোনো সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য না করে। সব জিজ্ঞাসা বা মন্তব্য মিডিয়া টিমের কাছে পাঠাতে হবে।
- **আদর্শিক পরীক্ষা:** দেখুন, সমালোচনাটি কি ইউনিটের কাজের ত্রুটির জন্য নাকি ইউনিটের মৌলিক ইসলামী আদর্শের জন্য করা হচ্ছে। যদি আদর্শের জন্য হয়, তবে সেই আদর্শের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে।

জবাব দেওয়ার কৌশল

জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে জনগণের সামনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিতর্কে না জড়ানো।

কৌশল	নির্দেশাবলী	উদ্দেশ্য
সময়োচিত প্রতিক্রিয়া	দ্রুত জবাব দিন—সম্ভব হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। উত্তর দিতে দেরি হলে ধরে নেওয়া হয় অভিযোগটি সত্য।	দ্রুত আস্থাহীনতা বা ফিতনা ছড়ানো রোধ করা।
স্বচ্ছ বিবৃতি	একটি সংক্ষিপ্ত, বস্তুনিষ্ঠ এবং আবেগহীন স্বচ্ছ বিবৃতি তৈরি করুন। বিবৃতিতে কী ঘটেছে, ইউনিটের অবস্থান কী এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা স্পষ্ট করুন।	জনগণের সামনে তথ্যভিত্তিক অবস্থান তৈরি করা।
দোষ স্বীকার (যদি সত্য হয়)	যদি ভুলটি সত্য হয়, তবে বিনম্রভাবে তা স্বীকার করুন এবং বলুন, ভুল সংশোধনের জন্য আপনারা কাজ করছেন। ভুল স্বীকার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।	দায় এড়ানো নয়, বরং দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করা।
আক্রমণ নয়, তথ্য	সমালোচক বা তাদের উৎসের প্রতি আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করবেন না। শুধু আপনার ফ্যাক্টস ও ডেটা তুলে ধরুন। ব্যক্তিগত বিতর্কে বা কাদা ছোড়াছুড়িতে জড়াবেন না।	ইউনিটের মর্যাদা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা।
ইতিবাচক কাউন্টার-ন্যারেটিভ	জবাবে শুধু ব্যাখ্যা না দিয়ে, এই সুযোগে ইউনিটের আদর্শিক কাজ, সামাজিক অবদান বা সাফল্যগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরুন।	জনগণের মনোযোগ অভিযোগ থেকে সাফল্যের দিকে সরিয়ে আনা।
আইনি পরামর্শ	যদি কোনো আইনি হুমকি বা মানহানির গুরুতর অভিযোগ আসে, তবে দ্রুত আইনি পরামর্শ নিন এবং সদস্যদের আইনি সীমা ও সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত করুন।	আইনি জটিলতা এড়ানো ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।

অযৌক্তিক ও বিদ্বেষমূলক আক্রমণের মোকাবেলা

যদি সমালোচনাটি ভিত্তিহীন বা বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তবে কৌশল হবে ঠান্ডা মাথায় তা নিষ্ক্রিয় করা।

- **নিরবচ্ছিন্ন আদর্শিক অবস্থান:** যদি আক্রমণটি ইউনিটের মৌলিক আদর্শের বিরুদ্ধে আসে, তবে নম্র কিন্তু দৃঢ়ভাবে ইসলামী আদর্শের ওপর আপনার অবস্থান পুনরায় নিশ্চিত করুন।
- **ব্যক্তিগত আক্রমণ উপেক্ষা:** সমালোচক যদি নেতার ব্যক্তিগত চরিত্রে বা সদস্যের ওপর ভিত্তিহীন আক্রমণ করে, তবে সেই ব্যক্তিগত বিষয়গুলো উপেক্ষা করুন। শুধু ইউনিটের বা কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অভিযোগের জবাব দিন।
- **প্রমাণভিত্তিক জবাব:** যদি মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়, তবে শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ (দখল) সহকারে জবাব দিন এবং তারপর বিষয়টি বন্ধ করে দিন। বিতর্কের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলুন।

দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা ও প্রভাব

বহিরাগত সমালোচনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সেই শিক্ষাগুলোকে কাজে লাগানো এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ধরে রাখা।

- **অভ্যন্তরীণ সার্কুলার ও শৃঙ্খলা:** বাইরের সমালোচনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতার পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ সার্কুলার জারি করে সদস্যদের আশ্বস্ত করা এবং ব্যক্তিগতভাবে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দেওয়া।
- **অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্লেষণ:** ইউনিট প্রধানের উচিত অভ্যন্তরীণভাবে সেই সমালোচনাটি পর্যালোচনা করা। যদি ভুলটি মিডিয়ার কাছে প্রকাশ হওয়ার কারণ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বা SOP-এর দুর্বলতা হয়, তবে দ্রুত তা সংশোধন করুন।
- **সমাধানের পরিকল্পনা:** সমালোচকের সামনেই বলুন যে আপনি এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবেন এবং কখন তা করা হবে। যেমন: "আমরা এই অভিযোগটি নিয়ে আগামী মিটিংয়ে আলোচনা করব এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাব।"
- **ফিডব্যাক লুপ (Feedback Loop):** সমালোচনাটির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার পর, যিনি সমালোচনা করেছেন তাকে অবশ্যই ফলাফল জানান। এতে তিনি মনে করবেন, তাঁর কথায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তিনি গঠনমূলক পরামর্শ দিতে আরও আগ্রহী হবেন।
- **সদস্যদের মানসিক সমর্থন:** সদস্যদের মধ্যে যেন এই মিডিয়া ট্রায়ালের কারণে হতাশা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য নৈতিক সমর্থন দিন।
- **স্বচ্ছতার অভ্যাস:** কাজের ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন, যাতে ভবিষ্যতে বাইরের কেউ ভুল তথ্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য ছড়ানোর সুযোগ না পায়।

ব্যক্তিগত সমালোচনা মোকাবিলার কৌশল

ব্যক্তিগত সমালোচনা (যা কোনো সদস্যের চরিত্র, দক্ষতা বা আচরণ নিয়ে আসে) একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। এই ধরনের সমালোচনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, ভ্রাতৃত্বের আদব এবং সাংগঠনিক জবাবদিহিতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে।

আদর্শিক ও মানসিক ভিত্তি

নেতা বা সদস্য, যাঁর বিরুদ্ধেই ব্যক্তিগত সমালোচনা আসুক, তাঁকে অবশ্যই এই মানসিকতা বজায় রাখতে হবে:

- **ইগো নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমাশীলতা:** ব্যক্তিগত সমালোচনাকে কখনও অহংকার দিয়ে মোকাবিলা করবেন না। যিনি সমালোচনা করছেন, তাঁকে আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দিন এবং বিষয়টি ভুলে যান।
- **তাওবা ও সংশোধনের নিয়ত:** সমালোচনা সত্য হলে এটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজেকে শুধরানোর সুযোগ হিসেবে দেখুন।

ব্যক্তিগত যাচাই ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া

সমালোচনার সত্যতা যাচাই এবং তার স্তর অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। যাচাই প্রক্রিয়া এবং প্রাথমিক সমাধানের প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

ক্ষেত্র ও কৌশল	নির্দেশাবলী	সাংগঠনিক প্রভাব
ব্যক্তিগতভাবে শোনা	একান্তে (One-on-One) সমালোচনা শুনুন এবং অন্য কারও সামনে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।	সমালোচনাকে 'গীবত'-এ পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা।
সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ	যদি সমালোচনাটি গুরুতর নৈতিক বা আর্থিক অভিযোগ হয়, তবে নেতাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ বা সাক্ষীদের বক্তব্য গোপনে গ্রহণ করতে হবে। এই হ্যান্ডবুক থেকে পড়ুন এই প্রশ্নের উত্তর- ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ মেটাতে হবে? ইউনিটের কোনো সদস্যের নামে অভিযোগ আসলে কিভাবে তদন্ত করতে হবে?	যাচাই প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করা।
যোগ্যতার সংযোগ	যদি সমালোচনার কারণ যোগ্যতার অভাব বা পুনরাবৃত্তিমূলক ভুল হয়, তবে শুধু ক্ষমা না চেয়ে: ক. ব্যক্তিগতভাবে তারবিয়াহ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। খ. যদি দুর্বলতাটি গুরুতর হয়, তবে ভূমিকায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করুন। ভূমিকা পরিবর্তন করা হলেও যেন	ত্রুটি সংশোধন ও দক্ষতা উন্নয়ন।

	সদস্যের মর্যাদা ও সম্মান বজায় থাকে এবং নতুন ভূমিকায় তার যোগ্যতা ও আগ্রহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়	
নেতার জবাবদিহিতা	যদি নেতা দেখেন তাঁর বিরুদ্ধে আসা দুর্বলতাগুলো সত্য এবং তিনি নিজে তা শুধরাতে পারছেন না, তবে তাঁর উচিত হবে ব্যক্তিগত দুর্বলতার বিষয়টি তাঁর নিজের তদারককারী বা মুরুব্বীকে জানানো এবং তাঁর কাছ থেকে মেন্টরশিপ নেওয়া।	নেতার ব্যক্তিগত নৈতিক সুরক্ষা ও জবাবদিহিতা।

কঠোর সীমা ও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

সম্পর্ক রক্ষার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে:

- **সীমা নির্ধারণ:** বারবার ব্যক্তিগত আক্রমণকারী বা ধ্বংসাত্মক সমালোচককে দৃঢ়তার সাথে বলুন যে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক আক্রমণের অনুমতি নেই।
- **আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট:** বারবার ব্যক্তিগত আক্রমণের পরেও যদি সমালোচক না থামেন এবং এটি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তবে এটিকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করে সরাসরি নেতার রিপোর্টিং বস বা মুরুব্বী (দ্বন্দ্ব নিরসন চ্যানেল)-এর কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

সমালোচকের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

প্রতিশোধমূলক আচরণ নিষিদ্ধ। নেতা বা ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি ভুল স্বীকার ও সংশোধন করার পর যেন সেই সমালোচকের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা প্রতিশোধমূলক আচরণ না করেন—সাংগঠনিকভাবে এটি কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। সমালোচকের সুরক্ষা ইউনিটের নৈতিক দায়িত্ব।

বহিরাগত ব্যক্তিগত আক্রমণ মোকাবিলা

যদি কোনো নেতা/সদস্যের ব্যক্তিগত জীবন বা অতীত নিয়ে বাইরের উৎস (মিডিয়া বা প্রতিপক্ষ) থেকে আক্রমণ আসে, তবে কৌশলটি ভিন্ন হবে:

- **সমস্যার সংজ্ঞা:** যে ব্যক্তিগত দুর্বলতা সরাসরি ইউনিটের মনোবল, কাজের সময়সূচি বা ইউনিটের সুনামের ক্ষতি করে, তাকে "সাংগঠনিকভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিগত দুর্বলতা" হিসেবে গণ্য করতে হবে।
- **কৌশলগত নীরবতা:** যে ব্যক্তিগত আক্রমণ ভিত্তিহীন, গুজব বা সাংগঠনিক লক্ষ্যকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে না, তা নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে কৌশলগত নীরবতা (Strategic Silence) অবলম্বন করাই উত্তম। তবে, দীর্ঘ নীরবতা বজায় রাখার আগে মিডিয়া টিমের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি 'নীরব থাকার সময়সীমা' (Silent Deadline) নির্ধারণ করতে হবে।

- **জনসমক্ষে বিবৃতি:** যদি ব্যক্তিগত আক্রমণটি এতদূর যায় যে তা জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে, তবে "বহিরাগত সমালোচনা মোকাবিলার কৌশল" অনুসরণ করে শুধুমাত্র সেই অভিযোগের বিপরীতে সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও তথ্যভিত্তিক বিবৃতি প্রকাশ করুন। ব্যক্তিগত আবেগে জড়াবেন না।

পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবন

৯৮। বাবা-মা অ্যাক্টিভিসমের কাজে বাধা দিলে করণীয় কী?

অনেক বাবা-মা-ই সন্তানদের ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম নিয়ে চিন্তিত থাকেন এবং অনেকে বাধা দেন। তারা সাধারণত কোনো আদর্শিক অবস্থান থেকে বাধা দেন এমন হয়না। বরং বাবা-মায়ের বাধা দেওয়ার প্রধান কারণগুলো হলো নিরাপত্তা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের উদ্বেগ।

শরীয়াহর দৃষ্টিতে বাবা-মায়ের প্রতি ইহসান (উত্তম আচরণ) করা এবং তাদের বাধ্য থাকা (যদি না তারা আল্লাহর অবাধ্য হতে বলেন) আবশ্যক। তাই এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জ্ঞান, ধৈর্য, সহানুভূতি এবং কৌশলের প্রয়োজন।এখানে করণীয় বিষয়গুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করা হলো:

উদ্বেগের কারণ ও শরীয়াহর অবস্থান বোঝা

প্রথমত, বাবা-মা কেন বাধা দিচ্ছেন, তা বুঝতে চেষ্টা করুন। তাদের উদ্বেগের সমাধান করাই হবে প্রথম ধাপ।

- বাবা-মা প্রায়শই সন্তানের শারীরিক নিরাপত্তা বা সমাজে অপবাদের ভয় করেন। তাদের কাছে নিশ্চিত করুন যে আপনার কাজগুলো সম্পূর্ণ শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে থেকে এবং নিরাপদ পরিবেশে করা হচ্ছে।
- তারা মনে করতে পারেন অ্যাক্টিভিসম আপনার পড়াশোনা বা পেশাগত জীবনের ক্ষতি করছে। আপনাকে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে দেখাতে হবে যে আপনার অ্যাক্টিভিসম আপনার দক্ষতা ও নৈতিকতাকে আরও উন্নত করছে।
- অনেক সময় বাবা-মা অ্যাক্টিভিসম সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না। তাদের কাছে আপনার শিক্ষামূলক বা সামাজিক কাজের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। এটা কেন দরকার, কওমের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার এই কাজে তাদেরও কেন যুক্ত হওয়া উচিত, তা ঠান্ডা মাথায় ভালোভাবে বোঝান।
- তাদেরকে আপনার ইউনিটের ক্যাম্পেইন বা পাঠচক্রে নিয়ে যান (যদি শরীয়াহসম্মতভাবে সম্ভব হয়)। তাদের কাছ থেকে ফান্ড বা লজিস্টিক সহায়তা নিন। কাজে যুক্ত হলে তাদের ভুল ধারণা ভেংগে যাবে ইনশা আল্লাহ।
- পারিবারিক দায়িত্ববোধ জাগান। বাবা-মাকে বলুন, "আল-আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার" (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) শুধু আমার নয়, আমাদের পরিবারের একটি যৌথ দায়িত্ব । আমি যখন এই কাজগুলো করি, তখন আমি আপনাদের পক্ষ থেকেও সেই দায়িত্ব পালনে সহায়তা করি। আমাকে সমর্থন করার মাধ্যমে আপনারা এই বৃহত্তর ইবাদতে অংশ নিচ্ছেন।
- মনে রাখবেন, আল্লাহর আনুগত্যের পরই বাবা-মায়ের আনুগত্য। তবে, যদি বাবা-মা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত কোনো কাজের নির্দেশ দেন (যেমন: সালাত ত্যাগ করতে বলা), সেক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না, তবে তাদের সাথে উত্তম আচরণ বজায় রাখতে হবে।

মন জয় করুন

সরাসরি বিরোধিতা না করে, আলোচনা ও উদাহরণের মাধ্যমে তাদের মন জয় করুন।

- অ্যাক্টিভিসমের কারণে যেন বাবা-মায়ের প্রতি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলিত না হয়। তাদের সেবা, যত্ন ও আনুগত্য আরও বাড়িয়ে দিন। সংসারের টুকিটাকি কাজে সাহায্য সহযোগিতা করুন, ছোটো ভাই-বোনদের যত্ন নিন। মাঝে মাঝে ফলমূল বা ছোট গিফট কিনে নিয়ে যান। আপনার চরিত্রগত উৎকর্ষ যেন তাদের কাছে আপনার অ্যাক্টিভিসমের প্রথম প্রমাণ হয়।
- প্রথমে ছোট পরিসরে, বাবা-মাকে না জানিয়ে নয়, বরং তাদের সম্মতি নিয়ে কাজ শুরু করুন। এমন কাজ বেছে নিন যা তারা পছন্দ করেন বা ঘরে বসে করা যায় (যেমন: লেখালেখি, ডিজাইন, অনলাইন ক্লাস)। এতে তারা স্বস্তি অনুভব করবেন। এভাবে কিছুদিন কাজ করে যেতে থাকলে আপনার ও অ্যাক্টিভিসমের ব্যাপারে তাদের আস্থা তৈরি হবে। এরপর ধীরে ধীরে কাজের ধরণ ও পরিধি বৃদ্ধি করতে থাকুন।
- পরিবারের শ্রদ্ধেয় কোনো মুরব্বি, নিকটাত্মীয়, সিনিয়র ভাই বা বিশ্বস্ত আলেমকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করুন, যিনি তাদের বুঝিয়ে বলবেন যে আপনার কাজ শরীয়াহসম্মত ও উপকারী।
- সমাজে সফল ও সম্মানিত এমন ব্যক্তিদের উদাহরণ দিন, যারা পেশাগত জীবনের পাশাপাশি শরীয়াহর সীমায় থেকে দ্বীনি অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত আছেন।

নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা

- বাবা-মায়ের দুটি প্রধান উদ্বেগ (নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ) নিয়ে সুনির্দিষ্ট সমাধান পেশ করুন।
- আপনার ইউনিটের নিরাপত্তা প্রটোকল (যেমন: ফ্রি মিক্সিং মুক্ত পরিবেশ, যাতায়াতের ব্যবস্থা, জরুরি যোগাযোগ পদ্ধতি) সম্পর্কে তাদের অবগত করুন।
- বাবা-মায়ের কাছে স্বচ্ছতার সাথে আপনার কাজের সময়সূচি ও স্থান জানিয়ে দিন। প্রয়োজনে কোনো বিশ্বস্ত সিনিয়র ভাইয়ের ফোন নম্বর তাদের কাছে রাখুন, যাতে তারা যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন। এটি আপনার প্রতি তাদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করবে।
- অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত হওয়ার কারণে আপনার যোগাযোগের দক্ষতা, সময় ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ক্ষমতা বা লেখালেখির মতো পেশাগত দক্ষতাগুলো কীভাবে বেড়েছে, তা তুলে ধরুন।
- বাবা-মাকে বলুন, দ্বীনের কাজ আপনাকে একজন দায়িত্বশীল ও ফোকাসড মানুষে পরিণত করেছে, যা আপনার একাডেমিক বা পেশাগত জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বাবা-মায়ের সেবা করা, ভাই-বোনদের দ্বীনের পথে ডাকা, এবং পারিবারিক পরিবেশকে ইসলামি মূল্যবোধ দিয়ে সাজানো আপনার জন্য বড় ইবাদত।আপনি যদি এই ধাপগুলো অনুসরণ করেন, তবে ইনশা আল্লাহ বাবা-মায়ের মন নরম হবে এবং তারা একসময় আপনার কাজের সমর্থক হয়ে উঠবেন।

বাবা-মাকে কাজের ব্যাপারে আশ্বস্ত করার জন্য তাদের সাথে কিভাবে কথা বলবেন? কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো। আশাকরি মূলভাব বা নির্যাসটা বুঝে নিয়ে আপনাদের বাবা মায়ের মন মেজাজ বুঝে আপনারা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে

নিতে পারবেন ইনশা আল্লাহ। বাবা মায়ের এই সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে কথা বলার সময় **সহানুভূতি, যুক্তি এবং বিনয়** ব্যবহার করা আবশ্যক।

শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দিয়ে শুরু করা

আলোচনার শুরুতে তাদের উদ্বেগকে সম্মান জানিয়ে আস্থা তৈরি করুন।

"বাবা/মা, আমি জানি আপনারা সবসময় আমার ভালো চান, আর আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের খেদমতকেই বড় ইবাদত মনে করি। আমার কোনো কাজ যেন আপনাদের কষ্ট না দেয়, আমি সব সময় সেই চেষ্টা করি।" *(উদ্দেশ্য: আনুগত্যের নিশ্চয়তা দিয়ে আলোচনা শুরু করা)*

"আমার অ্যাক্টিভিসম নিয়ে আপনাদের যে চিন্তা বা ভয় আছে, তা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই আপনারা আমার কাজগুলো জানুন এবং বুঝুন।" *(উদ্দেশ্য: তাদের উদ্বেগকে স্বীকার ও সম্মান জানানো)*

উদ্বেগের কারণ ধরে সমাধান পেশ করা

নিরাপত্তা, সময় এবং ক্যারিয়ার নিয়ে তাদের প্রধান চিন্তাগুলোর জবাব দিন।

বাবা-মায়ের উদ্বেগ	আপনার বিনয়ী উত্তর (ভাইদের প্রেক্ষাপটে)
নিরাপত্তা ও দুর্নাম	"আমাদের কাজের ফোকাস হলো সমাজের কল্যাণ। আমাদের ইউনিটের কাজগুলো সিনিয়র, স্থানীয় মুরুব্বিদের সাথে আলোচনা করে করা হয়। আমাদের দিক থেকে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুট-ঝামেলায় জড়ানোর সুযোগ নেই। আমি যাদের সাথে মিলে কাজগুলো করি তাদের সাথে আপনাদের পরিচিত করিয়ে দেব। দেখবেন তারা এক একজন কি চমৎকার মানুষ" *(উদ্দেশ্য: আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা)*
পড়াশোনা/সময়ের অপচয়	"এই কাজগুলো করতে গিয়েই আমার সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, মানুষের সাথে যোগাযোগের ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব গুণ বেড়েছে। এই দক্ষতাগুলো তো আমার ক্যারিয়ারের জন্যই দরকারি। আপনি আমার একাডেমিক বা পেশাগত অগ্রগতি দেখুন, কোনো নেতিবাচক পরিবর্তন পাবেন না।" *(উদ্দেশ্য: কাজের ইতিবাচক ফল ও দক্ষতার প্রমাণ দেওয়া)*
রাজনীতি/ভুল ধারণা	"আমি কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক দলের কাজ করছি না। আমরা মূলত তরুণদের মাদকাসক্তি, হতাশা, আত্মহত্যা, স্ক্রিন আসক্তি, বৃদ্ধাশ্রম বা পারিবারিক ভাঙন—এই সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করি, যাতে যুবসমাজ ইসলামের পথে আসে। এগুলো সবই সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজ " *(উদ্দেশ্য: কাজের সঠিক প্রকৃতি তুলে ধরা)*

দ্বীনের আলোকে কাজের গুরুত্ব বোঝানো

অ্যাক্টিভিসম কেন প্রয়োজন, তা বিনয়ের সাথে তুলে ধরুন-

- "বাবা/মা, আমাদের আশেপাশে অনেক তরুণ ফিতনার কারণে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমি যদি সরাসরি মাঠে নেমে কাউকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি, অথবা আমাদের ইউনিটে আর্থিক সহায়তা দিয়ে একটি ভালো কন্টেন্ট বানাতে সাহায্য করি, তবে ইনশা আল্লাহ সেটা আমার জন্য এবং আপনাদের জন্যও 'সাদাকাহয়ে জারিয়াহ' হবে। আপনারা আমাকে সুযোগ দিলে আপনারা এই সওয়াবের ভাগীদার হবেন।" *(উদ্দেশ্য: সওয়াবের অংশীদার হওয়ার অনুভূতি জাগানো)*
- "আপনারা আমাকে এই কাজে সাহায্য করলে, আমার সাহস ও মন মানসিকতা আরও ভালো থাকে। কারণ 'আল-আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) আমার ঈমানের অংশ। এই মানসিক শান্তি আমার ইবাদতে এবং আপনাদের সেবাতেও প্রভাব ফেলে।" *(উদ্দেশ্য: ব্যক্তিগত উন্নতির সাথে দ্বীনি কাজের সম্পর্ক দেখানো)*

কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করা

তাদের শর্ত মেনে কাজ করার সম্মতি নিন-

- "আমি জানি আপনারা চিন্তিত। তাই, আমি এই মাস থেকে কেবল সপ্তাহে এই এই দিন (নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করুন, যেমন: শুক্র ও শনিবার) একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য কাজ করব। কাজ শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের জানাব বা বাড়িতে ফিরে আসব।" *(উদ্দেশ্য: সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব করা)*
- "আপনারা যদি রাজি থাকেন, তবে আপাতত শুধু ঘরের বাইরের লজিস্টিক কাজগুলো (যেমন: বই কেনা বা লিফলেট বিতরণ) আমাকে করতে দিন। আমি নিজের দায়িত্ব পালন করে আপনাদের আস্থা অর্জন করব, ইনশা আল্লাহ।" *(উদ্দেশ্য: ছোট পরিসরে শুরু করার অনুমতি চাওয়া)*

৯৯। পরিবারের সদস্যদের অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করার পদ্ধতি কী?

পরিবারের মানুষকে অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করতে পারলে একদিকে যেমন তাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না, তেমনি অ্যাক্টিভিসমের ভিত্তিও অনেক শক্তিশালী ও সহজ হবে। পরিবারের মানুষকে অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করার কৌশলগুলো সাধারণত **সূক্ষ্ম, বাস্তবধর্মী এবং তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহের** উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।পরিবারের সদস্যদেরকে তাদের সক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী ধাপে ধাপে অ্যাক্টিভিসমের সাথে যুক্ত করার কৌশলগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো

ঘরের কাজকে অ্যাক্টিভিসম ও ইবাদত হিসেবে গণ্য করা

পরিবারের সদস্যদেরকে বোঝান যে ঘরের ভেতরের কাজও দ্বীনের জন্য বড় ইবাদত ও অ্যাক্টিভিসম।

- স্ত্রী/মা:
    - **লজিস্টিক সাপোর্ট:** অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য খাবার তৈরি করা, ভাইদের জন্য বই বা লিফলেট প্যাকেজিং-এর কাজ করা, অথবা তাদের ব্যবহৃত কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখা—এগুলোকে **সওয়াবের কাজ ও অ্যাক্টিভিসমের অংশ** হিসেবে যুক্ত হতে তাদের উৎসাহিত দিন।
    - **আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** পরিবারের সঞ্চয় থেকে দ্বীনের পথে নিয়মিত দান (সাদাকাহ) করার ব্যাপারে মা বা স্ত্রীকে উৎসাহিত করুন।
- বাবা/মামা/চাচা (বয়স্করা):
    - **পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা:** তাদের দীর্ঘদিনের পেশাগত ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে অ্যাক্টিভিসমের কৌশল নির্ধারণে ব্যবহার করুন। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চান এবং তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনুন।
    - **অর্থনৈতিক সহায়তা:** তাদেরকে সাদাকাহয়ে জারিয়াহর গুরুত্ব বোঝান। তাদের কাছ থেকে ফান্ড নিন।

দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী দ্বীনের কাজে যুক্ত করা

সদস্যদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বা শখের সাথে অ্যাক্টিভিসমের কাজে যুক্ত করুন।

পারিবারিক সদস্য	আগ্রহ/দক্ষতা	অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করার উপায়
ছোট ভাই/বোন	প্রযুক্তি, গ্রাফিক্স, ভিডিও দেখা	তাদের দিয়ে ভিডিও এডিটিং, টাইপিং বা গ্রাফিক ডিজাইন-এর সহজ কাজগুলো করান। সুযোগ থাকলে অফলাইনের কাজে যুক্ত করুন।
পড়ুয়া সদস্য	লেখালেখি, গবেষণা	ন্যারেটিভ নির্মাণের জন্য তথ্য সংগ্রহ (Research) বা ছোট নিবন্ধের প্রুফরিডিং-এর দায়িত্ব দিন।
মা/দাদী/নানী	রান্না, সেলাই, হস্তশিল্প	ইভেন্টের জন্য রান্না করে দেওয়া বা কোনো কাজে (যেমন: শীতবস্ত্র সংগ্রহ, লিফলেট ভাজ) সাহায্য নিন।
বাবা/দাদা/ নানা/মামা/চাচা বয়স্ক পুরুষ সদস্য	ড্রাইভিং, বাজার করা, হিসাবরক্ষণ, বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা	যাতায়াতে সহায়তা (যেমন: অ্যাক্টিভিস্টদের ইভেন্টস্থলে পৌঁছে দেওয়া), ইভেন্টের জন্য লজিস্টিক বাজার করা (পাইকারি দোকান থেকে), বা অর্থের হিসাব রাখা। এলাকার বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা, ফান্ড সংগ্রহ, স্কুল কলেজ, মসজিদে ক্যাম্পেইনের অনুমতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের প্রভাব কাজে লাগান। বিশেষ করে মামা, নানা, দাদা চাচারা এ ব্যাপারগুলোতে সাহায্য করেন।

বড় ভাই/ ছোটো চাচা,মামা	কেনাকাটা, বই পড়া, বিতরণ, ক্যাম্পেইনে যুক্ত করা	বই বা লিফলেট নির্দিষ্ট স্থান থেকে কিনে আনা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পৌঁছে দেওয়া। লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং ইত্যাদিতে যুক্ত করা।
পরিবারের যেকোনো সদস্য	মানুষের সাথে কথা বলা, সম্পর্ক স্থাপন	কোনো বয়স্ক বা অসুস্থ পরিচিত আত্মীয়কে নিয়মিত ফোন করে বা দেখতে যাওয়া, খোঁজখবর নেওয়া। এটিকে ব্যক্তিগত দাওয়াহ বা সমাজসেবার অংশ হিসেবে উৎসাহিত করা।
বয়স্ক নারী/পুরুষ (যাদের শারীরিক দুর্বলতা আছে)	দু'আ, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা	অ্যাক্টিভিস্টদের কাজের জন্য নিয়মিত দু'আ করা এবং সালাতের পর বিশেষ মোনাজাত-এ তাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

মূল কথা হলো পরিবারের সকল সদস্যকে আপনি কোনো না কোনোভাবে অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করবেন। সেটা হতে পারে ৫০ টাকা অনুদান নেওয়ার মাধ্যমে বা প্রভাব, পরিচিতি কাজে লাগিয়ে মসজিদ, স্কুল কলেজে ক্যাম্পেইনের সুযোগ পাওয়া বা যেকোনো কিছু।

ভালোলাগার অনুভূতি সৃষ্টি

- আপনার অ্যাক্টিভিসমের সফলতা, ভালো অভিজ্ঞতা বা ইতিবাচক ফলাফলগুলো পরিবারের সাথে নিয়মিত আলোচনা করুন। এই কথাগুলো তাদের মধ্যে গর্ব ও ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করবে।
- অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে যে জীবন পরিবর্তনকারী ইতিবাচক ঘটনাগুলো ঘটে (যেমন: কোনো হতাশ তরুণ কীভাবে আলোর দিশা পেল), সেই গল্পগুলো বিস্তারিতভাবে পরিবারের সাথে শেয়ার করুন। এতে তারা অনুভব করবে যে তাদের লজিস্টিক সাপোর্ট একটি বড় সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।
- কোনো ইভেন্ট সফল হলে বা কোনো বড় অর্জন হলে পরিবারের সদস্যদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ দিন এবং জনসম্মুখে তাদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে বলুন।
- বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সচেতন সদস্যদের সাথে আলোচনা করুন এবং তাদের মতামত নিন। এতে তারা অনুভব করবে যে তারা শুধু সাহায্যকারী নন, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশীদার।

পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করুন

- পরিবারের সবাইকে নিয়ে হাদীস বা ইসলামি বই-পুস্তকের উপর পাঠচক্র করুন। দ্বীনের কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে পারে এমন প্রাসঙ্গিক লেকচার শুনতে দিতে পারেন।
- মাঝে মাঝে ইউনিটের বিশ্বস্ত ও বিনয়ী কিছু সদস্যকে বাড়িতে রাতের খাবারের জন্য দাওয়াত দিন। এতে পরিবারের সদস্যরা দেখবে যে আপনি যাদের সংগে কাজ করেন তাঁরা কেমন দ্বীনদার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী।
- একসঙ্গে নিকটবর্তী কোনো বৃদ্ধাশ্রম বা এতিমখানায় খাবার রান্না করে বা উপহার নিয়ে যান।

- পরিবারের সদস্যদের সুবিধা অনুযায়ী সময়সূচি নির্ধারণ করুন। অ্যাক্টিভিসম যেন তাদের ওপর বাড়তি বোঝা না হয়, বরং তা যেন তাদের দৈনন্দিন রুটিনের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মিশে যেতে পারে।
- অ্যাক্টিভিসমকে সফল করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পরিবারের সদস্যদের জন্য নিয়মিত তাহাজ্জুদ, সালাতের পর বা অন্য যেকোনো সময়ে আন্তরিকভাবে দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তাদের অন্তর নরম করে দেন। তাদের সামনেই তাদের জন্য দু'আ করুন, যেন তারা অনুভব করতে পারে যে দ্বীনের কাজে তাদের সফলতাও আপনি কামনা করেন।

ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রোএক্টিভ ভূমিকা পালন

- ইউনিটের পক্ষ থেকে পরিবারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।
- যেমন ইউনিটের পক্ষ থেকে বাবা-মায়ের কাছে বিনয়ী চিঠি পাঠানো, যেখানে সন্তানের কাজের গুরুত্ব, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি ইউনিটের অঙ্গীকার উল্লেখ থাকবে।
- মাঝে মাঝে পারিবারিক ইভেন্ট আয়োজন করুন। এখানে অ্যাক্টিভিস্টদের বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দাওয়াত দিন। পারস্পরিক উঠাবসার মাধ্যমে তাঁরা আপনাদের কাজ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করতে পারেন। পাশাপাশি সদস্য এবং সদস্যদের পরিবারদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা তৈরির ক্ষেত্রে এমন প্রোগ্রাম খুবই কার্যকরী।

পরিবারকে যুক্ত করার মূল চাবিকাঠি হলো **'প্রেসার' না দিয়ে 'পুল' করা**। অর্থাৎ, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি না করে, **ভালোবাসা, আগ্রহ ও সম্মান** দিয়ে কাজের দিকে আকর্ষণ তৈরি করা। পরিবারের সদস্যরা স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সাথে যুক্ত হলে সেই অ্যাক্টিভিসম হবে অত্যন্ত **টেকসই এবং ফলপ্রসূ**।

১০০। অ্যাক্টিভিসমে সময় দিতে গিয়ে পরিবারের সাথে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। পরিবারের কোনো কোনো সদস্য দ্বীনের ব্যাপারেই বিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়গুলো কিভাবে মোকাবেলা করা হবে?

ইসলামী অ্যাক্টিভিসমের পথে একটি বড় ফিতনা হলো বাইরের কাজে মনোযোগ দিতে গিয়ে নিজের পরিবারের মৌলিক অধিকার ও দ্বীনি দায়িত্ব অবহেলিত হতে পারে। এখানে এই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবিলার কার্যকরী কৌশলগুলো আলোচনা করা হলো:

পরিবারকে ভুলে যাচ্ছি কি না?

রাসূল ﷺ বলেন,

"তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী, এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।" [৩৫]

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।[৩৬]"

পরিবারকে ভুলে যাচ্ছেন কি না, তা বুঝতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করুন:

পর্যালোচনা ক্ষেত্র	প্রশ্ন	করণীয়
পারিবারিক দায়িত্ব	বাবা-মায়ের সেবা, স্ত্রীর হক বা সন্তানদের প্রতিপালনে কি ঘাটতি হচ্ছে? আপনি শারীরিকভাবে বাড়িতে থাকলেও কি মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে অ্যাক্টিভিসমের কাজের চাপে থাকেন?	অ্যাক্টিভিসমের সময়সূচির আগে বা পরে পারিবারিক দায়িত্বের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করুন।
আচরণের পরিবর্তন	অ্যাক্টিভিসমের কারণে কি আপনার আচরণে মেজাজ, ধৈর্য বা ব্যবহারের রুক্ষতা এসেছে? বাইরের মানুষের সাথে আপনার আচরণ কি পরিবারের সদস্যদের চেয়ে বেশি উত্তম? ঘরের মধ্যে কি আপনি সহজেই মেজাজ হারান বা হতাশ হয়ে যান?	মনে রাখুন, উত্তম চরিত্রই (আখলাক) সবচেয়ে বড় দাওয়াহ। আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রথম দাওয়াহর টার্গেট।
দ্বীনি ভিত্তি	আপনার নিজস্ব ইবাদতে (যেমন: ফরয সালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির) কি অবহেলা আসছে?	অ্যাক্টিভিসমের সময় যেন ফারয ইবাদত এবং ব্যক্তিগত ইলম অর্জনের সময় নষ্ট না হয়।

দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ মোকাবিলার কৌশল

পরিবারের মধ্যে কেউ দ্বীন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, তবে তা মোকাবিলার জন্য অত্যন্ত কৌশলগত দাওয়াহ প্রয়োজন।

ক. সহানুভূতি ও ধৈর্য

[৩৫] সহিহ বুখারি,হাদীসনং-৮৯৩
[৩৬] সূরা তাহরীম, ৬

- **বিদ্বেষের কারণ বোঝা:** তাদের বিদ্বেষের কারণ সম্ভবত আপনার কাজের প্রতি নয়, বরং আপনার **সময়ের অভাব, আপনার কাজের পদ্ধতি, বা আপনার কঠোর মনোভাবের** প্রতি হতে পারে। কঠোর সমালোচনা বা রূঢ় ভাষা ব্যবহার না করে, তাদের উদ্বেগকে সহানুভূতি দিয়ে শুনুন।
- **আচরণে প্রমাণ:** তাদের সাথে কথা বলার চেয়ে, আপনার আচরণ দিয়ে প্রমাণ করুন যে দ্বীন আপনাকে আরও ভালো সন্তান, ভাই বা স্বামী বানিয়েছে। আপনার হাসিখুশি থাকা, সাহায্য করার মানসিকতা এবং দায়িত্ববোধ তাদের মন নরম করবে।
- **শর্তহীন ভালোবাসা:** দেখান যে আপনি তাদের ভালোবাসেন এবং সম্মান করেন। ভালোবাসা এবং সম্মান দাওয়াহর প্রথম দরজা খুলে দেয়।

খ. অ্যাক্টিভিসমের কৌশল পরিবর্তন

- আপনার অ্যাক্টিভিসমে পরিবারের সদস্যদের যুক্ত করুন। যেমন- আপনার লেখার বা ডিজাইনের কাজে ছোট ভাই/বোনের সাহায্য নিন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোনো সেবামূলক কাজে (যেমন :দুস্থদের জন্য খাবার তৈরি) অংশ নিন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে "কিভাবে পরিবারের সদস্যদের অ্যাক্টিভিসমে যুক্ত করতে হবে" প্রবন্ধে।
- তাদের কাছে ইসলামকে শুষ্ক বিধি-নিষেধের সমষ্টি হিসেবে তুলে না ধরে, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, বা জীবনের সমস্যা সমাধানের আলোকে তুলে ধরুন।যেমন: যদি তারা হতাশায় ভোগে, তবে হতাশা নিয়ে ইসলামের সমাধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরুন।
- পরিবারের কাছে শ্রদ্ধেয় কোনো জ্ঞানী আলেম বা আত্মীয়কে দাওয়াহর জন্য ব্যবহার করুন।
- বাইরের কাজের মানসিক চাপ (যেমন: সমালোচনা, বিরোধিতা, ব্যর্থতা) ঘরে আসার আগেই পরিহার করুন। ঘরের পরিবেশ যেন পরিবার ও আপনার জন্য 'দারুস সালাম' (শান্তির নিবাস) হয়।পরিবারের সাথে হালকা, হাসিখুশি ও বিনোদনমূলক আলোচনা করুন। দ্বীনি নয় এমন বিষয়ও হতে পারে (যেমন: সেই দিনের কোনো মজার ঘটনা)। এটি তাদের মধ্যে আপনার প্রতি স্বস্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে ইনশা আল্লাহ। "নবী ﷺনিজেও পরিবারের সাথে সময় কাটাতেন, হাসতেন, কাজ করতেন, এমনকি খেলতেনও।
- আপনার অ্যাক্টিভিসম ইউনিটের আমীর বা একজন বিশ্বস্ত সিনিয়র ভাইয়ের কাছে পারিবারিক হক্ব পালনের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় জবাবদিহিতা পেশ করুন।সিনিয়রকে জানান যে আপনি সপ্তাহে বা মাসে কতটুকু সময় পরিবারকে দিচ্ছেন এবং তিনি যেন মাঝে মাঝে আপনাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন।এটি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আপনার পারিবারিক দায়িত্বের প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হতে বাধ্য করবে। একই সাথে, কোনো পারিবারিক সংকটের সৃষ্টি হলে, আপনার সিনিয়র ভাইটি আপনার বাবা-মায়ের কাছে আপনার পারিবারিক দায়িত্ববোধের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।
- আপনার অ্যাক্টিভিসম জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রস্তুত করুন।নবী-রাসূলদের (আ.) দাওয়াহর পথে পারিবারিক বাধা ও কষ্টের ইতিহাস আলোচনা করুন এতে তারা বুঝবেন যে, দ্বীনের পথে বাধা আসা স্বাভাবিক এবং এই বাধা ইসলামী ইতিহাসের অংশ। এটি তাদের মানসিকতাকে শক্তিশালী করবে এবং আপনার কাজকে নবীওয়ালা মিশন হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করবে, নিছক 'রাজনৈতিক কাজ' হিসেবে নয়।
- পরিবারের সদস্যদেরকে স্পষ্টভাবে বোঝান যে, দ্বীনের পথে সময় ও অর্থ ব্যয় করলে তা 'বারাকাহ' (বরকত) নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) হাদিস এবং কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করুন, যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয়

করলে বা তাঁর হুকুম মানলে আল্লাহ সেই সময় বা সম্পদে বহুগুণ বৃদ্ধি দান করেন। উদাহরণ দিন যে, আপনি কম সময় দিলেও আপনার কাজে বা আয়ে আল্লাহর রহমতে বেশি ফল আসছে।এটি তাদের এই বিশ্বাসে উৎসাহিত করবে যে, আপনার অ্যাক্টিভিসম তাদের 'ক্ষতি' করছে না, বরং 'সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি' আনছে। এটি বিশেষ করে বয়স্ক সদস্যদের বা আর্থিক বিষয়ে উদ্বিগ্ন স্ত্রীকে শান্ত করতে সাহায্য করবে।

গ. সময় ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন

- দৈনন্দিন রুটিনে এমন একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন: রাতের খাবারের পর বা মাগরিবের পর) রাখুন, যা সম্পূর্ণরূপে পরিবারকে দেবেন। এই সময় ফোনেও অ্যাক্টিভিসমের কাজ করবেন না। মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর 'নো-স্ক্রিন' নীতি অনুসরণ করুন, যাতে মনোযোগের গুণগত মান নিশ্চিত হয়।
- ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতে হবে তা জরুরি নয়। তবে যেটুকু সময় দেবেন, তা যেন পূর্ণ মনোযোগের সাথে হয়। এই সময়টুকুতে অ্যাক্টিভিসমের মানসিক চাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

আপনার ঘর যদি শান্তির নিবাস (দারুস সালাম) হয়, তবে সেই শান্তি ও বারাকাহ আপনার বাইরের দ্বীনের কাজকেও ইনশা আল্লাহ অনেক বেশি প্রশস্ত ও ফলপ্রসূ করবে।

পেশাজীবি ও নারী

১০১। মা-বোনেরা কিভাবে অ্যাক্টিভিসম করবেন এবং কিভাবে ফ্রি মিক্সিং এড়ানো যাবে?

অনেক বোনই দ্বীনের দাওয়াহ ও সামাজিক অ্যাক্টিভিসমের কাজে অংশ নিতে আগ্রহী, কিন্তু কীভাবে শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে থেকে এই কাজ করা যায়, তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধায় ভোগেন। তাদের জন্য এখানে কিছু কার্যকরী পরামর্শ দেওয়া হলো-

১. অ্যাক্টিভিসমের ক্ষেত্র ও কৌশল:

শরীয়াহ অনুযায়ী, বোনেরা সাধারণত পুরুষদের মাঝে সরাসরি লিফলেট বিতরণ বা নসিহত করতে পারবেন না। তাই তাদের দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসমের মূল ক্ষেত্র হবে পরিবারের মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম) সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের মধ্যে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই কার্যকরভাবে কাজ করা সম্ভব ইনশা আল্লাহ।

- **জীবনঘনিষ্ঠ ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা:** হারাম রিলেশনশিপ, স্ক্রিন আসক্তি, পর্ন আসক্তি, হতাশা, আত্মহত্যা, নারীবাদ, ক্যারিয়ার, মাতৃত্ব, নিকাব পরার অধিকার ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ ও সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলুন। সেকুলারিজম যে এই সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ, তা তুলে ধরুন।
- **নারী-কেন্দ্রিক ক্যাম্পেইন:** বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌতুক, ঘর সংসার সামলানো, সন্তান প্রতিপালন, বিয়েতে অপচয়, টিকটক কালচার, ফ্যাশন আসক্তি ইত্যাদি নিয়ে সচেতনতামূলক কাজ করুন।
- **পাঠচক্র ও আলোচনা সভা:** আপনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের নিয়ে একটি ছোট পাঠচক্র বা আলোচনা সভা করতে পারেন। এমন বই বা লেকচার নিয়ে আলোচনা করুন যা তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান দেয়। 'পরকালের পথে যাত্রা'র[৩৭] মতো লেকচারগুলো তাদের মাঝে পরকাল সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
- **আকর্ষণীয় দাওয়াহ সামগ্রী:** এমন বই বা ম্যাগাজিন নির্বাচন করুন যা তাদেরকে আকৃষ্ট করবে। যোলো ম্যাগাজিন 'আকাশের ওপারে আকাশ' (লস্ট মডেস্টি), এপিটাফ (সাজিদ ইসলাম), অনেক আঁধার পেরিয়ে (জাভেদ কায়সার রহিমাহুল্লাহ) 'তুমি ফিরবে বলে (ফিলেম ভার্সন- জাকারিয়া মাসুদ) -এর মতো জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় নিয়ে লেখা বই ঘরে রাখতে পারেন,উপহার দিতে পারেন। এগুলো ইনশা আল্লাহ তাদের জন্য উপকারী হবে।
- **বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি:** অশ্লীল বিনোদনের বিকল্প হিসেবে ভালো ইসলামিক বই, ম্যাগাজিন, বা উপকারী ইউটিউব চ্যানেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন।
- **চরিত্রগত দাওয়াহ:** আপনার পোশাক, কথাবার্তা, এবং আচরণ দিয়েই একটি শক্তিশালী দাওয়াহ করা সম্ভব ইনশা আল্লাহ। আল্লাহভীরু, সবাইকে সাহায্য করার মানসিকতা রাখেন, সন্তানদের তাওহীদবাদী হিসেবে প্রতিপালন করেন, এমন একজন আদর্শ মুসলিমাহ হিসেবে পরিচিত হওয়া সবচেয়ে কার্যকর দাওয়াহ গুলোর একটি ইনশা আল্লাহ।

[৩৭] https://tinyurl.com/৪w৫২৭xya

২. অ্যাক্টিভিসমে অংশগ্রহণের ভিন্ন উপায়

সরাসরি মাঠে না গিয়েও বোনেরা বিভিন্ন উপায়ে দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

- **ডিজিটাল অ্যাক্টিভিসম:** ঘরে বসে ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, লেখালেখি বা সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন। মিডিয়া ।
- **দান ও সাদাকাহ:** দ্বীনের পথে খরচ করা একটি বড় ইবাদত। বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে নিয়মিত দান-সাদাকাহ করে আপনি পরোক্ষভাবে অ্যাক্টিভিসমের অংশ হতে পারেন।
- **লজিস্টিক সহায়তা:** ময়দানের ভাইদের জন্য বই বা লিফলেট প্যাকিং, ইভেন্টের খাবার তৈরি করা, বা বোনদের সেশন আয়োজন করা-এসবও অ্যাক্টিভিসমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩. শিক্ষা ও দক্ষতা দিয়ে অবদান রাখা

- **মক্তব বা হিফজ ক্লাস পরিচালনা:** ছোটদের কুরআন শেখানোর মাধ্যমে প্রাথমিক ইসলামী ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করুন।
- **স্কিল-শেয়ারিং:** রান্না, সেলাই, হোম-স্কুলিং, ভাষা শেখানো এসবের মাধ্যমেও সমাজে অবদান রাখতে পারেন ইনশা আল্লাহ।
- **কাউন্সেলিং ও সাপোর্ট:** হতাশাগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত তরুণীদের ইসলামী কাউন্সেলিং ও মানসিক সমর্থন দিন।

৪. অ্যাক্টিভিসমের ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখুন।

অ্যাক্টিভিসমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, নিয়মিত মনে করিয়ে দেওয়া বা 'রিমাইন্ডার' দেওয়া। একই সাথে, পারস্পরিক সহযোগিতা এই কাজকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তোলে।

- **ধারাবাহিক রিমাইন্ডার:** আপনার পরিচিতজনদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিন। একবারে সব না বলে, ধাপে ধাপে বিষয়গুলো তুলে ধরুন। এটি তাদের মনে প্রভাব ফেলতে সাহায্য করবে এবং তারা ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবে।
- **সহানুভূতি ও ভালোবাসা:** দাওয়াহর সময় কঠোর ভাষা পরিহার করে সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে কথা বলুন। আন্তরিকতা দিয়ে করা নসিহত মানুষের হৃদয়ে বেশি প্রভাব ফেলে।
- **পুরুষদের উৎসাহিত করা:** আপনার মাহরাম পুরুষ সদস্যদের (বাবা, ভাই, স্বামী) দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসমের কাজে উৎসাহিত করুন এবং তাদের পাশে থাকুন।

আরও কিছু বিষয় লক্ষ্য করুন-

- পাঠচক্র বা আলোচনা সভার জন্য নিজ গৃহের মতো ব্যক্তিগত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশকে প্রাধান্য দিন, যেখানে বাইরের বা অনাকাঙ্ক্ষিত লোকের প্রবেশের সুযোগ কম থাকে।
- জনবহুল স্থান এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা পরিহার করুন।
- দাওয়াহ এবং অ্যাক্টিভিসমের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।
- অ্যাক্টিভিসমের কাজ যেন ফরজ ইবাদত (সালাত, সিয়াম), সন্তানদের পরিচর্যা থেকে মনোযোগ সরিয়ে না নেয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- কাজের মধ্যে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করুন এবং বার্নআউট (Burnout) এড়াতে নিজেকে অতিরিক্ত চাপে ফেলা থেকে বিরত থাকুন।
- স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ঘুম এবং প্রয়োজনমতো শরীরচর্চার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখুন।
- মানসিক চাপ বা হতাশা অনুভব করলে বিশ্বস্ত ও দ্বীনদার কোনো বোন বা কাউন্সেলরের সাথে পরামর্শ করুন।
- কুরআন, সহীহ হাদীস এবং মৌলিক আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন। কোনো বিষয়ে না জেনে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।
- যেসকল বিষয় নিয়ে কাজ করবেন (যেমন: নারীবাদ, সেকুলারিজম, মনোবিজ্ঞান), সেগুলোর ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে পড়াশোনা করুন, যাতে সঠিকভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে পারেন।

সর্বশেষ পরামর্শ

দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিসম করতে গিয়ে কখনোই শরীয়াহ বহির্ভূত কোনো কাজ করা যাবে না। পর্দার খেলাফ হয় বা ফ্রি-মিক্সিং হয় এমন কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আর সেটি হতে হবে শরীয়াহর নিয়ম মেনেই।

১০২। পেশাজীবীরা কিভাবে অ্যাক্টিভিসম করবেন?

পেশাজীবীদের জন্য অ্যাক্টিভিসম করা যেমন চ্যালেঞ্জিং, তেমনি এটি অত্যন্ত প্রভাবশালী। একজন পেশাজীবী তার দক্ষতা, সামাজিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য ব্যবহার করে যে পরিবর্তন আনতে পারেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। পেশাজীবীরা তাদের ব্যস্ত রুটিন ঠিক রেখে যেভাবে অ্যাক্টিভিসম করতে পারেন, তার একটি কার্যকর গাইডলাইন নিচে দেওয়া হলো:

মেধা ও দক্ষতার ব্যবহার

আপনার পেশাগত দক্ষতাকে দ্বীনের কাজে বা সমাজ সংস্কারে সরাসরি নিয়োগ করুন:

- **ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মী:** কর্মস্থলের বাইরে ছুটির দিনগুলোতে স্থানীয় মসজিদে বা স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প (Free Clinic) পরিচালনা করুন। মানসিক স্বাস্থ্য, আসক্তি বা স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে অফলাইন সেমিনার

করুন। এ ব্যাপারগুলো নিয়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিট সারাবছরব্যাপী ক্যাম্পেইন করে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারেন এই ক্যাম্পেইনগুলোতে যুক্ত হবার।

- **আইনজীবী:** জুলুমের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা (Legal Aid) প্রদান করুন। পারিবারিক বিরোধ, উত্তরাধিকার বা অন্যান্য জটিলতার ক্ষেত্রে শরীয়াহ-সম্মত সমাধান দিতে বিনামূল্যে পরামর্শ দিন বা কম খরচে সেবা দিন।
- **আইটি বিশেষজ্ঞ:** দ্বীনি প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করে দেওয়া, ইসলামিক কন্টেন্ট তৈরি, বিতরণ এবং অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটগুলোর প্রচারণা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করুন।
- **শিক্ষাবিদ/প্রশিক্ষক:**: আপনার এলাকার তরুণদের জন্য ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ক্যারিয়ার গাইডলাইন বা মেন্টরশিপ সেশন পরিচালনা করতে পারেন। অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটগুলোর বছরব্যাপী ক্যাম্পেইনগুলোতেও আপনাদের উপস্থিতি অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে ইনশা আল্লাহ। ছাত্রদের নৈতিকতা ও ইতিহাসের সঠিক পাঠ দেওয়া এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পারেন।

অর্থনৈতিক জোগান (Financial Support)

পেশাজীবীদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা।

- অ্যাক্টিভিস্ট ইউনিটগুলোর প্রয়োজনীয় খরচ (যেমন: লিফলেট ছাপানো, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা ত্রাণ) মেটাতে নিয়মিত বড় অঙ্কের অনুদান দেওয়া।
- অ্যাক্টিভিসম করতে গিয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা।

নেটওয়ার্কিং ও ইনফ্লুয়েন্স (Strategic Networking)

পেশাজীবী হিসেবে আপনার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগান:

- আপনার কলিগ বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে ঘরোয়া আলাপে বা লাঞ্চ ব্রেকে সচেতনতামূলক বিষয়গুলো (যেমন: ইসরায়েলের সমর্থক পণ্য বা ভারতের পানি আগ্রাসন) নিয়ে কথা বলুন।
- আপনার এলাকার মসজিদ কমিটি, ইসলামিক স্কুল বা কল্যাণ সংস্থাগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিন। আপনার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ব্যবহার করে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা বাড়ান।
- প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে সেটি ব্যবহার করে মাঠপর্যায়ের অ্যাক্টিভিস্টদের কাজ সহজ করে দিন।

অফিসিয়াল স্পেসে 'সাইলেন্ট' অ্যাক্টিভিসম

সরাসরি রাজপথে নামতে না পারলেও কর্মক্ষেত্রে আপনি আদর্শিক অবস্থান বজায় রাখতে পারেন:

- অফিসের সহকর্মী বা অধীনস্থদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা, যা ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে।

- পলিসি লেভেলে কোনো অনৈতিক সিদ্ধান্ত হলে পেশাদারিত্বের সাথে সেটার বিরোধিতা করা।
- আপনার পেশায় সর্বোচ্চ সততা, আমানতদারী এবং ন্যায়পরায়নতা (আদল) বজায় রাখুন। আপনার পেশাদারিত্ব যেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ নৈতিকতার প্রতীক হয়। এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী অফলাইন দাওয়াহ।
- কফি বা লাঞ্চ বিরতির মতো সামাজিক মেলামেশার সময়টুকুতে সহকর্মীদের সাথে জীবনঘনিষ্ঠ নৈতিক বা পারিবারিক বা সমাজের সমস্যা নিয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- যদি কোনো সহকর্মী ব্যক্তিগত সমস্যায় বা দুশ্চিন্তায় থাকে, তখন আন্তরিকতার সাথে তার প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরামর্শ দিন।
- সময়মতো সালাত আদায় করুন , হালাল উপার্জন নিশ্চিত করুন এবং সহকর্মীদের প্রতি উত্তম আচরণ করুন।

ডিজিটাল ও ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিসম

কর্মব্যস্ততার কারণে মাঠে যাওয়ার সময় না পেলে রাতে বা অবসরে এই কাজগুলো করতে পারেন:

- আপনার পেশার সাথে সম্পর্কিত কোনো সমস্যা (যেমন: সুদী অর্থব্যবস্থা বা করপোরেট কালচার) নিয়ে বিশ্লেষণমূলক লেখালেখি করা।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনগুলোতে অংশ নেওয়া বা কন্টেন্ট শেয়ার করা।
- আপনার পেশায় আগ্রহী বা অধ্যয়নরত তরুণ প্রজন্মকে ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে ক্যারিয়ার ও জীবন গঠনের বিষয়ে মেন্টরশিপ দিন।
- আপনার কর্মস্থলের বাইরে সুবিধাজনক স্থানে (যেমন: লাইব্রেরি, হল রুম) সমাজের নৈতিক, পারিবারিক, এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর ওপর সঠিক জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সভা বা কর্মশালার আয়োজন করুন।

প্রফেশনাল বডি বা ইউনিয়নগুলোতে অংশগ্রহণ

- সমমনা পেশাজীবীদের নিয়ে অফলাইন ফোরাম তৈরি করে নির্দিষ্ট সামাজিক সমস্যা (যেমন: বিয়ে সহজকরণ, যৌতুক, অপচয়, মাদক) সমাধানের জন্য কার্যকর কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করুন।

ঘরোয়া বা ড্রয়িংরুম অ্যাক্টিভিসম (Influencing the Elite)

পেশাজীবীরা তাদের লেভেলে এক ধরনের 'এলিট' সোসাইটির সাথে মেলামেশা করেন। আপনার নিকটজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমমনা পেশাজীবীদের নিয়ে ছোট ছোট 'স্টাডি সার্কেল' বা আড্ডার আয়োজন করুন।যেখানে সমসাময়িক বিষয়, উম্মাহর ক্রাইসিস এবং আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা হবে। এটি মূলত মেধাবী ও প্রভাবশালী জনশক্তি তৈরির একটি কারখানা হিসেবে কাজ করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পলিসি রিফর্ম (Internal Policy Change)

আপনি যেখানে চাকরি বা ব্যবসা করছেন, সেখানকার পরিবেশে সূক্ষ্ম পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন:

- অফিসে নামাজের বিরতি বা জায়গার ব্যবস্থা করা।
- নারীদের জন্য পর্দা বা শালীন পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখা।
- আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক মডেলে যদি সুদের সম্পৃক্ততা থাকে, তবে ধীরে ধীরে ইসলামী শরীয়াহসম্মত বিকল্প মডেলের প্রস্তাব দেওয়া।

পেশাদারদের সুরক্ষা ও ব্যাকআপ

পেশাজীবীরা অ্যাক্টিভিসম করতে গিয়ে অনেক সময় ক্যারিয়ারের ঝুঁকিতে পড়েন।

- **পেশাজীবী ঐক্য:** সমমনা পেশাজীবীদের মধ্যে একটি মজবুত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলুন। যদি কোনো ভাই তার আদর্শিক অবস্থানের কারণে চাকরি হারান বা বিপদে পড়েন, তবে অন্য পেশাজীবীরা যেন তাকে দ্রুত রিকভার করতে বা অন্য কোথাও সংস্থাপনে সহায়তা করতে পারে।
- **বিকল্প আয়ের উৎস:** সম্ভব হলে চাকরির পাশাপাশি একটি ছোট প্যাসিভ ইনকাম বা ব্যবসার সোর্স রাখার চেষ্টা করুন, যাতে দ্বীনের স্বার্থে আপস করার প্রয়োজন হলে আপনার পরিবার বিপদে না পড়ে।
- **মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন (Burnout Prevention):** পেশাজীবীরা অফিস এবং অ্যাক্টিভিসম—দুই নৌকায় পা দিতে গিয়ে অনেক সময় প্রচণ্ড মানসিক চাপে পড়েন। এটি এড়ানোর জন্য "নিজের পরিবার এবং স্বাস্থ্যের হক আদায় করুন। অতিরিক্ত কাজের চাপে যেন মেজাজ খিটখিটে না হয়, যা আপনার দাওয়াহর পথে অন্তরায় হতে পারে।"

সময় না পাওয়ার সমস্যা মোকাবিলায় নিচের কৌশলগুলো অনুসরণ করুন:

- মাইক্রো-অ্যাক্টিভিসম:
    - বড় সভা না করে, অ্যাক্টিভিসমের সাথে জড়িত কারো সাথে লাঞ্চ বা কফির বিরতিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নিন।
    - যে কাজটি অন্য কেউ করতে পারে, সেটির জন্য আপনার সময় খরচ না করে, সেই কাজটি করার জন্য আর্থিক সহায়তা দিন।
- অগ্রাধিকার ও সমন্বয়:
    - **উইকেন্ডের ব্যবহার:** সপ্তাহের শেষে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা (যেমন: জুমার সালাতের পর) অ্যাক্টিভিসমের কাজের জন্য বরাদ্দ রাখুন।
    - **ফোকাসড কাজ:** যখন অ্যাক্টিভিসমের জন্য সময় বের করবেন, তখন তা অফলাইনের উচ্চ-মূল্যের কাজের (যেমন: কৌশল নির্ধারণ, ফেস-টু-ফেস মেন্টরশিপ, ফান্ডিং নিশ্চিত করা) জন্য ব্যয় করুন।

পেশাজীবীরা সাধারণত বেশি ব্যস্ত থাকেন। তাই আপনার অ্যাক্টিভিসম হতে হবে 'কৌশলগত'। মাঠের ছেলেদের মতো আপনার রাস্তায় থাকার দরকার নেই[৩৮]; বরং আপনি হবেন পেছনের 'মস্তিষ্ক' ও 'মেরুদণ্ড'।

পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে একটি স্বর্ণালী নিয়ম হলো— "যিনি সময় দিতে পারবেন না, তিনি অর্থ দেবেন; আর যিনি অর্থ দিতে পারবেন না, তিনি মেধা বা সময় দেবেন।" তবে আদর্শিক আন্দোলনের জন্য আপনার শুধু অর্থ যথেষ্ট নয়, মাঝে মাঝে আপনার সশরীরে উপস্থিতি (Physical Presence) ছোট ভাইদের বা মাঠের কর্মীদের মানসিকভাবে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী করে তোলে।

সামগ্রিক চেকলিস্ট

- আপনার পেশাদার দক্ষতাকে দ্বীনি কাজে লাগাচ্ছেন তো?
- নিয়মিত আয়ের একটি অংশ নিয়মিত প্রজেক্টে দিচ্ছেন তো?
- আপনার সহকর্মীদের কাছে আপনি একজন 'সৎ ও দক্ষ' মানুষ হিসেবে পরিচিত তো?
- আপনি কি আপনার পেশাদার সংগঠনে কোনো প্রভাব রাখতে পারছেন?

পেশাজীবী হিসেবে আপনার অ্যাক্টিভিসম হবে মূলত **প্রভাব বিস্তার (Influence) এবং কাঠামো নির্মাণ (Building Systems)** কেন্দ্রিক। আপনার **পেশাগত দক্ষতা, খ্যাতি ও সম্পদকে** আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করাই হবে আপনার ইসলামী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম।

[৩৮] থাকতে পারলে তো খুবই ভালো

পরিশিষ্ট ০ বার্নআউট প্রতিরোধ ও ভারসাম্য রক্ষার চেকলিস্ট

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিন:

হ্যাঁ ✓ | মাঝেমধ্যে ০ | না ✗

১. শারীরিক ও মানসিক যত্ন

প্রশ্ন	উত্তর
আমি প্রতি রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাই ?	
আমি নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার খাই?	
আমি দৈনিক হাঁটি বা হালকা ব্যায়াম করি?	
আমি দিনে অন্তত একবার (১৫ মিনিট হলেও) কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরতি নিই?	
আমি মানসিক চাপ অনুভব করলে তা মোকাবেলার চেষ্টা করি?	

২. মানসিক ও আবেগীয় সুস্থতা

প্রশ্ন	উত্তর
আমি নিজের অনুভূতি ও চাপের কথা কারো সঙ্গে শেয়ার করি?	
আমি নিজের প্রতি দয়ালু থাকার চেষ্টা করি?	
আমি নিজেকে ব্যর্থ বা অকার্যকর মনে করি না?	
আমি মাঝে মাঝে নিজের সাফল্যকে উদযাপন করি?	
আমি সপ্তাহে অন্তত একদিন শুধু নিজের জন্য সময় রাখি (রিফ্রেশমেন্ট, নির্জনতা ইত্যাদি)?	
আমি টেকসইভাবে কাজ করার চেষ্টা করি, যেন দীর্ঘমেয়াদে ফল দিতে পারি?	

৩. কাজের ভারসাম্য ও সময় ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন	উত্তর
আমি দিনে কাজ ও বিশ্রামের সময় আলাদা রাখি?	
আমি 'না' বলতে পারি, যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়?	
আমি নিজের কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করে কাজ করি?	
আমি কাজের পরিমাণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করি?	
আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে যাচাই করি যে, তা আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব কি না?	
আমি জানি, কখন থামতে হবে এবং বিশ্রাম নিতে হবে?	

৪. আত্মিক যত্ন

প্রশ্ন	উত্তর
আমি দৈনিক সালাত যথাযথভাবে আদায় করি?	
আমি কুরআন তিলাওয়াত, যিকির বা দু'আর জন্য সময় রাখি?	
আমি নিজের আত্মিক অবস্থা পর্যালোচনা করি (মুহাসাবা, ইখলাস পরীক্ষা ইত্যাদি)?	
আমি ইবাদাত ও কাজের মাঝে ভারসাম্য রাখি?	
আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখার চেষ্টা করি?	
আমি কাজের পেছনে নিয়ত ও উদ্দেশ্য সবসময় মাথায় রাখি ?	

৫. পারিবারিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব

প্রশ্ন	উত্তর
আমি পরিবার/সঙ্গীর সাথে নিয়মিত মানসম্পন্ন সময় কাটাই?	
আমি সন্তান/ভাইবোনদের দ্বীনের শিক্ষা দেওয়ার ও তাদের মনে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করার চেষ্টা করি?	
আমি বাবা-মা, ভাইবোন বা আত্মীয়দের খোঁজখবর রাখি?	
আমি ঘরোয়া দায়িত্বগুলোকে ইবাদাত মনে করে করি?	

মূল্যায়ন নির্দেশিকা:

‘হ্যাঁ’ উত্তর গুনে মূল্যায়ন করুন:

- **৩০+**: আপনি ভারসাম্যপূর্ণভাবে এগোচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ! চালিয়ে যান।
- **২০–২৯**: মাঝারি ঝুঁকিতে আছেন। কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন দরকার।
- **১৯ বা কম**: বার্নআউটের সম্ভাবনা আছে। এখনই নিজের রুটিন, নিয়ত ও ভারসাম্য পুনর্বিবেচনা করুন।

টিপস

- সপ্তাহে একবার চেকলিস্ট পূরণ করুন।
- নিজে নিজে না পারলে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু/সিনিয়রকে রিভিউয়ার হিসেবে রাখুন।
- সময়ের সাথে নিজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করুন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনুন।

পরিশিষ্ট -১

অনুমতির জন্য আবেদনপত্র

প্রাপক:
সভাপতি/সম্পাদক,
[স্থান/প্রাঙ্গণের নাম]
[ঠিকানা]

বিষয়: [স্থান/প্রাঙ্গণ]-এ একটি সচেতনতামূলক ইভেন্ট আয়োজনের অনুমতির জন্য আবেদন।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা [ইউনিটের নাম] এর পক্ষ থেকে আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা আগামী [ইভেন্টের তারিখ] তারিখে [ইভেন্টের নাম, যেমনঃ "ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী"] আয়োজন করতে চাই [লোকেশনের নাম, যেমনঃ "আপনাদের মাঠ/মসজিদের বারান্দা/স্কুলের খোলা জায়গা"]–তে।

ইভেন্টটি মূলত [ইভেন্টের উদ্দেশ্য যেমনঃ "সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি", "ইসলামিক মূল্যবোধ প্রচার", "তরুণদের উদ্বুদ্ধকরণ" ইত্যাদি] লক্ষ্যে আয়োজিত হবে। পুরো আয়োজনটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সীমিত সময়ের জন্য অনুষ্ঠিত হবে এবং আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই স্থান খালি করে পরিপাটি করে রেখে যাব ইনশা আল্লাহ।

আমরা আপনাদের সম্মতি ও অনুমতি কামনা করছি যেন আমরা উক্ত স্থানটিতে উক্ত তারিখে আমাদের অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে পারি।আশা করছি আপনার সদয় অনুমোদন আমাদের কার্যক্রমকে সফল করতে সহায়তা করবে।আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

বিনীত,
[আপনার নাম]
[পদবি, যদি থাকে]
[ইউনিটের নাম]
মোবাইল: [মোবাইল নম্বর]
তারিখ: ...../...../.....

অনুমতিপত্র

আমি/আমরা, [স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নাম/জায়গার মালিক/মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে], এই মর্মে সম্মতি প্রদান করছি যে:

[ইউনিটের নাম] এর উদ্যোগে
[ইভেন্টের নাম]
তারিখ: [ইভেন্টের তারিখ]
সময়: [সময়]
স্থান: [লোকেশনের নাম ও ঠিকানা]

এই অনুষ্ঠানটি আমাদের স্থান/প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে পারে। ইভেন্টটি শান্তিপূর্ণ, শালীন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে।

আমরা আশা করছি আয়োজক দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং পরে স্থানটি পরিপাটি করে রেখে যাবে।

অনুমোদনকারী:
নাম: .....
পদবি / পরিচয়: .....
মোবাইল নম্বর: .....
স্বাক্ষর: .....
তারিখ: ...../...../.....

দাওয়াতনামা

প্রিয় সুধী,

আসসালামু আলাইকুম।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের [ইউনিটের নাম] ইউনিটের উদ্যোগে আগামী [ইভেন্টের তারিখ, যেমন: ২০ মে, সোমবার], [লোকেশন: যেমন - স্থানীয় মাঠ/স্কুল প্রাঙ্গণ/মসজিদের পাশে] অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও সচেতনতা মূলক আয়োজন। এই আয়োজনের মাধ্যমে সমাজের বাস্তবতা, তরুণদের ভূমিকা ও আমাদের করণীয় নিয়ে চিন্তা করার একটি সুযোগ তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ।

স্থান: [সুনির্দিষ্ট লোকেশন]
সময়: বিকাল [সময়]টা

আয়োজন: প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা, সচেতনতা বার্তা

আপনি, আপনার পরিবার ও প্রিয়জনদের নিয়ে উপস্থিত হয়ে আমাদের উৎসাহিত করবেন – এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।আল্লাহ আমাদের সকলকে নেক কাজে অংশ নেওয়ার তাওফিক দিন।

আন্তরিক আমন্ত্রণে,

[ইউনিটের নাম] ইউনিট
যোগাযোগ: [মোবাইল নম্বর]

সাংবাদিকদের দাওয়াতনামা

তারিখ: [ইভেন্টের আগের দিন/ইভেন্টের দিন]
স্থান: [লোকেশনের নাম, থানা/জেলা]
যোগাযোগ: [মিডিয়া টিমের মোবাইল নম্বর ও ইমেইল]

তরুণদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যতিক্রমী প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

[ইউনিটের নাম] ইউনিটের ব্যতিক্রমী উদ্যোগে আগামী [ইভেন্টের তারিখ] তারিখে [লোকেশনের নাম]-এ আয়োজন করা হয়েছে এক অনন্য সচেতনতামূলক ইভেন্ট

এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য হল তরুণ প্রজন্মের মধ্যে [ইভেন্টের মূল বার্তা—যেমন: ইতিহাস সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিক চেতনা ইত্যাদি] গড়ে তোলা, যাতে তারা সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের বাহক হয়ে উঠতে পারে।

ইভেন্টের প্রধান আকর্ষণসমূহ:

- গবেষণালব্ধ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী: যা দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে [ডকুমেন্টারির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ১-২ লাইনে সংক্ষিপ্ত বিবরণ]।
- আলোচনা ও মতবিনিময় পর্ব: যেখানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজ সচেতন ব্যক্তি এবং অংশগ্রহণকারী তরুণদের সরব উপস্থিতি থাকবে।
- তরুণদের পরিচালনায় সচেতনতা কার্যক্রম: ইভেন্ট চলাকালীন আশপাশের সাধারণ জনগণের মধ্যেও সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

স্থান: [পুরো ঠিকানা]

সময়: বিকাল [নির্ধারিত সময়]টা

আপনাদের প্রিয় চ্যানেল/পত্রিকার প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই আয়োজনে থাকবে—

- চিত্রগ্রহণের জন্য দৃষ্টিনন্দন ভিজ্যুয়ালস
- সাক্ষাৎকার ও মন্তব্য নেওয়ার সুযোগ
- একটি সমাজ সচেতনতামূলক চমৎকার রিপোর্ট তৈরির বিষয়বস্তু

এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনটি আপনার পাঠক ও দর্শকদের জন্য হবে অত্যন্ত মূল্যবান ও অনুপ্রেরণাদায়ক—বিশেষত তরুণ সমাজের ইতিবাচক উদ্যোগ ও পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরতে।

যোগাযোগ:

মিডিয়া টিম – [ইউনিটের নাম]

[দায়িত্বশীলের নাম ও পদবি]
[মোবাইল নম্বর]
[ইমেইল ঠিকানা বা ফেসবুক পেজ লিংক]

পরিশিষ্ট-২

সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি চেয়ে আবেদনের টেমপ্লেট

এই টেমপ্লেটটা আপনি যেকোনো ধরনের সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। শুধু বিষয়, প্রেক্ষাপট, কার্যক্রম, আর পরিসংখ্যান পরিবর্তন করে নিলেই হবে।

বরাবর,
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধান,
[প্রতিষ্ঠানের নাম],
[প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা]।

বিষয়: সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা [আপনার ইউনিটের নাম] একটি [যেমন: শিক্ষার্থীবান্ধব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ/যুব সংগঠন], যা [শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন/স্কুল-কলেজ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি/সুস্থ জীবনধারা গড়ে তোলা] লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে আসছে।

আমরা [আপনার ইউনিটের নাম] এর পক্ষ থেকে আপনার প্রতিষ্ঠানে [বিষয়ের নাম—যেমন: নৈতিক অবক্ষয়, মাদক, সাইবার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসচেতনতা ইত্যাদি] বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজন করতে আগ্রহী। [সমস্যার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট লিখুন। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বা বিশ্বস্ত সূত্র থেকে ১-২টি তথ্য উল্লেখ করুন। সমস্যার গুরুত্ব এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।]

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের [সচেতন করা/সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান/ইতিবাচক জীবনধারা গড়ে তোলা/সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধ]।আমাদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নরূপ:

- উদ্বোধনী বক্তব্য: (... মিনিট)
- মূল আলোচনা: (... মিনিট)
- সমাধান/প্রতিরোধের উপায়: (... মিনিট)
- প্রশ্নোত্তর পর্ব: (... মিনিট)

অতএব, বিনীত অনুরোধ, আমাদেরকে আপনার প্রতিষ্ঠানে উক্ত ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা আশা করি, এই উদ্যোগে আপনার প্রতিষ্ঠানের সর্বাত্মক সহযোগিতা পাব।

ধন্যবাদান্তে,
নিবেদক,

[আপনার নাম]
[আপনার পদবি/সংস্থার নাম]
[যোগাযোগ: ফোন/ইমেইল]
তারিখ: [তারিখ লিখুন]

পর্ন আসক্তি সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের অনুমতি চেয়ে আবেদন

বরাবর,
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক,

[প্রতিষ্ঠানের নাম],
[প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা]।

বিষয়: ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও পর্নোগ্রাফি আসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের অনুমতি প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা [আপনার ইউনিটের নাম]—একটি স্বেচ্ছাসেবী যুব উদ্যোগ, যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আপনার স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং পর্নোগ্রাফি আসক্তির মতো ভয়াবহ সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন করতে আগ্রহী।

সম্প্রতি আমাদের সমাজে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ১ হাজার ৪৪৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে শিশু ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৯১২। পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতার ব্যাপক আসক্তিকে এসব ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ইউনিসেফ ও ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মতো প্রতিষ্ঠানও এই মতকে সমর্থন করে। যমুনা টিভির এক রিপোর্টে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের প্রায় ৭৭% স্কুলগামী ছাত্রই পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত, যা আমাদের জন্য এক গভীর উদ্বেগের বিষয়।

আমাদের লক্ষ্য এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা আপনার প্রতিষ্ঠানে একটি সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে চাই। **আমাদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো:**

- পরিচিতি ও সূচনা বক্তব্য: (০৫ মিনিট)
- পর্নোগ্রাফির শারীরিক ও মানসিক কুফল: একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা। (১৫ মিনিট)
- মুক্তির উপায়: পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতা থেকে বেরিয়ে আসার কার্যকরী উপায় নিয়ে আলোচনা। (১৫ মিনিট)
- প্রশ্নোত্তর পর্ব: শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর। (১০ মিনিট)

এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং তাদের একটি সুস্থ ও নৈতিক জীবনধারার প্রতি উৎসাহিত করতে চাই। এই কার্যক্রম শুধুমাত্র আমাদের নয়, বরং একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

অতএব, বিনীত অনুরোধ, আমাদের এই মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইনটি আয়োজনের অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন। আমরা আশা করি, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমরা আপনার এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সর্বাত্মক সহযোগিতা পাব।

ধন্যবাদান্তে,
নিবেদক,
[আপনার নাম]
[আপনার পদবি/ইউনিটের নাম]
[যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর]
তারিখ: [তারিখ]

বিবাহ বহির্ভূত হারাম রিলেশনশিপ বিরোধী সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের অনুমতি চেয়ে আবেদন

বরাবর,
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক,
[প্রতিষ্ঠানের নাম],
[প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা]।

বিষয়: বিবাহ বহির্ভূত হারাম রিলেশনশিপ বিরোধী সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের অনুমতি প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা [আপনার ইউনিট/দলের নাম]—একটি স্বেচ্ছাসেবী যুব উদ্যোগ, যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আপনার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বিবাহ বহির্ভূত হারাম রিলেশনশিপের ভয়াবহতা ও সামাজিক ক্ষতি বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজন করতে আগ্রহী।

সম্প্রতি একাধিক গবেষণা ও জরিপে উঠে এসেছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের নৈতিক অবক্ষয়ের এক ভয়াবহ চিত্র:

- শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাজ জাহরিনের জরিপ অনুযায়ী, ১৬-১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের প্রায় ৬০% ইতোমধ্যে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়েছে।
- ড. সাইয়েদ জাহাঙ্গীর হায়দারের গবেষণা অনুসারে, ১৯+ বয়সী অবিবাহিত ছেলেদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে ৬ জন এবং মেয়েদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে প্রায় ২ জন যৌন সম্পর্ক করেছে।
- বাংলাদেশে অনিরাপদ গর্ভপাতের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে। শুধু ২০১৪ সালেই প্রায় ১২ লাখ গর্ভপাত হয়েছে, যার বড় অংশ অবিবাহিত কিশোরীদের।
- প্রতিনিয়ত ঘটছে প্রেমঘটিত খুন, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইল, আত্মহত্যা এবং অকাল মৃত্যু।
- সামাজিক মাধ্যমে ও ক্যাম্পাস সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়ছে অশ্লীলতা, গ্রুপ ট্যুরের নামে অনৈতিক কার্যকলাপ, এবং র‍্যাগ ডে-তে চরম অশোভন আচরণ। এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, তরুণ প্রজন্ম দ্রুত নৈতিক পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পরিবার ও সমাজের জন্য এটি একটি বড় হুমকি।

আমাদের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের এই ভয়াবহ বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সুস্থ, পবিত্র ও ইসলামিক জীবনধারার প্রতি উৎসাহিত করা।

আমাদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নরূপ:

- উদ্বোধনী বক্তব্য – (৫ মিনিট)
- সমস্যার বাস্তব চিত্র ও পরিসংখ্যান – গবেষণা তথ্য উপস্থাপন (১০ মিনিট)

- বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি – বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা (১৫ মিনিট)
- সমাধান ও করণীয় – ইসলামিক দৃষ্টিকোণ, পরিবার ও শিক্ষার্থীদের করণীয় আলোচনা (১৫ মিনিট)
- প্রশ্নোত্তর পর্ব – শিক্ষার্থীদের মুক্ত প্রশ্নোত্তর (১০ মিনিট)

অতএব, বিনীত অনুরোধ করছি, আপনার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এই সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের জন্য আমাদের অনুমতি প্রদান করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা বিশ্বাস করি, এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নয়ন ও সুস্থ সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদান্তে,
নিবেদক,

[আপনার নাম**]**
[আপনার পদবি/ইউনিটের নাম**]**
[যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর**]**
তারিখ: **[**তারিখ লিখুন**]**

মসজিদের জন্য অনুমতি পত্র

বরাবর,
সভাপতি/সচিব,
[মসজিদের নাম],
[মসজিদের ঠিকানা]।

বিষয়: বিবাহ বহির্ভূত হারাম রিলেশনশিপ বিরোধী সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের অনুমতি প্রসঙ্গে।

মাননীয় সভাপতি/সচিব,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা [আপনার ইউনিট/দলের নাম]—একটি স্বেচ্ছাসেবী যুব উদ্যোগ, যা নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আপনাদের মসজিদে মুসল্লি ও যুবসমাজের উদ্দেশ্যে বিবাহ বহির্ভূত হারাম রিলেশনশিপের ভয়াবহতা ও সামাজিক ক্ষতি বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজন করতে আগ্রহী।

সম্প্রতি একাধিক গবেষণা ও জরিপে উঠে এসেছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের নৈতিক অবক্ষয়ের এক ভয়াবহ চিত্র:

- শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাজ জাহরিনের জরিপ অনুযায়ী, ১৬-১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের প্রায় ৬০% ইতোমধ্যে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়েছে।
- ড. সাইয়েদ জাহাঙ্গীর হায়দারের গবেষণা অনুসারে, ১৯+ বয়সী অবিবাহিত ছেলেদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে ৬ জন এবং মেয়েদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে প্রায় ২ জন যৌন সম্পর্ক করেছে।
- বাংলাদেশে অনিরাপদ গর্ভপাতের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে। শুধু ২০১৪ সালেই প্রায় ১২ লাখ গর্ভপাত হয়েছে, যার বড় অংশ অবিবাহিত কিশোরীদের।
- প্রতিনিয়ত ঘটছে প্রেমঘটিত খুন, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইল, আত্মহত্যা এবং অকাল মৃত্যু। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে অশ্লীলতা, গ্রুপ ট্যুরের নামে অনৈতিক কার্যকলাপ, এবং র‍্যাগ ডে-তে চরম অশোভন আচরণ।

এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, তরুণ প্রজন্ম দ্রুত নৈতিক পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও ইসলামী মূল্যবোধের জন্য এটি একটি বড় হুমকি।আমাদের লক্ষ্য হলো মুসল্লি ও যুবসমাজকে এই ভয়াবহ বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সুস্থ, পবিত্র ও ইসলামিক জীবনধারার প্রতি উৎসাহিত করা।

আমাদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নরূপ:

- উদ্বোধনী বক্তব্য – (৫ মিনিট)
- সমস্যার বাস্তব চিত্র ও পরিসংখ্যান – গবেষণা তথ্য উপস্থাপন (১০ মিনিট)

- বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি – বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা (১৫ মিনিট)
- সমাধান ও করণীয় – ইসলামিক দৃষ্টিকোণ, পরিবার ও তরুণদের করণীয় আলোচনা (১৫ মিনিট)
- প্রশ্নোত্তর পর্ব – মুসল্লিদের মুক্ত প্রশ্নোত্তর (১০ মিনিট)

অতএব, বিনীত অনুরোধ করছি, আপনার স্বনামধন্য মসজিদে এই সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজনের জন্য আমাদের অনুমতি প্রদান করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা বিশ্বাস করি, এই আয়োজন মুসল্লিদের নৈতিক উন্নয়ন ও সুস্থ সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদান্তে,
নিবেদক,

[আপনার নাম**]**
[আপনার পদবি/ ইউনিটের নাম**]**
[যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর**]**
তারিখ: **[**তারিখ লিখুন**]**

স্ক্রিন আসক্তি নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি প্রসঙ্গে

বরাবর,

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক,
[প্রতিষ্ঠানের নাম],
[প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা]।

বিষয়: শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্ক্রিন আসক্তি, পড়াশোনায় ক্ষতি এবং অনৈতিক লাইফস্টাইল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা [আপনার ইউনিট/দলের নাম]—একটি স্বেচ্ছাসেবী যুব উদ্যোগ, যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আপনার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য স্ক্রিন আসক্তি ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজন করতে আগ্রহী। এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার প্রতিরোধ, এবং সুস্থ জীবনধারা গড়ে তোলা।

বর্তমান যুগে অতিরিক্ত স্মার্টফোন, কম্পিউটার ও অনলাইন ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং নৈতিক মানদণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গবেষণা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী:

- শিক্ষার্থীরা স্ক্রিন আসক্তির কারণে পড়াশোনায় মনোযোগ হারাচ্ছে, ফলাফলে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।
- অতিরিক্ত অনলাইন/গেমিং ও অশ্লীল কন্টেন্টে নিমগ্নতা শিক্ষার্থীদের হারাম/বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ও যৌন অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
- স্ক্রিন আসক্তি মানসিক চাপ, বিষণ্নতা, আত্মহত্যার ঝুঁকি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করছে।
- ৭৫% স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থী দৈনন্দিনভাবে ৩-৫ ঘণ্টা স্ক্রিনের সামনে সময় কাটাচ্ছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

আমাদের আয়োজনের উদ্দেশ্য:

শিক্ষার্থীদের স্ক্রিন আসক্তি, এর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা। পড়াশোনা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার উপায় নির্দেশ করা। হারাম রিলেশনশিপ ও অনৈতিক আচরণের ঝুঁকি কমানো। স্বাস্থ্যকর ডিজিটাল অভ্যাস ও সময় ব্যবস্থাপনা প্রচার করা।

প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা:

- উদ্বোধনী বক্তব্য (৫ মিনিট)
- স্ক্রিন আসক্তি ও এর প্রভাবের উপস্থাপনা (১০ মিনিট)
- পড়াশোনা ও নৈতিক জীবনধারায় ক্ষতি; হারাম সম্পর্ক ও যৌন অপরাধের ঝুঁকি আলোচনা (১৫ মিনিট)
- সমাধান ও করণীয় বিষয়ে ইসলামিক ও সমাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরামর্শ (১৫ মিনিট)
- প্রশ্নোত্তর ও অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ (১০ মিনিট)

অতএব, বিনীত অনুরোধ করছি, আমাদেরকে এই ক্যাম্পেইন/সেমিনার আয়োজনের অনুমতি প্রদান করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা বিশ্বাস করি, এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সুস্থ, প্রগতিশীল জীবনধারা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদান্তে,
নিবেদক,

[আপনার নাম]
[আপনার পদবি/সংস্থার নাম]
[যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর]
তারিখ: [তারিখ লিখুন]
—

এই নির্দেশিকা ও প্রদত্ত টেমপ্লেটগুলো ব্যবহার করে আপনি সহজেই আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পারবেন। আমরা আশা করি, এই নির্দেশিকা আপনাকে সফলভাবে একটি ক্যাম্পেইন আয়োজনের অনুমতি পেতে সাহায্য করবে এবং আপনার প্রচেষ্টা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আপনাদের কাজগুলো কবুল করে নিক। আমীন।

আরও পড়ুন...

১। ৪০ হাদীস:সামাজিক শক্তি অর্জন, ইলমহাউস পাবলিকেশন

২। অ্যাক্টিভিসম ১০১, Activism Lab

৩। Activism Lab-এর:

- অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ,
- অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-ক্যাম্পেইন টুলকিট

৪। মুসলিমবঙ্গ, আসিফ আদনান, ইলমহাউস পাব্লিকেশন।

নিয়মিত ভিসিট করুন- www.activismlab.info